পরতত্ত্বসীমা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

'নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণ-
স্তথা সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ ॥'

—শ্রীমদ্ভাগবত ১।১৮।২৩

'পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যতদূর শক্তি ততদূর উড়ি যায় ॥
এই মত চৈতন্য-যশের অন্ত নাই।
যার যত শক্তি কৃপা সবে তাই গাই ॥'

—শ্রীচৈতন্যভাগবত ১।১৭।১৪৯

প্রথম প্রকাশ—শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী, ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ।

২১শে ভাদ্র, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, ইং ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬২।

প্রকাশক

শ্রীনবীনকৃষ্ণদাস, শ্রীধাম নবদ্বীপ।

পরিবেশক

শ্রীধাম-নবদ্বীপে

শ্রীনবীনকৃষ্ণদাস।

'জয়গুরু-কুটীর', দণ্ডপাণিতলা, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

কলিকাতায়

শ্রীসুন্দরানন্দ দাস বিদ্যাবিনোদ।

'শ্রীপাট-পরাগ'

১৬৮।২, সাউথ সিঁথি রোড, কলিকাতা-৫০।

আনুকূল্য সাড়ে সাত টাকা।

মুদ্রাকর—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ,

বাসন্তী আর্ট প্রেস, ৬।১, কলেজ রো, কলিকাতা-৯।

॥ শ্রীশ্রীগৌরহরি ॥

উৎসর্গ-পত্র

'হঞাছেন হবেন মহাপ্রভুর যত দাস'

তাঁহাদের শ্রীকরকমলে
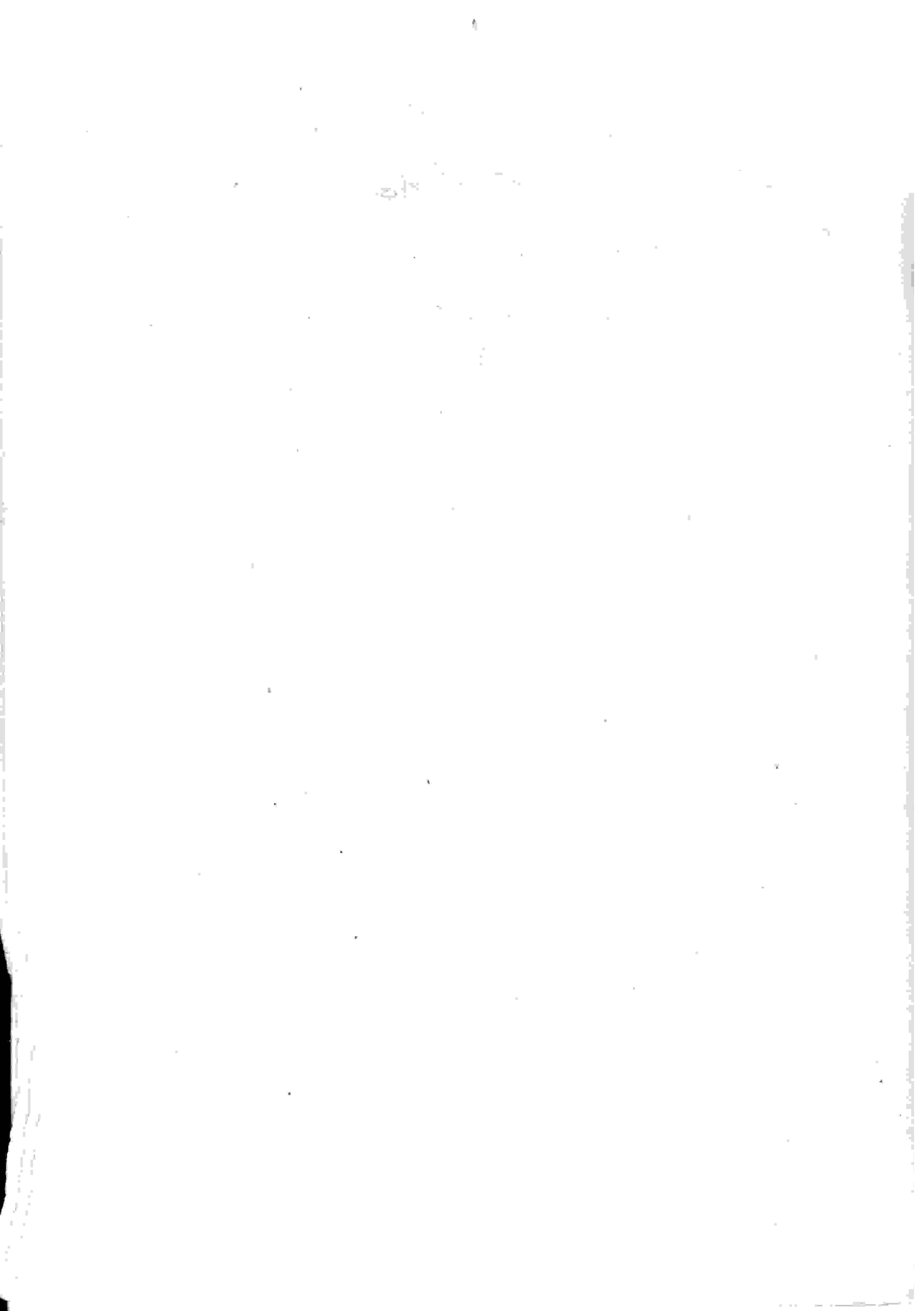
সমর্থন-পত্র

লেখক—নিত্যধামগত **শ্রীমৎ হরিদাসদাস বাবাজী** মহারাজ,
শ্রীনবদ্বীপধাম, 'হরিবোল-কুটীর'।

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্। নবদ্বীপ

শ্রীহরিবোল— ২রা মাঘ

অনন্ত দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্ব্বিকেয়ং—

পরম ভক্তিভাজন বাবাজি মহারাজ!

আনন্দিত, বিমোহিত এবং চমৎকৃত হইয়াছি— ধন্য আপনার লেখনী— ধন্য আপনি। শ্রীশ্রী হরি আপনাকে এইরূপ অমৃতাস্বাদন করান —এই প্রার্থনা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে তাঁহার তুলনা দেওয়া কষ্টই চিন্ত্য হইতে হয়। প্রভুর অপার সাগর গেলে আপনার দ্বারা আজ তত্ত্ব ভাব যে শ্রীপ্রভু জানিতেন — তাহা জানিতে পারি না। আপনার প্রচেষ্টাকে আমি সর্ব্বথা সমর্থন করি এবং সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার সাফল্য কামনা করি। জয় শ্রীগৌরসুন্দর জয় শ্রীগদাধর গদাই গৌরাঙ্গ জয় নবদ্বীপচন্দ্র। ইতি

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীহরিদাসদাস

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ

নিবেদন

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্॥

চৈতন্যের জন্মযাত্রা—ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা-আদি এ তিথির করে আরাধনা।[১]

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথির আরাধনা ত্রিকালেই শ্রীব্রহ্মা, শ্রীশিব, শ্রীনারদাদি মহদ্গণ করিয়া থাকেন।[২] তাই শ্রীগৌরাবির্ভাবের বহুপূর্ব্ব হইতেই বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ভক্তিরসিকগণ শ্রীচৈতন্যের মনোভীষ্টের অনুকূল গীতিকাব্যাদি রচনা করিয়া আসিয়াছেন। শ্রীসদাশিবাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীনারদাবতার শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত, শ্রীব্রহ্মহরিদাস প্রমুখ মহদ্গণ আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার আরতি-গান করিয়াছেন। শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে আবির্ভূত হইলে তাঁহার আবির্ভাব-ভূমি হইতে শ্রীনামপ্রেমের বন্যা বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রবাহিত ও উচ্ছলিত হইয়াছে। সমসাময়িক ও পরিবর্ত্তিকালের লীলাব্যাস ও পদকর্ত্তা মহাজনগণ জন্ম-যাত্রার জয়গান করিয়াছেন।

শ্রীগৌরাবির্ভাবের চারিশত বৎসর পূর্ত্তিকালে গৌড়-ক্ষেত্র-ব্রজমণ্ডলের বিভূষণ-স্বরূপ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম সিদ্ধমহাত্মা শ্রীলজগন্নাথ দাস বাবাজীমহারাজ প্রকট ছিলেন। তাঁহার কৃপানির্দ্দেশে শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তী-মহামহোৎসবে সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন-সত্র-সমূহ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল। আগামী পঞ্চশততম শ্রীগৌরাবির্ভাবোপলক্ষে মহানুভবগণ শ্রীগৌরপ্রিয়তম সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞের আয়োজন করিতেছেন। এই দীনাতিদীন, জরাতুর, সাধনভজনহীন জীবাধমের যোগ্যতার একান্ত অভাবসত্ত্বেও সেই মহামহোৎসব-প্রবাহের কণিকা স্পর্শ করিবার অসীম সাহস হইয়াছে। সেই প্রেরণাতেই আগামী পঞ্চশততম শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাবের স্মৃতিতর্পণোদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও শ্রীশ্রীগৌর-

১ চৈ ভা ১।৩।৪৩; ২ ভা ১০।২।২৫ ইত্যাদি।

পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীজয়ন্তী-গ্রন্থমালা প্রকাশের এই উদ্যোগ। এই জরাতুর পঞ্চশততম শ্রীগৌরজয়ন্তীর আবির্ভাব-কাল পর্য্যন্ত এই জগতে থাকিবে কিনা সন্দেহ। যাঁহারা সেই জয়ন্তীর সুযোগ্য আরাধক, তাঁহাদের শ্রীকরকমলে এই 'সামান্য অর্ঘ'টি প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইবার ভরসায় সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনন্ত করুণা ও মাধুর্য্যৌদার্য্য-সিন্ধুর কণিকা মাত্র অবলম্বনে 'পরতত্ত্বসীমা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

পরতত্ত্বসীমার সর্ব্বাতিশায়ী পরম করুণা ও সার্ব্বভৌম রসিকশেখরতা বিশ্লেষণ করিবার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থে যে সকল তুলনামূলক আলোচনা করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য সুধীগণ নিরপেক্ষভাবে কৃপাপূর্ব্বক অনুধ্যান করিয়া এই জীবাধমের ত্রুটি, বিচ্যুতি, ঔদ্ধত্য, ধৃষ্টতা, অপরাধ ক্ষমা করিবেন,ইহাই করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীশ্রীগৌরহরির প্রকটকালে শ্রীশ্রীস্বরূপ-রাম-রায়, শ্রীসার্ব্বভৌম-শ্রীহরিদাসপ্রমুখ অন্তরঙ্গ রসিক-সমাজে শ্রীরূপপাদ-কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত শ্রীচৈতন্যচরণের অঞ্জলিস্বরূপ শ্লোক-চিন্তামণিটি সর্ব্বপরতত্ত্ব, অভিধেয়-তত্ত্ব, প্রয়োজনতত্ত্ব ও লীলাতত্ত্বের সমন্বয়কারী পরিভাষা-স্বরূপ। ইহাই এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

অতীন্দ্রিয় পরতত্ত্বের সহিত মায়াবদ্ধজীবের সংযোগ-সূত্র একমাত্র ভগবৎ-করুণা। এই করুণাই শ্রীভগবানের অসাধারণ ধর্ম্ম। সেই শ্রীকরুণাদেবীর বাহন হইতেছেন—ভক্তিরসিক ভগবদ্ভক্ত। অসদ্‌বিষয়-বিরসপূর্ণ তপ্ত কটাহে সর্ব্বক্ষণ সন্তপ্ত জীবকে সেই করুণাই একমাত্র রসরাজের রসানুভব করাইয়া নিত্য রসানন্দী করিতে পারেন। ভগবৎস্বরূপের এই যে দুইটি অসাধারণ ধর্ম্ম 'করুণা' ও 'রসিকতা', তাহা যে পরতত্ত্বস্বরূপে সর্ব্বাতিশায়ী, তিনিই পরতত্ত্বসীমা। শ্রীরূপপাদের 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' শ্লোকের 'করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ' ও 'সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্' এই দুইটি পদের মধ্যে সূত্রাকারে তাহা গুম্ফিত হইয়াছে। পরতত্ত্বের সেই করুণা ও রসিকতা যাহা স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তি এবং যাহা ভক্তবাহনা হইয়াই জীবে সঞ্চারিত হয়, সেই ভক্তকোটির অংশিনী হ্লাদিনী-মহাসার-স্বরূপা শ্রীরাধারাণীর ভাব-দ্যুতি সুবলিত যে রসিকশেখর হরি, তাঁহারই কারুণ্য যে নিঃসীম ও উন্নতোজ্জ্বল-রস-সঞ্চারক, তাহাও বৈজ্ঞানিক শৈলীতে 'পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ' পদে ব্যঞ্জিত

হইয়াছে। অতএব সেই স্বরূপটিই হইতেছে পরম করুণ ও রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের সীমাপ্রাপ্ত আবির্ভাব-বিশেষ। তাঁহাতেই পরতত্ত্বের সর্ব্বোৎকর্ষের বিশ্রাম বা সীমা।

উক্ত শ্লোকের অনুধ্যান-মানসে তথ্য ও তত্ত্বের পটভূমিকায়, প্রসঙ্গক্রমে তুলনা-মূলক আলোচনার মাধ্যমে সেই পরম করুণা ও পরম রসানুভবের বোধ-সৌকর্য্যার্থ আলোচ্যগ্রন্থে বিভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে।

সূর্য্য—স্বপ্রকাশ বস্তু। সূর্য্যোদয়ে তাঁহার সর্ব্ব ব্যাপক ও সর্ব্বজনাহ্লাদক আলোক-মালা বিচ্ছুরিত হইলে গৃহে গৃহে খণ্ড খণ্ড আলোক জ্বালাইবার প্রয়োজন হয় না। অন্যান্য জ্যোতিষ্কগ্রহগণ, খদ্যোতাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক-বিকীরণকারী প্রাণীজগৎও তখন সেই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের আলোকেরই আরতি করিয়া থাকে অর্থাৎ সমস্ত আলোক সেই স্বপ্রকাশ অংশী আলোকেরই মধ্যে লীন ও নিমীলিত হইয়া পড়ে।

গ্রহরাজ সূর্য্যকে 'গ্রহের রাজা' বলিলে—পরার্দ্ধ সংখ্যাকে শত, সহস্র, লক্ষ বা কোটি প্রভৃতির অংশী বলিলে 'সাম্প্রদায়িকতা' হয় না এবং সেই বাস্তব সত্যের প্রচারে তত্তদ্ গ্রহগণের বা তত্তৎপরিমিত মুদ্রার অধিকারিগণের হৃদয়ে ক্ষোভের সঞ্চার হওয়াও অনুচিত; বরং পরম বস্তু প্রাপ্তির জন্য আমাদের আরও আর্ত্তি বা লালসা বৃদ্ধি হইলেই আমরা সকলেই পরম লাভবান হইতে পারি। যাঁহারা পরম বস্তুর নিত্যসিদ্ধ অধিকারী, তাঁহারাই সেই পরম বস্তু জগৎকে দান করিতে পারেন, রসিকগণ তাঁহাদিগকেই 'দানবীর', 'ভূরিদা' ইত্যাদি বলিয়াছেন। তাঁহারা খণ্ড বস্তু বা খিল দর্শন দান করিয়া কৃপণতা প্রকাশ ও লোকবঞ্চনা করেন না। সর্ব্ব-বেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতে এই বৈজ্ঞানিক শৈলী পরিদৃষ্ট হয়। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' এই নিত্যসিদ্ধ পরিভাষা-বাক্যকে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে সমস্ত পরতত্ত্বের লীলাবলী বর্ণিত হইয়াছে। দশম পদার্থ 'আশ্রয়ে'র স্বরূপ জানিবার নিমিত্তই সর্গ-বিসর্গাদি নয়টি পদার্থের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। আশ্রিতদিগের আশ্রয়বিগ্রহ—সকলের মূল আশ্রয়, শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের লক্ষ্য যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণই—'দশম পদার্থ'। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবিষ্কৃত শ্রীব্রহ্মসংহিতায়ও সমস্ত পরতত্ত্ব, তাঁহাদের ধাম ও স্বরূপের তারতম্য তটস্থ (নিরপেক্ষ) বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীজীবপাদাদি গোস্বামিবর্গের সমস্ত সিদ্ধান্তগ্রন্থেই সেই প্রণালী অবলম্বনে পরতত্ত্ব-সীমা, অভিধেয়-সীমা ও প্রয়োজন-সীমার নিরপেক্ষ বিচার প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—'সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যাতে অবতারী॥' 'চৈতন্য প্রভুর মহিমা কহিবার তরে। কৃষ্ণের মহিমা কহিয়ে বিস্তারে'॥[৩]

অপ্রাকৃত-রসধ্বনিপ্রস্থানের নিত্যসিদ্ধ আচার্য্য শ্রীরূপপাদের উক্ত শ্লোকে 'চিরাৎ' (=সুদীর্ঘকাল যাবৎ) পদে আর একটি লক্ষিতব্য বিষয় হইতেছে—এক কল্পে (ব্রহ্মার এক দিবসে) কোনও বিশেষ দ্বাপরের শেষভাগে ও তৎসন্নিহিত কলিতে একই পরম করুণ ও পরম রসিক স্বয়ং ভগবান শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁহার এক অখণ্ড লীলার দুইটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ প্রকট করেন। প্রথম প্রবাহটি কেবল স্বজনের মধ্যে ব্যাপ্ত হয় ও দ্বিতীয় প্রবাহটি পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া বিশ্বের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয়। সুতরাং কল্পের মধ্যে আর কোন ব্রজ-প্রেমদাতা স্বয়ংভগবদবতার, বা তাহা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ও অধিক দয়ালু (যাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব—'ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে') নূতন অবতারের আবির্ভাব নিত্যসত্যের বিরুদ্ধ ব্যাপার বলিয়া কল্পনামাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। সেই জন্যই প্রাচীনকাল হইতে পরমভাগবত দিব্যসূরিপ্রমুখ মহদ্‌গণ, যাঁহারা সেই শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষের বার্ত্তাজ্ঞাপনের অগ্রদূত, তাঁহারা সেই ব্রজ-প্রেমদ স্বয়ং ভগবানের স্বতন্ত্র স্বরাট্ সার্ব্বভৌম সিংহাসন সংরক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন।

এই গ্রন্থে ভগবৎশক্ত্যাবিষ্ট পূজ্যপাদ আচার্য্যবৃন্দের যে সকল মতবাদ শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রপঞ্চিত সার্ব্বভৌম ভাগবতসিদ্ধান্তের আলোকে তুলনামূলকভাবে পরিদৃষ্ট ও অনুধ্যাত হইয়াছে, তাহা পরমতখণ্ডন বা স্বমত মণ্ডনোদ্দেশ্যে নহে—পরতত্ত্ব-সীমার অসমোর্দ্ধ পরম অবদানে যাহাতে আমরা সকলেই পরম লাভবান হইতে পারি, একমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই তাহা করা হইয়াছে। শ্রীবুদ্ধ-শ্রীদত্তাত্রেয়-প্রমুখ মহাপুরুষগণ 'ভগবদবতার' বলিয়া শাস্ত্র ও মহাজনকর্ত্তৃক স্বীকৃত ও সম্মানিত হইলেও তাঁহাদের

---

৩ চৈ চ ১।২য় অধ্যায়:

মতবাদ সেই সেই শাস্ত্র ও সেই মহাজনগণ কর্ত্তৃকই সমালোচিত হইয়াছে। আবার শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য, শ্রীমদ্ বোপদেবাদিকে আচার্য্যোচিত যথেষ্ট সম্মান প্রদান করিয়া শ্রীচৈতন্য ও তচ্চরণানুচরগণ তাঁহাদের মতবাদের নিরপেক্ষ বিচার এবং নিত্যসিদ্ধ পরিকর-কোটিরও ভগবৎপ্রীতির তারতম্য প্রদর্শন করিয়া পরম প্রয়োজনের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচিত হয়। ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে শ্রীরথযাত্রার পূর্ব্বে শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীনিত্যানন্দ-বংশীয় ঢাকা-নিবাসী নিত্যধামগত প্রভুপাদ পরম ভাগবত পরম পণ্ডিত শ্রীমদ্‌দেবেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী মহোদয়ের সুযোগ্যপুত্র বর্ষীয়ান প্রভুপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ নিতাই চাঁদ গোস্বামী ভক্তিতীর্থ-ভাগবতশাস্ত্রী-পুরাণরত্ন মহোদয় ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার রায় এবং আরও কয়েকজনবৈষ্ণবপণ্ডিত এই পাণ্ডুলিপির অনেকাংশ আগ্রহসহকারে শ্রবণ করিয়া মুদ্রিতাকারে অবিলম্বে প্রকাশ করিবার জন্য এই জীবাধমকে বিশেষ অনুরোধ ও পত্রাদি প্রেরণ করেন। এতৎপূর্ব্বে শ্রীধাম নবদ্বীপের হরিবোল কুটীরের নিত্যধামগত শ্রীমৎ হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজও তাঁহার প্রকটকালে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কোন কোন অংশ দেখিয়া অতি দৈন্যময়ী ভাষায় এই জীবাধমকে অযাচিত ভাবে আশীর্ব্বাদ ও সমর্থন-পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত পত্রটি সর্ব্বাগ্রে প্রকাশিত হইল।

এই গ্রন্থ মুদ্রিতাকারে প্রকাশের জন্য আর একজন সক্রিয় উৎসাহ-দাতা—কলিকাতার পৌর-সভার গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রনারায়ণ শর্ম্মা চৌধুরী মহাশয়। তিনি এই গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনে ও নানাভাবে সবান্ধবে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। মেদিনীপুর-নিবাসী শ্রীগৌরভক্তবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভূঞা মহোদয়, শ্রীনবদ্বীপধামবাসী পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল অধিকারী বৈষ্ণবদর্শন-তীর্থ-পুরাণ-ভক্তি-রত্ন এবং শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী ও শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলবাসী কোন কোন সুহৃদ্ ব্যক্তি এই জীবাধমকে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলেরই ঋণ স্বীকার ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই গ্রন্থ-মুদ্রণ-ব্যাপারে কলিকাতা বাসন্তী আর্ট

প্রেসের সুদক্ষ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সুযোগ্য সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ নাথ মহাশয় যে আন্তরিক যত্ন, তৎপরতা ও সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ। চিত্রশিল্পী শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্য উল্লেখযোগ্য।

একমাত্র শ্রীশ্রীনামপ্রভুর কৃপা-পরিচালিত হইয়া রোগশয্যায় শায়িতাবস্থায় নানাপ্রকার অপটুতা লইয়া এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল। অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভ্রম-প্রমাদাদি সংঘটিত হইয়াছে। গ্রন্থ তাড়াতাড়ি করিয়া প্রকাশ করিতে হওয়ায় ভ্রম-সংশোধন-পত্রও দিতে পারা যায় নাই। সহৃদয় সুধীগণ কৃপাপূর্ব্বক যথাযোগ্য সংশোধন করিয়া গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

সর্ব্বশেষে সকাতরে সকলের চরণে যাবতীয় অপরাধের ক্ষমা যাচ্ঞা করিয়া শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের শ্রীপদাঙ্কানুসরণে—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্ গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

শ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীগৌরাব্দ ৪৭৩; — শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাস
৬ ই ভাদ্র ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ। — শ্রীসুন্দরানন্দ দাস

প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তি

'পরতত্ত্বসীমা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেন। এই গ্রন্থের সম্পাদক মহোদয় সপরিকর শ্রীগৌরহরির অসমোর্দ্ধ অবদানের যৎকিঞ্চিৎ জগতে প্রকাশের জন্য কিরূপ প্রচেষ্টা করিয়াছেন, তাহা নিরপেক্ষ নির্ম্মৎসর সুধী পাঠকগণ গ্রন্থ পাঠ করিলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এবিষয়ে অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কাগজের মূল্য বৃদ্ধি এবং উৎকৃষ্ট বাঁধাই ইত্যাদি কারণে অত্যধিক ব্যয় পড়িয়াছে এবং গ্রন্থও প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠার মত হইয়াছে। এজন্য শ্লোকসূচী, গ্রন্থপঞ্জী ইত্যাদি প্রস্তুত থাকিলেও দিতে পারা গেল না।

সম্পাদকের 'শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি-কিরণকণিকা' ও অন্যান্য গ্রন্থ-সম্বন্ধে প্রাপ্ত অভিমতের মাত্র কয়েকটি আংশিক ভাবে স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। ইতি—

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ২১ ভাদ্র ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ। শ্রীনবীনকৃষ্ণদাস, শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

ব্যবহৃত গ্রন্থের সংস্করণ

এই গ্রন্থে বহরমপুর-সংস্করণ ও শ্রীমৎ পুরীদাস-সংস্করণের যাবতীয় গোস্বামি-গ্রন্থ ; শ্রীপদ্মপুরাণ শ্রীমৎ কেদার নাথ ভক্তিবিনোদ-সং ও বঙ্গবাসী-সং এবং অন্যান্য পুরাণ পুণা-আনন্দাশ্রম-সং ও বঙ্গবাসী-সং ; শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীঅতুল কৃষ্ণ গোস্বমি-সং ও গৌড়ীয় মিশন-সং ; শ্রীভক্তিরত্নাকর বহরমপুর ও গৌড়ীয় মিশন-সং ; শ্রীমহাভারত বঙ্গবাসী-সং ও ম ম হরিদাস সিদ্ধান্ত-বাগীশ-সং ; ভোজের 'শৃঙ্গার-প্রকাশ' edited by V. Raghavan M. A. Ph. D. Karnatak Publishing House, Bombay ; শিঙ্গভূপালের রসার্ণবসুধাকর Trivendrum Sanskrit Series ; সাহিত্যদর্পণ ম ম হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ; কাব্যপ্রকাশ অমরেন্দ্র ঠাকুর-সং ; ভরতনাট্যশাস্ত্র-কাব্যমালা-সং বোম্বাই ; সরস্বতীকণ্ঠাভরণ—নির্ণয়সাগর প্রেস ; ধ্বন্যালোক—ডক্টর সুবোধ সেন গুপ্ত ও কালীপদ ভট্টাচার্য্য ; ভক্তিরসায়ন ম ম দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ-সং ; মুক্তাফল—দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীহরিবোল কুটীরের (শ্রীনবদ্বীপ) শ্রীমৎ হরিদাস দাস বাবাজী প্রকাশিত গ্রন্থাদি ব্যবহৃত হইয়াছে।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন

অ কৌ	=	অলঙ্কারকৌস্তুভ	ব্র সূ	=	ব্রহ্মসূত্র
অনু	=	অনুচ্ছেদ	ভ র সি	=	শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু
উজ্জ্বল	=	উজ্জ্বলনীলমণি	ভা	=	শ্রীমদ্ভাগবত
চৈ চ	=	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	ভা কণা	–	ভাগবতামৃতকণা, চক্রবর্ত্তী
চৈ চন্দ্রামৃত	=	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত	ম ম	=	মহামহোপাধ্যায়
চৈ ভা	=	শ্রীচৈতন্যভাগবত	মৈ উ	=	মৈত্রায়ণী উপনিষৎ।
তা	=	তাপনী	স	=	সন্দর্ভ
না	=	নাটক	সং	=	সংস্করণ
পূ	=	পূরণ বা পূর্ব্ব	সং তো	=	সংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণী
বি ধর্ম্ম	=	বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর	সং ভা	=	সংক্ষেপভাগবতামৃত
বি পু	=	বিষ্ণুপুরাণ	সং বৈ তো	=	সংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণী
বৃ ভা	=	বৃহদ্ভাগবতামৃত	স ভা	=	সংক্ষেপ ভাগবতামৃত
ব্র স	=	ব্রহ্মসংহিতা	হ ভ বি	=	শ্রীহরিভক্তিবিলাস

শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি

বিষয়সূচী

চতুর্থ প্রকাশ

পঞ্চম প্রকাশ

ষষ্ঠ প্রকাশ

সপ্তম প্রকাশ

অষ্টম প্রকাশ

নবম প্রকাশ

দশম প্রকাশ

একাদশ প্রকাশ

দ্বাদশ প্রকাশ

ত্রয়োদশ প্রকাশ

চতুর্দ্দশ প্রকাশ

অষ্টাদশ প্রকাশ

'বিশ্বপ্রেম' সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ ধারণা ; বিশ্বম্ভরের বিশ্বব্যাপী করুণার আদর্শ ; বঞ্চিত কাহারা ? ; সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের সর্ব্বগ্রাহ্য সহজপথ ; রাগের পথ ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন ; মাধুর্য্যপরাকাষ্ঠাবশতঃ সর্ব্বাতিশায়িনী দয়া ; শ্রীচৈতন্যের দয়ার সর্ব্বদেশ-কাল-পাত্রে ব্যাপ্তি ; স্বপার্ষদবৃন্দের দ্বারা স্বদয়াবিতরণ ; হাস্যপরিহাস-লীলায় ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার ; শ্রীগৌর ও তৎপরিকরগণ-কর্ত্তৃক শাস্ত্রগবেষণার স্বরূপ ; শ্রীগৌরপরিকরগণের পরমদৈন্যময়ী কৃতজ্ঞতা ; প্রেমিক ভাগবতগণের ভক্ত ও ভগবদ্দ্বেষীর প্রতি কটূক্তির তাৎপর্য্য ; শ্রীষড়্‌গোস্বামী ও শ্রীমৎকবিকর্ণপূর ; 'দবিরখাস' ও 'সাকর মল্লিক' ; সমষ্টিগুরু-রূপে পরতত্ত্বসীমা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ; শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন সাক্ষাদ্ শ্রীগৌরকর্ত্তৃক স্বমনোভীষ্টপ্রচারে শক্তিসঞ্চারিত ও নিয়োজিত ; শ্রীগৌরভজন ও শ্রীকৃষ্ণভজন উভয়ই নিত্যসিদ্ধ উপেয়স্বরূপ ; গৌড়বাসী ও ব্রজবাসী শ্রীগৌর-পরিকরগণের সমচিত্তবৃত্তি ; বিশ্বের নবযুগান্তরকারী শ্রীবিশ্বম্ভর ; অদ্বিতীয় শিক্ষকের অদ্বিতীয়া শিক্ষা ; বৈষ্ণবীশক্তিগণের দ্বারাও স্বীয় মাধুর্য্যমর্য্যাদাময়ী দয়া প্রকাশ ; গৌরপারম্যবাদ ; শ্রীষড়্‌ভুজমূর্ত্তি-প্রকটকারী পরতত্ত্বসীমা ; বিশ্বে শ্রীবিশ্বম্ভরের নাম-প্রেম-সঞ্চার ; মহাপ্রভুর ধর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতা ? ।

ঊনবিংশ প্রকাশ

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণে শ্রীরাধা ; শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধা ; শ্রীগৌরপরিকরগণ-কর্ত্তৃক শ্রীরাধাতত্ত্বনিরূপণ ; শক্তিমান ও শক্তির স্থিতি ; তটস্থাশক্তিস্থানীয় জীব স্বরূপ-শক্তি-তত্ত্বনির্ণয়ে সম্পূর্ণ অসমর্থ ; শ্রীশ্রীরাধামাধবমিলিত-তনুই শ্রীরাধাতত্ত্ব-নির্ণয়কারী ; স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরকৃষ্ণের স্বরূপসিদ্ধ রসাকরতা ; বেদাদি-শাস্ত্রে ও পূর্ব্বমহাজনপদে শ্রীগৌর-মনোভীষ্টপর সাধ্যনির্ণায়ক প্রমাণাভাব ; প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত ; প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত ও কেবলাদ্বৈতীর বিবর্ত্তবাদ ; প্রেমবিলাসপরাকাষ্ঠা ।

বিংশ প্রকাশ

একবিংশ প্রকাশ

দ্বাবিংশ প্রকাশ

শ্রীশ্রীগৌরহরিজয়ন্তি

শ্রীশ্রীজয়ন্তী-গ্রন্থমালা—৩

পরতত্ত্বসীমা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

মঙ্গলাচরণ

নমস্কার

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥

শ্রীমন্ত্রগুরুদেব, শ্রীশিক্ষাগুরুবর্গ, মহাপ্রভু-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীবাসাদি, মহাপ্রভুর অংশাবতার শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু, মহাপ্রভুর স্বরূপ-প্রকাশ শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু, মহাপ্রভুর নিজ শক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিতাদি আবরণ-সহ সেই স্বয়ং ভগবান 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামক মহাপ্রভুকে বন্দনা করি।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

যাঁহার **নাম** শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যিনি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক পূর্ণতমচেতনাদানকারী); যাঁহার **রূপ** গৌরকান্তি (মহাভাবের বা পরমাদ্ভুতরসের মূর্ত্তবিগ্রহস্বরূপ, অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর); যাঁহার **গুণ** মহাবদান্যতা (নিজ প্রিয়তম সম্পত্তি উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী ভক্তি অযাচকে আপামরে বিতরণহেতু); যাঁহার **পরিকর-বৈশিষ্ট্যে** ব্রজলীলার ও অন্যান্য তদেকাত্মভগবল্লীলার পরিকরবৃন্দের একত্র সমাবেশ; যাঁহার **লীলা** হইতেছে অন্য ভগবৎস্বরূপের অপ্রদেয় যে ব্রজপ্রেম, তাহা প্রদান, সেই শ্রীকৃষ্ণকে (**শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ-শ্রীগৌরাঙ্গকে**) নমস্কার করি।

বস্তুনির্দ্দেশ

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

যে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব' নামে কৃষ্ণস্বরূপের অভিব্যঞ্জক 'কৃষ্ণ' এই বর্ণযুগল প্রযুক্ত রহিয়াছে, অথবা যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন—তাদৃশ স্বরূপের বা নিজ পরমানন্দ-বিলাসের স্মরণোল্লাসবশতঃ স্বয়ং 'কৃষ্ণ'-নাম গান করেন এবং পরম করুণাবশতঃ সকল লোককেও তাহাই উপদেশ করেন, অথবা স্বয়ং গৌরবর্ণ হইয়াও নিজ শোভা-বিশেষের দ্বারাই কৃষ্ণোপদেষ্টা, যাঁহার দর্শনমাত্রে সকলের হৃদয়ে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হয়, অথবা যিনি সর্ব্বলোকের দৃষ্টিতে গৌরবর্ণ হইলেও ভক্ত-বিশেষের দৃষ্টিতে প্রকাশবিশেষের দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ সেইরূপ শ্যাম-সুন্দর-রূপেই বর্ত্তমান, অতএব শ্রীগৌরাঙ্গরূপে শ্রীকৃষ্ণই প্রকটিত হওয়ায়, শ্রীগৌর শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ।

যিনি অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদসহ বর্ত্তমান—যাহা 'অঙ্গ', তাহাই 'উপাঙ্গ', তাহাই 'অস্ত্র', তাহাই পার্ষদ। শ্রীগৌরাঙ্গের অভিন্ন অঙ্গসমূহ পরম মনোহর বলিয়া উপাঙ্গ বা ভূষণস্বরূপ, মহাপ্রভাবযুক্ত বলিয়া তাঁহারাই অস্ত্রস্বরূপ, সর্ব্বদাই ভগবৎসান্নিধ্যে একান্তভাবে বাস করেন বলিয়া তাঁহারাই পার্ষদস্বরূপ। বহু মহানুভব বহুবার তাঁহার এই প্রকার রূপ দর্শন করিয়াছেন, তাহা গৌড়, বরেন্দ্র, সুহ্ম, বঙ্গ, উৎকলাদি দেশবাসি-ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ আছে। অথবা মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রেমাস্পদ বলিয়া তাঁহারই তুল্য শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য মহানুভব-পাদ প্রমুখ পরিকরগণই তাঁহার পার্ষদ। এইরূপ ভগবৎস্বরূপকে সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান পূজা-সম্ভারের দ্বারা সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আরাধনা করিয়া থাকেন। অথবা শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতরূপ অঙ্গ, শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতাদি উপাঙ্গ, তদভিন্ন শ্রীনামাবলীরূপ অবিদ্যাবনছেদনকারী অস্ত্রসমূহ, শ্রীগদাধর-শ্রীগোবিন্দাদি পার্ষদের সহিত অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর ভগবানকে শ্রীগর্গোক্তি, শ্রীপ্রহ্লাদোক্তি ও শ্রীকরভাজনোক্তির সঙ্গতিপূর্ণ তাৎপর্য্যার্থধারণাবতী শোভমানা বুদ্ধিতে বিভূষিত ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান পূজা-সম্ভারের দ্বারা ভজনা করেন। *

* শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ, শ্রীবিশ্বনাথ ও শ্রীবলদেবের টীকানুসরণে বঙ্গানুবাদ।

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি-বৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥

যিনি অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ, বাহিরে গৌরবর্ণ এবং যিনি (**শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত-শ্রীশ্রীবাস-প্রমুখ**) অঙ্গোপাঙ্গাদির বৈভব প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা কলিযুগে নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদি পূজা-সম্ভারের দ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আশ্রয় গ্রহণ করি।

যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা-
প্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ।
একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং
স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্ ॥

যাঁহার চিন্মাত্র-সত্তা শ্রুতির কোন কোন স্থলে 'ব্রহ্ম' নামে উক্ত হইয়াছেন, যাঁহার অংশ পুরুষরূপে মায়াকে নিয়মন করিয়া স্বীয় অংশে শ্রীমৎস্যাদি লীলাবতার প্রভৃতি বৈভব প্রকট করেন, যাঁহার 'নারায়ণ' নামক রূপবিশেষ পরব্যোমে বিলাস করেন, সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই লোকে স্ব-পাদপদ্ম ভজনাকারিগণকে প্রেম বিতরণ করুন।

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা,
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥

উপনিষদে যে তত্ত্ব 'অদ্বৈত ব্রহ্ম' বলিয়া কথিত, সেই ব্রহ্মও এই শ্রীচৈতন্য-কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি। যোগশাস্ত্রে জীবাত্মার অন্তর্য্যামী যে পুরুষ 'পরমাত্মা' তিনি এই শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণের অংশবিভূতি। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ যিনি, তিনিই 'ভগবান' বলিয়া কথিত। সেই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পূর্ণতত্ত্ব শ্রীনারায়ণের যিনি মূল তিনিই এই স্থলে (তটস্থ বিচারে) স্বয়ং ভগবান (মূল নারায়ণ)। সেই স্বয়ং ভগবানই হইতেছেন শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ। তাঁহা হইতে অপর অন্য-নিরপেক্ষ পরমতত্ত্ব নাই।

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের চরম পরিণতি (মাদনাখ্য-মহাভাবস্বরূপিণী) হইতেছেন শ্রীরাধা, যিনি শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়িনী স্বরূপশক্তি। শক্তি ও শক্তিমানের—মাদনাখ্য মহাভাবের ও শৃঙ্গার-রসরাজের অভিন্নতাবশতঃ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্মা। একাত্মা হইয়াও তাঁহারা অনাদিকাল হইতে প্রকট ও অপ্রকট ভৌম ব্রজে দুই দেহে পরস্পর বিলাসপরায়ণ। এই দুই তত্ত্ব নিত্যসিদ্ধ একীভূত-স্বরূপে কলিতে লোক-লোচনে প্রকটিত হইয়াছেন। সেই শ্রীরাধার ভাব ও কান্তিতে সুব্যাপ্ত 'শ্রীচৈতন্য' নামক শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে নমস্কার করি।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

(১) 'শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কিরূপ, (২) সেই প্রেমের (মাদনাখ্য-মহাভাবের) দ্বারা আমার যে অসাধারণ মাধুর্য্য শ্রীরাধা আস্বাদন করে, সেই মাধুর্য্যই বা কিরূপ, (৩) আমার মাধুর্য্যের আস্বাদ হইতে শ্রীরাধারই বা কিরূপ সুখ হয়',—এই তিনটি লোভবশতঃ শ্রীরাধার মহাভাবসম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীশচীদেবীর গর্ভসিন্ধুতে উদিত হইয়াছেন।

জগতে শ্রীরূপ-পাদের আশীর্ব্বাদ

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ,
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্ব-ভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

বহুকাল (এক কল্প, আট সহস্র যুগ বা চারিশত বত্রিশ কোটি বৎসর) যাবৎ যাহা অন্য কোনও ভগবৎস্বরূপ কর্তৃক প্রদত্ত হয় নাই (অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পেও শ্রীশচীনন্দন কর্তৃকই প্রদত্ত হইয়াছিল) সেই উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী স্বভক্তিসম্পত্তি বিতরণ করিবার জন্য যিনি (পুনরায় এক কল্প পরে) স্বভাবসিদ্ধ করুণায় এই (শ্বেতবরাহকল্পের বৈবস্বতীয় মন্বন্তরের অষ্টাবিংশচতুর্যুগের দ্বাপরের অব্যবহিত পরবর্ত্তি-) কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, গলিতস্বর্ণবিনিন্দিত সুন্দরকান্তির দ্বারা সমুদ্ভাসিত সেই শ্রীশচীনন্দন-হরি তোমাদের হৃদয়গুহায় সদা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন।

শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি

প্রথম প্রকাশ

পরতত্ত্বের প্রকাশ-তারতম্য

"তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তরতম'

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েচ্ছ্রুতিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্॥

পরতত্ত্ববিষয়ে প্রমাণ

কোন বস্তুর পরিচয় বা তদ্‌বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে সেই বস্তুবিশেষের যথার্থ অনুভবই একমাত্র প্রমাণ। অনুভব দুই প্রকার—যথার্থ অনুভব ও অযথার্থ অনুভব। যেমন সুস্থ ব্যক্তি চক্ষুর দ্বারা শ্বেতবর্ণের শঙ্খকে শ্বেতবর্ণই প্রত্যক্ষ করেন, আর কামলারোগগ্রস্ত ব্যক্তি সেই চক্ষেই শঙ্খকে পীতবর্ণ বলিয়া প্রত্যক্ষানুভব করেন। অতএব যথার্থানুভবই বস্তুজ্ঞানে প্রমাণ; আর অযথার্থানুভবটি ভ্রম।[১]

অতীন্দ্রিয় অলৌকিক বস্তুর বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য ভ্রমপ্রমাদাদি-দোষযুক্ত যথার্থ লৌকিক অনুভবও প্রমাণ হইতে পারে না। বিশেষতঃ পরতত্ত্ব স্বরূপতঃই স্বপ্রকাশ; অন্য কোন জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয়েন না। নতুবা তাহা ঘটপটাদির মত সর্ব্বসুলভ হইয়া পড়িত। সেজন্য উপনিষদ্ বলেন—'ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।'[২]—পরব্রহ্ম চক্ষুর দ্বারা গৃহীত হ'ন না, বাক্যের দ্বারাও নহেন। অপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, তপস্যার বা কর্ম্মের দ্বারাও নহেন। "ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।"[৩] পরতত্ত্বের রূপ দৃষ্টির বিষয়রূপে বর্ত্তমান থাকে না, ইহাকে কেহই চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতে পারেন না। "তদব্যক্তং আহ হি"[৪] ইত্যাদি বেদান্ত-সূত্রেও ইহাই সমর্থিত হইয়াছে।

---

১ ভাষাপরিচ্ছেদ ১২৬; ২ মুণ্ডক ৩।১।৮; ৩ কঠ ২।৩।৯, শ্বে ৪।২০; ৪ ব্র সূ ৩।২।২৩।

পরতত্ত্ব ভক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয়ের গোচর

অন্যদিকে পরতত্ত্ববস্তু সর্ব্বপ্রকারে অলভ্য হইলেও তাঁহাকে কাহারও জানিবার বা উপাসনা করিবার প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। তাই শ্রুতিই জানাইয়া দিয়াছেন—'শ্রদ্ধাভক্তিধ্যান-যোগাদবৈহি'[৫] শ্রদ্ধাভক্তিযুক্ত ধ্যানযোগের দ্বারা তাঁহাকে জান। বেদান্তসূত্রেও আছে—'অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্'[৬]—'অপি' (পরতত্ত্ব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য হইলেও) 'সংরাধনে'—(সম্যক্ আরাধনা-রূপ সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগে আরাধিত হইলে) ভক্তিদ্বারা তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত হ'ন। ইহাই 'প্রত্যক্ষ' (শ্রুতি) ও 'অনুমান' (স্মৃতি) হইতে জানা যায়। 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'[৭]—এই পরতত্ত্ব যাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করেন তাঁহার দ্বারাই তিনি লভ্য হ'ন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'নাহং বেদৈর্ন তপসা' 'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যোঽহমেবংবিধোঽর্জ্জুন'! 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।'[৮] ইত্যাদি—হে অর্জ্জুন! আমি বেদজ্ঞান বা তপস্যার দ্বারা দৃষ্ট হই না, একমাত্র অনন্যা ভক্তির দ্বারাই এই প্রকারে দর্শনের যোগ্য হই। কেবল দর্শনের যোগ্য নহে, অনন্যভক্ত যথার্থতঃ আমার স্বরূপ জানিতে, দর্শন করিতে এবং আমার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারেন।

শ্রুতি-প্রমাণে বিশ্বাস না করিলে—জননীর বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলে নিজের যাথার্থ পিতৃ-পরিচয় জানা যায় না। এজন্য ইন্দ্রিয়াতীত পরতত্ত্বের বিজ্ঞান-লাভে শাস্ত্রই প্রমাণ।

প্রমাণচূড়ামণি

তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিকভেদে শাস্ত্রপ্রমাণের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা ও প্রামাণ্য উক্ত হইয়াছে।[৯] শ্রীমদ্ভাগবত নির্গুণ অমল পুরাণ ও অপৌরুষেয় শাস্ত্র, সর্ব্ববেদান্তসার, ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, মহাভারতের (সুতরাং তদন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্-

৫ কৈবল্যোপনিষৎ ১।২ ; ৬ ব্র সূ ৩।২।২৪ ; ৭ কঠ ১।২।২৩ ; ৮ গীতা ১১।৫৩—৫৪ ; ঐ ১৮।৫৫ ;

৯ শ্রীমৎস্যপুরাণ ৫৩।৬৭—৬৮ (বঙ্গবাসী সংস্করণ ১৩১৬ বঙ্গাব্দ)।

গীতার) তাৎপর্য্য-বিনির্দ্দেশক, গায়ত্রীভাষ্যরূপ, সমস্ত বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্যে সম্পুটিত। সামবেদ যেরূপ বেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত পুরাণের মধ্যে প্রধান অথবা সমস্ত পুরাণের সার। সাক্ষাদ্ ভগবানের কথিত বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত নামে বিদিত। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বপ্রমাণচূড়ামণি—সার্ব্বভৌম শাস্ত্র-সম্রাট্।

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ * সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।[১০]

ভগবানের স্বরূপ

'ভগবান' হইতেছেন অসাধারণ স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যময় তত্ত্ববিশেষ। অসাধারণ পরমানন্দই তাঁহার স্বরূপ, অসমোর্দ্ধ ও অনন্ত স্বাভাবিক প্রভুতাই ঐশ্বর্য্য এবং অসমোর্দ্ধরূপে সর্ব্বমনোহর স্বাভাবিক রূপ-গুণ-লীলাদির সৌষ্ঠবই মাধুর্য্য। বিস্মাপিতচরাচর সর্ব্বমনোহর স্বরূপানুবন্ধী অসাধারণ রূপের, কারুণ্যাদি স্বরূপানুবন্ধী অসাধারণ গুণের এবং রাসাদিলীলার স্বাভাবিক অসাধারণ সৌষ্ঠবকে স্বয়ং ভগবত্তার মাধুর্য্য বলা হয়।

ভগবাংস্তাবদসাধারণ-স্বরূপৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যস্তত্ত্ববিশেষঃ। তত্র স্বরূপং পরমানন্দং, ঐশ্বর্য্যমসমোর্দ্ধানন্ত-স্বাভাবিকপ্রভুতা, মাধুর্য্যমসমোর্দ্ধতয়া সর্ব্বমনোহরং স্বাভাবিক-রূপ-গুণ-লীলাদি-সৌষ্ঠবম্।[১১]

শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণে পরতত্ত্বের স্বরূপ ও রসের তারতম্য

শ্রীমদ্ভাগবত অদ্বয়পরতত্ত্ব অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা প্রদর্শনকল্পে তাঁহার ব্রহ্ম-প্রতীতি, পরমাত্ম-প্রতীতি এবং সমস্ত ভগবৎস্বরূপের স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও তদন্তর্গত কারুণ্যের বর্ণন করিয়াছেন। নিরপেক্ষ তুলনামূলক আলোচনা ব্যতীত স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের বিজ্ঞানটি পরিস্ফুট হয় না। 'সর্ব্বেষাং মার্গাণাং তারতম্য-

* 'সামরূপঃ' স্থলে পাঠান্তরে 'সাররূপঃ' (শ্রীমধ্বাচার্য্য); ১০ শ্রীগরুড়পুরাণ বাক্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য-কৃত শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য-১।১।১ ধৃত; ১১ শ্রীসংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণী ১০।১২।১১।

জ্ঞানেন স্বমার্গোৎকর্ষজ্ঞানং ভবতি।'[১২] সকল পথের তারতম্য-জ্ঞানের দ্বারা স্বীয় পথের উৎকর্ষ জ্ঞান লাভ হয়।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস লোকহিতার্থ বেদবিভাগ, ব্রহ্মসূত্র, মহাভারত ও বিবিধ পুরাণাদি শাস্ত্র রচনা করিয়াও মনে শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। কারণ শ্রীকৃষ্ণের পরম সন্তোষ যাহাতে হয়, সেইভাবে তিনি তত্তৎশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-পরিকর-লীলাদির অর্থাৎ রসরাজের মাধুর্য্যানুভব বিষয়ে সুপ্রচুর বর্ণনা করেন নাই। তাই শ্রীনারদ স্ব-শিষ্য শ্রীব্যাসদেবকে বলিলেন,—

ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্।
যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্ ॥[১৩]

আপনি অনেক শাস্ত্র রচনা করিয়া ভগবানের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে শ্রীভগবানের যশ (যশঃ—'সর্ব্বস্বরূপেভ্যো ভগবৎস্বরূপোৎকর্ষঃ, সর্ব্বোৎকর্ষদ্যোতিনী তস্য লীলা, ভক্তিশ্চ'—শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ)—পরতত্ত্বের সমস্ত স্বরূপ হইতে লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের উৎকর্ষ, তাঁহার সর্ব্বোৎকর্ষ-প্রকাশিনী লীলা ও রসময়ী প্রেমভক্তির সংবাদ অধিকাংশভাবেই অবর্ণিত (অনুদিতপ্রায়ং—অনুক্ত-প্রায়ম্—শ্রীশ্রীধর) রহিয়াছে। কারণ যে দর্শনশাস্ত্রের দ্বারা অখিলরসামৃতমূর্ত্তি স্বয়ং ভগবানের পূর্ণতম তোষণ না হয়, সেই দর্শনকে আমি খিল (ন্যূনই) মনে করি। অতএব ব্রহ্মমীমাংসাশাস্ত্র বেদান্তদর্শন রচনা করা সত্ত্বেও আপনি চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই। তাহাতে অপরের যে চিত্ত প্রসন্ন হইবে না, তাহার প্রমাণ বেদান্তদর্শনকর্ত্তা স্বয়ং আপনিই।[১৪] সুতরাং পূর্ণতমস্বরূপের পূর্ণতম সন্তোষ যে দর্শনশাস্ত্রে, যে রসশাস্ত্রে, যে উপাসনায়, যে উপাসকে, যে প্রাপ্যবস্তুতে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাঁহাদেরই অসমোর্দ্ধত্ব ও পূর্ণতমত্ব—এই মূল সত্যটি সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে দেদীপ্যমান রাখিয়া বর্ত্তমান আলোচনার মর্ম্ম অনুধাবন করিতে হইবে। বেদান্তসূত্রে, মহাভারতে ও অন্যান্য পুরাণে অন্যান্য ভগবৎস্বরূপের এবং কৃষ্ণের সামান্যভাবে মাহাত্ম্যাদি বর্ণন করা সত্ত্বেও স্বয়ং শ্রীবেদব্যাসের মনে অশান্তভাব এবং শ্রীমদ্ভাগবতে অখিলরসামৃত-

১২ শ্রীক্রমসন্দর্ভ ১১।১৪।৩১ ; ১৩ ভা ১।৫।৮ ; ১৪ চক্রবর্তিপাদের টীকার ছায়াবলম্বনে অনুবাদ।

মূর্ত্তি **শ্রীকৃষ্ণের** নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-কথা মুখ্যভাবে বর্ণন করিবার পরেই পরমা শান্তি লাভের জলন্ত দৃষ্টান্তটি বিশেষ-তাৎপর্য্যজ্ঞাপক।

'সামান্য' ও 'বিশেষ' দর্শন

দর্শন দুই প্রকার—সামান্য ও বিশেষ। সামান্য ও নির্ব্বিশেষ দর্শনে অদ্বয়তত্ত্ব-বস্তুর বা ভগবৎস্বরূপের (সম্বন্ধিতত্ত্বের) ও তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলার বিচিত্র স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য ; সাধনের (অভিধেয়ের) বিচিত্র স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য ; প্রাপ্য পুরুষার্থের (প্রয়োজনের) বিচিত্র স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য সকলই সমান—ইহাদের মধ্যে বাস্তব কোনও বিশেষ বা উৎকর্ষ-তারতম্য নাই। কিন্তু সূক্ষ্মতম বিশেষ দর্শনে তত্ত্ববস্তু অদ্বয়জ্ঞান হইলেও তাঁহার শক্তির প্রকাশভেদে বহু বিচিত্রতা এবং সেই সকল বিচিত্রতার বহু তারতম্য ও উৎকর্ষাদি উপলব্ধি হয়। **শ্রীসূত**-গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তন-সভায় সমাগত সর্ব্বপ্রকার শ্রোতার দিকে দেখিয়া প্রথমে ঐরূপ সামান্যভাবেই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের কথা বলিয়াছিলেন ; কিন্তু পরে দেখিলেন, ইহাতে সকলের মন তুষ্ট হইলেও স্বয়ং শ্রীভগবানের সন্তোষ হইবে না। তখন তিনি অপরাধের ভয়ে সতর্ক হইয়া নিরপেক্ষ বাস্তবসত্য বা বিশেষ সিদ্ধান্তটি বলিলেন।

বিশেষ দর্শনের শব্দ-প্রমাণ

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ **কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্**।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥[১৫]

পূর্ব্বোক্ত ও অনুক্ত (চ) কেহ কেহ (শ্রীশ্রীমৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-বামন-রাম-নৃসিংহাদি লীলাবতার) প্রথম পুরুষের (কারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষের) অংশ, কেহ কেহ বা কলা (শ্রীসনৎকুমার-শ্রীনারদাদি আবেশ অবতার)। ইঁহারা প্রতি যুগে ইন্দ্রশত্রুগণের (দৈত্যগণের) দ্বারা উপদ্রুত জগৎকে দৈত্যদমনের দ্বারা সুখী করেন। (যদিও পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের নামও সামান্যভাবে অন্যান্য অবতারের সঙ্গেই গণনা করা হইয়াছে) তথাপি শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান।

---

১৫ ভা ১।৩।২৮।

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় শ্রীব্রহ্মার সর্ব্বপ্রথম প্রতিজ্ঞা বাক্যটিও এই—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্ ॥[১৬]

ঈশ্বর (সকলের বশীকর্ত্তা) পরমঃ (সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বরূপশক্তিমান্) আদি (সকলের প্রথম) [কিন্তু] অনাদি (যাঁহার কোন আদি নাই) সর্ব্বকারণ-কারণ (কারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষ—যিনি সকলের কারণ, অবতারাবলীরও কারণ, তাঁহারও কারণ বা মূলস্বরূপ) সচ্চিদানন্দবিগ্রহ (সচ্চিদানন্দলক্ষণ বিগ্রহস্বরূপ) গোবিন্দ (সর্ব্বাশ্রয় গো-গণের ইন্দ্রস্বরূপই) কৃষ্ণঃ (শ্রীনন্দনন্দন)।*

পুনরায় শ্রীব্রহ্মা বলিতেছেন,—

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্ নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥[১৭]

যঃ (যে) পরমঃ পুমান্ (পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ) কলানিয়মেন (বিভিন্ন অবতারে যথাযোগ্য নিয়মিতরূপে শক্তিসমূহের প্রকাশ করিয়া) রামাদিমূর্ত্তিষু (শ্রীরামচন্দ্রপ্রমুখ মূর্ত্তিসমূহে) তিষ্ঠন্ (অবস্থানপূর্ব্বক) ভুবনেষু (জগৎসমূহে) নানাবতারান্ (বিভিন্ন অবতারসমূহ) অকরোৎ (প্রকট করিয়াছেন) কিন্তু (কিন্তু), স্বয়ং কৃষ্ণঃ (স্বয়ং পরিপূর্ণসর্ব্বশক্তি শ্রীকৃষ্ণরূপেই) সমভবৎ (অবতীর্ণ হইয়াছেন), তৎ (সেই) আদি-পুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজনা করি)।

পরাবস্থ × ভগবৎস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্র আদিতে যাঁহাদের সেইরূপ শ্রীভগবন্মূর্ত্তিসমূহ

---

১৬ ব্র স ৫।১; * শ্রীজীবপাদের টীকানুযায়ী বঙ্গানুবাদ; ১৭ ঐ ৫।৩৯।

× পরাবস্থশ্চ সম্পূর্ণাবস্থঃ শাস্ত্রে প্রকীর্ত্তিতঃ (সংক্ষেপভাগবতামৃতম্—১।২৭৩) শাস্ত্রে পরাবস্থ শব্দে সম্পূর্ণাবস্থা উদ্দিষ্ট হয়। শ্রীনৃসিংহ, শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান—মূলপ্রদীপ-সদৃশ। ভগবত্তাসাধারণ্যে তিন তত্ত্বেই ষড়ৈশ্বর্য্য বর্ত্তমান থাকিলেও (মূল প্রদীপ হইতে প্রজ্বালিত সমানধর্ম্মা প্রদীপের ন্যায়) স্বয়ং ভগবান (মূলপ্রদীপ) শ্রীকৃষ্ণে ষড়ৈশ্বর্য্যের পূর্ণতমতা। পরাবস্থ শ্রীনৃসিংহ, শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের পরাবস্থার উত্তরোত্তর উৎকর্ষ শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ-কলাদি-স্থানীয়। এই প্রমাণ হইতে জানা যায়, শ্রীগোবিন্দই আদি পুরুষ; তিনিই স্বয়ং ভগবান। শ্রীরাম-শ্রীনৃসিংহাদি অবতারসমূহ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই স্বাংশ-কলাদি-স্বরূপ। তাঁহারা তত্ত্বতঃ এক হইলেও প্রত্যেকেরই শক্তি-প্রকাশের তারতম্য আছে।

অনুৎপাদ্য অতএব স্বতঃসিদ্ধ রতি-উৎপাদক বস্তুবিশেষকে 'স্বরূপ' বলে,—

'অজন্যস্তু স্বতঃসিদ্ধঃ স্বরূপং ভাব ইষ্যতে।'[১৮]

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীব্রহ্মার স্তবেও[১৯] এই সিদ্ধান্তই স্থাপিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণই মূল নারায়ণ, বৈকুণ্ঠপতি প্রসিদ্ধ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গ; শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গী বা অংশি তত্ত্ব স্বয়ং ভগবান।

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥[২০]

শ্রীনারায়ণ-স্বরূপে ও শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে সিদ্ধান্তানুসারে কোন ভেদ না থাকিলেও রসের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের উৎকর্ষ প্রকাশিত হয়, ইহাই রসের স্বভাব। এই 'রস' শব্দটি মাধুর্য্যেরই উপলক্ষণ। 'রসদ্বারা উৎকর্ষ' অর্থে মাধুর্য্যের দ্বারা উৎকর্ষ বুঝাইতেছে।

প্রমাণচক্রবর্ত্তিচূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতে, শ্রীব্রহ্মসংহিতাদি শাস্ত্রোক্ত বিদ্বদনুভবে (শ্রীব্রহ্মার অনুভবে) এবং স্বয়ং ভগবান শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশিত সিদ্ধান্তে, স্বয়ং ভগবানের সাক্ষাৎ লীলা-পরিকরগণের অনুভবে শক্তিপ্রকাশের তারতম্যে বা মাধুর্য্য-প্রকাশের তারতম্যে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বে এইরূপ উৎকর্ষ-চমৎকারিতার বৈচিত্রী প্রদর্শিত হইয়াছে। 'সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ' 'সর্ব্বশাস্ত্রচক্ষু' স্বয়ং ভগবান—যিনি সর্ব্বাংশী, তিনি ব্যতীত আর কেহ ভগবৎতত্ত্বের মধ্যে তরতমতা, ভক্তির তরতমতা, ভজন ও রসের তারতম্য নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। * 'বিষ্ণু-মহাবিষ্ণু-ব্রহ্মা-শিব-মৎস্য-কূর্ম্মাদয় ইতি ভগবতঃ শ্রীরাধা-কান্তস্যাংশ-কুল-কলাশক্ত্যাবেশাদিষু বর্ত্তন্তে। এতেষামংশাদীনাং নির্ণয়ং

১৮ উজ্জ্বল ১৪। স্থায়ীভাব ৩৫; ১৯ ভা ১০।১৪।১৪; ২০ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।২।৫৯।
* গীতা ৭।২৬, ১০।২, ১৫।১৫, ভা ১১।২১।৪২-৪৩ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

কর্ত্তুং কর্ত্তা শ্রীভগবানেব নান্যঃ॥ [২১] এজন্যই একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু এবং তাঁহার লীলাপরিকগণই তারতম্য-সিদ্ধান্ত-প্রকাশে পরম নিপুণ ও অধিকারী।

রসস্বরূপ, রসিক ও রসিকশেখর

শ্রুতি ব্রহ্মবস্তুকে "রসো বৈ সঃ" [২২] মন্ত্রে রসস্বরূপ বলিয়া জানাইয়াছেন। **ব্রহ্ম—'রসস্বরূপ'**; কিন্তু নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিশেষ তত্ত্বে শক্তির বৈচিত্রী না থাকায় **ব্রহ্ম 'রসিক' নহেন।** পরমাত্মাতে শক্তির আংশিক বিকাশ থাকিলেও তিনি সাক্ষী, বেত্তা মাত্র, সুতরাং তিনিও রসিক নহেন। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পূর্ণশক্তিমান ভগবৎস্বরূপে শক্তির বৈচিত্রী থাকায় **ভগবৎস্বরূপমাত্রেই রসিক;** কিন্তু সর্ব্ব ভগবৎস্বরূপে সর্ব্বরস যুগপৎ প্রকাশিত হয় না। একমাত্র **শ্রীকৃষ্ণই অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি**—এজন্য শ্রীকৃষ্ণই **রসিকশেখর।**

শক্তিরৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কৃপা-তেজোমুখা গুণাঃ।
শক্তির্ব্যক্তিস্তথাঽব্যক্তিস্তারতম্যস্য কারণম্॥ [২৩]

ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, কৃপা ও তেজঃ প্রভৃতি গুণ 'শক্তি' নামে কথিত। শক্তির অভিব্যক্তিই তারতম্যের কারণ।

পূর্ণ, পূর্ণতর, ও পূর্ণতম স্বরূপ

অখণ্ড ভগবত্তত্ত্বে ভেদ নাই কিন্তু শক্তি বিকাশের ও রসবিশেষের তারতম্যে তাঁহাদের স্বরূপ, নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ধাম-পরিকরাদিরও তারতম্য স্বয়ং ভগবানের দ্বারাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের মধ্যেও মাধুর্য্যাদি গুণের বিকাশ-বৈচিত্রীবশতঃ তারতম্য নিরূপিত হইয়াছে। শ্রীভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুতে উক্ত হইয়াছে,—

---

২১ শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশ ৫।৭; ২২ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৭; ২৩ সং ভাগবতামৃত ১।৩৬১-৩৬২।

এই উক্তিটি দাস্য প্রেমের পরে সখ্য প্রেমের অবতারণাপ্রসঙ্গে যে-স্থানে মহাপ্রভু **"এহো উত্তম"** বলিলেন, সেই উত্তম রস যে সখ্য, তদপেক্ষা উত্তম যে বাৎসল্য তদপেক্ষাও উত্তম যে মধুর এবং মধুর রসের মধ্যেও যে তারতম্য, সেই **সকল** অপ্রাকৃত রসের বা ভাবের **প্রত্যেক বৈচিত্রীই পরিপূর্ণ উত্তম প্রেমস্বরূপ বলিয়া** তত্তদ্ রসের রসিকের অধিকারোচিত অনুভূতিতে সর্ব্বোত্তম, ইহাই জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু **তটস্থ (নিরপেক্ষ)** হইয়া বিচার করিলে **ঐ** সকল **পূর্ণভাবের মধ্যেও পূর্ণতরতা, পূর্ণতমতারূপ তারতম্য** আছে। অপ্রাকৃত প্রেমরাজ্যের দাস্য-সখ্যাদি সমস্ত ভাবই পূর্ণ ও মধুর, কোনটিই অপূর্ণ বা অমধুর নহে। তথাপি জগতে যেমন মধুর বস্তুর মধ্যেও উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্ব অনুভূত হয়, তদ্রূপ অপ্রাকৃত মধুর রসের মধ্যেও তরতমতা আছে। ইহা শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থে শ্রীরূপপাদ প্রদর্শন করিয়াছেন,—

বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ।
স শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোপলা ॥[২৮]

ইক্ষুর বীজ (অঙ্কুর), ইক্ষুদণ্ড, ইক্ষুরস, গুড়, খণ্ডসার, শর্করা, সিতা (শ্বেতচিনি) মিশ্রি, উত্তম মিশ্রি প্রত্যেকটিই মধুর বা মিষ্টদ্রব্য হইলেও গুণাধিক্যে ও স্বাদাধিক্যে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। ব্যবহারিক জগতেও মিষ্টরসের বিচিত্রতা ও বিবিধ **চমৎকারিতা** বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সামান্যভাবে (বিশিষ্টতা-হীনভাবে) **এমন** কি, **মিষ্ট-**রসাভাসযুক্ত বস্তুর আস্বাদনেও তৃপ্তি ও আনন্দ দেখা যায় ; কিন্তু যাঁহারা **সিতোপল** প্রভৃতি কোনও মিষ্ট বিশেষের অথবা সিতোপল-সংযোগে দধি, ঘৃত, মরিচ, কর্পূরাদি দ্বারা প্রস্তুত রসালার সূক্ষ্ম রসজ্ঞ ও গুণজ্ঞ তাঁহারা তত্তৎ মিষ্টবিশেষ বা রসালাবিশেষ আস্বাদনের জন্যই আগ্রহান্বিত, তাঁহারা যে কোনও মিষ্টদ্রব্য বা মধুর পানীয় পাইলেই পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। ঘন রসলার স্বাদে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট অথবা সেই রসাস্বাদনে অনধিকারী অরসিকের নিকট 'ভেলিগুড়' বা 'মাতগুড়' সর্ব্বোত্তম মিষ্টদ্রব্য মনে হইলেও, মিষ্টরসের নিরপেক্ষ যথার্থস্বরূপ বিচারে ও

২৮ উজ্জ্বলনীলমণি ১৪। স্থায়িভাব ৬০।

আস্বাদনানুভবে তাহা সর্ব্বোত্তম নহে, বরং নিকৃষ্ট। শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গলের উক্তিতে পাওয়া যায়,—

সন্ত্ববতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥[২৯]

পদ্মনাভ গর্ভোদকশায়ীর সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ বহু অবতার থাকে, থাকুন; কিন্তু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কোন ভগবৎস্বরূপ লতাকে পর্য্যন্ত (মানুষের কথা আর কি) প্রেমদান করিতে পারেন? অথবা ('বালতাসু'—বাল্যেষু ত্রিবিধকৌমারেষু মধ্যে পৌগণ্ডাদিষু কা বার্ত্তা—শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী)—পৌগণ্ডাদি বয়সে দূরে থাকুক, বাল্যক্রীড়াকালেও আর কে-ই বা এইরূপ প্রেমবিতরণ করিয়াছেন?

শ্রীমদ্ভাগবত[৩০] হইতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ রূপমাধুরী দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবনের পশুপক্ষী, বৃক্ষাদি সকলেরই সর্ব্বক্ষণ নিত্য প্রেমোদ্গমবশতঃ দেহে পুলকাদি হয়। শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন-কালে তাঁহার বিচ্ছেদ-দুঃখ-কাতর হইয়া বৃক্ষাদিও অশ্রু বর্ষণ করিয়াছে, জানা যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংযোগ সময়েও প্রতিদিনই পশুপক্ষী-বৃক্ষলতার দেহে প্রেমের বিকার হইত।* শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীউদ্ধবের উক্তি হইতে জানা যায়, পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যান্য ভগবৎস্বরূপে বিদ্বেষীকেও মুক্তির পর ভক্তিপদবী-দান দৃষ্ট হয় না।[৩১]

শ্রীকৃষ্ণই হতারিগতিদায়ক। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের দ্বারা নিহত তত্তৎস্বরূপের শত্রুগণ জন্মে জন্মে আসুরীযোনি লাভ করে। ইহা শ্রীগীতায় "তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু"[৩২] ইত্যাদি বাক্যে উক্ত হইয়াছে। শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে[৩৩] শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীগীতার ঐ সিদ্ধান্তানুসরণেই বলিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবৎস্বরূপের হস্তে ভগবদ্‌বিদ্বেষিগণ নিহত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাদের অধমযোনি প্রাপ্তি হইতে

---

২৯ সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত ১।৩০৩ ধৃত শ্রীবিল্বমঙ্গল-বাক্য; ৩০ ভা ১০।২৯।৪০:
* শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত টীকা ৩১ ভা ৩।২।২৩ ও তৎসহ ক্রমসন্দর্ভ দ্রষ্টব্য;
৩২ গীতা ১৬।১৯; ৩৩ সং ভা ১।৩৫১।

থাকে। বিষ্ণুবিদ্বেষী অসুর হিরণ্যকশিপু শ্রীনৃসিংহদেবের হস্তে নিহত হইয়াও পরজন্মে রাবণ নামক অসুর হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। শ্রীবিষ্ণুর হস্তে নিহত হওয়ায় রাবণ-জন্মে সুদুর্লভ ভোগসম্পদ লাভ করে কিন্তু মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিহত রাবণও মুক্তিলাভ করে নাই। শিশুপালরূপে উচ্চকুলে জন্ম ও অপ্রতিহত ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিল। শিশুপালজন্মে শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষবশতঃ ভগবন্নাম উচ্চারণাদিতে আবেশ এবং শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত হইয়া সাযুজ্যমুক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যকৃপায় পার্ষদত্ব লাভ করে। "শিশুপাল-দন্তবক্রৌ লব্ধসাযুজ্যাবপি পুনঃ পার্ষদতামেব প্রাপ্তৌ—'বৈরানুবন্ধ-তীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাম্। নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতু-র্বিষ্ণুপার্ষদৌ' ৩৪ ইতি" তাবুদ্দিশ্য শ্রীনারদবাক্যাৎ।৩৫

শ্রীকৃষ্ণ সকল ভগবৎস্বরূপের আদি বা কারণ; শ্রীমদ্ভাগবতে 'হরিঃ আদ্যঃ'৩৬ (আদ্যো হরিঃ—শ্রীকৃষ্ণঃ।—শ্রীধরস্বামী) নামে উক্ত হইয়াছেন। একমাত্র শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই নিখিলাবতারসমষ্টিরূপ—নিখিল অবতার তাঁহার স্বরূপে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করেন অথবা নিখিল অবতারসমষ্টি তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিতে বিরাজমান থাকেন; কারণ তিনি সর্ব্ব অবতারের মূল-বীজস্বরূপ। এইজন্য সর্ব্ব অবতার হইতে বিলক্ষণ 'ভগ' শব্দের বাচ্য।

ভগবানিতি শব্দোঽয়ং তথা পুরুষ ইত্যপি।
বর্ত্ততে নিরুপাধিশ্চ বাসুদেবেঽখিলাত্মনি॥৩৭

'ভগবান' এই শব্দটি এবং 'পুরুষ' এই শব্দও অখিলাত্মা শ্রীবাসুদেবেই মুখ্যভাবে অবস্থান করে।

'ভগ' বলিতে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র ধর্ম্ম (বীর্য্য), সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য বুঝায়। এইরূপ অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন, অনির্ব্বচনীয়, অসাধারণ, স্বাভাবিক সর্ব্ববিলক্ষণ 'ভগ' অন্য কোন অবতারেই নাই। বদরীনাথ শ্রীনারায়ণাদি কেবল অবতার আর বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণ অবতারী পরমেশ্বরই বটেন, কিন্তু গোলোকনাথ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ অবতার ও অবতারী উভয়ই। অবতার-হেতু বিবিধ লীলাদিমাধুর্যকদম্ব

৩৪ ভা ৭।১।৪৬; ৩৫ প্রীতিসন্দর্ভ ১৫; ৩৬ ভা ১০।৭২।১৫; ৩৭ শ্রীপদ্মপুরাণ উত্তর ৯০ অ।

এবং অবতারিহেতু পরমৈশ্বর্য্যাদি-সমূহের সমকালেই সমাবেশ তাহাতে পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক দুষ্টের দমন-হননাদিলীলারও মাধুর্য্যবিশেষ কেহ সম্যগ্ বর্ণন করিতে বা তর্ক দ্বারা নিশ্চয় করিতে পারেন না। দমন-হননাদি কালেও তাঁহার মাধুর্য্যের হানি হয় না। নিজের ভক্তজন-বিষয়ে তাঁহার যে অনুগ্রহ এবং নিজ-রস-বিশেষ আস্বাদন করিয়া তাঁহাদের সহিত ভোজন, পান, শয়ন, বেণুবাদন, রাসক্রীড়াদি মধুরলীলা, তদ্বিষয়ে আর কি বলা যাইবে?[৩৮]

সাধন ও সাধ্যের তরতমতা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরায়-রামানন্দ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে,—

কৃষ্ণপ্রাপ্তের উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তের তারতম্য বহুত আছয়॥
কিন্তু যার যেই ভাব * —সে-ই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে **তরতম**॥[৩৯]

শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির বহুবিধ উপায় এবং প্রাপ্তিরূপ প্রয়োজনের মধ্যেও বহু প্রকার তারতম্য আছে। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি এবং ভক্তির মধ্যেও আরোপসিদ্ধা (কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণাদি) ভক্তি, সঙ্গসিদ্ধা (কর্ম্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা ইত্যাদি), স্বরূপসিদ্ধা (অকিঞ্চনা, কেবলা) ভক্তি ইত্যাদি বহুবিধ উপায় বা সাধন আছে। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিও সকামা-কৈবল্যকামা ভেদে নানা ভেদযুক্ত। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির ন্যায় ভক্তিকে যাঁহারা তাঁহাদের সাধনের অঙ্গ বিচার করেন, তাঁহারা ভক্তিমিশ্রিত করিয়া মোক্ষ পর্য্যন্ত ফল লাভ করিতে পারেন, কিন্তু ভক্তির মুখ্যফল যে ভগবৎপ্রেম, তাহা লাভ করিতে পারেন না। 'সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্[৪০] ইত্যুক্ত্যা ভক্তেরেঙ্গিত্বেহপি অঙ্গবন্নির্দেশস্তেষাং তত্র সাধনান্তর-সামান্য-দৃষ্টিরিত্যাভিপ্রায়েণ। অতএব তেষাং মোক্ষমাত্রমেব ফলমিতি[৪১]।

শ্রীরামানন্দ রায় বিভিন্ন অধিকারীর বিভিন্ন সাধন ও সাধ্যবস্তুর কথা বিষ্ণুর

৩৮ বৃ ভা ২।৪।১৮৫-১৮৭ ; ৩৯ চৈ চ ২।৮।৮২-৮৩ ; ৪০ ভা ১০।৮১।১৯ ৪১ ক্রমসন্দর্ভ ৩।২৭।২৩।

সন্তোষাভাসমূলক বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম [৪২] হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে কর্ম্মার্পণ, স্বধর্ম্ম-ত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইহাতে মহাপ্রভু এক একটির কথা শুনিয়া "**এহো বাহ্য**, আগে কহ আর," বলিতে থাকেন। শ্রীরামানন্দ যখন জ্ঞানশূন্যা ভক্তির কথা বলিলেন, তখন মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—"**এহো হয়**" কিন্তু "আগে কহ আর।" তৎপরে শ্রীরামানন্দ প্রেমভক্তির কথা বলিলেন,—তাহাতেও মহাপ্রভুর তৃপ্তি হইল না। প্রভু বলিলেন,—'এহো হয়, আগে কহ আর'। তখন শ্রীরাম রায় দাস্যপ্রেমের কথা বলিলেন, তাহাতেও মহাপ্রভু 'এহো হয়, আগে কহ আর' বলিলেন। তখন 'রায় কহে, সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার'। এবার মহাপ্রভু বলিলেন,—"**এহোত্তম**"; সখ্যপ্রেমকে 'এহোত্তম' বলিলেও মহাপ্রভু 'আগে কহ আর' বলা ত্যাগ করিলেন না। তখন রায় বাৎসল্য-প্রেমের কথা বলিলেন। তাহাতেও মহাপ্রভু 'আগে কহ আর' বলিলেন। তখন রায় 'কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার' বলিলেন। ব্রজসুন্দরীগণের যে প্রেম তাহা সকল সাধ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই গোপীপ্রেমের নিকট শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন আপনাকে 'ঋণী' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অতএব ইহা সাধ্যের চরম সীমা। তথাপি ইহা অপেক্ষাও বিশেষ কথা মহাপ্রভু শুনিতে চাহিলেন।

প্রভু কহে—এই **সাধ্যাবধি** সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥
তখন— রায় কহে—**ইহার আগে পুছে** হেন জনে।
এতদিন **নাহি জানি আছয়ে ভুবনে**॥[৪৩]

শ্রীরামরায়ের এই উক্তি হইতে সুস্পষ্টভাবেই জানা যায় কোন কোন অপ্রাকৃত রসতত্ত্ববিদ্ কান্তাপ্রেমকে শ্রেষ্ঠ জানিলেও তন্মধ্যে বিশেষ উৎকর্ষময় যে মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধার প্রেম, তাহা তাঁহাদের অনুভববেদ্য ছিল না।

---

৪২ বৃ ভা ২।২।২০৪, দুর্গমসঙ্গমনী ১।২।২৪৬, সারার্থদর্শিনী ৭।৫।২৩-২৪ ও ১১।২।৩৫;
৪৩ চৈ চ ২।৮।৯৫-৯৬।

শ্রীচৈতন্যপূর্ব্ব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণোপাসনা

পূর্ব্বে যে সকল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে মধুর রসের ভজন প্রচারিত ছিল, এমন কি, শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার উপাসনা প্রচলিত ছিল, তথায়ও শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য নায়িকাগণের সহিত শ্রীরাধাকে নির্ব্বিশেষভাবেই দর্শন করা হইত। মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধার অসমোর্দ্ধত্ব এবং নায়িকাত্বাদি লাভের কথায় পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিয়া অপ্রাকৃত মঞ্জরীভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবার আদর্শ প্রকাশিত ছিল না। শ্রীরামরায় সেই শ্রীরাধার প্রেমের অসমোর্দ্ধত্বের কারণনির্ণয়ে বলিলেন,—

শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধার গুণ॥[৪৪]

সর্ব্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥[৪৫]

প্রেমেরযে অবস্থায় সর্ব্বপ্রকার ভাবের পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং যাহা হ্লাদিনীশক্তির চরম-সার, সেই 'মাদন' নামক মহাভাব একমাত্র শ্রীমতী রাধিকাতেই সর্ব্বদা বিরাজমান। সর্ব্বলীলামুকুটমৌলি শ্রীরাসলীলায় শতকোটি ব্রজললনা শ্রীকৃষ্ণের নিকট যথাযোগ্য প্রেমপ্রাচুর্য্য লাভ করিয়া সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু অসাধারণ প্রেমবতী শ্রীরাধা সৌভাগ্যগর্ব্বিতা না হইয়া মানিনীই হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ব্রজরমণীকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার মান প্রসাদনের জন্য শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্হিত হইলেন।

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'

অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণের একটি প্রতিজ্ঞা—যাঁহারা যেরূপ ভাবে প্রপন্ন হইয়া তাঁহার ভজনা করেন,শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের তত্তদ্ ভজনানুরূপ ফল দান করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন।[৪৬] কিন্তু গোপীগণ সকাম ধর্ম্মার্থকামী নহেন, নিষ্কাম মোক্ষকামীও নহেন। তাঁহাদিগের একমাত্র বাসনা শ্রীকৃষ্ণের সুখোৎসব-বিধান।

---

৪৪ চৈ চ ২।৮।১১৫; ৪৫ উজ্জ্বলনীলমণি ১৪।২১৯; ৪৬ গীতা ৪।১১।

গোপীগণের সেই মনোরথ পূর্ণ করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণের নিজেরই পাওয়া হইয়া যায়, ভজনকারী গোপীদিগকে কিছু দেওয়া (অনুগ্রহ করা) হয় না। অতএব সেখানে শ্রীকৃষ্ণ দাতা (উত্তমর্ণ) না হইয়া বরং ঋণীই (অধমর্ণ) হইয়া পড়েন। ইহা শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের নিকট স্বমুখে স্বীকার করিয়াছেন।[৪৭] অতএব গোপীর ভজনের নিকট শ্রীকৃষ্ণের গীতার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত কাম-কর্ম্ম-লোক-ধর্ম্ম-শাস্ত্রাপেক্ষা-রহিত কেবল বিশুদ্ধ প্রেমময় নিরুপধিক সংযোগ একমাত্র ব্রজগোপী ব্যতীত অন্যত্র কোথাও নাই। সেই গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। শ্রীরাধা—অঙ্গী; অন্যান্য গোপীগণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে বিলাস-রস, সেই রসের আস্বাদন-বৈচিত্রী সম্পাদনের জন্য অন্য গোপীগণ সহায়কারিণী বা উপকরণ।

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥
রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা
সখীগণ হয় তার পল্লব-পুষ্প-পাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটিসুখ হয়॥[৪৮]

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য

স্বজাতীয় ভাব না থাকিলে সম্মিলনের গাঢ়তা জন্মে না। তাই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে প্রীতির শিথিলতা হয়। আর পূর্ণ ঐশ্বর্য্যময় ভগবানের মাধুর্য্য স্বরূপের উপলব্ধিতে উভয়ের ভাবের স্ব-জাতীয়তা বশতঃ নিকটতম সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। পূর্ব্বে শ্রীজীবগোস্বামিপাদের উক্তি হইতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীভগবান্

৪৭ ভা ১০।৩২।২২; ৪৮ চৈ চ ২।৮।২০৬-২০৯।

অসাধারণ স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যময় তত্ত্ববিশেষ।[৪৯]শ্রীজীবপাদ শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে[৫০] ও শ্রীদুর্গমসঙ্গমনীতে[৫১]বলিয়াছেন, ভগবত্তা ছয় প্রকার হইলেও সাধারণতঃ পরমৈশ্বর্য্য-রূপ ও পরম-মাধুর্য্যরূপ-ভেদে তাহা দ্বিবিধ। ভগবানের প্রভুতার দ্বারা যে বশীকৃত-ভাব, যাহার অনুভবে ভয়, সম্ভ্রম,গৌরববুদ্ধি প্রভৃতির উদয় হয়, তাহাকে ঐশ্বর্য্য বলে। স্বভাব-রূপ-গুণ-লীলাসমূহের ও সম্বন্ধবিশেষের মনোহরত্ব, যাহার অনুভবে ভগবানে প্রেমের উদয় হয়, তাহাই মাধুর্য্য। কেবল স্বরূপজ্ঞানে ভগবত্তার বিষয়ে সৎ-চিৎ আনন্দমাত্ররূপে জ্ঞান হয়—ভগবান্ নিত্যসত্তাযুক্ত, স্বপ্রকাশ, অজড় ও দুঃখ-প্রতিযোগী সুখস্বরূপ-তত্ত্ব এই মাত্র জ্ঞান হয়। 'কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্ত রসে।' শান্ত-ভক্ত শুষ্কজ্ঞানীর (নির্ব্বিশেষবাদীর) ন্যায় জীবাত্ম-বিষয়ক জ্ঞানকে 'ভ্রম' বলেন না। তাঁহারা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার উপাস্য-উপাসক, ধ্যেয়-ধ্যাতা-সম্বন্ধ স্বীকার করেন।

ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ বটে, কিন্তু ব্রহ্মে শক্তির অভিব্যক্তি নাই, পরমাত্মায় আংশিকভাবে চিচ্ছক্তির বিকাশ থাকায় আংশিকভাবে হ্লাদিনীচিচ্ছক্তিরও অস্তিত্ব আছে। অতএব শান্তভক্ত ভগবানে মমতাগন্ধহীন হইলেও সামান্য পরিমাণে মাধুর্য্যানুভব করেন। তবে ঐ সামান্য মাধুর্য্যানুভব তাঁহার ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞানকে আবরণ করিতে পারে না। বৈকুণ্ঠে যে মাধুর্য্যজ্ঞান, তাহাও ঐশ্বর্য্যানুভূতিকে আবৃত করিতে পারে না। তাই শ্রীজীবপাদ বলেন,—'স চ মাধুর্য্যানুভবো মাধুর্য্য-ভাবনাত্মকসাধনোৎপন্নপ্রেমবিশেষ-লব্ধরসপর্য্যায়স্বাদবিশেষঃ। তস্মাত্তেন যদৈশ্বর্য্যা-ন্যনুভবাবরণং তৎসর্ব্বোত্তমবিত্যাময়মেবেতি'[৫২] মাধুর্য্যভাবাত্মক সাধন হইতে উৎপন্ন প্রেমবিশেষকেই মাধুর্য্যানুভব বলে। তাহা রসপর্য্যায়ভুক্ত আস্বাদবিশেষ। অর্থাৎ মাধুর্য্যানুভবই সর্ব্বোত্তম রসাস্বাদ। পূর্ণতম মাধুর্য্যাস্বাদনে ঐশ্বর্য্যাদি অনুভবের সম্পূর্ণ আচ্ছাদন হয়।

শ্রীবৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীবাসুদেব, (শ্রীদ্বারকানাথ ও শ্রীমথুরানাথ)

---

৪৯ সং তো ১০।১২।১১ ও এই গ্রন্থের ৭ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ; ৫০ প্রীতি স ৯৭ অনু ; ৫১ দুর্গমসঙ্গমনী ৬।৪।১৫ ; ৫২ ঐ ৪।৪।১৫ ।

সকলের মধ্যেই যথাযথভাবে মাধুর্য্য বিদ্যমান আছে। কিন্তু শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীদ্বারকা পর্য্যন্ত মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যপ্রধান। কারণ ঐ সকল ধামে মাধুর্য্যানুভবের দ্বারা ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞানের আবরণ হয় না। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর, গোলোকে পূর্ণকল্প হইলেও শ্রীবৃন্দাবনীয় বা ব্রজজাতীয় লীলাহেতু পূর্ণতম সম-জাতীয়। শ্রীগোলোক যাঁহার বৈভব, সেই ব্রজেই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম অর্থাৎ একমাত্র ব্রজেই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ। "কৃষ্ণোঽপি * * ব্রজে পূর্ণতমঃ, মথুরায়াং পূর্ণতরঃ, দ্বারকায়াং পূর্ণঃ। গোলোকে পূর্ণকল্পোঽপি বৃন্দাবনীয়-লীলত্বাৎ পূর্ণতম-সজাতীয়ঃ। পূর্ব্ব-পূর্ব্বেষু মাধুর্য্যাধিক্যতারতম্যাদৈশ্বর্য্যস্যাচ্ছাদন-তারতম্যমুত্তরো-ত্তরেষু মাধুর্য্যহ্রাসতারতম্যাদৈশ্বর্য্যস্য প্রকাশ-তারতম্যম্। ** দ্বারকা-মথুরা-বৃন্দাবনাখ্যে ধামত্রয়ে শ্রীকৃষ্ণস্য নরলীলাধিক্যতারতম্যাৎ ক্রমেণ মাধুর্য্যাধিক্য-তারতম্যম্।"[৫৩] শ্রীকৃষ্ণের নরলীলাধিক্যের তারতম্যবশতঃ উক্ত ধামত্রয়ে মাধুর্য্যাধিক্যেরও তারতম্য।

'নরলীলা' শব্দের তাৎপর্য্য স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপে—স্বরূপে—নরাকৃতি পরমব্রহ্ম-স্বরূপে লীলা, নরবৎলীলা—দেবলীলা নহে, প্রাকৃত নরনারীর লীলাও নহে। ব্রজধাম—জড়মায়ার রাজ্য নহে, তাহা চিচ্ছক্তি যোগমায়ার রাজ্য—তাহা শুদ্ধা প্রীতি কেবলা প্রীতি, শুদ্ধ মাধুর্য্য—কেবলমাধুর্য্যের রাজ্য।

গোকুলের অপ্রকট প্রকাশকে গোলোক বলে। গোলোক অপেক্ষা গোকুলের মহিমাধিক্য-হেতু গোলোককে গোকুলের বৈভব বলা হয়।[৫৪] শ্রীকৃষ্ণের মাধুরী গোকুলেই সর্ব্বাধিক। গোকুলের নামান্তরই ব্রজ। এজন্য গোলোক হইতেও ব্রজেরই মহিমাধিক্য। গোলোকে দেবলীলা, কিন্তু গোকুলে বা ব্রজে শুদ্ধ নরলীলা। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় গোলোকে চতুর্ব্যূহের কথা পাওয়া যায়। 'চতুরস্রং চতুর্ম্মূর্ত্তেশ্চ-তুর্দ্ধাম চতুষ্কৃতম্'[৫৫] ইত্যাদি পদের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ "দেবলীলত্বাৎ" এবং শ্রীভাগবতামৃত-কণায় শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ "গোলোক-নাথঃ শ্রীকৃষ্ণো দেবলীলঃ"[৫৬]

---

৫৩ শ্রীভাগবতামৃতকণা-শ্রীবিশ্বনাথ ৮; ৫৪ সং ভা ১।৭৭৭-৭৮১; ৫৫ ব্র স ৫।৫; ৫৬ শ্রীভাগবতামৃতকণা ৮।

ইত্যাদি বলায় **শ্রী**গোলোকে দেবলীলার কথা জানা যায়। কিন্তু **শ্রীব্রজে নরলীলা** ও **পরকীয়**-ভাবের লীলা—এজন্য এই স্থানে মাধুর্য্যের বিকাশ সর্ব্বাতিশায়ী।

শ্রীকৃষ্ণের যে চারিটি অসাধারণ গুণ ও চারিটি অসাধারণ মাধুর্য্য—যাহা অন্য কোন ভগবৎস্বরূপে নাই, এমন কি, **শ্রী**দ্বারকানাথ ও **শ্রী**মথুরানাথ **শ্রী**কৃষ্ণস্বরূপেও নাই, তাহা একমাত্র ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনস্বরূপেই আছে। (১) রূপমাধুর্য্য, (২) বেণুমাধুর্য্য, (৩) লীলামাধুর্য্য, ও (৪) অতুল্যমাধুর্য্যবিশিষ্ট মহাভাব-পর্য্যন্ত-প্রেম-মণ্ডিত প্রিয়মণ্ডল সহ বিরাজমানতার মাধুর্য্য ;[৫৭] ঐশ্বর্য্যমাধুরী, ক্রীড়ামাধুরী, বেণুমাধুরী ও **শ্রী**বিগ্রহমাধুরী একমাত্র ব্রজেই প্রকাশিত।[৫৮]

শ্রীব্রজধামেও প্রেমের তারতম্যানুসারে মাধুর্য্যানুভবেরও তারতম্য হইয়া থাকে। দাসগণের প্রেম অপেক্ষা সখাগণের প্রেমে, তদপেক্ষা বাৎসল্যরসিকগণের প্রেমে, তদপেক্ষা ব্রজগোপীগণের প্রেমে মাধুর্য্যানুভবের উৎকর্ষ আছে। **হ্লাদিনীর** বিকাশের তারতম্যানুসারে প্রেমের ও মাধুর্য্যের তারতম্য হয়। **শ্রী**রাধা **হ্লাদিনীর** সার মহাভাবরূপা।[৫৯]

ভক্ত-স্বরূপের প্রীতির তারতম্যানুসারে তাঁহাদের তারতম্য

অতএব সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপের মধ্যে যেমন শক্তি ও মাধুর্য্যবিকাশের তারতম্য আছে, তদ্রূপ তত্তদ্ ভক্তস্বরূপের প্রীতিরও তারতম্য রহিয়াছে। সকলেরই **শ্রী**ভগবানে একরূপ প্রীতি নাই, সুতরাং সকলেই যে সমান ভক্ত বা প্রিয় তাহা বলা যাইতে পারে না। এমন কি, **শ্রী**ব্রজবাসিগণের মধ্যে **শ্রী**কৃষ্ণে যে সহজ (নিত্যসিদ্ধ) প্রীতি, তাহাও সকলের সমান নহে ; অধিক কি, ব্রজসুন্দরীগণেরও সকলের প্রীতি একরূপ নহে। সুতরাং সকল ভক্তের প্রাপ্য প্রয়োজনও সমান নহে। **শ্রী**সনকাদি ঋষি নিষ্কাম ভাগবতধর্ম্মে **শ্রী**হরির আরাধনা করেন, তাঁহারা বৈকুণ্ঠে সালোক্যমুক্তি লাভ করেন।[৬০] **শ্রী**সনকাদি শান্ত ভক্ত, তাঁহাদের অপেক্ষাও জয়-বিজয়

৫৭ ভ র সি ২।১।৪১-৪৪ ; ৫৮ সং ভা ১।৮০৬ ; ৫৯ **উজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীরাধাপ্রকরণ ৬ ;** ৬০ ভা ৩।১৫।১৪ **ও প্রীতিসন্দর্ভ ১০ অনু।**

শ্রেষ্ঠ, কারণ তাঁহারা ভগবৎপরিকর।[৬১] জয়-বিজয়ের প্রতি শ্রীনারায়ণ আত্মীয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীসনকাদির প্রতি গৌরব প্রদর্শন করিয়াছেন, (জয়বিজয়য়োরেব ভগবত আত্মীয়ত্বং স্পষ্টমস্তি ; মুনিষু তু গৌরবম্)।[৬২] ভগবানের স্বভাব ও পরিকরগণের অভিমান—দুই দিক হইতে প্রীতির আবির্ভাব হয় বলিয়া পরিকরগণে প্রীতির আধিক্য। শ্রীসনকাদি মুনিগণ দীর্ঘকাল ধ্যান ও সমাধির ফলস্বরূপে যে ভগবানের একবার দর্শন পাইয়াছিলেন, জয়-বিজয়াদি পরিকরগণ সেই ভগবানের নিকটেই সর্ব্বদা অবস্থান ও সেবা করেন।

বৈকুণ্ঠপরিকরগণের মধ্যেও তারতম্য বিচার দৃষ্ট হয়। শ্রীগোদাদেবীর 'তিরুপ্পাবৈ' গাথার টীকাচার্য্য শ্রীমৎ কৃষ্ণপাদ স্বামী বহু পরিশ্রমসাধ্য সাধনের দ্বারা সিদ্ধ ঋষিগণ হইতে সহজসিদ্ধ আলোয়ারগণের শ্রেষ্ঠতা, আলোয়ারগণের মধ্যেও পরি-ই-আলোয়ারে (শ্রীবিষ্ণুচিত্ত,—গোদাদেবীর পালকপিতার) শ্রেষ্ঠত্ব, তদপেক্ষা তাঁহার পালিতাকন্যা শ্রীগোদাদেবীর (শ্রীঅণ্ডাল আলোয়ারের) শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ইন্দ্র, ব্রহ্মা, শিব, প্রহ্লাদ, হনূমান, অর্জ্জুন, উদ্ধব সকলেই ভগবদ্ভক্ত—ভগবানের প্রিয় ও পার্ষদ ; তথাপি তাঁহাদের মধ্যে যতটা অধিক অসাধারণ স্বরূপৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যমণ্ডিত ভগবত্তায় যিনি যত অধিক প্রীতিমান, তাঁহার ততটা শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

তীর্থরাজ প্রয়াগধামবাসী বিষ্ণুবৈষ্ণব ও সর্ব্বজীবান্তর্য্যামীর সেবাপরায়ণ কর্ম্মার্পণ-কারী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা দক্ষিণদেশীয় নিরভিমান শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকাম বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবাপরায়ণ মহারাজের শ্রেষ্ঠতা, তদপেক্ষা দেবগণের বিষ্ণুভক্তি, তদপেক্ষা দেবরাজ ইন্দ্রের বিষ্ণু-ভক্তি, তদপেক্ষা ব্রহ্মার বিষ্ণুভক্তি, তদপেক্ষা শিবের বিষ্ণুভক্তি, তদপেক্ষা বৈকুণ্ঠ-বাসিগণের বিষ্ণুভক্তি, তদপেক্ষা শ্রীপ্রহ্লাদের পরাবস্থ ভগবৎস্বরূপের প্রতি ভক্তি, তদপেক্ষা শ্রীহনূমানের শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি শ্রেষ্ঠ। তাহা হইতেও পাণ্ডবগণ, পাণ্ডবগণ অপেক্ষা যাদবগণ, যাদবগণের মধ্যে উদ্ধব, উদ্ধব হইতে ব্রজগোপীগণ

---

৬১ ভা ৩।১৫।৩৭-৩৮ ও প্রীতিসন্দর্ভ ৯২ অনু ; ৬২ প্রীতিসন্দর্ভ ৯২ অনু।

ভগবৎ-প্রীতিতে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে শ্রীরাধাতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির পরাকাষ্ঠা।[৬৩]

শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য স্বভাবতঃই অসমোর্দ্ধ হইলেও ব্রজগোপীগণের সঙ্গে, তন্মধ্যেও শ্রীরাধার সঙ্গে, যেরূপ সর্ব্বাপেক্ষা আধিক্যে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ শ্রীরাধা মাদনাখ্য-মহাভাবস্বরূপা হইলেও শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গে সেই মহাভাবের পূর্ণতম প্রকাশ হয়।

শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুকূলে লীলাশক্তি ব্রজে শ্রীযশোমতীকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, শ্রীব্রজগোপীগণকেও চতুর্ভুজ রূপ দেখাইয়াছিলেন ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া এবং বহু প্রচেষ্টা করিয়াও শ্রীরাধার সম্মুখে চতুর্ভুজ রূপ প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

ভুজা চতুষ্টয়ং ক্বাপি নর্ম্মণা দর্শয়ন্নপি।
বৃন্দাবনেশ্বরীপ্রেম্ণা দ্বিভুজঃ ক্রিয়তে হরিঃ ॥[৬৪]

ইহা শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধারই প্রেমের মহিমা। প্রেম জাতিতে অনন্ত হইলেও কোথায়ও পরমাণুমাত্র, কোথায়ও পরম মহান্, কোথায়ও মহান্, কোথায়ও আপেক্ষিক ন্যূনাধিক্যময়। পরম মহান্ প্রেম—শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকায় নিত্যসিদ্ধ। তথায় প্রেমের সম্পূর্ণতমতাহেতু শ্রীভগবানেরও সম্পূর্ণতম বশীভূততা দৃষ্ট হয়। এজন্যই শ্রীরাধার নিকট শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যের লেশও প্রকটিত হয় না। "কিঞ্চ অধীনত্বেঽপি যত্র সম্পূর্ণতমমধীনত্বং তত্রৈব সামস্ত্যেনৈশ্বর্য্যং নোদ্ভবতি, যথা খণ্ডমণ্ড-লেশ্বরেষু মধ্যে কেষাঞ্চিৎ কস্যচিদধীনত্বেঽপি তত্র তত্র স্বৈশ্বর্য্যপ্রদর্শনে সম্ভবেঽপি মূলচক্রবর্ত্তিনোঽগ্রে ঐশ্বর্য্যলবস্যাপি ন প্রকাশ ইতি[৬৫] যেমন মণ্ডলেশ্বরগণের মধ্যে কাহারও কাহারও অন্য কোন মণ্ডলেশ্বরের অধীনতা থাকায় তত্তৎস্থানে একজন আর একজনের (অধীন মণ্ডলেশ্বরের) নিকট স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু মূল চক্রবর্ত্তীর নিকট ঐশ্বর্য্যের লেশও প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় না।

---

৬৩ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ও শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃত দ্রষ্টব্য ; ৬৪ উজ্জ্বলনীলমণি ৫। নায়িকা-ভেদ ৬ ; ৬৫ ঐ আনন্দচন্দ্রিকা টীকা।

যে স্থলে ঐশ্বর্য্যের প্রকাশে বা অপ্রকাশে নরলীলার ব্যতিক্রম ঘটে না, তাহাই মাধুর্য্য। যে ঈশ্বরজ্ঞান প্রেমিকের হৃদ্গগতভাবের শৈথিল্য সম্পাদনের পরিবর্ত্তে উহার স্থৈর্য্যই সম্পাদন করে, তাহাকেই 'মাধুর্য্যজ্ঞান' বলা হয়।

বরুণের কথায়[৬৬] বা উদ্ধবের কথায়[৬৭] শ্রীব্রজরাজ নন্দ স্বীয় পুত্রকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া জানিলেও শ্রীবসুদেব যেমন শ্রীকৃষ্ণকে ও শ্রীবলদেবকে "তোমরা আমাদের (শ্রীবসুদেব ও দেবকীর) পুত্র নহ, সাক্ষাৎ প্রধান-পুরুষেশ্বর"[৬৮] ইত্যাদি বলিয়াছিলেন; শ্রীব্রজরাজ তদ্রূপ কোনও দিন 'শ্রীকৃষ্ণ আমার পুত্র নহে', এরূপ মনেও ভাবেন নাই; মুখেও ঈষদ্‌ভাবে বলিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় না।[৬৯]

শ্রীব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যাদি বিষয়ে যে অবিজ্ঞান, তাহা মায়া বা মূঢ়তা-কৃত নহে। তাহা প্রেমোত্তর রসবিশেষের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকিলে শ্রীকৃষ্ণে অনিষ্টানুসন্ধান আসে না, অনিষ্টানুসন্ধান ব্যতীতও শোকোৎপত্তি হয় না। অতএব ঐশ্বর্য্যবিষয়ে অজ্ঞান গাঢ় প্রেমের দ্বারাই হয়। মায়াতীত নিত্যসিদ্ধ ভক্তে কোনওরূপ অবিদ্যার প্রসঙ্গই আসিতে পারে না।[৭০]

রসানন্দের তারতম্য

নিখিল জীব-জগতের সকলেই আনন্দের প্রার্থী; কিন্তু 'কেবল আনন্দ হইতেই আনন্দ হয় না,—আনন্দের মূলে যুগপৎ রস ও ভাব থাকা একান্ত আবশ্যক। তাই জাগতিক সুখের মূলেও সর্ব্বত্র ভাব ও রসের বিদ্যমানতা দেখা যায়। তবে প্রাকৃত সুখ যেমন পরমানন্দের আভাস অর্থাৎ প্রতিবিম্বস্থানীয়, তেমনি এই সুখাভাসের মূলে যে রস ও ভাব বিদ্যমান, উহাও সেই পরম রস ও পরম ভাবের আভাসমাত্রই বুঝিতে হইবে। প্রতিবিম্বস্থানীয় এই জাগতিক সুখোদয়-রীতি প্রত্যক্ষ করিয়া ইহাই প্রমাণিত হয়, বিম্বস্থানীয় জগৎকারণ সেই পরমানন্দ বা আনন্দ-ব্রহ্মের মূলে যে

৬৬ ভা ১০।২৮; ৬৭ ঐ ১০।৪৬ দ্রষ্টব্য; ৬৮ ঐ ১০।৮৫।১৮; ৬৯রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা ৫; ৭০ ভ র সি ৪।৪।১৫।

এক ভাব-পরিরঞ্জিত রসব্রহ্ম, রমণীয় নৃত্যকলাদির সহিত নিত্যই লীলায়িত—তাহাই পরতত্ত্বের পরিপূর্ণস্বরূপ"। *

শ্রুতিতে লৌকিক আনন্দ ও ব্রহ্মানন্দের তারতম্য মীমাংসা (বিচার) দৃষ্ট হয়।[৭১] সুতরাং আনন্দ নির্ব্বিশেষ নহে, তাহাতে তরতমতা আছে। প্রাকৃত বা লৌকিক আনন্দে যখন তারতম্য বিদ্যমান তখন বিম্বস্থানীয় অপ্রাকৃত আনন্দে (ভক্ত্যানন্দে) যে বিচিত্রতা ও তরতমতা আছে, তাহা সহজেই অনুভবনীয়। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ বলিতেছেন—যে যুবক সাধু, অধীতবেদ, ক্ষিপ্রকর্ম্মা, দৃঢ়কায় ও বলবান—সর্ব্বসম্পৎপরিপূর্ণা এই বসুন্ধরা তাঁহার অধিকৃতা হয়। সেই ব্যক্তি নানা প্রকার বিষয় ভোগের দ্বারা মনুষ্যলোকের শ্রেষ্ঠ আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। ইহার নাম মানুষানন্দ। এই মানুষানন্দকে পরিমাণে এক (Unit) ধরিয়া অন্যান্য আনন্দের পরিমাণ করা হইয়াছে। এই মানুষানন্দের শতগুণ মানুষ-গন্ধর্ব্বের (কর্ম্ম-বিদ্যাবিশেষের দ্বারা যে মনুষ্য-গন্ধর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে) আনন্দ। মানুষ-গন্ধর্ব্বের আনন্দের শতগুণ দেব-গন্ধর্ব্বের(জন্মগত গন্ধর্ব্বের)আনন্দ। ইঁহাদের আনন্দের শতগুণ চিরলোক-লোকপিতৃগণের (চিরস্থায়ী লোকই যাঁহাদের লোক বা বাসস্থান) আনন্দ। তাঁহাদের শতগুণ আজানজ (আজান=দেবলোক, স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কর্ম্মবিশেষের দ্বারা যাঁহারা দেবলোকে জন্মপ্রাপ্ত হয়েন) দেবগণের আনন্দ। ইঁহাদের শতগুণ আনন্দ হইতেছে কর্ম্মদেবগণের (বৈদিক কর্ম্মদ্বারা দেবলোকপ্রাপ্ত) আনন্দ। এই আনন্দের শতগুণ দেবগণের (অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশাদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি—এই তেত্রিশ দেবতা এবং ইন্দ্র—ইঁহাদের রাজা, বৃহস্পতি—গুরু) আনন্দ। দেবগণের আনন্দের শতগুণ ইন্দ্রের আনন্দ। অকামহত শ্রোত্রীয়ের আনন্দও সেইরূপ। ইন্দ্রের শতগুণ বৃহস্পতির আনন্দ। যে ব্রহ্মবিৎ অকামহত তিনিও বৃহস্পতির তুল্য আনন্দ ভোগ করেন। বৃহস্পতির আনন্দের শতগুণ প্রজাপতির (ব্রহ্মার) আনন্দ ; বিষয়-কামনা-ত্যাগী ব্রহ্মবিদেরও সেইরূপ আনন্দ। বস্তুতঃ এইরূপ মান-তুলনায় ব্রহ্মানন্দের

---

* পূজ্যপাদ শ্রীমৎকানুপ্রিয় গোস্বামী প্রভু-বিরচিত 'পরতত্ত্ব সীমা' প্রবন্ধ শ্রীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গ পত্রিকা (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ—১৩ পৃষ্ঠা)। ৭১ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৮।১—২।৯।

যথার্থ পরিমাণ হইতে পারে না। এজন্য ইহার পরেই শ্রুতি বলিতেছেন,—যাহা হইতে বেদলক্ষণ-বাক্য নিবৃত্ত হয়, [৭২] (বেদও ব্রহ্মানন্দের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না) এইরূপ অবাঙ্‌মনসোগোচর আনন্দই হইতেছে ব্রহ্মানন্দ। সেই ব্রহ্মানন্দ হইতেও উৎকর্ষযুক্ত যে রসানন্দ, তাহাই ভক্ত্যানন্দ—

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি ॥[৭৩]

পরার্দ্ধকাল-ব্যাপিয়া ক্রিয়মান সমাধিদ্বারা সিদ্ধ ব্রহ্মসুখও কৃষ্ণভক্তিসুখসিন্ধুর সহিত তুলনায় একটি পরমাণু তুল্যও নহে।

শ্রীপ্রহ্লাদ ভগবৎসাক্ষাৎকারের আনন্দ লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দকেও অকিঞ্চিৎকর বলিয়াছেন—'ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে। সুখানি **গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি** জগদ্‌গুরো ॥'[৭৪] হে জগদ্‌গুরো! তোমার সাক্ষাৎকারজনিত বিশুদ্ধ আনন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত আমার নিকট ব্রহ্মানন্দও গোষ্পদতুল্য মনে হয়। 'কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন। ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম ॥'[৭৫] সর্ব্ববেদান্ত-সার শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবৎপ্রেমানন্দের সহিত তুলনায় পরব্রহ্মানন্দের অকিঞ্চিৎকরত্ব বহু স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে।[৭৬] শ্রীশ্রীধরস্বামিপদ, শ্রীযাদবেন্দ্রপুরীপাদ প্রমুখ মহদ্‌গণ তাঁহাদের স্ব স্ব অনুভবেও ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের,—'ত্বৎকথামৃত-পাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ। কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমম্ ॥'[৭৭]—হে ভগবন্! তোমার কথামৃত-সাগরে পরমানন্দে বিহারকারী কোন কোন সুকৃতিশালী ব্যক্তি ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গকে তৃণতুল্য জ্ঞান করেন। শ্রীযাদবেন্দ্রপুরীপাদের উক্তিতেও দৃষ্ট হয়, 'নন্দনন্দন-কৈশোর-লীলামৃতমহাম্বুধৌ। নিমগ্নানাং কিমস্মাকং নির্ব্বাণ-লবণাম্ভসা ?'[৭৮]—

---

৭২ যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ —তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৯ ; ৭৩ ভ র সি ১।১।৩৮ ; ৭৪ শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে ১৪ অ ৩৬ শ্লোক ; ৭৫ চৈ চ ১।৭।৯৭ ; ৭৬ ভা ৩।১৫।৪৩, ৪।৯।১০, ১২।১২।৬৯ ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য ; ৭৭ পদ্যাবলী ৪৩ সংখ্যাধৃত শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ-বাক্য ; ৭৮ ঐ ৪২ সংখ্যা ধৃত শ্রীযাদবেন্দ্রপুরীপাদ-বাক্য।

আমরা নন্দনন্দনের কৈশোরলীলামৃত-মহাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি ; আমাদের আর নির্ব্বাণ-লবণ-সমুদ্রে প্রয়োজন কি ?

ব্রহ্মানন্দ হইতে ভগবৎসেবানন্দ শ্রেষ্ঠ কেন ?

ব্রহ্মানন্দ হইতে ভগবৎসেবানন্দ শ্রেষ্ঠ। কারণ ব্রহ্মানন্দ একই রূপ, তাহাতে বিলাস বা নবনবায়মানতা নাই। ভগবৎসেবানন্দে অনন্ত বিচিত্রবিলাস আছে। ভগবৎসেবানন্দের মধ্যে আবার শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু প্রেমিক ভক্ত সেবানন্দও চাহেন না, তিনি চাহেন অহৈতুকী সেবা। সেবানন্দের মধ্যেও সেবকের আনন্দ-পিপাসা বা নিজের আনন্দের অনুসন্ধান, আবেশ ও অভিসন্ধি কিছু থাকিতে পারে। এজন্য—

নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥[৭৯]

শ্রীকৃষ্ণের সারথি দারুকের চামরসেবা করিতে করিতে হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চারে তাঁহার দেহে 'স্তম্ভ' নামক সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হওয়ায় হস্তাদিতে জড়তা উপস্থিত হইল। ইহাতে চামর-সেবায় বিঘ্ন হইতেছে দেখিয়া দারুক সেই প্রেমানন্দকেও ধিক্কার দিলেন। শ্রীরুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের বিঘ্নকারক অশ্রুবর্ষণকারী আনন্দকেও নিন্দা করিয়াছিলেন।[৮০]

বিষয়ালম্বনের প্রকাশের তারতম্যানুসারে প্রীতির তারতম্য

শ্রীভগবৎপ্রীতি অখণ্ডস্বরূপা হইলেও শ্রীভগবৎস্বরূপের প্রকাশ-তারতম্যানুসারে প্রীতির আবির্ভাবেও তারতম্য হয়। যে স্বরূপে ভগবত্তার পূর্ণ অভিব্যক্তি তৎ-সম্বন্ধে প্রীতির পূর্ণ আবির্ভাব ; আর যে স্বরূপে ভগবত্তার আংশিক প্রকাশ, তৎসম্বন্ধে প্রীতিরও আংশিক আবির্ভাব। স্বয়ং ভগবৎস্বরূপের ভক্তগণ তাঁহাকে যতটা প্রীতি করেন, অংশভগবৎস্বরূপের ভক্তগণ তাঁহাদের স্ব স্ব ইষ্টকে ততটা প্রীতি করেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং সেই পূর্ণতম ভগবৎস্বরূপ রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়েই প্রীতির পূর্ণতম প্রকাশ।

৭৯ চৈ চ ১।৪।২০১ ; ৮০ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ৩।২।৬২, ২।৩।৫৪।

কান্তভাবরূপা প্রীতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব

শ্রীভগবৎস্বরূপের আবির্ভাবের তারতম্যানুসারে তত্তৎভগবৎস্বরূপের উপাসক সাধক ও সাধনসিদ্ধ ভক্তগণের ত' ভাবের তারতম্য আছেই ; এতদ্ব্যতীত শ্রীভগবৎ-স্বরূপের আবির্ভাব-তারতম্যানুসারে নিত্যসিদ্ধ তত্তদ্ ভগবৎপরিকরগণের মধ্যেও ভাবের ও প্রীতির যথাযোগ্য তারতম্য আছে।

কান্তভাবরূপা প্রীতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। তন্মধ্যে "যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং"[৮১] শ্লোকোক্ত ব্রজগোপীগণের কান্তাভাবে নিজানুকূল্য অতিক্রম করিয়াও প্রিয়ানুকূল্যে তাৎপর্য্যবিশিষ্ট বলিয়া তাঁহাদের প্রীতি উৎকৃষ্ট।

শ্রীব্রজগোপীগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির প্রথম সীমার আরম্ভ যাহাতে, শ্রীমহিষীগণের প্রীতির শেষ সীমা সেই পর্য্যন্ত। ফলকথা, গোপীপ্রেম স্বভাবতঃই অসমোর্দ্ধ, তাঁহাদের প্রেম জাতিতেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। 'প্রেমের জাতি' বলিতে মধুররতির ভেদ বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের অনন্যসুখসাধিকা স্পৃহাকে রতি বলে।[৮২] সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থাভেদে মধুর রতি তিন প্রকার। শ্রীকুব্জাতে সাধারণী রতি। তাঁহাতে পরকীয় সদৃশ আংশিক লক্ষণ থাকিলেও ব্রজদেবীগণ তাহা প্রশংসা করেন নাই। আর গণিকা নির্ধন পুরুষকে ত্যাগ করে[৮৩] ইত্যাদি বাক্যে শ্রীব্রজদেবীগণ স্বয়ংই প্রাকৃত পরকীয় ভাব প্রেমের পরিচায়ক নহে বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। শ্রীকুব্জা সাধারণী নায়িকা হইলেও বারবনিতা নহেন ; প্রাকৃত বা অন্য পুরুষসঙ্গ করেন নাই, বা কামনাও করেন নাই। তিনি বেশাদি রচনার দ্বারা একমাত্র অদ্বিতীয় গোলোক-নায়ক শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গাভিলাষিণী হইয়াছিলেন। এজন্য এই প্রীতি অপ্রাকৃত রসরূপে পরিণত এবং শ্রীশুকদেবাদি মহদ্‌গণও তাহা শ্রদ্ধার সহিত বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে বলিয়াছেন,—

সৈরিন্ধ্রীমপি সংত্যক্তুমহং শক্তাঽস্মি নোদ্ধব।
কিমুত ব্রজলোকাংস্তানিতি ব্যঞ্জন্নিমামগাৎ ॥

৮১ ভা ১০।৩১।১৯ ; ৮২ দুর্গমসঙ্গমনী ২।৩।৪১ ; ৮৩ ভা ১০।৪৭।৭।

শ্রীসৈরিন্ধ্র্যৈ নমস্তস্যৈ যৎকৃপাকৃষ্টমানসঃ।
স্বয়ং গৃহং গতো রন্তুমসঙ্কোচং রমাপতিঃ ॥[৮৪]

'হে উদ্ধব! আমি সৈরিন্ধ্রীকেও ত্যাগ করিতে সমর্থ নহি। নির্ম্মল প্রেমানুরাগী ব্রজবাসিগণের আর কথা কি? শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে ইহা জানাইবার জন্যই তাঁহার সহিত কুব্জার গৃহে গমন করিয়াছিলেন। আমি সেই সৈরিন্ধ্রীকে নমস্কার করি, যাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীরমাপতি কুব্জার সহিত অসঙ্কোচে রমণ করিবার জন্য তাঁহার গৃহে গমন করিয়াছিলেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত বলিয়া কুব্জার সাধারণী রতি সাধারণ মণির ন্যায় উজ্জ্বল। পট্টমহিষীবর্গে সমঞ্জসা রতি চিন্তামণির ন্যায় সর্ব্বাভীষ্টপ্রদা। ব্রজদেবীগণে সমর্থা রতি কৌস্তুভমণির ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল এবং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের পরমপ্রিয় অবিচ্ছেদ্য অলঙ্কারস্বরূপ। সামান্যভাবে স্বসুখ-তাৎপর্য্যযুক্ত রতিই সাধারণী রতি, শ্রীকৃষ্ণের এবং তৎসঙ্গে নিজেরও সুখতাৎপর্য্যযুক্তা পত্নীভাবময়ী রতি—সমঞ্জসা রতি। আর কেবল-কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যময়ী পরকীয়-ভাবময়ী রতি—সমর্থা রতি। সমর্থা প্রথম দশায় 'রতি'—ইক্ষুবীজের ন্যায় মধুর, তৎপরে 'প্রেম' ইক্ষুদণ্ডের ন্যায়, তৎপরে 'স্নেহ' ইক্ষুরসের ন্যায়, তৎপরে 'মান' গুড়ের ন্যায়, তৎপরে 'প্রণয়' খণ্ডের ন্যায়, তৎপরে 'রাগ' শর্করার ন্যায়, তৎপরে 'অনুরাগ' সিতার (মিছরির) ন্যায়, তৎপরে 'মহাভাব' সিতোপলের (উত্তম মিছরির) ন্যায়, উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট মধুরতা প্রাপ্ত হইয়া আটটি দশায় উপনীত হয়। ভাবের পরা-কাষ্ঠাই মহাভাব। মহাভাব রূঢ় ও অধিরূঢ়-ভেদে দ্বিবিধ। যে অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের সুখে সামান্য পীড়ারও আশঙ্কা করিয়া নিমেষমাত্রকালও তাঁহার অদর্শন অসহনীয় হয়, তাহাকে রূঢ় মহাভাব বলে। রূঢ় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে বদ্ধমূল (প্রীতিসন্দর্ভ)। শ্রীকৃষ্ণে বদ্ধমূল যে কান্তভাব, তাহাকে বলে রূঢ় মহাভাব। আর যে অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাদি-জনিত সুখের তুলনায় কোটি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ত্রৈকালিক পুঞ্জীভূত সমস্ত সুখও লেশমাত্র নহে বলিয়া অনুভূত হয় এবং যে অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনাদি-জনিত দুঃখের তুলনায়

৮৪ শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী ১০।৪৮ উপক্রম।

কোটি কোটি সর্প-বৃশ্চিকাদি-দংশন-কৃত দুঃখ লেশমাত্রও নহে বলিয়া উপলব্ধি হয়, সেই অবস্থার নাম অধিরূঢ়-মহাভাব। এই অধিরূঢ় মহাভাব মোদন ও মাদনভেদে দ্বিবিধ। মোদনমহাভাব (যে অধিরূঢ় মহাভাবে নায়িকা ও নায়কের স্তম্ভাদিসাত্ত্বিক ভাবসমূহের উদ্দীপ্তির আতিশয্য প্রকাশ হয়) —যাহা কেবল শ্রীরাধাযূথেই সম্ভব, তাহাই বিরহদশায় 'মোহন'-নামে উক্ত হয়।

মোহনে শ্রীরাধা ব্যতীত (ক) অন্য প্রেয়সী-কর্তৃক আলিঙ্গিত দ্বারকাস্থ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার স্মরণে মূর্চ্ছা, (খ) অসহনীয় দুঃখ স্বীকারেও শ্রীকৃষ্ণের সুখাতিশয়ের কামনা (গ) অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের, বৈকুণ্ঠাদি-লোকের, বৈকুণ্ঠবাসী শ্রীনারায়ণপার্ষদগণেরও ক্ষোভকারিতা, (ঘ) শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শ্রীরাধার বিলাপ-শ্রবণে মহা অগাধজলে সঞ্চরণকারী মৎস্য-মকর-কুম্ভীরাদি প্রাণীরও উৎকণ্ঠিত হইয়া উচ্চ রোদন, (ঙ) মৃত্যু-স্বীকারেও নিজদেহপ্রারম্ভক পঞ্চমহাভূতের দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণসঙ্গতৃষ্ণা এবং (চ) দিব্যোন্মাদ—অদ্ভুত ভ্রান্তিসদৃশী বৈচিত্রী উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদি প্রকাশিত হয়।

এইরূপ অত্যদ্ভুত মোদন-মহাভাব হইতেও অত্যুৎকৃষ্ট যে হ্লাদিনী নামক মহা-শক্তির স্থিরাংশ—যাহা কেবল শ্রীরাধাতেই সর্ব্বদা বিরাজমান, তাহাই মাদনাখ্য মহা-ভাব। মহাভাবের গাঢ়তার যে চরমতম পরাকাষ্ঠা আত্মারাম, স্বরাট্ লীলাপুরুষো-ত্তম শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদন-কাম প্রকট করিয়া **মত্ততা** জন্মাইতে সমর্থ, তাহাই মাদন (মদ্ + অন্—ভা—মত্তীকরণ, মাতান, প্রীণন)। মাদনেই প্রেমতত্ত্বের চরম পর্য্যাপ্তি। শ্রীরাসমণ্ডলস্থ গোপীগণ "অনয়ারাধিতো নূনং"[৮৫]—এই বাক্যে রাসেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর প্রেমবৈশিষ্ট্যে শ্রীকৃষ্ণবশীকারত্বশক্তি ও অসমোর্দ্ধত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। শিঙ্গভূপালের 'রসার্ণবসুধাকরে' স্থায়িভাবের মধ্যে অনুরাগ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে ; কিন্তু মহাভাব মোদন: বা মোহন ও মাদনের বর্ণন নাই। এই মাদন-মহাভাব স্বয়ংরূপা শ্রীরাধা ব্যতীত অপরের জ্ঞেয় বস্তু নহে। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,[৮৬] শ্রীভরতমুনি ও স্বয়ং শ্রীশুকদেবও মাদনমহাভাবের সর্ব্ব ধর্ম্মের স্পষ্ট লক্ষণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। ইহা একমাত্র শ্রীরাধাতে ও তদ্ভাবাঢ্য শ্রীগৌরকৃষ্ণেই প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছিল।

৮৫ ভা ১০।৩০।২৮ ; ৮৬ উজ্জ্বলনীলমণি ১৪ স্থায়িভাব ২১৯, ২২৬ ।

এবং অবতারিহেতু পরমৈশ্বর্য্যাদি-সমূহের সমকালেই সমাবেশ তাহাতে পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক দুষ্টের দমন-হননাদিলীলারও মাধুর্য্যবিশেষ কেহ সম্যগ্ বর্ণন করিতে বা তর্ক দ্বারা নিশ্চয় করিতে পারেন না। দমন-হননাদি কালেও তাঁহার মাধুর্য্যের হানি হয় না। নিজের ভক্তজন-বিষয়ে তাঁহার যে অনুগ্রহ এবং নিজ-রস-বিশেষ আস্বাদন করিয়া তাঁহাদের সহিত ভোজন, পান, শয়ন, বেণুবাদন, রাসক্রীড়াদি মধুরলীলা, তদ্বিষয়ে আর কি বলা যাইবে ?[৩৮]

সাধন ও সাধ্যের তরতমতা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরায়-রামানন্দ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে,—

কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের তারতম্য বহুত আছয় ॥
কিন্তু যার যেই ভাব * —সে-ই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে **তরতম** ॥[৩৯]

শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির বহুবিধ উপায় এবং প্রাপ্তিরূপ প্রয়োজনের মধ্যেও বহু প্রকার তারতম্য আছে। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি এবং ভক্তির মধ্যেও আরোপসিদ্ধা (কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণাদি) ভক্তি, সঙ্গসিদ্ধা (কর্ম্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা ইত্যাদি), স্বরূপসিদ্ধা (অকিঞ্চনা, কেবলা) ভক্তি ইত্যাদি বহুবিধ উপায় বা সাধন আছে। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিও সকামা-কৈবল্যকামা ভেদে নানা ভেদযুক্ত। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির ন্যায় ভক্তিকে যাঁহারা তাঁহাদের সাধনের অঙ্গ বিচার করেন, তাঁহারা ভক্তিমিশ্রিত করিয়া মোক্ষ পর্য্যন্ত ফল লাভ করিতে পারেন, কিন্তু ভক্তির মুখ্যফল যে ভগবৎপ্রেম, তাহা লাভ করিতে পারেন না। 'সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্ [৪০] ইত্যুক্ত্যা ভক্তেরেঙ্গিত্বেঽপি অঙ্গবন্নির্দেশস্তেষাং তত্র সাধনান্তর-সামান্য-দৃষ্টিরিত্যাভিপ্রায়েণ। অতএব তেষাং মোক্ষমাত্রমেব ফলমিতি [৪১]।

শ্রীরামানন্দ রায় বিভিন্ন অধিকারীর বিভিন্ন সাধন ও সাধ্যবস্তুর কথা বিষ্ণুর

৩৮ বৃ ভা ২।৪।১৮৫-১৮৭ ; ৩৯ চৈ চ ২।৮।৮২-৮৩ ; ৪০ ভা ১০।৮১।১৯ ৪১ ক্রমসন্দর্ভ ৩।২৭।২৩।

সন্তোষাভাসমূলক বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম [৪২] হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে কর্ম্মার্পণ, স্বধর্ম্ম-ত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইহাতে মহাপ্রভু এক একটির কথা শুনিয়া **"এহো বাহ্য**, আগে কহ আর," বলিতে থাকেন। শ্রীরামানন্দ যখন জ্ঞানশূন্যা ভক্তির কথা বলিলেন, তখন মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—**"এহো হয়"** কিন্তু "আগে কহ আর।" তৎপরে শ্রীরামানন্দ প্রেমভক্তির কথা বলিলেন,—তাহাতেও মহাপ্রভুর তৃপ্তি হইল না। প্রভু বলিলেন,—'এহো হয়, আগে কহ আর'। তখন শ্রীরাম রায় দাস্যপ্রেমের কথা বলিলেন, তাহাতেও মহাপ্রভু 'এহো হয়, আগে কহ আর' বলিলেন। তখন 'রায় কহে, সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার'। এবার মহাপ্রভু বলিলেন, —**"এহোত্তম"**; সখ্যপ্রেমকে 'এহোত্তম' বলিলেও মহাপ্রভু 'আগে কহ আর' বলা ত্যাগ করিলেন না। তখন রায় বাৎসল্য-প্রেমের কথা বলিলেন। তাহাতেও মহাপ্রভু 'আগে কহ আর' বলিলেন। তখন রায় 'কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার' বলিলেন। ব্রজসুন্দরীগণের যে প্রেম তাহা সকল সাধ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই গোপীপ্রেমের নিকট শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন আপনাকে 'ঋণী' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অতএব ইহা সাধ্যের চরম সীমা। তথাপি ইহা অপেক্ষাও বিশেষ কথা মহাপ্রভু শুনিতে চাহিলেন।

প্রভু কহে—এই **সাধ্যাবধি** সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥
তখন— রায় কহে—**ইহার আগে পুছে** হেন জনে।
এতদিন **নাহি জানি আছয়ে ভুবনে**॥[৪৩]

শ্রীরামরায়ের এই উক্তি হইতে সুস্পষ্টভাবেই জানা যায় কোন কোন অপ্রাকৃত রসতত্ত্ববিদ্ কান্তাপ্রেমকে শ্রেষ্ঠ জানিলেও তন্মধ্যে বিশেষ উৎকর্ষময় যে মাদনাখ্য-মহা-ভাববতী শ্রীরাধার প্রেম, তাহা তাঁহাদের অনুভববেদ্য ছিল না।

---

৪২ বৃ ভা ২।২।২০৪, দুর্গমসঙ্গমনী ১।২।২৪৬, সারার্থদর্শিনী ৭।৫।২৩-২৪ ও ১১।২।৩৫;
৪৩ চৈ চ ২।৮।৯৫-৯৬।

শ্রীচৈতন্যপূর্ব্ব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণোপাসনা

পূর্ব্বে যে সকল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে মধুর রসের ভজন প্রচারিত ছিল, এমন কি, শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার উপাসনা প্রচলিত ছিল, তথায়ও শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য নায়িকাগণের সহিত শ্রীরাধাকে নির্ব্বিশেষভাবেই দর্শন করা হইত। মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধার অসমোর্দ্ধত্ব এবং নায়িকাত্বাদি লাভের কথায় পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিয়া অপ্রাকৃত মঞ্জরীভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবার আদর্শ প্রকাশিত ছিল না। শ্রীরামরায় সেই শ্রীরাধার প্রেমের অসমোর্দ্ধত্বের কারণনির্ণয়ে বলিলেন,—

শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধার গুণ॥[৪৪]

সর্ব্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥[৪৫]

প্রেমেরযে অবস্থায় সর্ব্বপ্রকার ভাবের পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং যাহা হ্লাদিনীশক্তির চরম-সার, সেই 'মাদন' নামক মহাভাব একমাত্র শ্রীমতী রাধিকাতেই সর্ব্বদা বিরাজমান। সর্ব্বলীলামুকুটমৌলি শ্রীরাসলীলায় শতকোটি ব্রজললনা শ্রীকৃষ্ণের নিকট যথাযোগ্য প্রেমপ্রাচুর্য্য লাভ করিয়া সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু অসাধারণ প্রেমবতী শ্রীরাধা সৌভাগ্যগর্ব্বিতা না হইয়া মানিনীই হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ব্রজরমণীকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার মান প্রসাদনের জন্য শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্হিত হইলেন।

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'

অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণের একটি প্রতিজ্ঞা—যাঁহারা যেরূপ ভাবে প্রপন্ন হইয়া তাঁহার ভজনা করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের তত্তদ্ ভজনানুরূপ ফল দান করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন।[৪৬] কিন্তু গোপীগণ সকাম ধর্ম্মার্থকামী নহেন, নিষ্কাম মোক্ষকামীও নহেন। তাঁহাদিগের একমাত্র বাসনা শ্রীকৃষ্ণের সুখোৎসব-বিধান।

৪৪ চৈ চ ২।৮।১১৫; ৪৫ উজ্জ্বলনীলমণি ১৪।২১৯; ৪৬ গীতা ৪।১১।

গোপীগণের সেই মনোরথ পূর্ণ করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণের নিজেরই পাওয়া হইয়া যায়, ভজনকারী গোপীদিগকে কিছু দেওয়া (অনুগ্রহ করা) হয় না। অতএব সেখানে শ্রীকৃষ্ণ দাতা (উত্তমর্ণ) না হইয়া বরং ঋণীই (অধমর্ণ) হইয়া পড়েন। ইহা শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের নিকট স্বমুখে স্বীকার করিয়াছেন।[৪৭] অতএব গোপীর ভজনের নিকট শ্রীকৃষ্ণের গীতার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত কাম-কর্ম্ম-লোক-ধর্ম্ম-শাস্ত্রাপেক্ষা-রহিত কেবল বিশুদ্ধ প্রেমময় নিরুপধিক সংযোগ একমাত্র ব্রজগোপী ব্যতীত অন্যত্র কোথাও নাই। সেই গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। শ্রীরাধা—অঙ্গী ; অন্যান্য গোপীগণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে বিলাস-রস, সেই রসের আস্বাদন-বৈচিত্রী সম্পাদনের জন্য অন্য গোপীগণ সহায়কারিণী বা উপকরণ।

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন ॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায় ॥
রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা
সখীগণ হয় তার পল্লব-পুষ্প-পাতা ॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটিসুখ হয় ॥[৪৮]

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য

স্বজাতীয় ভাব না থাকিলে সম্মিলনের গাঢ়তা জন্মে না। তাই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে প্রীতির শিথিলতা হয়। আর পূর্ণ ঐশ্বর্য্যময় ভগবানের মাধুর্য্য স্বরূপের উপলব্ধিতে উভয়ের ভাবের স্ব-জাতীয়তা বশতঃ নিকটতম সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। পূর্ব্বে শ্রীজীবগোস্বামিপাদের উক্তি হইতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীভগবান্

৪৭ ভা ১০।৩২।২২ ; ৪৮ চৈ চ ২।৮।২০৬-২০৯।

অসাধারণ স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যময় তত্ত্ববিশেষ।[৪৯] শ্রীজীবপাদ শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে[৫০] ও শ্রীদুর্গমসঙ্গমনীতে[৫১] বলিয়াছেন, ভগবত্তা ছয় প্রকার হইলেও সাধারণতঃ পরমৈশ্বর্য্য-রূপ ও পরম-মাধুর্য্যরূপ-ভেদে তাহা দ্বিবিধ। ভগবানের প্রভুতার দ্বারা যে বশীকৃত-ভাব, যাহার অনুভবে ভয়, সম্ভ্রম, গৌরববুদ্ধি প্রভৃতির উদয় হয়, তাহাকে ঐশ্বর্য্য বলে। স্বভাব-রূপ-গুণ-লীলাসমূহের ও সম্বন্ধবিশেষের মনোহরত্ব, যাহার অনুভবে ভগবানে প্রেমের উদয় হয়, তাহাই মাধুর্য্য। কেবল স্বরূপজ্ঞানে ভগবত্তার বিষয়ে সৎ-চিৎ আনন্দমাত্ররূপে জ্ঞান হয়—ভগবান্ নিত্যসত্তাযুক্ত, স্বপ্রকাশ, অজড় ও দুঃখ-প্রতিযোগী সুখস্বরূপ-তত্ত্ব এই মাত্র জ্ঞান হয়। 'কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্ত রসে।' শান্ত-ভক্ত শুষ্কজ্ঞানীর (নির্ব্বিশেষবাদীর) ন্যায় জীবাত্ম-বিষয়ক জ্ঞানকে 'ভ্রম' বলেন না। তাঁহারা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার উপাস্য-উপাসক, ধ্যেয়-ধ্যাতা-সম্বন্ধ স্বীকার করেন।

ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ বটে, কিন্তু ব্রহ্মে শক্তির অভিব্যক্তি নাই, পরমাত্মায় আংশিকভাবে চিচ্ছক্তির বিকাশ থাকায় আংশিকভাবে হ্লাদিনীচিচ্ছক্তিরও অস্তিত্ব আছে। অতএব শান্তভক্ত ভগবানে মমতাগন্ধহীন হইলেও সামান্য পরিমাণে মাধুর্য্যানুভব করেন। তবে ঐ সামান্য মাধুর্য্যানুভব তাঁহার ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞানকে আবরণ করিতে পারে না। বৈকুণ্ঠে যে মাধুর্য্যজ্ঞান, তাহাও ঐশ্বর্য্যানুভূতিকে আবৃত করিতে পারে না। তাই শ্রীজীবপাদ বলেন,—'স চ মাধুর্য্যানুভবো মাধুর্য্য-ভাবনাত্মকসাধনোৎপন্নপ্রেমবিশেষ-লব্ধরসপর্য্যায়স্বাদবিশেষঃ। তস্মাত্তেন যদৈশ্বর্য্যা-ন্যনুভবাবরণং তৎসর্ব্বোত্তমবিদ্যাময়মেবেতি'[৫২] মাধুর্য্যভাবাত্মক সাধন হইতে উৎপন্ন প্রেমবিশেষকেই মাধুর্যানুভব বলে। তাহা রসপর্য্যায়ভুক্ত আস্বাদবিশেষ। অর্থাৎ মাধুর্য্যানুভবই সর্ব্বোত্তম রসাস্বাদ। পূর্ণতম মাধুর্য্যাস্বাদনে ঐশ্বর্য্যাদি অনুভবের সম্পূর্ণ আচ্ছাদন হয়।

শ্রীবৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীবাসুদেব, (শ্রীদ্বারকানাথ ও শ্রীমথুরানাথ)

---

৪৯ সং তো ১০।১২।১১ ও এই গ্রন্থের ৭ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য; ৫০ প্রীতি স ৯৭ অনু; ৫১ দুর্গমসঙ্গমনী ৩।৪।১৫; ৫২ ঐ ৪।৪।১৫।

সকলের মধ্যেই যথাযথভাবে মাধুর্য্য বিদ্যমান আছে। কিন্তু শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীদ্বারকা পর্য্যন্ত মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যপ্রধান। কারণ ঐ সকল ধামে মাধুর্য্যানুভবের দ্বারা ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞানের আবরণ হয় না। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর, গোলোকে পূর্ণকল্প হইলেও শ্রীবৃন্দাবনীয় বা ব্রজজাতীয় লীলাহেতু পূর্ণতম সম-জাতীয়। শ্রীগোলোক যাঁহার বৈভব, সেই ব্রজেই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম অর্থাৎ একমাত্র ব্রজেই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ। "কৃষ্ণোঽপি * * ব্রজে পূর্ণতমঃ, মথুরায়াং পূর্ণতরঃ, দ্বারকায়াং পূর্ণঃ। গোলোকে পূর্ণকল্পোঽপি বৃন্দাবনীয়-লীলত্বাৎ পূর্ণতম-সজাতীয়ঃ। পূর্ব্ব-পূর্ব্বেষু মাধুর্য্যাধিক্যতারতম্যাদৈশ্বর্য্যস্যাচ্ছাদন-তারতম্যমুত্তরো-ত্তরেষু মাধুর্য্যহ্রাসতারতম্যাদৈশ্বর্য্যস্য প্রকাশ-তারতম্যম্। ** দ্বারকা-মথুরা-বৃন্দাবনাখ্যে ধামত্রয়ে শ্রীকৃষ্ণস্য নরলীলাধিক্যতারতম্যাৎ ক্রমেণ মাধুর্য্যাধিক্য-তারতম্যম্।"[৫৩] শ্রীকৃষ্ণের নরলীলাধিক্যের তারতম্যবশতঃ উক্ত ধামত্রয়ে মাধুর্য্যাধিক্যেরও তারতম্য।

'নরলীলা' শব্দের তাৎপর্য্য স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপে—স্বরূপে—নরাকৃতি পরমব্রহ্ম-স্বরূপে লীলা, নরবৎলীলা—দেবলীলা নহে, প্রাকৃত নরনারীর লীলাও নহে। ব্রজধাম—জড়মায়ার রাজ্য নহে, তাহা চিচ্ছক্তি যোগমায়ার রাজ্য—তাহা শুদ্ধা প্রীতি কেবলা প্রীতি, শুদ্ধ মাধুর্য্য—কেবলমাধুর্য্যের রাজ্য।

গোকুলের অপ্রকট প্রকাশকে গোলোক বলে। গোলোক অপেক্ষা গোকুলের মহিমাধিক্য-হেতু গোলোককে গোকুলের বৈভব বলা হয়।[৫৪] শ্রীকৃষ্ণের মাধুরী গোকুলেই সর্ব্বাধিক। গোকুলের নামান্তরই ব্রজ। এজন্য গোলোক হইতেও ব্রজেরই মহিমাধিক্য। গোলোকে দেবলীলা, কিন্তু গোকুলে বা ব্রজে শুদ্ধ নরলীলা। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় গোলোকে চতুর্ব্যূহের কথা পাওয়া যায়। 'চতুরস্রং চতুর্ম্মূর্ত্তেশ্চ-তুর্দ্ধাম চতুষ্কৃতম্[৫৫] ইত্যাদি পদের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ "দেবলীলত্বাৎ" এবং শ্রীভাগবতামৃত-কণায় শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ "গোলোক-নাথঃ শ্রীকৃষ্ণো দেবলীলঃ"[৫৬]

৫৩ শ্রীভাগবতামৃতকণা-শ্রীবিশ্বনাথ ৮; ৫৪ সং ভা ১।৭৭৭-৭৮১; ৫৫ ব্র স ৫।৫; ৫৬ শ্রীভাগবতামৃতকণা ৮।

ইত্যাদি বলায় শ্রীগোলোকে দেবলীলার কথা জানা যায়। কিন্তু শ্রীব্রজে নরলীলা ও পরকীয়-ভাবের লীলা—এজন্য এই স্থানে মাধুর্য্যের বিকাশ সর্ব্বাতিশায়ী।

শ্রীকৃষ্ণের যে চারিটি অসাধারণ গুণ ও চারিটি অসাধারণ মাধুর্য্য—যাহা অন্য কোন ভগবৎস্বরূপে নাই, এমন কি, শ্রীদ্বারকানাথ ও শ্রীমথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেও নাই, তাহা একমাত্র ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনস্বরূপেই আছে। (১) রূপমাধুর্য্য, (২) বেণুমাধুর্য্য, (৩) লীলামাধুর্য্য, ও (৪) অতুল্যমাধুর্য্যবিশিষ্ট মহাভাব-পর্য্যন্ত-প্রেম-মণ্ডিত প্রিয়মণ্ডল সহ বিরাজমানতার মাধুর্য্য ;[৫৭] ঐশ্বর্য্যমাধুরী, ক্রীড়ামাধুরী, বেণুমাধুরী ও শ্রীবিগ্রহমাধুরী একমাত্র ব্রজেই প্রকাশিত।[৫৮]

শ্রীব্রজধামেও প্রেমের তারতম্যানুসারে মাধুর্য্যানুভবেরও তারতম্য হইয়া থাকে। দাসগণের প্রেম অপেক্ষা সখাগণের প্রেমে, তদপেক্ষা বাৎসল্যরসিকগণের প্রেমে, তদপেক্ষা ব্রজগোপীগণের প্রেমে মাধুর্য্যানুভবের উৎকর্ষ আছে। হ্লাদিনীর বিকাশের তারতম্যানুসারে প্রেমের ও মাধুর্য্যের তারতম্য হয়। শ্রীরাধা হ্লাদিনীর সার মহাভাবরূপা।[৫৯]

ভক্ত-স্বরূপের প্রীতির তারতম্যানুসারে তাঁহাদের তারতম্য

অতএব সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপের মধ্যে যেমন শক্তি ও মাধুর্য্যবিকাশের তারতম্য আছে, তদ্রূপ তত্তদ্ ভক্তস্বরূপের প্রীতিরও তারতম্য রহিয়াছে। সকলেরই শ্রীভগবানে একরূপ প্রীতি নাই, সুতরাং সকলেই যে সমান ভক্ত বা প্রিয় তাহা বলা যাইতে পারে না। এমন কি, শ্রীব্রজবাসিগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণে যে সহজ (নিত্যসিদ্ধ) প্রীতি, তাহাও সকলের সমান নহে ; অধিক কি, ব্রজসুন্দরীগণেরও সকলের প্রীতি একরূপ নহে। সুতরাং সকল ভক্তের প্রাপ্য প্রয়োজনও সমান নহে। শ্রীসনকাদি ঋষি নিষ্কাম ভাগবতধর্ম্মে শ্রীহরির আরাধনা করেন, তাঁহারা বৈকুণ্ঠে সালোক্যমুক্তি লাভ করেন।[৬০] শ্রীসনকাদি শান্ত ভক্ত, তাঁহাদের অপেক্ষাও জয়-বিজয়

৫৭ ভ র সি ২।১।৪১-৪৪ ; ৫৮ সং ভা ১।৮০৬ ; ৫৯ উজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীরাধাপ্রকরণ ৬ ; ৬০ ভা ৩।১৫।১৪ ও প্রীতিসন্দর্ভ ১০ অনু।

শ্রেষ্ঠ, কারণ তাঁহারা ভগবৎপরিকর।[৬১] জয়-বিজয়ের প্রতি শ্রীনারায়ণ আত্মীয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীসনকাদির প্রতি গৌরব প্রদর্শন করিয়াছেন, (জয়বিজয়য়োরেব ভগবত আত্মীয়ত্বং স্পষ্টমস্তি; মুনিষু তু গৌরবম্)।[৬২] ভগবানের স্বভাব ও পরিকরগণের অভিমান—দুই দিক হইতে প্রীতির আবির্ভাব হয় বলিয়া পরিকরগণে প্রীতির আধিক্য। শ্রীসনকাদি মুনিগণ দীর্ঘকাল ধ্যান ও সমাধির ফলস্বরূপে যে ভগবানের একবার দর্শন পাইয়াছিলেন, জয়-বিজয়াদি পরিকরগণ সেই ভগবানের নিকটেই সর্ব্বদা অবস্থান ও সেবা করেন।

বৈকুণ্ঠপরিকরগণের মধ্যেও তারতম্য বিচার দৃষ্ট হয়। শ্রীগোদাদেবীর 'তিরুপ্পাবৈ' গাথার টীকাচার্য্য শ্রীমৎ কৃষ্ণপাদ স্বামী বহু পরিশ্রমসাধ্য সাধনের দ্বারা সিদ্ধ ঋষিগণ হইতে সহজসিদ্ধ আলোয়ারগণের শ্রেষ্ঠতা, আলোয়ারগণের মধ্যেও পরি-ই-আলোয়ারে (শ্রীবিষ্ণুচিত্ত,—গোদাদেবীর পালকপিতার) শ্রেষ্ঠত্ব, তদপেক্ষা তাঁহার পালিতাকন্যা শ্রীগোদাদেবীর (শ্রীঅণ্ডাল আলোয়ারের) শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ইন্দ্র, ব্রহ্মা, শিব, প্রহ্লাদ, হনূমান, অর্জ্জুন, উদ্ধব সকলেই ভগবদ্ভক্ত—ভগবানের প্রিয় ও পার্ষদ; তথাপি তাঁহাদের মধ্যে যতটা অধিক অসাধারণ স্বরূপৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যমণ্ডিত ভগবত্তায় যিনি যত অধিক প্রীতিমান, তাঁহার ততটা শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

তীর্থরাজ প্রয়াগধামবাসী বিষ্ণুবৈষ্ণব ও সর্ব্বজীবান্তর্য্যামীর সেবাপরায়ণ কর্ম্মার্পণ-কারী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা দক্ষিণদেশীয় নিরভিমান শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকাম বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবাপরায়ণ মহারাজের শ্রেষ্ঠতা, তদপেক্ষা দেবগণের বিষ্ণুভক্তি, তদপেক্ষা দেবরাজ ইন্দ্রের বিষ্ণু-ভক্তি, তদপেক্ষা ব্রহ্মার বিষ্ণুভক্তি, তদপেক্ষা শিবের বিষ্ণুভক্তি, তদপেক্ষা বৈকুণ্ঠ-বাসিগণের বিষ্ণুভক্তি, তদপেক্ষা শ্রীপ্রহ্লাদের পরাবস্থ ভগবৎস্বরূপের প্রতি ভক্তি, তদপেক্ষা শ্রীহনূমানের শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি শ্রেষ্ঠ। তাহা হইতেও পাণ্ডবগণ, পাণ্ডবগণ অপেক্ষা যাদবগণ, যাদবগণের মধ্যে উদ্ধব, উদ্ধব হইতে ব্রজগোপীগণ

---

৬১ ভা ৩।১৫।৩৭-৩৮ ও প্রীতিসন্দর্ভ ৯২ অনু; ৬২ প্রীতিসন্দর্ভ ৯২ অনু।

ভগবৎ-প্রীতিতে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে শ্রীরাধাতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির পরাকাষ্ঠা।[৬৩]

শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য স্বভাবতঃই অসমোর্দ্ধ হইলেও ব্রজগোপীগণের সঙ্গে, তন্মধ্যেও শ্রীরাধার সঙ্গে, যেরূপ সর্ব্বাপেক্ষা আধিক্যে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ শ্রীরাধা মাদনাখ্য-মহাভাবস্বরূপা হইলেও শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গে সেই মহাভাবের পূর্ণতম প্রকাশ হয়।

শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুকূলে লীলাশক্তি ব্রজে শ্রীযশোমতীকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, শ্রীব্রজগোপীগণকেও চতুর্ভুজ রূপ দেখাইয়াছিলেন ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া এবং বহু প্রচেষ্টা করিয়াও শ্রীরাধার সম্মুখে চতুর্ভুজ রূপ প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

ভুজা চতুষ্টয়ং ক্বাপি নর্ম্মণা দর্শয়ন্নপি।
বৃন্দাবনেশ্বরীপ্রেম্ণা দ্বিভুজঃ ক্রিয়তে হরিঃ ॥[৬৪]

ইহা শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধারই প্রেমের মহিমা। প্রেম জাতিতে অনন্ত হইলেও কোথায়ও পরমাণুমাত্র, কোথায়ও পরম মহান্, কোথায়ও মহান্, কোথায়ও আপেক্ষিক ন্যূনাধিক্যময়। পরম মহান্ প্রেম—শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকায় নিত্যসিদ্ধ। তথায় প্রেমের সম্পূর্ণতমতাহেতু শ্রীভগবানেরও সম্পূর্ণতম বশীভূততা দৃষ্ট হয়। এজন্যই শ্রীরাধার নিকট শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যের লেশও প্রকটিত হয় না। "কিঞ্চ অধীনত্বেঽপি যত্র সম্পূর্ণতমমধীনত্বং তত্রৈব সামস্ত্যেনৈশ্বর্য্যং নোদ্ভবতি, যথা খণ্ডমণ্ড-লেশ্বরেষু মধ্যে কেষাঞ্চিৎ কস্যচিদধীনত্বেঽপি তত্র তত্র স্বৈশ্বর্য্যপ্রদর্শনে সম্ভবেঽপি মূলচক্রবর্ত্তিনোঽগ্রে ঐশ্বর্য্যলবস্যাপি ন প্রকাশ ইতি[৬৫] যেমন মণ্ডলেশ্বরগণের মধ্যে কাহারও কাহারও অন্য কোন মণ্ডলেশ্বরের অধীনতা থাকায় তত্তৎস্থানে একজন আর একজনের (অধীন মণ্ডলেশ্বরের) নিকট স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু মূল চক্রবর্ত্তীর নিকট ঐশ্বর্য্যের লেশও প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় না।

---

৬৩ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ও শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃত দ্রষ্টব্য ; ৬৪ উজ্জ্বলনীলমণি ৫। নায়িকা-ভেদ ৬ ; ৬৫ ঐ আনন্দচন্দ্রিকা টীকা।

যে স্থলে ঐশ্বর্য্যের প্রকাশে বা অপ্রকাশে নরলীলার ব্যতিক্রম ঘটে না, তাহাই মাধুর্য্য। যে ঈশ্বরজ্ঞান প্রেমিকের হৃদ্গতভাবের শৈথিল্য সম্পাদনের পরিবর্ত্তে উহার স্থৈর্য্যই সম্পাদন করে, তাহাকেই 'মাধুর্য্যজ্ঞান' বলা হয়।

বরুণের কথায়[৬৬] বা উদ্ধবের কথায়[৬৭] শ্রীব্রজরাজ নন্দ স্বীয় পুত্রকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া জানিলেও শ্রীবসুদেব যেমন শ্রীকৃষ্ণকে ও শ্রীবলদেবকে "তোমরা আমাদের (শ্রীবসুদেব ও দেবকীর) পুত্র নহ, সাক্ষাৎ প্রধান-পুরুষেশ্বর"[৬৮] ইত্যাদি বলিয়াছিলেন ; শ্রীব্রজরাজ তদ্রূপ কোনও দিন 'শ্রীকৃষ্ণ আমার পুত্র নহে', এরূপ মনেও ভাবেন নাই ; মুখেও ঈষদ্ভাবে বলিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় না।[৬৯]

শ্রীব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যাদি বিষয়ে যে অবিজ্ঞান, তাহা মায়া বা মূঢ়তা-কৃত নহে। তাহা প্রেমোত্তর রসবিশেষের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকিলে শ্রীকৃষ্ণে অনিষ্টানুসন্ধান আসে না, অনিষ্টানুসন্ধান ব্যতীতও শোকোৎপত্তি হয় না। অতএব ঐশ্বর্য্যবিষয়ে অজ্ঞান গাঢ় প্রেমের দ্বারাই হয়। মায়াতীত নিত্যসিদ্ধ ভক্তে কোনওরূপ অবিদ্যার প্রসঙ্গই আসিতে পারে না।[৭০]

রসানন্দের তারতম্য

নিখিল জীব-জগতের সকলেই আনন্দের প্রার্থী ; কিন্তু 'কেবল আনন্দ হইতেই আনন্দ হয় না,—আনন্দের মূলে যুগপৎ রস ও ভাব থাকা একান্ত আবশ্যক। তাই জাগতিক সুখের মূলেও সর্ব্বত্র ভাব ও রসের বিদ্যমানতা দেখা যায়। তবে প্রাকৃত সুখ যেমন পরমানন্দের আভাস অর্থাৎ প্রতিবিম্বস্থানীয়, তেমনি এই সুখাভাসের মূলে যে রস ও ভাব বিদ্যমান, উহাও সেই পরম রস ও পরম ভাবের আভাসমাত্রই বুঝিতে হইবে। প্রতিবিম্বস্থানীয় এই জাগতিক সুখোদয়-রীতি প্রত্যক্ষ করিয়া ইহাই প্রমাণিত হয়, বিম্বস্থানীয় জগৎকারণ সেই পরমানন্দ বা আনন্দ-ব্রহ্মের মূলে যে

৬৬ ভা ১০।২৮ ; ৬৭ ঐ ১০।৪৬ দ্রষ্টব্য ; ৬৮ ঐ ১০।৮৫।১৮ ; ৬৯রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা ৫ ; ৭০ ভ র সি ৪।৪।১৫।

এক ভাব-পরিরঞ্জিত রসব্রহ্ম, রমণীয় নৃত্যকলাদির সহিত নিত্যই লীলায়িত—তাহাই পরতত্ত্বের পরিপূর্ণস্বরূপ"। *

শ্রুতিতে লৌকিক আনন্দ ও ব্রহ্মানন্দের তারতম্য মীমাংসা (বিচার) দৃষ্ট হয়।[৭১] সুতরাং আনন্দ নির্ব্বিশেষ নহে, তাহাতে তরতমতা আছে। প্রাকৃত বা লৌকিক আনন্দে যখন তারতম্য বিদ্যমান তখন বিম্বস্থানীয় অপ্রাকৃত আনন্দে (ভক্ত্যানন্দে) যে বিচিত্রতা ও তরতমতা আছে, তাহা সহজেই অনুভবনীয়। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ বলিতেছেন—যে যুবক সাধু, অধীতবেদ, ক্ষিপ্রকর্ম্মা, দৃঢ়কায় ও বলবান—সর্ব্বসম্পৎপরিপূর্ণা এই বসুন্ধরা তাঁহার অধিকৃতা হয়। সেই ব্যক্তি নানা প্রকার বিষয় ভোগের দ্বারা মনুষ্যলোকের শ্রেষ্ঠ আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। ইহার নাম মানুষানন্দ। এই মানুষানন্দকে পরিমাণে এক (Unit) ধরিয়া অন্যান্য আনন্দের পরিমাণ করা হইয়াছে। এই মানুষানন্দের শতগুণ মানুষ-গন্ধর্ব্বের (কর্ম্ম-বিদ্যাবিশেষের দ্বারা যে মনুষ্য-গন্ধর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে) আনন্দ। মানুষ-গন্ধর্ব্বের আনন্দের শতগুণ দেব-গন্ধর্ব্বের(জন্মগত গন্ধর্ব্বের)আনন্দ। ইঁহাদের আনন্দের শতগুণ চিরলোক-লোকপিতৃগণের (চিরস্থায়ী লোকই যাঁহাদের লোক বা বাসস্থান) আনন্দ। তাঁহাদের শতগুণ আজানজ (আজান=দেবলোক, স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কর্ম্মবিশেষের দ্বারা যাঁহারা দেবলোকে জন্মপ্রাপ্ত হয়েন) দেবগণের আনন্দ। ইঁহাদের শতগুণ আনন্দ হইতেছে কর্ম্মদেবগণের (বৈদিক কর্ম্মদ্বারা দেবলোকপ্রাপ্ত) আনন্দ। এই আনন্দের শতগুণ দেবগণের (অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশাদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি—এই তেত্রিশ দেবতা এবং ইন্দ্র—ইঁহাদের রাজা, বৃহস্পতি—গুরু) আনন্দ। দেবগণের আনন্দের শতগুণ ইন্দ্রের আনন্দ। অকামহত শ্রোত্রীয়ের আনন্দও সেইরূপ। ইন্দ্রের শতগুণ বৃহস্পতির আনন্দ। যে ব্রহ্মবিৎ অকামহত তিনিও বৃহস্পতির তুল্য আনন্দ ভোগ করেন। বৃহস্পতির আনন্দের শতগুণ প্রজাপতির (ব্রহ্মার) আনন্দ ; বিষয়-কামনা-ত্যাগী ব্রহ্মবিদেরও সেইরূপ আনন্দ। বস্তুতঃ এইরূপ মান-তুলনায় ব্রহ্মানন্দের

---

* পূজ্যপাদ শ্রীমৎকানুপ্রিয় গোস্বামী প্রভু-বিরচিত 'পরতত্ত্ব সীমা' প্রবন্ধ শ্রীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গ পত্রিকা (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ—১৩ পৃষ্ঠা)। ৭১ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৮।১—২।৯।

যথার্থ পরিমাণ হইতে পারে না। এজন্য ইহার পরেই শ্রুতি বলিতেছেন,—যাহা হইতে বেদলক্ষণ-বাক্য নিবৃত্ত হয়, [৭২] (বেদও ব্রহ্মানন্দের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না) এইরূপ অবাঙ্‌মনসোগোচর আনন্দই হইতেছে ব্রহ্মানন্দ। সেই ব্রহ্মানন্দ হইতেও উৎকর্ষযুক্ত যে রসানন্দ, তাহাই ভক্ত্যানন্দ—

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি ॥[৭৩]

পরার্দ্ধকাল-ব্যাপিয়া ক্রিয়মান সমাধিদ্বারা সিদ্ধ ব্রহ্মসুখও কৃষ্ণভক্তিসুখসিন্ধুর সহিত তুলনায় একটি পরমাণু তুল্যও নহে।

শ্রীপ্রহ্লাদ ভগবৎসাক্ষাৎকারের আনন্দ লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দকেও অকিঞ্চিৎকর বলিয়াছেন—'ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে। সুখানি **গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি** জগদ্‌গুরো ॥'[৭৪] হে জগদ্‌গুরো! তোমার সাক্ষাৎকারজনিত বিশুদ্ধ আনন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত আমার নিকট ব্রহ্মানন্দও গোষ্পদতুল্য মনে হয়। 'কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন। ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম ॥'[৭৫] সর্ব্ববেদান্ত-সার শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবৎপ্রেমানন্দের সহিত তুলনায় পরব্রহ্মানন্দের অকিঞ্চিৎকরত্ব বহু স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে।[৭৬] শ্রীশ্রীধরস্বামিপদ, শ্রীযাদবেন্দ্রপুরীপাদ প্রমুখ মহদ্‌গণ তাঁহাদের স্ব স্ব অনুভবেও ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের,—'ত্বৎকথামৃত-পাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ। কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমম্ ॥'[৭৭]—হে ভগবন্! তোমার কথামৃত-সাগরে পরমানন্দে বিহারকারী কোন কোন সুকৃতিশালী ব্যক্তি ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গকে তৃণতুল্য জ্ঞান করেন। শ্রীযাদবেন্দ্রপুরীপাদের উক্তিতেও দৃষ্ট হয়, 'নন্দনন্দন-কৈশোর-লীলামৃতমহাম্বুধৌ। নিমগ্নানাং কিমস্মাকং নির্ব্বাণ-লবণাম্ভসা ?'[৭৮]—

---

৭২ যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ —তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৯; ৭৩ ভ র সি ১।১।৩৮; ৭৪ শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে ১৪ অ ৩৬ শ্লোক; ৭৫ চৈ চ ১।৭।৯৭; ৭৬ ভা ৩।১৫।৪৩, ৪।৯।১০, ১২।১২।৬৯ ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য; ৭৭ পদ্যাবলী ৪৩ সংখ্যাধৃত শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ-বাক্য; ৭৮ ঐ ৪২ সংখ্যা ধৃত শ্রীযাদবেন্দ্রপুরীপাদ-বাক্য।

আমরা নন্দনন্দনের কৈশোরলীলামৃত-মহাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি ; আমাদের আর নির্ব্বাণ-লবণ-সমুদ্রে প্রয়োজন কি ?

ব্রহ্মানন্দ হইতে ভগবৎসেবানন্দ শ্রেষ্ঠ কেন ?

ব্রহ্মানন্দ হইতে ভগবৎসেবানন্দ শ্রেষ্ঠ। কারণ ব্রহ্মানন্দ একই রূপ, তাহাতে বিলাস বা নবনবায়মানতা নাই। ভগবৎসেবানন্দে অনন্ত বিচিত্রবিলাস আছে। ভগবৎসেবানন্দের মধ্যে আবার শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু প্রেমিক ভক্ত সেবানন্দও চাহেন না, তিনি চাহেন অহৈতুকী সেবা। সেবানন্দের মধ্যেও সেবকের আনন্দ-পিপাসা বা নিজের আনন্দের অনুসন্ধান, আবেশ ও অভিসন্ধি কিছু থাকিতে পারে। এজন্য—

নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥[৭৯]

শ্রীকৃষ্ণের সারথি দারুকের চামরসেবা করিতে করিতে হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চারে তাঁহার দেহে 'স্তম্ভ' নামক সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হওয়ায় হস্তাদিতে জড়তা উপস্থিত হইল। ইহাতে চামর-সেবায় বিঘ্ন হইতেছে দেখিয়া দারুক সেই প্রেমানন্দকেও ধিক্কার দিলেন। শ্রীরুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের বিঘ্নকারক অশ্রুবর্ষণকারী আনন্দকেও নিন্দা করিয়াছিলেন।[৮০]

বিষয়ালম্বনের প্রকাশের তারতম্যানুসারে প্রীতির তারতম্য

শ্রীভগবৎপ্রীতি অখণ্ডস্বরূপা হইলেও শ্রীভগবৎস্বরূপের প্রকাশ-তারতম্যানুসারে প্রীতির আবির্ভাবেও তারতম্য হয়। যে স্বরূপে ভগবত্তার পূর্ণ অভিব্যক্তি তৎ-সম্বন্ধে প্রীতির পূর্ণ আবির্ভাব ; আর যে স্বরূপে ভগবত্তার আংশিক প্রকাশ, তৎসম্বন্ধে প্রীতিরও আংশিক আবির্ভাব। স্বয়ং ভগবৎস্বরূপের ভক্তগণ তাঁহাকে যতটা প্রীতি করেন, অংশভগবৎস্বরূপের ভক্তগণ তাঁহাদের স্ব স্ব ইষ্টকে ততটা প্রীতি করেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং সেই পূর্ণতম ভগবৎস্বরূপ রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়েই প্রীতির পূর্ণতম প্রকাশ।

৭৯ চৈ চ ১।৪।২০১ ; ৮০ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ৩।২।৬২, ২।৩।৫৪ ।

কান্তভাবরূপা প্রীতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব

শ্রীভগবৎস্বরূপের আবির্ভাবের তারতম্যানুসারে তত্তৎভগবৎস্বরূপের উপাসক সাধক ও সাধনসিদ্ধ ভক্তগণের ত' ভাবের তারতম্য আছেই ; এতদ্ব্যতীত শ্রীভগবৎ-স্বরূপের আবির্ভাব-তারতম্যানুসারে নিত্যসিদ্ধ তত্তদ্ ভগবৎপরিকরগণের মধ্যেও ভাবের ও প্রীতির যথাযোগ্য তারতম্য আছে।

কান্তভাবরূপা প্রীতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। তন্মধ্যে "যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং"[৮১] শ্লোকোক্ত ব্রজগোপীগণের কান্তাভাবে নিজানুকূল্য অতিক্রম করিয়াও প্রিয়ানুকূল্যে তাৎপর্য্যবিশিষ্ট বলিয়া তাঁহাদের প্রীতি উৎকৃষ্ট।

শ্রীব্রজগোপীগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির প্রথম সীমার আরম্ভ যাহাতে, শ্রীমহিষীগণের প্রীতির শেষ সীমা সেই পর্য্যন্ত। ফলকথা, গোপীপ্রেম স্বভাবতঃই অসমোর্দ্ধ, তাঁহাদের প্রেম জাতিতেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। 'প্রেমের জাতি' বলিতে মধুররতির ভেদ বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের অনন্যসুখসাধিকা স্পৃহাকে রতি বলে।[৮২] সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থাভেদে মধুর রতি তিন প্রকার। শ্রীকুব্জাতে সাধারণী রতি। তাঁহাতে পরকীয় সদৃশ আংশিক লক্ষণ থাকিলেও ব্রজদেবীগণ তাহা প্রশংসা করেন নাই। আর গণিকা নির্ধন পুরুষকে ত্যাগ করে[৮৩] ইত্যাদি বাক্যে শ্রীব্রজদেবীগণ স্বয়ংই প্রাকৃত পরকীয় ভাব প্রেমের পরিচায়ক নহে বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। শ্রীকুব্জা সাধারণী নায়িকা হইলেও বারবনিতা নহেন ; প্রাকৃত বা অন্য পুরুষসঙ্গ করেন নাই, বা কামনাও করেন নাই। তিনি বেশাদি রচনার দ্বারা একমাত্র অদ্বিতীয় গোলোক-নায়ক শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গাভিলাষিণী হইয়াছিলেন। এজন্য এই প্রীতি অপ্রাকৃত রসরূপে পরিণত এবং শ্রীশুকদেবাদি মহদ্‌গণও তাহা শ্রদ্ধার সহিত বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে বলিয়াছেন,—

সৈরিন্ধ্রীমপি সংত্যক্তুমহং শক্তাহস্মি নোদ্ধব।
কিমুত ব্রজলোকাংস্তানিতি ব্যঞ্জন্নিমামগাৎ॥

---

৮১ ভা ১০।৩১।১৯ ; ৮২ দুর্গমসঙ্গমনী ১।৩।৪১ ; ৮৩ ভা ১০।৪৭।৭।

শ্রীসৈরিন্ধ্ৰ্যৈ নমস্তস্যৈ যৎকৃপাকৃষ্টমানসঃ।
স্বয়ং গৃহং গতো রন্তুমসঙ্কোচং রমাপতিঃ ॥[৮৪]

'হে উদ্ধব! আমি সৈরিন্ধ্রীকেও ত্যাগ করিতে সমর্থ নহি। নির্ম্মল প্রেমানুরাগী ব্রজবাসিগণের আর কথা কি? শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে ইহা জানাইবার জন্যই তাঁহার সহিত কুব্জার গৃহে গমন করিয়াছিলেন। আমি সেই সৈরিন্ধ্রীকে নমস্কার করি, যাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীরমাপতি কুব্জার সহিত অসঙ্কোচে রমণ করিবার জন্য তাঁহার গৃহে গমন করিয়াছিলেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত বলিয়া কুব্জার সাধারণী রতি সাধারণ মণির ন্যায় উজ্জ্বল। পট্টমহিষীবর্গে সমঞ্জসা রতি চিন্তামণির ন্যায় সর্ব্বাভীষ্টপ্রদা। ব্রজদেবীগণে সমর্থা রতি কৌস্তুভমণির ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল এবং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের পরমপ্রিয় অবিচ্ছেদ্য অলঙ্কারস্বরূপ। সামান্যভাবে স্বসুখ-তাৎপর্য্যযুক্ত রতিই সাধারণী রতি, শ্রীকৃষ্ণের এবং তৎসঙ্গে নিজেরও সুখতাৎপর্য্যযুক্তা পত্নীভাবময়ী রতি—সমঞ্জসা রতি। আর কেবল-কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যময়ী পরকীয়-ভাবময়ী রতি—সমর্থা রতি। সমর্থা প্রথম দশায় 'রতি'—ইক্ষুবীজের ন্যায় মধুর, তৎপরে 'প্রেম' ইক্ষুদণ্ডের ন্যায়, তৎপরে 'স্নেহ' ইক্ষুরসের ন্যায়, তৎপরে 'মান' গুড়ের ন্যায়, তৎপরে 'প্রণয়' খণ্ডের ন্যায়, তৎপরে 'রাগ' শর্করার ন্যায়, তৎপরে 'অনুরাগ' সিতার (মিছরির) ন্যায়, তৎপরে 'মহাভাব' সিতোপলের (উত্তম মিছরির) ন্যায়, উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট মধুরতা প্রাপ্ত হইয়া আটটি দশায় উপনীত হয়। ভাবের পরা-কাষ্ঠাই মহাভাব। মহাভাব রূঢ় ও অধিরূঢ়-ভেদে দ্বিবিধ। যে অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের সুখে সামান্য পীড়ারও আশঙ্কা করিয়া নিমেষমাত্রকালও তাঁহার অদর্শন অসহনীয় হয়, তাহাকে রূঢ় মহাভাব বলে। রূঢ় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে বদ্ধমূল (প্রীতিসন্দর্ভ)। শ্রীকৃষ্ণে বদ্ধমূল যে কান্তভাব, তাহাকে বলে রূঢ় মহাভাব। আর যে অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাদি-জনিত সুখের তুলনায় কোটি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ত্রৈকালিক পুঞ্জীভূত সমস্ত সুখও লেশমাত্র নহে বলিয়া অনুভূত হয় এবং যে অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনাদি-জনিত দুঃখের তুলনায়

---

৮৪ শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী ১০।৪৮ উপক্রম।

কোটি কোটি সর্প-বৃশ্চিকাদি-দংশন-কৃত দুঃখ লেশমাত্রও নহে বলিয়া উপলব্ধি হয়, সেই অবস্থার নাম অধিরূঢ়-মহাভাব। এই অধিরূঢ় মহাভাব মোদন ও মাদনভেদে দ্বিবিধ। মোদনমহাভাব (যে অধিরূঢ় মহাভাবে নায়িকা ও নায়কের স্তম্ভাদিসাত্ত্বিক ভাবসমূহের উদ্দীপ্তির আতিশয্য প্রকাশ হয়)—যাহা কেবল শ্রীরাধাযূথেই সম্ভব, তাহাই বিরহদশায় 'মোহন'-নামে উক্ত হয়।

মোহনে শ্রীরাধা ব্যতীত (ক) অন্য প্রেয়সী-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত দ্বারকাস্থ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার স্মরণে মূর্চ্ছা, (খ) অসহনীয় দুঃখ স্বীকারেও শ্রীকৃষ্ণের সুখাতিশয়ের কামনা (গ) অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের, বৈকুণ্ঠাদি-লোকের, বৈকুণ্ঠবাসী শ্রীনারায়ণপার্ষদগণেরও ক্ষোভকারিতা, (ঘ) শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শ্রীরাধার বিলাপ-শ্রবণে মহা অগাধজলে সঞ্চরণকারী মৎস্য-মকর-কুম্ভীরাদি প্রাণীরও উৎকণ্ঠিত হইয়া উচ্চ রোদন, (ঙ) মৃত্যু-স্বীকারেও নিজদেহপ্রারম্ভক পঞ্চমহাভূতের দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণসঙ্গতৃষ্ণা এবং (চ) দিব্যোন্মাদ—অদ্ভুত ভ্রান্তিসদৃশী বৈচিত্রী উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদি প্রকাশিত হয়।

এইরূপ অত্যদ্ভুত মোদন-মহাভাব হইতেও অত্যুৎকৃষ্ট যে হ্লাদিনী নামক মহাশক্তির স্থিরাংশ—যাহা কেবল শ্রীরাধাতেই সর্ব্বদা বিরাজমান, তাহাই মাদনাখ্য মহাভাব। মহাভাবের গাঢ়তার যে চরমতম পরাকাষ্ঠা আত্মারাম, স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদন-কাম প্রকট করিয়া **মত্ততা** জন্মাইতে সমর্থ, তাহাই মাদন (মদ্ + অন্—ভা—মত্তীকরণ, মাতান, প্রীণন)। মাদনেই প্রেমতত্ত্বের চরম পর্য্যাপ্তি। শ্রীরাসমণ্ডলস্থ গোপীগণ "অনয়ারাধিতো নূনং"[৮৫]—এই বাক্যে রাসেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর প্রেমবৈশিষ্ট্যে শ্রীকৃষ্ণবশীকারত্বশক্তি ও অসমোর্দ্ধত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। শিঙ্গভূপালের 'রসার্ণবসুধাকরে' স্থায়িভাবের মধ্যে অনুরাগ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু মহাভাব মোদন বা মোহন ও মাদনের বর্ণন নাই। এই মাদন-মহাভাব স্বয়ংরূপা শ্রীরাধা ব্যতীত অপরের জ্ঞেয় বস্তু নহে। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,[৮৬] শ্রীভরতমুনি ও স্বয়ং শ্রীশুকদেবও মাদনমহাভাবের সর্ব্ব ধর্ম্মের স্পষ্ট লক্ষণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। ইহা একমাত্র শ্রীরাধাতে ও তদ্ভাবাঢ্য শ্রীগৌরকৃষ্ণেই প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছিল।

---

৮৫ ভা ১০।৩০।২৮; ৮৬ উজ্জ্বলনীলমণি ১৪ স্থায়িভাব ২১৯, ২২৬।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রজগোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি 'ন পারয়েহহং নিরবদ্য-সংযুজাম্'[৮৭] ইত্যাদিতে 'নিরবদ্য' (অনিন্দ্য) পদে ব্রজগোপীর প্রীতির শুদ্ধতা, 'স্বসাধুকৃত্য' (নিজেদের প্রশংসনীয় কার্য্য) শব্দে তাঁহাদের প্রীতির পরমোৎকৃষ্টতা এবং 'ন পারয়ে' (আমি ইহার প্রত্যুপকারে সমর্থ হইব না) পদে ব্রজগোপীর প্রীতিতে শ্রীকৃষ্ণের বশকারিতা জানা যায়। অতএব নিখিল শুদ্ধপ্রেম-জাতিসমূহের মধ্যে ব্রজগোপীর ভাবের শ্রেষ্ঠতা-হেতু শ্রীউদ্ধব তাঁহাদের কৃপা ভিক্ষা করিয়াছেন।

জ্ঞানভক্তি (শান্ত), ভক্তি (দাস্য), বাৎসল্য, মৈত্র (সখ্য) ও কান্তভাব (মধুর)—ভক্তের ভাব ও অভিমানভেদে এই পাঁচ প্রকার প্রীতি কোন কোন স্থলে মিশ্ররূপেও বর্ত্তমান থাকে। যেমন শ্রীভীষ্মাদিতে জ্ঞানভক্তি ও আশ্রয়ভক্তি (শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আশ্রয় এই জ্ঞানে তৎপ্রতি ভক্তি), শ্রীযুধিষ্ঠিরে সৌহৃদ্যের অন্তর্ভুক্ত আশ্রয়ভক্তি ও ও বাৎসল্য। শ্রীভীমে আশ্রয়-ভক্তি, বাৎসল্য ও সখ্য। শ্রীকুন্তীদেবীতে আশ্রয়-ভক্তির অন্তর্ভুক্ত বাৎসল্য। শ্রীবসুদেব ও শ্রীদেবকীতে সাধারণ-ভক্তি ও বাৎসল্য। কারণ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে তাঁহাদের সাধারণ ভক্ত ও বাৎসল্য-প্রীতিযুক্ত ভক্তের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। শ্রীউদ্ধবের দাস্যান্তর্ভুক্ত সখ্য।[৮৮] শ্রীবলদেবের সখ্য, বাৎসল্য ও ভক্তি[৮৯]; ব্রজে শ্রীবলদেবের সখ্যের অন্তভুক্ত বাৎসল্য ও ভক্তি। শ্রীপট্টমহিষীগণে দাস্যমিশ্র কান্তভাব। শ্রীমদ্ ব্রজদেবীগণে সখ্যমিশ্র কান্তভাব ইত্যাদি।

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবত-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ আদর্শ হইতে তৎপরিকর শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীজীবাদি লীলাসঙ্গিগণ ইহা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। যাঁহারা মনীষা বা মস্তিষ্ক-বৃত্তির দ্বারা কিংবা ভক্তিবিষয়ে সাধারণ বিচারের দ্বারা তারতম্য নির্দ্দেশ বা নির্ব্বিশেষমতবাদ কল্পনা করেন, তাঁহাদের বিচারে ভ্রান্তি উপস্থিত হয়। কেহ কেহ মনের বিচার দ্বারা বলেন, কৃষ্ণের প্রতি দ্রৌপদীর ভক্তি ও শরণাগতি গোপীগণ হইতেও অধিক। দ্রৌপদী দুই হাত তুলিয়া কৃষ্ণকে ডাকিয়াছিলেন আর ব্রজকুমারিকাগণ শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক বস্ত্রহরণ-লীলাকালে তাহা পারেন নাই। সুতরাং ব্রজকুমারীগণ হইতেও দ্রৌপদীর ভক্তির উৎকর্ষ।

---

৮৭ ভা ১০।৩২।২২ ; ৮৮ ঐ ১১।১১।৪৯ ; ৮৯ ঐ ১০।১৫।১৪—১৫ ; ১০।১৩।৩৫ ইত্যাদি।

এই বিচার প্রীতির দিক্ হইতে নহে ; ঐশ্বর্য্য জ্ঞানের দিক্ হইতে হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণকালে[৯০] শ্রীদ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক তাঁহাদিগের বিবাহের-বিষয় বর্ণন করিতে বলিলে তৎপ্রসঙ্গে তাঁহারা ব্রজস্ত্রীগণের পরমা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির বিষয় জ্ঞাপন করেন।[৯১] মহিষীগণও শ্রীব্রজদেবীগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের উৎকর্ষে মুগ্ধ দেখিয়া শ্রীদ্রৌপদী বিস্মিত হয়েন। শ্রীব্রজদেবীগণের প্রীত্যুৎকর্ষের কথা কৌরবেন্দ্রপুরস্ত্রীগণ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধেও বর্ণন করিয়াছেন।[৯২] অতএব তটস্থবিচারে কুরুস্ত্রীগণের কৃষ্ণপ্রীতি হইতে কোটীগুণে অধিক শ্রীপট্টমহিষী-গণের প্রীতিও শ্রীব্রজদেবীগণের প্রীতির নিকট ন্যূন বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে। শ্রীব্রজকুমারিকাগণে শ্রীকৃষ্ণে নন্দগোপসুতবুদ্ধি ; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের দ্বারা তাঁহাদের প্রীতি বিন্দুমাত্রও আচ্ছাদিত নহে।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে (১।৫।৭৬-৭৭, ৮৩-৮৯) শ্রীদ্রৌপদী ও শ্রীকুন্তীর উক্তি মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে যে লজ্জানিবারণ, বিপদুদ্ধারণাদি অনুগ্রহ বা নিজের অভীষ্ট কোন ফল-লাভের জন্যই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়াছেন। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণও 'পাণ্ডবগণকে নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রদান করিয়াছি ; তাঁহারা সুখে আছে' মনে করিয়া তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দ্বারকায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের অপেক্ষা যাদবগণ অধিক প্রিয়। তন্মধ্যে শ্রীউদ্ধব প্রিয়তম ; তদপেক্ষা ব্রজদেবীগণ শ্রেষ্ঠ।

একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীমদ্ভাবগত-বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধার ভাব-সুবলিত আবির্ভাববিশেষ ব্যতীত অপ্রাকৃত রসানন্দ-বৈচিত্রীর এইরূপ সুসূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ আর কেহই করিতে পারেন না। শক্ত্যাবিষ্ট অবতারবর্গ ও আচার্য্যস্থানীয় সূরিগণও ইহাতে বিমুগ্ধ হইয়াছেন।[৯৩] স্বয়ং ভগবানে ও তৎপরিকরগণে শ্রীলীলাপুরুষোত্তমের লীলাপরিকরগণই তাহা সাক্ষাদ্ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া যখন প্রকাশ করেন, তখনই পরমসুকৃতিশালী জীবগণ প্রীতিপূতচিত্তে তাহা ধারণা করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পরিকর শ্রীসনাতন শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে, শ্রীরূপপ্রভু শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি

---

৯০ ভা ১০।৮২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ; ৯১ ঐ ১০।৮৩।৪৩ ; ৯২ ঐ ১।১০।২৮ ; ৯৩ ঐ ১।১।১ ।

গ্রন্থে এবং তদনুগ শ্রীজীবপ্রভু ষট্‌সন্দর্ভে সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণে উপাস্য, উপাসক, উপাসনা ও প্রয়োজন-তত্ত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও তৎসীমা-সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। সমগ্র পূর্ণতমতত্ত্বের সাক্ষাদ্ দর্শন ও প্রত্যক্ষ অনুভব ব্যতীত এইরূপ চুলচেরা বিচার অন্যভাবে হইতে পারে না।

সেই শ্রীষড়্‌গোস্বামীর সুযোগ্যতম উত্তরাধিকারী শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ এই তারতম্যমূলক বিশ্লেষণের দ্বারা পরমতত্ত্বসীমা, পরমসাধন-সীমা, পরমপ্রয়োজন-সীমা ও প্রেমরসসীমার সার্ব্বভৌম সিদ্ধান্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্রের শ্রীমুখ-বিগলিত মাতৃভাষায় সর্বপ্রথমে প্রকট ও প্রচার করিয়াছেন। তিনি সেই সকল সিদ্ধান্ত সুধীরভাবে শ্রবণ করিবার জন্য শ্রোতৃবর্গকে অতি দৈন্যভরে আহ্বান করিয়াছেন।

সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
এসব সিদ্ধান্ত শুন, করি এক মন॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
চৈতন্য-মহিমা জানি এ-সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা-জ্ঞান হৈতে॥
চৈতন্যপ্রভুর মহিমা কহিবার তরে।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে॥
চৈতন্যগোসাঞির এই তত্ত্ব নিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥[১৪]

শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর উচ্ছিষ্ট-কণিকালেশ সম্মান করিয়া আমরা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত ব্রহ্মার অধিকারের যাবতীয় শাস্ত্রদর্শী মহাজন, মনীষী এবং সকলের পদ-প্রান্তে করজোড়ে নিবেদন জানাইতেছি, আপনারা কোনওরূপ মতবাদে আসক্ত না হইয়া, (তাহা স্বগুরুর মত, স্ব-শাস্ত্রের মত, স্ব-ধর্ম্মের মত, স্ব-সম্প্রদায়ের মত, স্ব-সমাজের

১৪ চৈ চ ১।২।১১৬—১২০।

মত, স্ব-স্ব-পরিবেশের মত, স্বকুলপরম্পরাগত মত, স্ব-সংস্কারগতমত—যাহাই হউক ; কোনটিতে আসক্ত না হইয়া) নিরপেক্ষভাবে বিচার করুন পরতত্ত্বসীমা কোন্‌টি, রসতত্ত্ব-সীমা কি ? প্রয়োজন-পরাকাষ্ঠা কি ? কোন্ পরতত্ত্বে কারুণ্য ও দাক্ষিণ্যের শেষসীমা, মাধুর্য্যের শেষমর্য্যাদা ? কোথায় সর্ব্বসুমন্বয়-পরাকাষ্ঠা ? কোথায় সকল সুন্দরতম সন্নিবেশ ? কোথায় সর্ব্বসমাধান, সর্ব্বসার্থকতা ? কোথায় সমগ্র বিশ্বের মহামিলন, কোথায় চমৎকারের চরমতা ? কোথায় বাস্তব পরম লাভ ? কোথায় পরমা শান্তি ? এই আবেদন ও নিবেদনই এই গ্রন্থের মুখ্য প্রতিপাদ্য, যাহা শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-কণিকা-রূপে শ্রীভগবদিচ্ছা হইলে প্রকাশিত হইবে।

দ্বিতীয় প্রকাশ

নরাকৃতি পরব্রহ্ম

'সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ'

শ্রুতিমন্ত্রোক্ত 'নেতি নেতি', ও 'অন্যৎপরমস্তি'

মনীষা বা জ্ঞানিগণ তাঁহাদের সসীম মনীষা বা জ্ঞানের আবেষ্টনী ও অবধি অনুযায়ীই ধারণা বা অনুমানাদি করিতে পারেন। এজন্য জগতের অতিসীমাবদ্ধ মনীষা বা জ্ঞানকে সম্বল করিয়া মনুষ্য যাহাতে পরতত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে কোনও কল্পনা না করেন তজ্জন্য শ্রুতি 'নেতি নেতি' বাক্যে সমস্ত প্রাকৃতচিন্তার নিষেধ করিয়াছেন। 'অথাত আদেশো নেতি নেতি'[১] —এই শ্রুতি-মন্ত্রের 'ইতি' শব্দে পরব্রহ্মের প্রকৃত (প্রস্তাবিত—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত) রূপেরই এতাবত্ত্বা (এ পর্য্যন্তই সীমা) নিষেধ করা হইয়াছে ; কারণ পুনরায় অব্যবহিত পরেই উক্ত শ্রুতিই বলিতেছেন,—'ন

১ বৃহদারণ্যক ২।৩।৬।

হ্যেতস্মাদিতি **নেত্যন্যৎ পরমস্তি**"[২] পরব্রহ্মের এই পর্য্যন্তই রূপনির্দ্দেশ নহে, যেহেতু ইহা হইতেও **অন্য পরম রূপ** আছে। উক্ত শ্রুতিকে উপজীব্য করিয়া ব্রহ্মসূত্রকার বলিতেছেন,—'প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ'[৩]; অর্থাৎ প্রকৃত (প্রস্তাবিত) রূপের সীমা নিষেধ করিয়া তদনন্তর পুনরায় অন্য রূপের বিষয় শ্রুতি বলিয়াছেন। যদি এস্থানে রূপমাত্রেরই নিষেধ শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, সেই শ্রুতিই "তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপম্। যথা মাহারজনং বাসো যথা পাণ্ড্বাবিকং যথেন্দ্রগোপো যথাঽগ্ন্যর্চির্যথা পুণ্ডরীকং যথা"[৪] সেই পুরুষের রূপ হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রের ন্যায় পীত, রোমজ বসনের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ, ইন্দ্রগোপ কীটের ন্যায় রক্তবর্ণ, অগ্নিশিখার ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়, শ্বেতপদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল শুভ্রকোমল ইত্যাদি লোকাতীত রূপের বিষয় স্বয়ং উপদেশ করিয়া পুনরায় উহার একান্ত নিষেধ করিলে তাহা শ্রুতির পক্ষে পাগলের প্রলাপের ন্যায় হইত। যদি এই লোকাতীত রূপেরও নিষেধ করা হইতেছে, ইহা সূচনা করিবার অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে 'ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ' এই সূত্রাংশের পর আরও কিছু সংযুক্ত থাকিত; তাহা না থাকায় পরব্রহ্মের কেবল মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত রূপ নহে, তদতিরিক্ত মাহারজনাদি (হরিদ্রারঞ্জিতাদি) সদৃশ অপ্রাকৃত অনন্তরূপ আছে—ইহাই শ্রুতি ও সূত্রকারের অভিপ্রায় বলিয়া জানা যাইতেছে।[৫] সেই পরমরূপের কথাও শ্রুতি মন্ত্রেই পাওয়া যায়। 'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে'[৬] আমি শ্যাম হইতে বিচিত্র বর্ণকে প্রাপ্ত হই, বিচিত্র বর্ণ হইতে শ্যামকে প্রাপ্ত হই। সুবর্ন জ্যোতীঃ[৭] সুবঃ—সূর্য্য, ন—ইব; সূর্য্যের ন্যায় যাঁহার জ্যোতিঃ-সমূহ প্রকাশমান; 'রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্'[৮] ব্রহ্মের কারণ-(আশ্রয়) স্বরূপ স্বর্ণকান্তি সর্ব্বেশ্বর প্রভু পুরুষকে; (লীলাপুরুষোত্তমকে)' 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"[৯] সূর্য্যের ন্যায় বর্ণযুক্ত, অজ্ঞানান্ধকারের অতীত এই মহাপুরুষকে আমি অবগত আছি। ইত্যাদি। "সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং

---

২ বৃহদারণ্যক ২।৩।৬; ৩ ব্র সূ ৩।২।২২: ৪ বৃহদারণ্যক ২।৩।৬; ৫ শ্রীসর্ব্বসম্বাদিনী শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভানুব্যাখ্যা ৪৫ পৃষ্ঠা শ্রীপুরীদাস মহাশয়-সং: ৬ ছান্দোগ্য ৮।১৩।১; ৭ তৈত্তিরীয় ৩।১০।৬; ৮ মুণ্ডক ৩।১।৩; ৯ শ্বেতাশ্বর ৩।৮।

বৈদ্যুতাম্বরং। দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥"[১০] নির্ম্মল শ্বেতপদ্মের ন্যায় প্রফুল্লনয়নযুক্ত, নবঘনশ্যাম, বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবসন, দ্বিভুজ, বেণু-বাদনরসাবিষ্টতাহেতু মৌন, বনপত্রপুষ্পারাজি-বিরচিত মালাধৃক্ কৃষ্ণকে ইত্যাদি শ্রুতিমন্ত্রে দ্বিভুজ শ্যামরূপের কথাই উক্ত হইয়াছে। বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীউদ্ধবের উক্তিতেও শ্রীকৃষ্ণের সেই রূপের কথা প্রকাশিত হইয়াছে,—

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥[১১]

এই শ্লোকেরই তাৎপর্য্যরূপে স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় শ্রীব্রজলীলার রূপের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন,—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতি, তাঁর শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপরতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন, প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে॥[১২]

নরবপু তাঁহার স্বরূপ

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমৎস্য-শ্রীকূর্ম্মাদি অবতারসম্বন্ধীয় লীলাবলীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতেছে মাধুর্য্যময় নরলীলা। আর স্বয়ং ভগবান যিনি, সেই সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বা স্বকীয় রূপ হইতেছে নরাকৃতি। স্বয়ংরূপে শ্রীভগবান নিত্যই নরাকৃতি। অতএব স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ অন্যান্য ভগবদবতারের অবতারী, তদ্রূপ পরমব্রহ্মের নরাকৃতিটি অন্যান্য যাবতীয় ভগবদ্রূপের অবতারী। নরাকৃতিকে স্বরূপ বলায় ইহা যে নিত্য ও অনাদি এবং অন্য কোনও মূলরূপের অবতার ও প্রকাশবিশেষ নহে, তাহাই স্বয়ংসিদ্ধ নিত্যরূপ ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

শ্রীগীতায় 'বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ * * ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্ম্মহাত্মা॥'[১৩] এবং 'দৃষ্ট্বেদং **মানুষং রূপং** তব **সৌম্যং**'[১৪] ইত্যাদি শ্রীসঞ্জয় ও

১০ গোপাল তা পূ ২; ১১ ভা ৩।২।১২; ১২ চৈ চ ২।২১।১০১-১০৩; ১৩ গীতা ১১।৫০; ১৪ ঐ ১১।৫১।

শ্রীঅর্জ্জুন-বাক্যে মহা উগ্র বিশ্বরূপ (যাহা শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশের পরম উগ্ররূপ) প্রদর্শন করিবার পর মহামধুর স্বকীয় রূপ (কিরীটগদাচক্রাদিযুক্ত মধুরৈশ্বর্য্যময় চতুর্ভুজরূপ) পুনরায় শ্রীঅর্জ্জুনকে দর্শন করাইয়াছিলেন। তাহার পর পুনরায় 'সৌম্যবপু' (দ্বিভুজ মনুষ্যরূপ) প্রকট করিয়াছিলেন। এই সৌম্য মানুষরূপ দর্শন করিয়াই অর্জ্জুন প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। এই মানুষ রূপই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও সর্ব্বরূপের অবতারী। আচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীগীতার টীকায়[১৫] বলিতেছেন,—"ইদং নরাকৃতিকৃষ্ণ-রূপং সচ্চিদানন্দং সর্ব্ববেদান্তবেদ্যং বিভু সর্ব্বাবতারীতি প্রত্যেতব্যং—'সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে। 'নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে॥'[১৬] 'কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্'[১৭] 'দ্বিভুজং * * বনমালিনমীশ্বরম্'[১৮] * * ইত্যাদি শ্রবণাৎ ; 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥'[১৯] "যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরংব্রহ্ম নরাকৃতিঃ"[২০] 'নরাকৃতিঃ পরং ব্রহ্ম'[২১] 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'[২২] 'গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্'[২৩] ইত্যাদি স্মরণাচ্চ।—শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ সমস্বরে পরতত্ত্বসীমা যে নরাকৃতি তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। নরাকৃতি পরব্রহ্ম বা মনুষ্যরূপ হইতেই তদিচ্ছায় যখন অন্যান্য রূপ প্রকটিত হয়েন, তখন নররূপই স্বয়ংরূপ। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বলিয়াছেন—'ঐচ্ছিকং হি ভগবতশ্চতুর্ভুজত্বং স্বাভাবিকং হি দ্বিভুজত্বমেব[২৪]—দ্বিভুজ রূপই স্বাভাবিক অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধ রূপ। দ্বিভুজই ইচ্ছানুসারে চতুর্ভুজ প্রকাশ করেন (ঐচ্ছিকং—ইচ্ছাবিষয়ীভূতরূপম্ টীকা)—ভগবানের চতুর্ভুজাদিরূপ দ্বিভুজস্বরূপের ঐচ্ছিকরূপ। অতএব দ্বিভুজমনুষ্যরূপই মূলরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতে[২৫] উক্ত হইয়াছে—'ভগবান্‌গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ'—ভগবান গূঢ়—তাঁহার আকৃতি দেখিয়া 'ভগবান' বলিয়া বোধ হয় না, অথচ তিনি গোবর্দ্ধনধারণাদি যেসকল কার্য্য করেন, তাহা মনুষ্যে সম্ভব নহে, এজন্য 'কপট মানুষ'—পূর্ণৈশ্বর্য্যশালী হইয়াও

---

১৫ গীতাভাষ্য ১১।৫৪ ; ১৬ গোপালতাপনী পূর্ব উপক্রম ; ১৭। ঐ ; ১৮ ঐ ২ ; ১৯ ব্রহ্মসংহিতা ৫।১ ; ২০ বিষ্ণুপুরাণ ৪।১১।২ ; ২১ পদ্মপুরাণ উ ৪২ অ বৃহৎসহস্রনামস্তোত্র ; ২২ ভা ১।৩।২৮ ; ২৩ ঐ ৭।১০।৪৮, ৭।১৫।৭৫ ; ২৪ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (১।৬১) শ্রীচৈতন্য-দেবের উক্তি ; ২৫ ভা ১।১।২০।

পরম-মাধুর্য্যের দ্বারা সেই ঐশ্বর্য্য আচ্ছন্ন রাখিয়াছেন ; সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ হইয়াও দেহদেহীতে ভেদযুক্ত মনুষ্যের ন্যায় প্রতীয়মান। 'জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্'[২৬] সেই পূর্ণৈশ্বর্য্যময় ভগবান স্বেচ্ছায় মহৎস্রষ্টা কারণোদকশায়ী পুরুষাবতারের যে নিত্যরূপ সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে, তাহাকে প্রকট করিলেন। এই কারণার্ণবশায়ী পুরুষের অংশ শ্রীগর্ভোদকশায়ী পুরুষাবতারই নানা অবতারের অপক্ষয়-রহিত উদ্গমস্থান—এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্[২৭]। অতএব সেই মূল নরাকৃতি পরব্রহ্ম হইতেই তাঁহার অন্যান্য যাবতীয় ঐচ্ছিকরূপ প্রকটিত হয়েন।

কোনও ব্যক্তি যদি দিল্লীশ্বরের আকৃতি (স্বরূপ) দেখিতে উদ্গ্রীব হয়েন, তবে তাঁহাকে দিল্লীর প্রাসাদ, সিংহাসন, মুকুট, রাজার হস্তাক্ষর বা অন্য বিজাতীয় আকৃতিযুক্ত বস্তুসমূহকে দেখাইলে ঐ সকল দ্রব্যের কোনটিই রাজার আকৃতির অনুরূপ বা সমজাতীয় হয় না ; তাহাতে রাজার যথার্থ স্বরূপ-দর্শনও হয় না। কিন্তু কেহ যদি রাজার প্রাসাদস্থিত প্রস্তরমূর্ত্তিটি (Statue) প্রদর্শন করিয়া রাজার স্বরূপ নির্দ্দেশ করেন, তবে তাহা রাজার আকৃতির (স্বরূপের) অনেকটা অনুরূপ হয় বলিয়া তদাকৃতি বিষয়ে জ্ঞান হয়। তবে পার্থক্য এই, পাষাণ-মূর্ত্তিটি (Statue) প্রস্তরে খোদিত অচেতন বস্তু আর রাজা জীবন্ত ব্যক্তি। সেইরূপ রক্তমাংস-গঠিত খণ্ডিত ও নশ্বর নরবপু প্রাকৃত, আর নরাকৃতি পরব্রহ্ম হইলেন সচ্চিদানন্দ-ঘনবিগ্রহ সর্ব্বকারণ-কারণ, নিত্যসিদ্ধস্বরূপ। নরবপুর আদর্শে বা অনুকরণে নরাকৃতি পরব্রহ্ম বা তাঁহার নরবৎলীলা কল্পিত হয় নাই, যেরূপ রাজার প্রস্তর মূর্ত্তির আদর্শে বা অনুকরণে রাজার দেহ গঠিত হয় নাই। রাজার আকৃতির আদর্শে বা অনুকরণেই প্রস্তরমূর্ত্তিটি (Statue) গঠিত হইয়াছে। যেমন 'কায়া' হইতেই ছায়ার উদ্ভব, ছায়া হইতে 'কায়া' প্রকাশিত হয় না, সেইরূপ কৃষ্ণলোকের সহিত ছায়াস্থানীয় নরলোকের অনেকাংশে আকার-প্রকারগত একরূপতা থাকিলেও কৃষ্ণবপুর আদর্শেই নরবপু, কিন্তু নরবপুর আদর্শে কৃষ্ণবপু হয় নাই। কৃষ্ণবপু নিত্যসিদ্ধ, অনাদি, সর্ব্বাদি, সচ্চিদানন্দঘনস্বরূপ ও দেহ-দেহি-ভেদরহিত। মনুষ্যের

---

২৬ ভা ১।৩।১ ; ২৭ ঐ ১।৩।৫।

দেহ যদি নরাকৃতি না হইয়া কিন্নরাকৃতি প্রভৃতি হইত, তাহা হইলেও কৃষ্ণস্বরূপ নরাকৃতিই থাকিতেন, কেবল মনুষ্যলোকেরই দুর্ভাগ্য হইত যে 'নরবপু' বলিয়া তখন আর কৃষ্ণবপুর পরিচয় দেওয়া যাইত না, তখন উহাকে কৃষ্ণবপুই বলিতে হইত।

মাধুর্য্য

'মাধুর্য্য' অর্থে পূর্ণৈশ্বর্য্যময় শ্রীভগবানের নরভাবের অনতিক্রম। অতএব এই মাধুর্য্য বা নরভাব কেবল ঈশ্বর-সম্বন্ধীয়ই জানিতে হইবে। নতুবা ঐশ্বর্য্যবিহীন কেবল মনুষ্যভাব বা তৎচারুতাকে 'মাধুর্য্য' বলা যায় না। পূর্ণ-ঐশ্বর্য্যময় ভগবানের মাধুর্য্যস্বরূপ প্রকটন ও সেই মাধুর্য্যের অনুভব হইলে—উক্ত পরমেশ্বর-মানুষে এবং বশ্য জীব-মানুষের মধ্যে যে ভাবের বিনিময় হয়, উহার সমজাতীয়তা-বশতঃ তদ্দ্বারা ভগবানে ও ভক্ত-মানুষের মধ্যে নিকটতম সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। দেবতা ও মানুষের সম্মিলন তেমন নির্ব্বাধ ও নিঃসঙ্কোচ নহে—মানুষে মানুষে মিলন যেমন সহজসাধ্য হয়। সুতরাং তথায় সমজাতীয়তা না থাকায়, মানুষ হইতে ভগবান দূরে রহিয়া গিয়াছেন। নিখিল জীবলোকের মধ্যে কৃষ্ণলোকের সহিত মনুষ্য-লোকেরই সাদৃশ্যহেতু নিকটতম সম্বন্ধ। মানুষে ও নরাকৃতি পরব্রহ্মে পার্থক্য এই, শ্রীভগবানের স্বরূপাদি সমস্তই চিদানন্দঘন—অপ্রাকৃত বস্তু, তাহাতে দেহ-দেহী ভেদ নাই—তাহা চৈতন্যাকৃতি আর অনুচৈতন্যস্বরূপ আত্মা ব্যতীত মনুষ্যের দেহাদি সমস্তই জড়ময়—দেহ ও দেহীতে ভেদযুক্ত।

'মাধুর্য্য' অর্থে যেরূপ পূর্ণ ঐশ্বর্য্যময় শ্রীভগবানের নরবপু ও নরলীলা বুঝায়, তদ্রূপ 'মাধুর্য্য' অর্থে অশেষ সৌন্দর্য্য, লালিত্য, চারুতা, মধুরতা ও বৈদগ্ধ্যাদিগুণ-সমূহকেও বুঝাইয়া থাকে—যে মাধুর্য্য চরাচর সর্ব্বজগতের সহিত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নিজ চিত্তকেও আকর্ষণ করে। 'কৃষ্ণের মাধুর্য্য' বলিতে উক্ত উভয় অর্থের যুগপৎ সংযোজনাই বুঝিতে হইবে। নরাকৃতি পরব্রহ্মের নরবপুর যে অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য, মধুরতা, বৈচিত্রী ও বৈদগ্ধ্যাদি তাহা 'গোপবেশ', 'বেণুকর', 'নবকিশোর', 'নটবর'—এই চারিটি মাধুর্য্যব্যঞ্জক শব্দের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। উহাই যথাক্রমে রূপমাধুর্য্য,

বেণুমাধুর্য্য, প্রেমমাধুর্য্য ও লীলামাধুর্য্য—যে অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য-চতুষ্টয় একমাত্র লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ংরূপ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতীত অন্য কোনও ভগবৎস্বরূপে প্রকাশিত হয় না এবং সেই মাধুর্য্য-চতুষ্টয়ই শ্রীনন্দনন্দনের বৈশিষ্ট্য।

পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যময় শ্রীভগবানের পরিপূর্ণ মাধুর্য্যময় বা মহামধুর স্বরূপটিই শ্রীব্রজ-কিশোর-স্বরূপ। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব স্বরূপের কথা অপর কেহই বিদিত নহেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতেই তাহা জগতে প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা যাঁহারা পূর্ব্বে বিদিত ছিলেন, তাঁহারা প্রায়শঃ তাঁহাকে দেবলীল বা গোলোক-বিহারী-রূপেই উপলব্ধি করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-প্রচারই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও তাঁহার শ্রীচরণানুচর-গণের প্রধান বৈশিষ্ট্য*

নিত্য নবকিশোর

শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে নিত্যকিশোর। বাল্য ও পৌগণ্ড এই দুইটি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-কিশোর-স্বরূপের ধর্ম্ম। কিশোরই হইতেছে ধর্ম্মী। যাহা ধর্ম্মসমূহের (সর্ব্বগুণাবলীর) দ্বারা সমন্বিত তাহাই ধর্ম্মী—পূর্ণাবির্ভাবযুক্ত। কারণ এই কিশোরই—সর্ব্বভক্তি-রসের আশ্রয় ও নিত্যনানাবিলাসবিশিষ্ট।

বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্যনানাবিলাসবান্ ॥[২৮]

দুর্গমসঙ্গমনী—ধর্ম্মাঃ সর্ব্বে গুণাঃ সন্ত্যস্মিন্নিতি ধর্ম্মী পূর্ণাবির্ভাব ইত্যর্থঃ। যতঃ সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ।

'নেতুঃ স্বরূপমেবোক্তং কৈশোরম্'[২৯]—

দুর্গমসঙ্গমনী—স্বরূপধর্ম্মত্বাৎ নেতুর্নায়কস্য স্বরূপমেব কৈশোরম্।
—নায়ক শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপধর্ম্মহেতু স্বরূপই কৈশোর।

---

* শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামিপ্রভু-লিখিত 'শ্রীশ্রীভক্তিরহস্যকণিকা' গ্রন্থের (২৭৮-২৮২ পৃষ্ঠা) অংশ-বিশেষের ভাব ও ভাষা অবলম্বনে এই প্রকরণটি লিখিত; ২৮ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২।১।৬৩; ২৯ ঐ ২।১।৩৩৪।

পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কৌমার, দশবর্ষ পর্য্যন্ত পৌগণ্ড এবং পঞ্চদশ বর্ষ যাবৎ কৈশোর, তৎপরে যৌবন। বৎসল রসে কৌমার, সখ্যরসে পৌগণ্ড এবং উজ্জ্বলরসে কৈশোর বয়সই শ্রেষ্ঠ।

শ্রৈষ্ঠ্যমুজ্জ্বল এবাস্য কৈশোরস্য তথাপ্যদঃ।
প্রায়ঃ সর্ব্বরসৌচিত্যাদত্রোদাহ্রিয়তে ক্রমাৎ॥[৩০]

উজ্জ্বলরসে কৈশোর কালই শ্রেষ্ঠ। এই কৈশোরেই সর্ব্বরসের প্রচুরভাবে (প্রায়ঃ —বাহুল্যেন—শ্রীজীব) উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণের এই কৈশোর আদ্য, মধ্য ও শেষ ভেদে তিন প্রকার। 'শেষ' বলিতে পরমপূর্ণাবস্থ—নিত্য একরূপে অবস্থিত।

"আদ্যং মধ্যং তথা শেষং কৈশোরং ত্রিবিধং ভবেৎ"[৩১]

শিষ্যতে—নিত্যমেকরূপতয়া তিষ্ঠতীতি শেষঃ পরমপূর্ণাবস্থমিত্যর্থঃ (দুর্গমসঙ্গমনী)

এই চরম কৈশোর বা শেষ কৈশোরকেই প্রাজ্ঞগণ শ্রীকৃষ্ণের 'নবযৌবন' বলেন। এই নবযৌবনেই গোপসুন্দরীকুলের ভাববিষয়ক সর্ব্বার্থসাধনে প্রশংসাবত্তা এবং অভূতপূর্ব্ব কন্দর্পতন্ত্রলীলোৎসবাদির প্রকাশ হয়।[৩২]

অতএব শ্রীকৃষ্ণের নিত্য স্বরূপটি হইতেছে কিশোর। শ্রীকৃষ্ণ নিত্য নরাকৃতি নবযুবক—ইহাই তাঁহার নিজ স্বরূপ। কিশোরেই শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের নিত্যস্থিতি। "কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী"।[৩৩]

—কিশোরস্বরূপমেব তস্য স্বরূপম্—(চক্রবর্ত্তিপাদ—টীকা)

পূর্ব্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম।
কৌমার, পৌগণ্ড, আর কৈশোর অতি মর্ম্ম॥
বাৎসল্য আবেশে কৈল কৌমার সফল।
পৌগণ্ড সফল কৈল লঞা সখাবল॥
রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি-বিলাস।
বাঞ্ছা ভরি' আস্বাদিল রসের নির্য্যাস॥

---

৩০ ভ র সি ২।১।৩১১; ৩১ ঐ ২।১।৩১২; ৩২ ঐ ২।১।৩৩০-৩১; ৩৩ চৈ চ ১।২।৯৯।

কৈশোর বয়স কাম জগৎসকল।
রাসাদি-লীলায় তিন করিল সফল॥

* * *

বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, শ্রেষ্ঠ মান' কায় ?
'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং' কহে উপাধ্যায়॥[৩৪]

উজ্জ্বলে কৈশোরস্যাতিশ্রেষ্ঠত্বাদতিমর্ম্ম ইতি বিশেষণং দত্তম্। * * * নিত্য-কিশোরত্বেন 'বাৎসল্য আবেশে' ইত্যুক্তং পৌগণ্ডেঽপি তজ্জ্ঞেয়ম্। 'রাধিকাদি' ইতি, অত্র কৈশোরস্য শ্রেষ্ঠত্বাৎ প্রস্তুতত্বাচ্চ কৌমারাদেঃ সকাশাদধিকপদেনৈতৎ বর্ণিতম্॥ [৩৫]

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সারনির্য্যাস উপরি উক্ত কয়েকটি পদে বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর বয়স হইতেছে ধর্ম্মী (পূর্ণাবিভাবযুক্ত, সর্ব্বগুণান্বিত, সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয় ও নিত্যলীলাবিলাস-বিশিষ্ট) এবং বাল্য ও পৌগণ্ড হইতেছে ধর্ম্ম। 'বাল্য পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম্ম (চৈ চ ২।২০।২৪৭)— (সেই ধর্ম্মীরই আশ্রিত দুইটি কায়িক অনাদিসিদ্ধ নিত্য গুণ)। ধর্ম্মী ব্যতীত ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, তদ্রূপ কৈশোর ব্যতীত বাল্য ও পৌগণ্ডের স্বতন্ত্র অবস্থান নাই। এজন্যই বলা হইয়াছে 'বাৎসল্য আবেশে', তদ্রূপ 'পৌগণ্ড আবেশেও' জানিতে হইবে। বাৎসল্য ও সখ্যরসের আস্বাদনের আবেশে নিত্যকিশোর শ্রীকৃষ্ণে যথাক্রমে কৌমার ও পৌগণ্ডের অভিব্যক্তি হয়। এই আবেশ অনাদিসিদ্ধ ও নিত্য অথচ 'আবেশ' বলিবার কারণ এই,—ক্রমলীলায় নরলীলার চমৎকারিতা প্রাকট্যের জন্য কৌমার কাল ও পৌগণ্ডকাল অভিব্যক্ত হয়। বাল্য ও পৌগণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই লীলায় অঙ্গীকার করায়, তাঁহার সেই ধর্ম্মও নিত্য।

কৈশোর রসের সাফল্য শ্রীরাধা ও তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপা স্বরূপশক্তিবর্গের সহিত শৃঙ্গার-রসের আস্বাদনে সম্পাদিত হয়। সর্ব্বলীলামুকুটমৌলি রাসলীলাদির দ্বারা

---

৩৪ চৈ চ ১।৪।১১২—১১৫, ২।১৯।১০৩; ৩৫ শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিপাদ-কৃত টীকা।

রসিকশেখর নবকিশোর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় (১) কৈশোর বয়স, (২) কাম ও (৩) জগৎ—এই—তিনটিকেই সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। কৈশোর বয়সই কান্তাপ্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদনের পরম যোগ্যকাল। তাই ব্রজে রসিকশেখর নবকিশোর ব্রজেন্দ্রনন্দনেই কৈশোরের পূর্ণ সাফল্য দৃষ্ট হয়। আর কৃষ্ণকামেরও সাফল্য রাসাদিলীলাতেই হইয়াছে। ব্রজ ব্যতীত অন্যত্র কাম কষায়শূন্য নহে। তাহাতে কোনও না কোনও প্রকার আত্মসুখের গন্ধ বা কষায় আছে। কিন্তু শ্রীরাধা ও তৎকায়ব্যূহ ব্রজগোপীগণের 'নাহি কামগন্ধ। কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র, কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ ॥'[৩৬] অতএব শ্রীরাধা ও তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপা ব্রজগোপীর সঙ্গে কামক্রীড়ায়ই কৃষ্ণকামের পূর্ণতম সাফল্য হয়। বিশেষতঃ শ্রীরাধার মাদন-মহাভাবময় বিলাস-বৈদগ্ধীর দ্বারাই মদন-মোহনের মদন পরিপূর্ণতমরূপে চরিতার্থতা লাভ করেন।

আর "এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ। ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি' ধর্ম্ম-কর্ম্ম' ॥[৩৭] "অনুগ্রহায় ভক্তানাং"[৩৮] ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাক্যানুসারে যুগলকিশোরের সেই লীলাগর্ভ নামাদি শ্রবণকীর্ত্তন প্রভাবে জগতের ভক্তসম্প্রদায় পরিপূর্ণতম সাফল্য লাভ করেন। সাধ্যশিরোমণি যে যুগলকিশোরের কুঞ্জসেবা তাহা শ্রীকৃষ্ণের এই নরলীলাতেই আবিষ্কৃত এবং জগতে শ্রীগৌরচরণরেণুগণের কৃপায়ই লাভ হয়।

গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর নরাকৃতি-পরমব্রহ্মরূপই পূর্ণতম তত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণের এই অনাদিসিদ্ধ নর-রূপ-রতন নিত্যকালই-বিরাজমান—কোনও না কোনও ব্রহ্মাণ্ডে এই লীলা নিত্যকালই হইতেছে। আবার অপ্রকট প্রকাশেও নিত্যকাল এই লীলা হইতেছে। যখন অন্য প্রকট প্রকাশ হইতে এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রকট প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রকটিত হয়, তখন ভক্তগণের হৃদয়ের গূঢ় সম্পত্তি-রূপ এই 'নররূপ-রতন' লোকনয়নের গোচরীভূত হয়। সেই রূপটি যোগমায়া স্বরূপ-

৩৬ চৈ চ ১।৪।১৭২ ; ৩৭ ঐ ১।৪।৩২—৩৩ ; ৩৮ ভা ১০।৩৩।৩৬।

শক্তির বৃত্তিবিশেষের দ্বারাই জগতে প্রকাশিত হয়েন। সুতরাং এই নরাকৃতি-পরব্রহ্ম রূপ—অসাধারণ মাধুর্য্যচতুষ্টয়-সমন্বিত রূপ—যাহা পরমব্রহ্মের অনাদি-সিদ্ধ-স্বরূপ—সেই রূপ ও সেই রূপের ধাম, পরিকর, লীলা ইত্যাদি সকলই বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতি বলিয়া স্বরূপানুবন্ধী নিত্য বাস্তব বস্তু।

নরলীলার চমৎকারিতা

অলৌকিকাল্লৌকিকমেব শৌরের্বৃত্তং চমৎকারি তদেব লীলা।
আকর্ষকত্বং হি জগজ্জনানামলৌকিকত্বস্য স কোঽপি হেতুঃ॥[৩৯]

শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক চরিত হইতে লৌকিক চেষ্টা অধিকতর চমৎকারী এবং তাহাকেই রসবিদ্‌গণ '**লীলা**' নামে অভিহিত করেন। তাহা যে জগজনতার চিত্তাকর্ষক, অলৌকিকতাই তাহার অনির্ব্বচনীয় কারণ।

অলৌকিকীতঃ কিল লৌকিকীয়ং লীলা হরেরেতি রসায়নত্বম্।
লীলাবতারানুকথাতিমৃদ্বী বিশ্বস্য সৃষ্ট্যাদিকথা পলিক্নী॥[৪০]

শ্রীহরির অলৌকিক লীলা হইতে এই লৌকিকী লীলা নিশ্চয়ই অধিক রসাল। লীলাবতারের বিশ্বসৃষ্ট্যাদিলীলা-কথা জরতীর ন্যায় নীরস। চরিতকথা পরমসুকোমল; এজন্য রুচিকর।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রহ্মা ও শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্নজনতানন্দ-সন্দোহং প্রথিতুং বিভো॥[৪১]

আপনি প্রপঞ্চাতীত হইয়াও ভূতলে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া প্রপঞ্চস্থ পুত্রাদিভাবের অনুকরণ করেন। আপনার লীলা নিত্য প্রপঞ্চাতীত হইয়াও প্রপঞ্চের অনুকরণময়ী। প্রপঞ্চস্থিত প্রেমরসিকজনসমূহের আনন্দসমূহ বিস্তার করিবার জন্যই অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ ও বৈকুণ্ঠের লীলানন্দ হইতেও চমৎকারী ব্রজের লীলানন্দ ভূতলে বিস্তার করিবার জন্যই আপনার ঐরূপ নরলীলা। যেরূপ রাত্রির অন্ধকারে যতটা প্রদীপের শোভা

৩৯ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৩।৫৫; ৪০ ঐ ৩।২১; ৪১ ভা ১০।১৪।৩৭।

হয়, দিবালোকে ততটা শোভা হয় না ; শ্বেতবর্ণ রৌপ্য-পাত্রে হীরক ততটা শোভিত হয় না, যতটা নীল কাচাদিনির্ম্মিত পাত্রে শোভা ধারণ করে। সেইরূপ চিন্ময় বৈকুণ্ঠে চিন্ময়ী লীলা ততটা অতিচমৎকারিতা প্রকাশ করে না, যতটা তাহা মায়াময় প্রপঞ্চে প্রকাশ করে।

যদিও ব্রজমণ্ডলও চিন্ময়, ইহা সত্য ; তথাপি শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ লৌকিকপুরুষের ন্যায় ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ভূতলস্থ ব্রজমণ্ডলেরও প্রাকৃত ভূতলের ন্যায় ধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে। এজন্য এ স্থানের লীলা পরম-চমৎকারময়ী।[৪২]

কৃষ্ণলোকের আদর্শেই নরলোক, তদ্বিপরীত নহে

প্রাকৃত মনীষার গণ্ডীতে মনে হইতে পারে, শ্রীভগবানের নরলীলা মানুষের মনের ছাঁচে গড়া ছবিবিশেষ এবং মানুষ নিজেদের মায়ার খেলা বা কামকলাদির অনুরূপ করিয়াই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমের আদর্শ ও লীলাবিলাসাদি কল্পনা বা অঙ্কন করিয়াছেন ; লৌকিক আলঙ্কারিকের ও কবির অনুশাসন এবং কাব্যের আদর্শ হইতেই ব্রজলীলার রস ও কাব্যাদির রূপ সৃষ্ট হইয়াছে !

অতীন্দ্রিয়বস্তু সম্বন্ধে শব্দ প্রমাণই যে একমাত্র সত্যনির্ণায়ক প্রমাণ—ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। অনাস্বাদিতগ্রাম্যসুখ ও সর্ব্ববাহ্যানুসন্ধান-রহিত পরমহংস-শিরোমণি শ্রীশুকদেবগোস্বামিপাদ-প্রমুখ মহদ্‌গণ যে কামসাম্য ব্রজপ্রেমের কথা প্রাণকোটির দ্বারা নিত্য নির্ম্মঞ্চন ও ধ্যানের বিষয়ীভূত করিয়াছেন, তাহা নর-নারীর কামকলার আদর্শ হইতে গৃহীত নহে। সূর্য্য-চন্দ্রের স্বভাবসিদ্ধ জ্যোতিঃ জোনাকী পোকার জ্যোতির আদর্শেই সৃষ্ট হইয়াছে কল্পনা করা বাতুলতা। নরাকৃতি পরব্রহ্মের নিত্যসিদ্ধ নরবপু বা নরবৎলীলা নরলোকের আদর্শে কল্পিত হইয়াছে মনে করা তদপেক্ষা অর্ব্বাচীনতা। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন,—

গোলোক-নাম্নি নিজ-ধাম্নি তলে চ তস্য দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাব-নিচয়া বিহিতাশ্চ যেন গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥[৪৩]

---

৪২ সারার্থদর্শিনী (১০।১৪।৩৭) টীকানুসারে তাৎপর্য্য ; ৪৩ ব্র সং ৫।৪৩।

শ্রীগোবিন্দের নিত্য প্রকটাপ্রকট-লীলা-নিকেতন শ্রীবৃন্দাবন হইতে অভিন্ন তৎপ্রকাশবিশেষ * গোলোক নামক শ্রীকৃষ্ণের যে নিজধাম, তাঁহার নিম্নে যথাক্রমে অবস্থিত হরিধাম, শিবধাম ও দেবীধামের শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ তত্তৎপ্রভাবসমূহ নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দই বিস্তার করিয়াছেন। অতএব হরিধামে অর্থাৎ অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠলোকে বর্ত্তমান দেশবিশেষ অযোধ্যাদির প্রভাবসমূহও যখন শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই বিহিত, তখন সর্ব্বনিম্নে অবস্থিত যে দেবীধাম—যাহা অষ্টমাবরণাধিষ্ঠাত্রী দেবীর বা প্রকৃতির স্থান, তাহা যে শ্রীগোবিন্দের দ্বারা বিহিত তদ্‌বিষয়ে আর সন্দেহ কি? সুতরাং দেবীধামের (এই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের) কোন প্রভাবে শ্রীগোবিন্দের লীলাদি প্রভাবান্বিত হইতে পারে না। তাহা একমাত্র তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী স্বরূপশক্তি যোগমায়ার দ্বারা প্রকটিত হয়। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।[৪৪] কিন্তু একমাত্র অনন্যা ভক্তির দ্বারা সেই পরমদুর্লভ যোগমায়া-সমাবৃত মানুষরূপ দর্শনযোগ্য হয়।[৪৫] এই নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপ দেবতাগণের নিকটও দুর্লভ, তাঁহারা এই রূপ দর্শনের অভিলাষী।[৪৬] এ জন্যই দেখা যায় ব্রহ্মাদি দেবতাগণ দ্বারকায় গমন করিয়া অপূর্ব্বদর্শন শ্রীকৃষ্ণকে অতৃপ্তনয়নে দর্শন করিতে থাকেন[৪৭]; দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণদর্শন-লালসায় দ্বারকায় পুনঃপুনঃ বাস করিতেন।[৪৮] শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের উক্তিতে পাওয়া যায়, ভুবন-পবিত্রকারী মুনিগণ পাণ্ডবগণের গৃহস্থিত মনুষ্যলিঙ্গ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য পাণ্ডবগণের গৃহে আগমন করিতেন।[৪৯] শ্রীমদ্ভাগবতে[৫০] শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মোক্তি হইতে জানা যায়, নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেই বিশ্বরূপ-স্রষ্টা বহু চতুর্ভুজ রূপ আবির্ভূত হইয়া পরে সকলেই তাঁহাতে প্রবিষ্ট হয়েন। অতএব চতুর্ভুজ রূপ দ্বিভুজেরই প্রকাশ। দ্বিভুজরূপই স্বয়ংরূপ—অর্থাৎ সমস্ত রূপেরই আকর।

কচিচ্চতুর্ভুজত্বেঽপি ন ত্যজেৎ কৃষ্ণরূপতাম্।
অতঃ প্রকাশ এব স্যাৎ তস্যাসৌ দ্বিভুজস্য চ॥[৫১]

---

* শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১১৫ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য :

৪৪ গীতা ৭।২৫ ; ৪৫ ঐ ১১।৫৪ ; ৪৬ ঐ ১১।৫২ ; ৪৭ ভা ১১।৬।১-৪ ; ৪৮ ঐ ১১।২।১ ; ৪৯ ঐ ৭।১৫।৭৫ ; ৫০ ১০।১৪।১৮ ; ৫১ সং ভাগবতামৃত ১।২৩।

দ্বিভুজ রূপই স্বয়ংরূপ

শ্রীকৃষ্ণ কখনও লীলাবিশেষের নিমিত্ত চতুর্ভুজ হইলেও তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-রূপতা অর্থাৎ যশোদানন্দনত্ব-স্বভাব পরিত্যাগ করেন না। অতএব উক্ত চতুর্ভুজও দ্বিভুজেরই প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীগণকে চতুর্ভুজ রূপ দেখাইয়াছিলেন বা সূতিকাগৃহে শ্রীদেবকীর নিকট চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তথায়ও দ্বিভুজের স্বভাব পরিত্যাগ করেন নাই। এজন্য শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন, "বভুব প্রাকৃতঃ শিশুঃ"।[৫২] শ্রীদেবকীনন্দন চতুর্ভুজ রূপ দেখাইলেও প্রাকৃত (প্রকৃতি [স্বভাব] সম্বন্ধীয়=স্বাভাবিক, নিত্যসিদ্ধ স্বরূপানুবন্ধী) নরশিশুর মূর্ত্তি প্রকট করিলেন। অতএব 'নর-বপু তাঁহার স্বরূপ'।

অসাধারণ স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য—যাহা ভগবত্তার নিষ্কর্ষ, তাহাদের প্রকাশ বা অভিব্যক্তির তারতম্যানুসারে ভগবৎস্বরূপসমূহের তারতম্য নির্ণীত হয়। শ্রীমৎস্য, শ্রীকূর্ম্ম, শ্রীবরাহ, শ্রীনৃসিংহ, শ্রীবামন, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ—এই সকল ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে শ্রীনৃসিংহ, শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণভাবে ষড়ৈশ্বর্য্য বর্ত্তমান। যেমন, মূল এক প্রদীপ হইতে অন্য প্রদীপের প্রকাশ হওয়ায় সকল প্রদীপই সমানধর্ম্মাবলম্বী, সেইরূপ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীরাম ও শ্রীনৃসিংহের অভিব্যক্তি হওয়ায় এই তিন স্বরূপেই ষড়ৈশ্বর্য্যের সম্পূর্ণাবস্থা বিদ্যমান।[৫৩] নর ও সিংহ-মিলিত মূর্ত্তি শ্রীনৃসিংহদেব হইতে কেবল নরলীল শ্রীরামচন্দ্রের অধিকতর ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের অভিব্যক্তি বলিয়া শ্রীরামচন্দ্রস্বরূপের উৎকর্ষ। একদীপ হইতে বহু দীপের প্রকাশ হইলেও যেমন মূল দীপেরই প্রাধান্য আছে, সেইরূপ সর্ব্বকারণ-কারণ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ('এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' [৫৪]) হইতে অবতারান্তরের প্রকট হওয়ায় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার প্রাধান্য। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীপরাশর ঋষির উক্তি হইতে জানা যায়, হতারিগতি-দাতৃত্বাদিলক্ষণ শ্রীরাম-শ্রীনৃসিংহাদি ভগবৎ-স্বরূপে প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না।[৫৫]। আরও বিশেষ এই যে, যদিও অন্যান্য

৫২ ভা ১০।৩।৪৬; ৫৩ সং ভাগবতামৃত ১।২৮১; ৫৪ ভা ১।৩।২৮; ৫৫ সং ভাগবতামৃত (১।৩০৯) টীকা এবং বৃহদভাগবতামৃত ১।৫।১৫-২৮।

ভগবৎ-স্বরূপে হতারিগতিদায়কত্বলক্ষণ কখনও বা প্রকাশিত হয়, তাহা হইতেও শ্রীকৃষ্ণের হতারিগতিদায়কত্ব অদ্ভুত ও ভক্তিদায়কত্বলক্ষণযুক্ত ; যেরূপ পূতনার দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয়,—হতারিগতি-দায়কত্বস্য শ্রীকৃষ্ণেঽদ্ভুতত্বং ভক্তিদায়কত্বঞ্চ 'অহো বকী যং স্তন-কালকূটম্' ইতি (ভা ৩।২।২৩) বচনাৎ [৫৬]।

শ্রীনৃসিংহদেবে—ঐশ্বর্য্যাধিক্যের প্রাকট্য এবং শ্রীরামচন্দ্রে মাধুর্য্যাধিক্যের প্রাকট্য কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য পরিপূর্ণতম তুল্যরূপে বিদ্যমান ; এজন্য শ্রীকৃষ্ণে ভগবত্তা অতিশায়িরূপে প্রকটিত রহিয়াছে। অতএব শিবাগমে চতুর্দ্দশ-অক্ষর-মন্ত্রের বিধানস্থলে শ্রীরাম ও শ্রীনৃসিংহাদি শ্রীকৃষ্ণের আবরণরূপে পূজিত হয়েন। তথায় শ্রীবাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ শ্রীকৃষ্ণের আবরণ-দেবতারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।[৫৭] শ্রীবৈকুণ্ঠের অধিপতি শ্রীনারায়ণ পরমৈশ্বর্য্যময় দেবলীল। শ্রীলক্ষ্মী তাঁহার স্বরূপশক্তি। শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের চরণরেণু প্রাপ্তির লোভে সুদীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন।[৫৮] দেবী শ্রীলক্ষ্মী নরলীল শ্রীকৃষ্ণের রাসে অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই।[৫৯] ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ হইতে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব নরবপুই পরতত্ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাতিশায়ী স্বরূপ। তাহাতে অসাধারণ স্বরূপৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-মণ্ডিত ভগবত্তার পরিপূর্ণতম অভিব্যক্তি। সেই নরবপুর খণ্ড, বিকৃত হেয় প্রতিফলন এই জগতের নরদেহ ; তাহাও অন্যান্য প্রাণীদেহ হইতে, এমন কি, দেবদেহ হইতেও হরিভজনের অনুকূল বলিয়া শ্রেষ্ঠ। নরদেহের মধ্যেও বহু প্রকার তারতম্য আছে ; শাস্ত্রে তাহার বিচার ও নির্দ্দেশ আছে। কৃষ্ণভক্ত নরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আহার, নিদ্রা, ভয় ও ইন্দ্রিয়তর্পণ—এই চারিটি ধর্ম্মে নরবপু ও অন্যান্য প্রাণীর দেহে পার্থক্য নাই। কিন্তু হরি-ভজনের আনুকূল্য-বিষয়ে নরদেহ দেবাদি-দেহ হইতেও শ্রেষ্ঠ—অনন্যসাধারণ।

শ্রীমদ্ভাগবতে 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা'—[৬০] 'আমার ভক্তের পূজায় আমার পূজা হইতেও আমার অধিক সন্তোষ হয়', ইহা বলিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। যে কোনও

---

৫৬ শ্রীজীবপাদ দুর্গমসঙ্গমনী ২।১।২০৪, শ্রীরাধাকৃষ্ণগোস্বামিপাদ-কৃত দশশ্লোকী-ভাষ্য ১২; ৫৭ সং ভা ১।৩৫৩, ৪৬৯-৭০ ; ৫৮ ভা ১০।১৬।৩৬ ; ৫৯ ভা ১০।৪৭।৬০ ; ৬০ ভা ১১।১৯।২১।

ভগবৎস্বরূপের ভক্তের পূজাই ভগবৎপূজন হইতে শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যেও পুনরায় সেই ভক্তগণ অপেক্ষা অনাদিসিদ্ধ নিত্যপরিকরগণের ভজনের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয়। কারণ অনন্যভক্তগণ কর্ত্তৃক সেই নিত্যপরিকরগণের পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-ভজন হইতে যে কোনও ভক্তপূজাই যদি পরতর হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকরগণের ভজন নিশ্চয়ই পরতম হইবে। তন্মধ্যে আবার নিখিল-নিত্যপরিকরশিরোমণি শ্রীরাধার আরাধনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম বা অতিশয় পরতম।[৬১]

শ্রীকৃষ্ণের 'নরবপু' কথাটি 'রাহুর মস্তক' বাক্যের ন্যায় ব্যবহৃত হয়, বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের বা কোনও ভগবৎ-স্বরূপেরই দেহ-দেহীতে ভেদ নাই। ভগবৎ-স্বরূপের যে কোনও অঙ্গ অন্য অঙ্গের সর্ব্বধর্ম্মবিশিষ্ট।

'শুনহ মানুষ ভাই! মানুষ সত্য সবার উপর, যাহার উপরে নাই'—ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণের নরাকৃতি পরব্রহ্ম স্বরূপই সত্য ও সর্ব্বাতিশায়ী। সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ, সর্ব্বকারণকারণ। সুতরাং তাহাই পরম সত্য। প্রাকৃত মানুষ—রক্তমাংসক্লেদাদির ভাণ্ডার, বিকারযুক্ত, পরিণামশীল ও অনিত্য—ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। প্রাকৃত মনুষ্য হইতে জীবস্থানীয় দেবতাগণের শ্রেষ্ঠত্ব শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং প্রাকৃত মানুষ নিত্যও নহে, সবার উপর বড়ও নহে।

ব্রজে ভগবত্তা-সার মাধুর্য্যের পূর্ণপ্রকাশ

শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণতম হইলেও মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার এবং ব্রজেই তাহার পূর্ণ প্রকাশ। 'মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার, ব্রজে কৈল পরচার',[৬২] মাধুর্য্যাদিগুণের আকর শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংসিদ্ধ সেই মাধুর্য্যাদির অংশবিশেষই যথাযোগ্যরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রকাশ, বিলাস বা তদেকাত্মাদিস্বরূপে প্রকট করেন। যে স্বরূপে মাধুর্য্যাদির যেরূপ প্রকাশ, কার্য্য-দ্বারাই তাহা জানিতে পারা যায়। যেরূপ শ্রীলক্ষ্মীদেবী-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের লোভে তপস্যার দ্বারা শ্রীনারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের অধিক মাধুর্য্যের কথা জানা যায়।[৬৩] শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীঅর্জ্জুনের প্রতি

---

৬১ দশশ্লোকী-ভাষ্য ২৪ (শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী)। ৬২ চৈ চ ২।২১।১১০, ১১৩, ১১৭-১১৮; ৬৩ ভা ১০।১৬।৩৬।

মহাকাল-পুরুষের বাক্য হইতে শ্রীকৃষ্ণের সমধিক সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়[৬৪] ইত্যাদি। ব্রজগোপীকুলের অংশিনী শ্রীমতী রাধিকার সৎপ্রেমদর্পণে শ্রীভগবানের মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ হয়।

শ্রীকৃষ্ণ—সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের খনি। সেই শ্রীকৃষ্ণের মধুর-রসময় মূর্ত্তিতে লক্ষ্মীকান্ত প্রভৃতি অবতার, লক্ষ্মী প্রভৃতি নারীগণ, এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত বিমুগ্ধ হয়েন। 'শৃঙ্গার-রসরাজময় মূর্ত্তিধর। অতএব **আত্মপর্য্যন্ত**-সর্ব্বচিত্তহর॥ লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন। লক্ষ্মী আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥ আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন॥[৬৫]

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণকে 'সাক্ষাৎমন্মথ-মন্মথ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীবাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহের মধ্যে যাঁহারা 'সাক্ষাৎ মন্মথ' অর্থাৎ প্রদ্যুম্নাদি (পরন্তু তাঁহাদের শক্ত্যংশের আবেশরূপী প্রাকৃত মন্মথের [কামের] ন্যায় অসাক্ষাদ্রূপী নহেন); তাঁহাদেরও মন্মথত্ব-প্রকাশক হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ তিনি প্রদ্যুম্ন-গণেরও অংশী। অথবা 'সাক্ষাৎ মন্মথ' যে সমষ্টিকামদেব, তাঁহারও মনকে শ্রীকৃষ্ণ মন্থন করেন। মোহিত করিবার নিমিত্ত আগত জগন্মোহন কন্দর্পকেও যিনি স্ত্রীভাব প্রাপ্ত করাইয়া মোহিত করিয়াছিলেন, যাহাতে কামদেবও শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 'বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত-নবীন মদন। কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥ পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর-জঙ্গম। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন'॥[৬৬] 'চড়ি গোপী-মনোরথে, মন্মথের মন মথে, নাম ধরে মদনমোহন। জিনি পঞ্চশর-দর্প, স্বয়ং নবকন্দর্প, রাস করেন লঞা গোপীগণ'।[৬৭]

রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥[৬৮]

স্বয়ং ভগবান যখন স্বরূপশক্তি-হলাদিনী শ্রীরাধার সহিত বিরাজ করেন, তখনই তিনি

৬৪ ঐ ১০।৮৯।৫৮ সংক্ষেপ-তোষণী ; ৬৫ চৈ চ ২।৮।১৪২- ১৪৪, ১৪৭ ; ৬৬ ঐ ২।৮।১৩৭-১৩৮ ; ৬৭ ঐ ২।২১।১০৭ ; ৬৮ শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ৮।৩২, চৈ চ ২।১৭।২১৬।

মদনমোহন। কিন্তু সেই স্বরূপশক্তির অভিব্যক্তি না থাকিলে বিশ্বমোহন হইলেও তিনি নিজেই মদন কর্ত্তৃক বিমোহিত হয়েন। তাৎপর্য্য এই, যাঁহারা শ্রীরাধাকে (মূল স্বরূপশক্তিকে) বর্জ্জন করিয়া একল কৃষ্ণের উপাসক, তাঁহারা মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের উপাসক নহেন; এজন্য মদন (কামনা) কোনও না কোন আকারে তাঁহাদিগকে অভিভূত করে। একমাত্র শ্রীরাধানাথ শ্রীমদনমোহনের অর্থাৎ শ্রীরাধার অনুগত সম্প্রদায়ের উপাসনায়ই সর্ব্ববিধ কামনা, এমন কি নায়িকাত্বাদি প্রাপ্তির কামনা হইতে নিস্তার লাভ হয়। শ্রীরাধাভাবাঢ্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌররূপে মঞ্জরীভাবে তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ নরবর ও নায়ক-শিরোমণি

শ্রীকৃষ্ণ—আদর্শ নরবর। আদর্শ নরশ্রেষ্ঠের সমস্ত গুণ পরিপূর্ণতমরূপে, অত্যদ্ভুত-ভাবে ও অচিন্ত্যমহিমায় তাঁহাতে সমন্বিত রহিয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বময় অন্তঃকরণে তাঁহার নরবরত্ব-স্বরূপ আস্বাদিত হয় বলিয়া অবিদ্বেষী আস্বাদকে বিস্ময়রসের উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন নায়কশিরোমণি। 'ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ—নায়ক-শিরোমণি। নায়িকার শিরোমণি রাধাঠাকুরাণী॥ অনন্ত কৃষ্ণের গুণ চৌষট্টি প্রধান। এক এক গুণ শুনি জুড়ায় ভক্ত-কান॥'[৬৯] শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (২।১।২৩-৪৩) শ্রীরূপগোস্বামিপাদ এই চৌষট্টি গুণের গণনা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য এই,—এই শ্রীকৃষ্ণাখ্য নায়ক (১) সুরম্যাঙ্গ, (২) সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিত, (৩) রুচির, (৪) তেজস্বী, (৫) বলীয়ান্, (৬) বয়সান্বিত [নিত্যকিশোর], (৭) বিবিধ অদ্ভুতভাষাবেত্তা, (৮) সত্যবাক্য, (৯) প্রিয়ম্বদ, (১০) বাবদূক, * (১১) সুপণ্ডিত, (১২) বুদ্ধিমান্, (১৩) প্রতিভান্বিত, (১৪) বিদগ্ধ, (১৫) চতুর, (১৬) দক্ষ, (১৭) কৃতজ্ঞ, (১৮) সুদৃঢ়ব্রত, (১৯) দেশকাল-সুপাত্রজ্ঞ, (২০) শাস্ত্রচক্ষু, (২১) শুচি, (২২) জিতেন্দ্রিয় (২৩) স্থির, (২৪) দান্ত, (২৫) ক্ষমাশীল, (২৬) গম্ভীর, (২৭) পূর্ণস্পৃহ (২৮) সম, (২৯) বদান্য, (৩০) ধার্ম্মিক, (৩১) শূর,

৬৯ চৈ চ ২।২৩।৬২, ৬৫; * শব্দ-মাধুরী ও অর্থ-মাধুরী যুক্ত বক্তা।

(৩২) করুণ, (৩৩) মান্যমানকৃৎ, (৩৪) দক্ষিণ, (৩৫) বিনয়ী, (৩৬) হ্রীমান, (৩৭) শরণাগতপালক, (৩৮) সুখী, (৩৯) ভক্তসুহৃৎ, (৪০) প্রেমবশ্য, (৪১) সর্ব্বশুভঙ্কর, (৪২) প্রতাপী, (৪৩) কীর্ত্তিমান, (৪৪) সর্ব্বলোকানুরাগকর্ষক (৪৫) সাধুসমাশ্রয়, (৪৬) নারীগণ-মনোহারী, (৪৭) সর্ব্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান্, (৪৯) বরীয়ান্, (৫০) ঈশ্বর। শ্রীকৃষ্ণের এই পঞ্চাশটি গুণ সমুদ্রের ন্যায় দুর্বিগাহ। এই সকল গুণ ভগবানের অনুগৃহীত কোনও মহাজনে বিন্দু বিন্দু রূপে থাকিলেও (সাধারণ জীবে কিন্তু বিন্দুর আভাসমাত্র) সেই শ্রীপুরুষোত্তমে পরিপূর্ণ-স্বরূপে বিরাজমান আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে[৭০] শ্রীধরণী দেবী শ্রীধর্ম্মকে শ্রীকৃষ্ণে সত্যাদি সাধুবাঞ্ছিতগুণ সদা অক্ষয়রূপে বিরাজমান বলিয়াছেন। শ্রীপদ্মপুরাণেও শ্রীশিব শ্রীপার্ব্বতী দেবীর নিকট শ্রীকৃষ্ণের কন্দর্পকোটি-লাবণ্যাদি গুণের কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অপর পাঁচটি গুণ অংশতঃ সদাশিব ও ভগবদবতার ব্রহ্মাদিতে বর্ত্তমান থাকে,—(১) সদাস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, (২) সর্ব্বজ্ঞ, (৩) নিত্যনূতন, (৪) সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রাঙ্গ, এবং (৫) সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিত। শ্রীলক্ষ্মীকান্ত শ্রীনারায়ণে এবং পুরুষাবতারাদিতেও বর্ত্তমান এই পাঁচটি গুণ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে অদ্ভুতরূপেই বিরাজিত—যথা—(১) অবিচিন্ত্য-মহাশক্তি [কেবল লক্ষ্মীপতি], (২) কোটিব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ [পুরুষাবতার], (৩) অবতারাবলিবীজ [নারায়ণ ও পুরুষাবতারে], (৪) হতারি-গতিদায়ক, এস্থলে 'গতি' শব্দে স্বর্গাদিই বাচ্য, ভগবদ্ বিদ্বেষিগণ অন্য কোন কর্ম্ম করিয়া স্বর্গাদি প্রাপ্তি হয় না ; (৫) আত্মারামগণাকর্ষী—এই গুণটি শ্রীবিকুণ্ঠা-নন্দনেই প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণে এই সকল গুণের অদ্ভুতত্বের কারণ—নরলীলার স্বরূপেই তদ্‌তদ্‌গুণের আবির্ভাব। পক্ষান্তরে প্রথম ও তৃতীয়টি স্বয়ং ভগবত্তানিবন্ধন, দ্বিতীয়টি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়াও তৎপরে বৈকুণ্ঠাদির ব্যাপ্তিতে, চতুর্থটি মোক্ষ ও ভক্তিদানেই এবং পঞ্চমটি আত্মারামগণের মধ্যে নিজের ও পরমব্যোম-নাথাদির আকর্ষণে অদ্ভুত হইয়া থাকে।

---

৭০ ভা ১।১৬।২৭—৩০।

এতদ্ব্যতীত চারিটি গুণ একমাত্র ব্রজেন্দ্র-নন্দনেই অসাধারণ (অন্য কোনও স্বরূপেই নাই),—(১) সকলেরই চমৎকারজনক লীলারূপ-তরঙ্গাবলির সমুদ্র, (২) অতুলনীয় মাধুর্য্যবিশিষ্ট মহাভাব পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রেমদ্বারা ভক্তসমূহের মণ্ডন-কারী, (৩) মুরলীর অব্যক্ত মধুর নিনাদে ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষক এবং (৪) অনন্য-সাধারণ রূপমাধুর্য্যে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বের বিস্ময়োৎপাদক।[৭১] শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির নায়ক-ভেদ-প্রকরণে (১।৪২) ধীরোদাত্ত প্রভৃতি বিভাগানুসারে শ্রীকৃষ্ণের যে ছিয়ানব্বই প্রকার নায়ক-ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ টীকায় উপপতিভাবেই নায়কের পূর্ণতমতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ নায়কশিরোমণি; তাঁহার স্বরূপশক্তি শ্রীরাধাও তদ্রূপ আদর্শ বরনারী ও নায়িকাশিরোমণি। 'অনন্ত গুণ শ্রীরাধার পঁচিশ প্রধান। যেই গুণের বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান'॥[৭২] বৃন্দাবনেশ্বরীর প্রধান প্রধান গুণাবলি এই—তিনি মধুরা, নববয়স্কা, চঞ্চলকটাক্ষবিশিষ্টা, উজ্জ্বলমৃদুমধুরহাস্যকারিণী, চারুসৌভাগ্য-রেখাঢ্যা, গন্ধে মাধবেরও উন্মাদনাবিধায়িনী, সঙ্গীতবিদ্যাপারদর্শিনী, রম্যবাক্, নর্ম্মপণ্ডিতা, বিনীতা, করুণাপূর্ণা, বিদগ্ধা, চাতুরীযুক্তা, লজ্জাশীলা, সুমর্য্যাদা, ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্য-শালিনী, সুবিলাসা, মহাভাবের অতিশয় প্রাকট্যে পরমব্যগ্রা, গোকুল-প্রেমবসতি, ব্রহ্মাণ্ডাবলিতে যশোরাশি-বিস্তারিণী, গুরুগণকৃতমহাস্নেহা, সখীপ্রণয়ে বশীভূতা, কৃষ্ণপ্রিয়াবলিমুখ্যা এবং নিত্যাধীনমাধবা। অধিক কি বলিব ? শ্রীকৃষ্ণবৎ ইহারও গুণরাজি সংখ্যাতীতই[৭৩]। 'কৃষ্ণের বিশুদ্ধপ্রেমরত্নের আকর। অনুগম-গুণগণ পূর্ণকলেবর॥ যাঁর সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা। যাঁর ঠাঁঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজ-রামা॥ যাঁর সৌন্দর্য্যাদিগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্ব্বতী। যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥ যাঁর সদ্গুণ-গণনে কৃষ্ণ না পায় পার। তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার॥[৭৪]

মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ

যাঁহারা ভগবত্তার সার মাধুর্য্যের অনুভব ও ভক্তির রসতা এবং রসের তারতম্য

---

৭১ শ্রী ভ র সি ২।১।২৩—৪৩; ৭২ চৈ চ ২।২৩।৮১; ৭৩ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি—শ্রীরাধাপ্রকরণ ১১-১৯; ৭৪ চৈ চ ২।৮।১৮০, ১৮২-১৮৩।

ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ এইরূপ ব্যক্তিগণ পণ্ডিত, মনীষী, এমন কি আচার্য্যস্থানীয় হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। 'মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ'। তাই প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন কেহ কেহ উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলাকে অশ্লীল ও সমাজের অধোগতি-কারক মনে করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা অপেক্ষা শ্রীসীতারামের বা একল রামের উপাসনা, অধিকতর সদ্‌বিবেচনা-প্রসূত ও পবিত্র ধর্ম্মমত *

কেহ বা কৃষ্ণচরিত্রকে মালিন্যশূন্য (?) করিবার উদ্দেশ্যে তৎসম্বন্ধীয় চৌরবাদ, পরদারিকবাদ প্রভৃতিকে 'প্রবাদমূলক অলীকবাদ'রূপে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন! শ্রীকৃষ্ণচরিত্র-বিষয়ক বর্ণনাকে স্ব-স্ব বুদ্ধির অনুকূলে ছাটিয়া কাটিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন! কেহ বা নানাপ্রকার রূপক ব্যাখ্যা ও যৌগিক ব্যাখ্যা দ্বারা তথাকথিত অপবাদের উপর চূণকাম করিবার প্রয়াস করিয়াছেন! কেহ ব্রজলীলাকে অসভ্য ও অশিক্ষিত গোপজাতি-বিশেষের গ্রাম্য ব্যবহার বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন! এইরূপভাবে বহুরূপিণী মায়া মায়িমায়ীকে (ভা ১০।১৪।৯—মায়ার অধীশ্বরগণেরও মোহনকারী) গোপন রাখিয়াছেন,—

'যে লাগি করিতে ভয়, সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥[৭৫]

শ্রীগীতোপনিষদে শ্রীকৃষ্ণ 'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।[৭৬] ইত্যাদি বাক্যে ঐ শ্রেণীর ব্যক্তির মূঢ়তা জানাইয়াছেন। সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব ভক্তি-পরিভাষায় বলিয়াছেন—'মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ।[৭৭] মায়াশ্রিতানান্ত নরদারকতয়া প্রতীয়মানেন সহ বিজহ্রুঃ। কৃতানাং পুণ্যানাং পুঞ্জা রাশয়ো যেষাং তে (শ্রীশ্রীধরস্বামী)—মায়াশ্রিত ব্যক্তিগণের নিকট

* Rama cultus represents a saner and purer form of Hindu religious thought than Radhakrsnaism,—*Vaisnavism Saivism etc., Sir R. G. Bhandarkar* p 124 (1928 Poona).

৭৫ চৈ চ ১।৪।২৩৬; ৭৬ গীতা ৯।১১; ৭৭ ভা ১০।১২।১১।

যিনি সামান্য নরবালকরূপে প্রতীয়মান, সেই পরম-মাধুর্য্যনিকেতন শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্যসিদ্ধ অগণ্য-পুণ্যাশ্রিত গোপবালকগণ ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

সেই সর্ব্বরস-কদম্বমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধেই পুনরায় অন্যত্র শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—'বিরাড়বিদুষাম্'[৭৮]—অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ অবিদ্বান মূঢ়গণের নিকট বিরাট অর্থাৎ প্রাকৃত মনুষ্য। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বরসত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তা বিষয়ে মূঢ় বলিয়া তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরম মধুর নরাকৃতিকে বিরাটের অংশ মনে করেন।

শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা কেবল নরচেষ্টার সহিত যদি সমধর্ম্মবিশিষ্ট হইত, তবে তাহাতে মায়িকত্ব দোষ প্রবেশ করিত। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ কিশোর-বালক মূর্ত্তিতে গোপীগণের সহিত বিহার করিয়াছেন, তদ্রূপ তৎসঙ্গেই শতকোটি গোপীর নিকট শতকোটি কিশোরমূর্ত্তি প্রকট করিয়াছেন। ইহা সাধারণ নর বা অসাধারণ যোগৈশ্বর্য্যশালী শ্রীশিব-ব্রহ্মা-নারদ-সৌভরী প্রভৃতিতেও সম্ভব নহে। শ্রীযশোদা-নন্দন 'ক্রীড়া-মনুজ বালক' লীলায়—স্বেচ্ছায় মনুষ্য-বালক-সদৃশ। নরবালকের মত মাটী ভক্ষণ করিয়াছেন। আবার মুখের মধ্যে শ্রীযশোদাকে বিশ্বরূপ দর্শনও করাইয়াছেন। যশোদা কিন্তু শত শত বার পুত্রকে ভোজনপানাদি করাইবার সময় পূর্ব্বে এই বিশ্বরূপ দর্শন করেন নাই। অর্জ্জুন বা দেবতাগণের ন্যায় কৃষ্ণের বিভূতি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য যশোদা কোনদিনই লালায়িত হয়েন নাই। 'মাটি উদরস্থ হইলে পুত্রের ব্যাধি হইবে' এইরূপ অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া বাৎসল্যরসময়ী যশোদা পুত্রকে ভৎর্সনা করায় পুত্র স্বীয় অপরাধজ ভয়ে নিজ ঐশ্বর্য্য সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া উদরস্থ বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন[৭৯]। ইতঃপূর্ব্বে আর একবার শ্রীযশোদার কোলে নিদ্রালু কৃষ্ণের হাই তুলিবার সময় মুখমধ্যে বিশ্বরূপের প্রকাশ হইয়াছিল। যশোদা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব মা যশোদা বিশ্বরূপ দর্শনের অভিলাষিণী ছিলেন না বা কৃষ্ণও তাহা উপাদেয় বলিয়া মাতাকে প্রদর্শন করেন নাই। ইহা শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াশক্তির দ্বারাই প্রকাশিত

৭৮ ঐ ১০।৪৩।১৭; ৭৯ বৃহদবৈষ্ণবতোষণী ১০।৮।৪৪।

হইয়াছে। তাহা শ্রীব্রজেশ্বরীর বাৎসল্য-পোষক বিস্ময় ও ভয় পোষণ করিয়াছে, কৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান আনয়ন করে নাই। একাধারে ঐরূপ নরবালকের ন্যায় ভাব ও পরমৈশ্বর্য্যের প্রকটন প্রাকৃত নরশিশু হইলে সম্ভব হইত না। এইরূপ সর্ব্বক্ষেত্রেই নরবৎলীলার মাধুর্য্য ও চমৎকারিতা প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্রহ্মা গোপবালক-জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণকে মোহন করিতে গিয়া স্বয়ংই মোহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে 'মায়াধমনাবতার' (ভা ১০।১৪।১৬) বলিয়া স্তব করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ মায়াবন্ধহারক অবতার বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধযুক্ত সমস্তই মায়াতীত। তিনি 'মায়া মনুজেশ্বর' (১০।১৭।২২) যিনি মায়া অর্থাৎ কাপট্যহেতু প্রাকৃত মনুষ্যরূপে স্ফুরিত হয়েন, বস্তুতঃ নরাকৃতিপরব্রহ্মস্বরূপহেতু মনুষ্যরূপেই পরমেশ্বর।

মদন বা কামদেব ব্রহ্মাদি দেবতা সকলকেই মোহিত ও নানাভাবে বিপর্য্যস্ত করিয়া ত্রিলোক-বিজয়-মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়াছিলেন। মহাদেবের কোপানলে মদনের দেহ দগ্ধ হইয়া মদন 'অনঙ্গ' (অঙ্গহীন) নাম ধারণ করিলেও অশরীরী অবস্থায় তাঁহার প্রভাব বহুগুণে বর্দ্ধিতই হইয়াছে। মদনের পঞ্চশরে মহাদেব ধ্যানভ্রষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার যোগীশ্বরত্বের গর্ব্ব নষ্ট হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ যিনি, যে 'ভগবান্' শব্দের একটি অর্থ—'কামবান্' (কারণ 'ভগ' শব্দের কাম ও মাহাত্ম্য এই দুইটি অর্থ অমরকোষে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—সারার্থ-দর্শিনী ভা ১০।৩২।১৪) তাঁহাকে মোহিত করিতে পারিলে সর্ব্ববিজয়ী কামের চির-প্রতিষ্ঠা হইত। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁহার রাসক্রীড়ায় আনুষঙ্গিকভাবে সেই কন্দর্পের দর্প হরণ করিয়া জীবজগৎকে মহতী শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীধর স্বামিপাদ শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন—'ব্রহ্মাদি-জয়সংরূঢ়-দর্প-কন্দর্প-দর্পহা। জয়তি শ্রীপতির্গোপীরাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ'। অতএব শ্রীগোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতীত আর কেহই 'মদনমোহন' নামে খ্যাত হইতে পারেন নাই। স্বীয় অচিন্ত্যমহাশক্তি যোগমায়া আশ্রয় করিয়া ভগবান আত্মারাম হইয়াও রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন। এক রজনীর মধ্যে অনন্ত রজনীর সমাগম হইয়াছিল, ইত্যাদি বিষয় অনুধাবন করিলে

এই সকল কার্য্য কি অষ্টম বর্ষীয় নরবালকের বা কোনও দেবতাদির সাধ্য বলা যাইতে পারে? শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

রেমে তয়া স্বাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ।
কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাং চৈব দুরাত্মতাম্ ॥[৮০]

কামাসক্ত ব্যক্তিগণের দীনতা ও কামিনীগণের দৌরাত্ম্য প্রদর্শন করিয়া জগতের জীবগণকে শিক্ষা দিবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বতঃতৃপ্ত, আত্মারাম ও সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীবিলাসে অনাকৃষ্ট হইয়াও তাঁহার সঙ্গিনী গোপীর সহিত রমণ করিয়াছিলেন।

যিনি যে বিষয়ে কামী, তিনি সেই বিষয়েই দীন। অর্থকামী দরিদ্র এক পয়সার জন্য দীন বা দরিদ্র, সার্ব্বভৌম সম্রাট্ সমগ্র পৃথিবীর রাজ্যাধিপত্য লাভের জন্য দীন বা দরিদ্র। সুতরাং তথাকথিত দরিদ্র ও রাজা উভয়েই দীন। তাঁহাদের দীনতা কখনও বিদূরীত হইতে পারে না; কারণ তাঁহাদের কখনও কাম পূরণ হয় না। একমাত্র পরমেশ্বরই পূর্ণকাম বলিয়া তিনি দীন নহেন। একদিকে মহারাজ পুরুরবা অপ্সরা উর্ব্বশীর সহিত বহুকাল বহুপ্রকার বিলাসভোগ করিয়াও পূর্ণকাম হইতে পারেন নাই। অপরদিকে মহারাজ যযাতিও শ্রীশুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী এবং অসুর-রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সহিত সুদীর্ঘকাল ভোগবিলাসে রত থাকিয়াও কামের পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারেন নাই।[৮১] এরূপ জগতের প্রত্যেক মায়াগ্রস্ত ব্যক্তিই দুরন্তকামানলে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া দীনতার অবধি প্রকাশ করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন।

অন্নজলাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত যে দেহ, মলমূত্রাদিই যাহার পরিণাম, সেই দেহের তর্পণের ইচ্ছাই-কাম। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ এবং তাঁহার স্বরূপশক্তিগণ, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের রমণের উপকরণ, তাঁহাদের দেহ কখনও সেইরূপ অন্নজলাদির দ্বারা পুষ্ট প্রাকৃত দেহ নহে। 'মলমূত্রাদিতয়া-পরিণামিভিরন্নজলাদিভিস্তর্প্যমাণো যো

৮০ ভা ১০।৩০।৩৫; ৮১ শ্রীবৃহৎক্রমসন্দর্ভ (শ্রীজীব) ১০।৩০।৩৫।

দেহস্তর্পনেচ্ছারূপ-কাম-স্বভাবানাং ন তু সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহতয়া স্বতস্তৃপ্তানাং। ন তু বা প্রিয়জনতর্পণমাত্র-স্বসুখলক্ষণ-প্রেমস্বভাবানামিত্যর্থঃ। ৮২

প্রাকৃত বস্তুতে কখনও রসোৎপত্তি হইতে পারে না। প্রাকৃতে যাঁহারা রস স্বীকার করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত প্রাকৃতই। যেহেতু কৃমি, বিষ্ঠা, ভস্ম যাহার পরিণাম সেই অতি নশ্বর প্রাকৃত নায়কগণে কখনও রস হয় না, বিরসই উৎপন্ন হয়। লৌকিক আলঙ্কারিকগণ মালতী-মাধবাদিনিষ্ঠ লৌকিক রসকে 'রস' বলিয়াছেন এবং 'বেদ্যান্তরসম্পর্কশূন্য', 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর', 'লোকোত্তর' 'চমৎকারপ্রাণ' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা লৌকিক রসানুভূতিকেও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সদৃশ বলিয়াছেন। কিন্তু লৌকিক রসে প্রাকৃত সত্ত্বই হেতু। আর ভগবৎপ্রীতিময় রসে অপ্রাকৃত বিশুদ্ধসত্ত্বই হেতু। (ভা ৪।৩।৪০)। এজন্য অপ্রাকৃত আলঙ্কারিকগণ প্রাকৃত নায়ক-নায়িকায় কখনও রসোদয় স্বীকার করেন না। শিশুপালের রুক্মিণীর প্রতি কল্পিত রতি রসাভাসই। কারণ, রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধা স্বরূপশক্তি। লৌকিক পরকীয় রমণীমাত্রেও লৌকিক পুরুষের রতিও রসাভাসই। কারণ উভয়েই প্রাকৃত। একমাত্র সর্ব্বকারণকারণ সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ শ্রীব্রজনন্দন ব্যতীত কোথায়ও পরকীয় রসের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। অধিক কি, লৌকিক স্বকীয় রসও 'রস' পদবাচ্য নহে। ব্যবহারিক পতি 'পতি' শব্দ বাচ্য নহেন। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন—'হে প্রভো! আপনি স্বতঃই ইন্দ্রিয়সমূহের পতি। এই লোকে যে সকল স্ত্রী ব্রতাদির দ্বারা আরাধনা করিয়া অন্য পতি প্রার্থনা করে, তাহাদের পতিগণ তাহাদের প্রিয় পুত্র ধন ও পরমায়ু নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে পারে না। কারণ তাহারা কাল, কর্ম্ম, গুণাদির অধীন। আপনি ব্যতীত আর কেহই পতি হইতে পারে না। সেই স্ত্রীই যথার্থ অখিল-কামলম্পটা যিনি আপনার পাদপদ্মের পরিচর্য্যা মাত্র কামনা করেন।'[৮৩] শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িণী রতির মধ্যে শৃঙ্গার-রতি সর্ব্বোত্তমা, তন্মধ্যে স্বকীয়া হইতেছে রুক্মিণ্যাদিনিষ্ঠা, আর পরকীয়া ব্রজসুন্দরীনিষ্ঠা। এই উভয়ের মধ্যে পরকীয়া রতির সর্ব্বোত্তমতা সর্ব্ববেদ ও ইতিহাস পুরাণাদির সারভূত

৮২ শ্রীসংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণী ১০।৩০।৩৫ ; ৮৩ ভা ৫।১৮।১৯—২৩।

শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীউদ্ধব এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সর্ব্বভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। অতএব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাদিনিষ্ঠ অপ্রাকৃত রসে প্রাকৃতের কোন গন্ধও নাই। ইহা কবিকর্ণপূরের 'শ্রীঅলঙ্কার-কৌস্তুভে'র টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ প্রদর্শন করিয়াছেন।[৮৪]

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র নরবৎ লীলা করিলেও তাঁহাতে নরলীলার পরিপূর্ণতা ও সার্ব্বদেশিকতা প্রকাশিত নাই। শ্রীরামচন্দ্রে একপত্নীনিষ্ঠা, রাজর্ষিদিগের ন্যায় আচরণশীলতা, প্রজাপালনাদি, গৃহমেধীয় ধর্ম্মে মাতা-পিতৃভক্তি, পত্নীপ্রীতি ভ্রাতৃবাৎসল্য, সত্যানুরাগ ইত্যাদি লোকশিক্ষাপর ধর্ম্মের আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে।[৮৫] ইহা সাধারণ মনুষ্যোচিত আদর্শ হইলেও সর্ব্বশক্তি ও সর্ব্বরস পরমেশ্বর-মনুষ্যের পূর্ণতম আদর্শ বা অধিকারোচিত ব্যাপার নহে। ইহাতে অদ্ভুতত্ব ও অচিন্ত্যত্ব নাই। নরবৎ লীলার মধ্যেও যে অদ্ভুতত্ব ও অচিন্ত্যত্ব তাহাই নর-পরমেশ্বরের পরম মাধুর্য্য। একপত্নীব্রতধরতাকেও অতিক্রম করিয়া ষোড়শসহস্র পত্নীর বল্লভ, বহু-বল্লভ হইয়াও আবার পরকীয়া শত শত কোটি কামিনীর রমণ, আত্মারাম হইয়াও রাধিকারাম তাহা একমাত্র শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের লীলায়ই অনবদ্যভাবে সুসমন্বিত, সুশোভিত ও সার্থকতামণ্ডিত হইয়াছে। জগতের নরপতিগণও বহুবল্লভ হয়েন; কিন্তু তাঁহাদের শক্তি ও সামর্থ্য অতি সীমাবদ্ধ। দ্বারকেশ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার ষোড়শ সহস্র মহিষীর প্রত্যেকের গৃহে পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তিতে, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নরবৎ সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীনারদের বিস্ময় হইয়াছিল।[৮৬] শ্রীনারদ বা শ্রীসৌভরী প্রভৃতির পক্ষে যোগৈশ্বর্য্যাদির দ্বারা কায়ব্যূহ বিস্তার করিয়া এইরূপ সেবা গ্রহণ অসম্ভব।

পরদারিকত্ব অত্যন্ত নিন্দিত ব্যাপার; কিন্তু নরগণে এই নৈসর্গিক ধর্ম্ম দেখা যায়। নরের মধ্যে ইহা কিছুতেই অনবদ্য রূপে সমন্বিত হইতে পারে না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও গোপীগণের নিকট ইহার প্রচুর নিন্দা করিয়াছেন। 'অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্। জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র ঔপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ॥[৮৭] ব্রজদেবীগণও ইহার

৮৪ অলঙ্কারকৌস্তুভ ৫।১৬; ৮৫ ভা ৯।১০।৫৪; ৮৬ঐ ১০।৬৯।৩৭—৩৯; ৮৭ ভা ১০।২৯।২৬॥

যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন।[৮৮] শ্রীমদ্ভাগবতে পরস্ত্রীসঙ্গীর 'তপ্তশূর্ম্মি' নামক নরকে ভয়াবহ দণ্ডের কথা বর্ণিত হইয়াছে।[৮৯] শ্রীমদ্ভাগবতেই নির্ব্বেদগ্রস্ত পিঙ্গলা বেশ্যা ঔপপত্যকে শত শত ধিক্কার দিয়াছেন। অথচ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নরবৎ লীলায় সেই ঔপপত্যকে স্বীকার করিয়াছেন। ইহা হইতেই যেমন একদিকে জানা যায়, এই ঔপপত্য জাতীয়ত্বে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তেমনি একমাত্র শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনেই ইহা পরম অনবদ্য, পরম অদ্ভুত, পরম অচিন্ত্য ও পরম অপ্রতিদ্বন্দিস্বরূপে সমন্বিত হইয়াছে। যদি শ্রীকৃষ্ণের নরবৎ-লীলায় এই ঔপপত্যভাবটি সমন্বিত না থাকিত তবে তাঁহার ভগবত্তার পূর্ণতমতা প্রকাশিত হইত না। শ্রীজীবপাদ শ্রীরূপের আশয়ানুসারে শ্রীউজ্জ্বল-নীলমনীতে নায়কভেদপ্রকরণে (১।৪২) উপপতিভাবের নায়কত্বেরই পূর্ণতমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। মন্মথমন্মথ শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই অদ্বিতীয় ঔপপত্যে একমাত্র তাঁহারই অধিকার এবং তাঁহাতেই ঔপপত্যের পরম অনবদ্যতা ও সার্থকতা হইতে পারে—কোন জীবে—মনুষ্যে, কোন দেবতায়, এমন কি অন্য কোন ভগবৎস্বরূপেও ইহার সমন্বয় হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,[৯০]—ব্রজবধূগণের সহিত এই পরকীয়রসাশ্রিত লীলা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ ও অনুকীর্ত্তনকারী ব্যক্তির হৃদ্‌রোগ কাম অচিরে বিনষ্ট হয়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার ভক্তভাব অঙ্গীকার-লীলায় (শ্রীগৌরলীলায়) দৃষ্টিকোণেও কোন 'স্ত্রী' দর্শন করেন নাই। সুতরাং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই প্রমাণ করিয়াছেন, তাঁহার চিচ্ছক্তিযোগমায়া-পরিকল্পিত অনবদ্য ঔপপত্যে একমাত্র তাঁহার ব্রজেন্দ্রনন্দনস্বরূপেরই অধিকার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তস্বরূপে আপনাকে সেই শ্রীগোপীজনবল্লভের দাসানুদাস বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন এবং তটস্থাশক্তিস্থানীয় জীবের সাধ্যশিরোমণিরূপে মঞ্জরীভাবের উপাসনা, যাহাতে নায়িকাত্ব কামনার কষায় পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্রও নাই এবং যাহা বেদান্তের নিবৃত্তিমার্গের চরম পরম পরাকাষ্ঠা তাহাই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবার আদর্শ 'বলিয়া

---

৮৮ ঐ ১০।৪৭।৭-৮; ৮৯ ভা ৫।২৬।২০ ; ৯০ ঐ ১০।৩৩।৩৯।

শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং, শ্রীসীতারামাদি উপাসনা হইতে অতুলনীয় ঊর্দ্ধস্তরে অহৈতুকী অন্তরঙ্গা প্রীতির পরাকাষ্ঠাময়ী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণোপাসনা প্রতিষ্ঠিত। এজন্য দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ ব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসনায়ই লুব্ধ হইয়া গোকুলে স্ত্রীদেহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পরমনির্গুণা শ্রুতিগণ গোপীরূপে আবির্ভূত হইয়া ব্রজগোপীর আনুগত্য করিয়াছিলেন। ইহা শ্রীপদ্মপুরাণ ও শ্রীবৃহদ্‌বামন পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ আছে।[৯১]

লৌকিক আলঙ্কারিকগণের মতে পরকীয় রতি

ভরত নাট্যশাস্ত্রে বলিয়াছেন, লোক ও ধর্ম্ম যে রতি হইতে নায়ক-নায়িকাকে বহুভাবে নিবারণ করে, যে রতিতে নায়ক ও নায়িকার কামুকত্ব প্রচ্ছন্ন থাকে এবং যাহা উভয়ের পক্ষে দুর্লভ, তাহাই মন্মথের পরমা রতি।[৯২] অন্যান্য লৌকিক রসশাস্ত্রকারগণও রসতত্ত্ব-বিচারে পরকীয় রসে বিবাহ-বন্ধনজনিত নিয়ন্ত্রণাদি না থাকায় প্রচ্ছন্নভাব, নিত্য-নূতনত্ব, বহুবাধা অতিক্রম-জনিত পরম আবেগ ইত্যাদি বিচার করিয়া পরকীয় শৃঙ্গার রসের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন।[৯৩]

ব্রজগোপী-প্রেম জাতিতেই গরীয়ান্

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন, অপ্রাকৃত গোপীকুলের নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম জাতিতেই গরীয়ান্, বারণাদি-হেতু হইতে নহে। জাতিতেই প্রবল বলিয়া গোপী-প্রেম নিবারণাদি অতিক্রমে সমর্থ হইয়াছে। দুর্গ অতিক্রমে যেরূপ মত্ত হস্তীর বল ব্যক্ত হয় মাত্র, উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ নিবারণাদি অতিক্রমে ব্রজগোপীগণের প্রেমবল অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা উৎপন্ন হয় নাই। গুরুজন-কর্ত্তৃক নিবারণাদি সকল গোপীগণের পক্ষেই সমানই ছিল, তবে শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব হয় কিরূপে? অতএব

---

৯১ সংক্ষেপ বৈষ্ণব-তোষণী ১০।২৯।৯ ; ৯২ নাট্যশাস্ত্র—২২।১৯৯ :

৯৩ অভিনবভারতী ১।২০, ধ্বন্যালোক-লোচন ২।৭, রুদ্রভট্ট শৃঙ্গারতিলক ২।৩০, হেমচন্দ্রের কাব্যানুশাসন ২য় অধ্যায়, ভোজদেব শৃঙ্গারপ্রকাশ, বিষ্ণুগুপ্ত ইত্যাদি এবং উজ্জ্বলনী ৩।২০-২১, প্রীতিসন্দর্ভ ২৭৯ অনুচ্ছেদ।

জানিতে হইবে জাত্যাংশেই শ্রীকৃষ্ণবশীকারিত্ব-বৈশিষ্ট্যে শ্রীরাধার প্রেম সর্ব্বাতিশায়ী রূপে প্রবল ছিল। এজন্যই তাঁহার প্রেমের সর্ব্বোৎকর্ষত্ব।[৯৪] শ্রীজীবপাদের উপজীব্যচরণ শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

"অত্রৈব পরমোৎকর্ষঃ শৃঙ্গারস্য প্রতিষ্ঠিতঃ" [৯৫]

—পরকীয়া প্রীতিতেই শৃঙ্গার-রস পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

'বিবাহে সতি পত্নীত্বেন ভজনাদপ্যৌপ-পত্যেন ভজনং পরম-মহাসুখম্, তচ্চ শ্রীভাগবতামৃতে কাব্যালঙ্কারাদৌ প্রসিদ্ধমেব'।[৯৬]—বিবাহের দ্বারা ধর্ম্ম-পত্নীরূপে (যথা মহিষীগণের) মধুরভাবে ভজন অপেক্ষা উপপত্নীরূপে (শ্রীরাধার) পরকীয় মধুর রসের ভজন **শ্রীকৃষ্ণের পরম-মহাসুখকর**। তাহা শ্রীভাগবতামৃতে এবং কাব্য অলঙ্কারাদিতে প্রসিদ্ধই আছে। (শ্রীসনাতন)।

পরকীয়াগণ অন্তরঙ্গরাগের দ্বারা সমর্পিতাত্মা, বহিরঙ্গ বিবাহ-প্রক্রিয়াত্মক ধর্ম্মের দ্বারা নহে, এজন্য শ্রেষ্ঠা ও প্রেষ্ঠা। (শ্রীজীব, লোচন-রোচনী ৩।১৭)।

'সাহিত্যদর্পণ'-কার প্রভৃতি যে পরকীয় মধুর রতিকে নিকৃষ্ট ও ঘৃণার্হ বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীরূপপাদ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে [৯৭] প্রাকৃত নায়ক সম্বন্ধেই ঐরূপ উক্তির সার্থকতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরমতম উল্লাসবশে ব্রজসুন্দরীগণ আর্য্যধর্ম্মের চরমসীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন। তথাপি অরুন্ধতীপ্রমুখা পতিব্রতাশিরোমণিগণ পরম শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের কুঞ্জাভিসারাদি লীলার শতশঃ প্রশংসা করেন এবং তাঁহারা বনচরী হইলেও মাধুর্য্যাতিশয্যে স্বয়ং শ্রীদেবীর (শ্রীলক্ষ্মীর) শ্রীকেও বিশ্রী করেন[৯৮]। অতএব ব্রজ-সুন্দরীগণের এই পরকীয়া ভাবটি অচিন্ত্য এবং অসমোর্দ্ধ।

---

৯৪ প্রীতিসন্দর্ভ ২৭৮ অনু; ৯৫ উজ্জ্বলনীলমণি নায়িকাভেদ ১৩;

৯৬। শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী ১০।২৯।৩৯; ৯৭। উজ্জ্বল ১।২১ ও ৫।৩; ৯৮ ঐ ৩।১৮।

ব্রজসুন্দরীগণের প্রীতিতে কোনও উপাধি বা আবরণ নাই। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান, ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান, ভাবোৎপাদনের জন্য রূপগুণাদির অপেক্ষা, স্বসুখানুসন্ধান, রমণ-রমণীবোধ কোনটিরই অপেক্ষা ব্রজগোপীর প্রীতির মধ্যে নাই—মধুর রসমাত্রের বা কান্তাভাবের জীবনস্বরূপ যে রমণ-রমণীবোধ, তাহা পর্য্যন্ত ব্রজগোপীর প্রীতিতে নাই—তাঁহারা অনুরাগ-মহাপ্লাবনে সর্ব্বক্ষণ নিমগ্ন—তাহাতেই আত্মহারা। তাঁহাদের সমস্ত গতি-বিধি ও চেষ্টা প্রবল কৃষ্ণানুরাগের অভিব্যক্তি। যে পরমানন্দে পরতত্ত্ব অনাদিকাল হইতে আনন্দী, শ্রীরাধা সেই পরমানন্দদায়িনী শক্তির অনাদিমূর্ত্তবিগ্রহ। সেই আনন্দদায়িনী পরা শক্তি কায়ব্যূহ-স্বরূপ বহুমূর্ত্তি প্রকট করিয়া রসরাজকে অশেষ প্রকারে পরম চমৎকারিতাময় আনন্দ দান করিতেছেন। অনাদি অনন্তকাল হইতে শ্রীরাধায় এরূপ স্বরূপানুবন্ধী কৃষ্ণানুকূল্য-পরাকাষ্ঠা বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই তিনি প্রীতি-পরাকাষ্ঠা মহাভাবস্বরূপিণী। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসে যে সম্ভোগাদি ব্যাপার তাহা জৈব বা প্রাকৃত কামোপভোগ নহে, তাহা নৃত্যবিলাসাদির ন্যায় কৃষ্ণানুকূল্যময়ী প্রীতির অনুভাব—যে ভগবৎপ্রীতি স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর পরিপাকবিশেষ, সেই প্রীতিরই বৃত্তি। যে পর্য্যন্ত জৈব কামের সংস্কার বা ঐরূপ কামসম্ভূত পুরুষাভিমান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ব্রজগোপীর বা শ্রীরাধার প্রেমলীলা বোধগম্য হইবে না।। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীরাধার ভাব লইয়া অবতীর্ণ হইলেও সর্ব্ব-স্বসুখ-বাসনাবিহীন মঞ্জরী-ভাবটিই তাঁহার অন্ত্যলীলায় বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীভগবানের স্বভাবসিদ্ধ অনন্ত ধর্ম্মের মধ্যে প্রিয়ত্ব ধর্ম্মই মুখ্য। নিরুপধিক প্রীত্যাস্পদস্বভাব শ্রীভগবানের সেই প্রিয়ত্বধর্ম্মের অনুভব ব্যতীত ভগবৎসাক্ষাৎকারও অসাক্ষাৎকার মধ্যে গণিত হয়। এই জন্যই ভগবৎপ্রীতির তারতম্যের দ্বারাই ভক্ত-মহতের তারতম্যের মুখ্যতা শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে (১১।২।৪৫-৫৫) দৃষ্ট হয়। যে সাধকের যেরূপ প্রেমিক মহতের সঙ্গ ঘটে, সেই সাধকের সেইরূপ সাম্মুখ্যের উৎকর্ষেরও তারতম্য হয়। 'যাদৃশঃ সৎসঙ্গস্তাদৃশমেব সাম্মুখ্যং ভবতীতি। * * প্রেম-তারতম্যেনৈব ভক্ত-মহত্তারতম্যং মুখ্যম্' (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৮৬ ও ১৮৭ অনু)।

শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের ভক্তি পরিপূর্ণা হইলেও তাহা কখনও শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি শ্রীহনুমানের ভক্তির তুল্য হইতে পারে না ; আবার শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি শ্রীহনুমানের ভক্তি শেষসীমায় আরূঢ় হইলেও শ্রীপাণ্ডবগণের শ্রীকৃষ্ণভক্তির তুল্য হয় না, শ্রীপাণ্ডবগণের কৃষ্ণভক্তি শ্রীযাদবগণের কৃষ্ণভক্তির সমকক্ষ হয় না, শ্রীউদ্ধবের কৃষ্ণপ্রীতি শ্রীব্রজগোপীগণের কৃষ্ণপ্রেমের তুল্য কিছুতেই হইতে পারে না। মহাভাবসম্পত্তির অধিকারিণী একমাত্র ব্রজবধূগণ। আবার মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রীতির সমকক্ষ কোন ব্রজসুন্দরীর প্রীতিই হয় না।

নিত্যসিদ্ধ পার্ষদভক্তেরও যদি রস-ন্যূনতা থাকে, তবে তাঁহার অপেক্ষাও উচ্চতর রসের সাধক ভক্তের শ্রেষ্ঠতা পরিগণিত হয়। যেমন নিত্যসিদ্ধ শ্রীরামপার্ষদ শ্রীহনূমান অপেক্ষা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণে প্রীতিমান সাধকভক্ত শ্রীবিল্বমঙ্গলের প্রীতি ও রসগত শ্রেষ্ঠতা।

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীউপদেশামৃতে বলিয়াছেন,—'কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিনস্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ। তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়-সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতীঃ ॥' কেবল কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ হইতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানানুসন্ধান-কারিগণ হরির অধিক প্রিয়। তাঁহাদের অপেক্ষা ভক্তিপ্রধান জ্ঞানিচর শ্রীসনকাদি হরির আরও প্রিয়, তাঁহাদের অপেক্ষাও প্রেমৈকনিষ্ঠ শ্রীনারদাদি অধিকতর প্রিয়। শ্রীনারদাদি অপেক্ষা শ্রীব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের আরও অধিক প্রিয়—তন্মধ্যে শ্রীরাধিকা প্রিয়তমা।[৯৯]

নরলীলা ও প্রীতির উৎকর্ষের তারতম্যের প্রকাশানুসারে ভজনীয় স্থানসমূহেরও তারতম্য আছে। 'বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্ বৃন্দারণ্যমুদার-পাণি-রমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ। রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতা প্লাবনাৎ কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥'[১০০]

গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নরবৎ জন্মলীলা প্রকটিত হয় না। এজন্য গোলোক হইতে নরবৎলীলার স্থান মাথুরমণ্ডলান্তর্গত গোকুল শ্রেষ্ঠ। তাহা হইতেও শ্রীরাসলীলানিবন্ধন

---

৯৯ শ্রীউপদেশামৃত—১০ ; ১০০ ঐ ৯।

শ্রীবৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষা শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ, কারণ এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-ক্রীড়া-প্রাচুর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা অপেক্ষা শ্রীগোকুলেন্দ্রের শ্রীরাধাবিষয়ক প্রেমামৃতের প্লাবনহেতু শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কোন্ ভজন-বিচার-নিপুণ ব্যক্তি শ্রীগোবর্দ্ধন-তটে বিরাজমান শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবা না করিবেন?*

---

* শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ের একনিষ্ঠ সাধক ও পরবর্ত্তিকালে বেলুড়মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী, (পূর্ব্বাশ্রমের নাম—পণ্ডিতবর স্বধামগত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়) লিখিয়াছেন—

'ভক্তি-সিদ্ধান্ত-কুমুদিনী শ্রীমন্মহাপ্রভু-রূপ পূর্ণশশীর কিরণে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির স্বচ্ছসলিলা স্নিগ্ধসরসী-মধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়াছে; অথবা বলিলেও বলিতে পারা যায় যে, সেই পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিতে অন্য মতগুলি নির্ম্মল গগনে তারকাসম বিলীন হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন ভাগবত এবং পঞ্চরাত্র মতের ভক্তিসিদ্ধান্তমধ্যে, গৌড়ীয়সিদ্ধান্ত যেন বীজ ভাবে নিহিত আছে বলিয়াই বোধ হইবে। শ্রীরূপ গোস্বামী মহাশয় সর্ব্বত্রই ভাগবত ও পঞ্চরাত্র,উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নিজ ভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার উক্ত লক্ষণ যে, সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট, প্রণিধান করিলে তাহাও সহজে বুঝিতে পারা যায়। ভাগবত, পঞ্চরাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া নারদ-ভক্তিসূত্র এবং শাণ্ডিল্যসূত্র পর্য্যন্ত যদি তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে—শ্রীরূপের লক্ষণ যেন অপেক্ষাকৃত উত্তম। মহানুভব আচার্য্য শ্রীরূপগোস্বামী ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার পর আরও কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা, তাহা আমরা কল্পনা করিতে অক্ষম। ভক্তির প্রকার, অবান্তর বিভাগের সাধ্যসাধনভাব, ভক্ত ও ভক্তির লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়গুলি এতই সূক্ষ্ম ও এতই সুন্দর এবং দার্শনিক রীতিতে মীমাংসিত হইয়াছে যে, এ সিদ্ধান্তের কোন দিকে কিছু উন্নতির অবসর আছে, তাহা বুঝা যায় না।

ভক্তির বিশেষ লক্ষণ ও অবান্তর বিভাগ প্রভৃতির জন্য গোস্বামিপাদগণ অলঙ্কার শাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা অলঙ্কার শাস্ত্রের সহায্যে এই বিষয়টিকে এমন বিশদ করিয়া তুলিয়ছেন, যে ইহার সম্বন্ধে বোধ হয়, আর অবশিষ্ট কিছুই নাই। এক কথায় তাঁহারা ভক্তিসম্বন্ধীয় কোন বিষয়েরই ত্রুটি রাখেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহাদের প্রতিভা দেখিলে পদে পদে বিস্মিত হইতে হয়। —'আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ' ৮৯৩—৯০৩ পৃষ্ঠা, ২য় সংস্করণ ১৮৪৮ শকাব্দ।

তৃতীয় প্রকাশ

শ্রীকৃষ্ণাবতার-রহস্য

'তদাত্মানং সৃজাম্যহম্'

শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীগীতায় অবতার-মাত্রের সাধারণ কারণ

শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদ ভগবদবতার-বর্গের জগতে আবির্ভাবের সাধারণ কারণ উল্লেখ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য ক্ষয়ো বৃদ্ধিশ্চ পাপ্মনঃ।
তদা তু ভগবানীশ **আত্মানং** সৃজতে হরিঃ॥[১]

যখন যখন ধর্ম্মের ক্ষয় ও পাপের বৃদ্ধি হয়, তখনই কিন্তু ভগবান পরমেশ্বর হরি আত্মাকে (আত্মানং) প্রকাশ করেন।

শ্রীগীতায়ও স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদবতারমাত্রের এই সাধারণ কারণটির উল্লেখ করিয়া শ্রীঅর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥[২]

যখন যখনই ধর্ম্মের হানি ও অধর্ম্মের প্রবলতা হয়, তখন তখনই আমি ('অহং') আত্মাকে ('আত্মানং') প্রকট করি।

শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের উভয় শ্লোকেই 'অহং' (শ্রীকৃষ্ণ) বা 'ভগবান্' হইতেছেন কর্ত্তা এবং 'আত্মা' কর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবতের জন্মগুহ্যাধ্যায়ে (প্রথম স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়ে) শ্রীসূতগোস্বামী বলিয়াছেন—'জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্'[৩]

---

১ ভা ৯।২৪।৫৬ শ্রীক্রমসন্দর্ভ-টীকা—অত্র ভগবদবতারমাত্রস্য সামান্যতঃ কারণমাহ—যদেতি, শ্রীগীতাসু চৈবম্; ২ গীতা ৪।৭; ৩ ভা ১।৩।১।

—যিনি 'ভগবান্' বলিয়া পূর্ব্বে কথিত হইয়াছেন ('ভগবান্ গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ' [৪]) তিনি পুরুষ রূপ প্রকট করিলেন। এস্থানেও 'ভগবান্'—কর্ত্তা এবং 'পৌরুষরূপ'—কর্ম্ম অর্থাৎ পুরুষাবতারের কর্ত্তা নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ।

দ্বিতীয় পুরুষাবতার, যিনি গর্ভোদকশায়ী নামে খ্যাত ও ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী এবং যাঁহার নাভিহ্রদাম্বুজে স্থূল বিশ্বের স্রষ্টা ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়েন, সেই দ্বিতীয় পুরুষকে নানাবতারের আশ্রয় বলা হইয়াছে—'এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্' [৫] —দ্বিতীয় পুরুষ অবতারসমূহের আশ্রয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই পুরুষাবতারেরও অবতারী—অবতারসমূহের আশ্রয়েরও আশ্রয় বা সর্ব্বকারণকারণ। শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীদশমের টীকার মঙ্গলাচরণে 'শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ। দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্ ॥' ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছেন। পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত 'দশম' পদার্থ আশ্রয়তত্ত্ব বলিয়া সর্ব্বাশ্রয়[৬]। তিনিই 'আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহ'—যে শ্রীবিগ্রহ নিখিল আশ্রয়তত্ত্বের আশ্রয়স্বরূপ। তিনিই শ্রীব্রহ্মসংহিতায় 'সর্ব্বকারণ-কারণম্'[৭] বলিয়া উক্ত।

'স্বয়ং ভগবান্'

শ্রীসূতগোস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের জন্মগুহ্যাধ্যায়ে এক কল্পের মধ্যে পুরুষাবতার হইতে কুমারাদি যে সকল লীলাবতারের প্রাদুর্ভাব হয়, তাঁহাদের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণনপ্রসঙ্গে এইরূপ উক্তি করিয়াছেন,—'রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো **ভগবান**হরদ্ভরম্' [৮]—শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ নামে খ্যাত ভগবান পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন,—এই বাক্যে অবতারের তালিকার ক্রম-নিবন্ধনে বলরাম ও কৃষ্ণের নাম উল্লেখ করিলেও একমাত্র তাঁহাদের দুইজনের সম্বন্ধেই **"ভগবান্"** শব্দের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়, শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ হইতে অবতীর্ণ অবতার নহেন, তাঁহারা পুরুষাবতারেরও অবতারী। এইরূপ অবতার-সামান্যে শ্রীকৃষ্ণ বর্ণিত হওয়ায় শ্রোতৃগণের ভ্রান্তি এবং নিজেরও অন্যান্য অবতারের

৪ ভা ১।১।২০ ; ৫ ভা ১।৩।৫ ; ৬ ঐ ২।১০।৭ ; ৭ ব্র স ৫।১ ; ৮ ভা ১।৩।২৩।

সহিত তুল্যত্ব-চিন্তন বা বর্ণন-রূপ অপরাধ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হইতে পারে আশঙ্কা করিয়াই শ্রীসূত গোস্বামী পুনরায় সুস্পষ্টভাবে—শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা নির্দ্দেশ করেন।[৯] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—'সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ। তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন ॥ তবে সূত গোসাঞি মনে পাঞা **বড় ভয়**। যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয় ॥ অবতার সব—পুরুষের কলা অংশ। কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান সর্ব্ব অবতংস' ॥[১০] অতএব শ্রীকৃষ্ণই—সর্ব্বাবতারী, সর্ব্বমূল, বা সর্ব্ব-কারণ-কারণ।

যিনি সর্ব্বকারণ-কারণ স্বয়ং ভগবান তাঁহাকেই বলে—'স্বয়ংরূপ'। 'অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে'[১১]—যে স্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ, অন্য হইতে ব্যক্ত নহে, তাহাই স্বয়ংরূপ। 'সর্ব্বপ্রাধান্যো যোঽনন্যাপেক্ষি-মহৈশ্বর্য্যঃ-মাধুর্য্যঃ শ্রীকৃষ্ণ এব স্বয়ংরূপঃ।'[১২] যিনি শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে সর্ব্বপ্রধান রূপে নির্ণীত, যাঁহার পরম ঐশ্বর্য্য ও পরম মাধুর্য্য অন্যের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের অপেক্ষাযুক্ত নহে, যাঁহার ভগবত্তা হইতেই অন্যের ভগবত্তা, সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ-পরতত্ত্ব। "যার ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। 'স্বয়ং ভগবান্' শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥ দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন। মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ॥ তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ" ॥[১৩] সর্ব্বপ্রথম মূল দীপই যেরূপ তাহা হইতে প্রজ্জ্বালিত যাবতীয় দীপের কারণ, তদ্রূপ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীবলরাম, তাহা হইতে শ্রীমহা-সঙ্কর্ষণ, তাহা হইতে মহাবিষ্ণু শ্রীকারণার্ণবশায়ী, তাহা হইতে শ্রীগর্ভোদকশায়ী এবং তাহা হইতে শ্রীমৎস্যাদি অবতার প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

তিনরূপে প্রকাশিত

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান—স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশ—এই তিন রূপে প্রকাশিত। যে রূপটি স্বয়ংরূপ হইতে অভিন্ন হইয়াও আকার ও শক্ত্যাদিগত

---

৯ ভা ১।৩।২৮; ১০ চৈ চ ১।২।৬৮-৭০; ১১ সং ভা ১।১২; ১২ শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিপাদ-কৃত শ্রীভাঃ কণা ১; ১৩ চৈ চ ১।২।৮৮-৯০।

কিঞ্চিৎ পৃথগ্‌রূপে প্রকাশিত, তাঁহাকে **'তদেকাত্মরূপ'** বলা হয়। (তৎ=সেই স্বয়ংরূপের সহিত একাত্মা—অভিন্নস্বরূপ)। সেই তদেকাত্মরূপ বিলাস ও স্বাংশ ভেদে দুই প্রকার। যে রূপ লীলাবিশেষের জন্য ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইয়াও কোনও কোনও গুণে মূলরূপ অপেক্ষা ন্যূন, তাঁহাকে **'বিলাস'** বলে। যেমন শ্রীকৃষ্ণের বিলাস—শ্রীবৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ। আর যিনি বিলাসের ন্যায় হইয়াও বিলাস অপেক্ষা ন্যূন শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে 'স্বাংশ' বলে। যেমন শ্রীমৎস্য-কূর্ম্মাদি লীলাবতারগণ।

আবেশ দুই প্রকার; **স্বয়ং আবেশ** ও **শক্ত্যাবেশ**; স্বয়ং আবেশ, যেমন—ভগবদভিমানী যে সকল মহত্তম জীবে শ্রীভগবানের এক একটি মহা শক্তির সঞ্চার হয়, তাঁহাকে 'শক্ত্যাবেশ' বলে। যেমন—সনকাদি, নারদ, পৃথু, পরশুরাম, ব্রহ্মা, শেষ, অনন্ত, যজ্ঞ, বুদ্ধ, কল্কি। আর অল্প শক্তিতে আবিষ্ট যাঁহারা তাঁহারা হইতেছেন—**বিভূতি**; যেমন—সপ্ত ঋষি, চতুর্দ্দশ মনু, ইন্দ্র, দক্ষ প্রজাপতি প্রভৃতি।[১৪]

একই স্বরূপ যখন যুগপৎ অনেক রূপে প্রকট হইয়া থাকেন, তখন তাহাকে **'প্রকাশ'** বলে। প্রকাশ দুই প্রকার—'প্রাভব-প্রকাশ' ও 'বৈভব-প্রকাশ'। যে প্রকাশে স্বয়ংরূপ হইতে আকার ও গুণ-লীলাদির কোনও রূপ ভেদ পরিলক্ষিত হয় না, তাহা 'প্রাভব প্রকাশ'—যেমন শ্রীরাসে দুই দুই গোপীর মধ্যে এক এক কৃষ্ণ এবং দ্বারকায় মহিষী-বিবাহকালে। আর যে প্রকাশে স্বয়ংরূপ হইতে আকার ও গুণাদির স্বল্প পার্থক্য লক্ষিত হয় তাহা বৈভবপ্রকাশ, যেরূপ বলদেব যখন ব্রজে গোপভাবে অবস্থিত এবং দেবকীনন্দন যখন দ্বিভুজ তখন ইঁহারা শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের বৈভবপ্রকাশ।

'আত্মানং সৃজাম্যহম্' ভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য্য

অতএব শ্রীগীতার 'তদাত্মানং সৃজাম্যহম্' এই শ্রীকৃষ্ণোক্তি-মধ্যে **'আত্মাকে'** ('আত্মানং') বলিতে 'নরাকৃতিপরব্রহ্ম' শ্রীকৃষ্ণেরই নিত্যসিদ্ধ কোন কোন **'তদেকাত্ম-রূপ'কে** তিনি প্রকট করেন, জানা যাইতেছে। স্বাংশ তদেকাত্মরূপ হইতেই

১৪ ক্রমসন্দর্ভ ১।৩।২৬-২৭।

ষড়্‌-বিধ অবতার প্রকটিত হ'ন। তাঁহারা (১) পুরুষাবতার—শ্রীকারণার্ণবশায়ি-প্রভৃতি, (২) লীলাবতার—শ্রীমৎস্যাদি, (৩) গুণাবতার—শ্রীব্রহ্মাদি, (৪) মন্বন্তরাবতার শ্রীযজ্ঞাদি, (৫) যুগাবতার—শ্রীশুক্লাদি ও (৬) আবেশাবতার—শ্রীসনক-নারদাদি [১৫]।

শ্রীকৃষ্ণাবতার

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রমুখ ভগবৎস্বরূপ যদি বিশ্বকার্য্যের নিমিত্ত নূতনের ন্যায় প্রকটিত হন, তাহা হইলে তাঁহারা **'অবতার'** নামে কথিত হয়েন। 'ত এতে স্বয়ংরূপাদয়ো যদি বিশ্বকার্য্যার্থং অপূর্ব্বা ইব প্রকটীভবন্তি তদা অবতারা উচ্যন্তে।[১৬] স্বয়ংরূপ **শ্রীকৃষ্ণ অবতারী ও অবতার উভয়ই**। বস্তুতঃ ভূভারহরণাদি বিশ্বকার্য্য জগতের স্থিতিকর্ত্তা ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণুরই কার্য্য, তাহা রাসাদি-লীলাবিনোদী স্বয়ংরূপ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য নহে; কিন্তু স্বাংশ বিষ্ণু অংশী শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভুক্ত থাকায় সাধারণ-প্রতীতিতে তাহা শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য বলিয়াই ধারণা হয়। নিজের অঙ্গান্তর্ভূত বিষ্ণু সম্বন্ধেই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের ভূভার-হরণ-সম্বন্ধ ঘটে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে। শ্রীকৃষ্ণে নিখিল অবতার অন্তর্ভুক্ত থাকায় সেই সেই অবতারের প্রয়োজন তাঁহার প্রকটলীলা-কালে সেই এক শ্রীকৃষ্ণেই সিদ্ধ হয়। 'তস্মিন্ সর্ব্বেঽপ্যবতারা অন্তর্ভূতা ইতি তত্তৎপ্রয়োজনং তস্মিন্নেকস্মিন্নেব সিদ্ধ্যতি।[১৭]

লীলাপুরুষোত্তমের লীলাবতার-বর্গ

'লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যখন ভূভার-হরণাদি-কার্য্যে নিস্পৃহ বা চেষ্টাশূন্য তখন তাঁহার অসংখ্য অবতারাদির কথা শাস্ত্রে শ্রুত হয় কেন?' এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীগোবর্দ্ধনগুহাশ্রয়ী শ্রীরাঘব গোস্বামিপাদ 'শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিরত্ন-প্রকাশে' বলিয়াছেন—শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে গুহ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ শ্রীরামাদি অবতারগণই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর মহাভার

১৫ সংক্ষেপভাগবতামৃত ১।১৪ ; ১৬ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভীয় সর্ব্বসংবাদিনী ; ১৭ ক্রমসন্দর্ভ ১১।৫।৩২।

দূর করেন। শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের বাসুদেবাদি মূর্ত্তি পৃথিবীর ভার-হরণ, ব্রহ্মাদি সৃজন-পালন, শ্রীমৎস্য বেদোদ্ধার, শ্রীকূর্ম্ম মন্দর-ধারণ, শ্রীবরাহ পৃথিবী উদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষবধ, শ্রীনৃসিংহ হিরণ্যকশিপু-বধ, শ্রীবামন বলিবঞ্চনা, শ্রীপরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়-করণ শ্রীরামচন্দ্র—রাবণ-রাক্ষসাদির বধ, শ্রীবলরাম—প্রলম্বাদি মহাদৈত্য-বিনাশ, শ্রীবুদ্ধ—জীবদয়া প্রচার, শ্রীকল্কি ম্লেচ্ছসংহার, শ্রীব্যাস—বেদধর্ম্ম-প্রকাশ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ কার্য্য সাধনের জন্য প্রকটিত হয়েন। এই ভাবে শ্রীভগবানের অসংখ্য অবতারগণ এক একটি প্রয়োজনের অপেক্ষা-যুক্ত। এজন্যই শ্রীগীতাতে উক্ত হইয়াছে, যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ অবতারগণ প্রকাশিত হ'ন। শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উক্ত হইয়াছে, দিগন্তপ্রসারী বন্যাজল যেরূপ বহুলভাবে বিশ্ব-প্লাবন করিয়া নিরন্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং যে সাগর হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, কালক্রমে তাহাতেই প্রবেশ করে, সেইরূপ অনন্ত অবতার মহা অবতারী শ্রীকৃষ্ণসিন্ধু হইতে সম্ভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত হয়েন। এইজন্যই মুনিগণ পুরাণাদিতে কেহ শ্রীকৃষ্ণকে নরসখ, কেহ বা উপেন্দ্র, কেহ ক্ষীরাব্ধিশায়ী, কেহ সহস্রশীর্ষা, কেহ বা বৈকুণ্ঠনাথ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব সর্ব্বোপরি বৈভবযুক্ত, সকলের আধারস্বরূপ ও আত্মস্বরূপ হইতেছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই পরমপুরুষ পরমানন্দস্বরূপ। সেই শ্যামসুন্দরই রাধাপ্রেম-সমন্বিত হইয়া রসময় ও জগন্মোহন হইয়াছেন।[১৮] 'সেই ত' ভক্তের বাক্য নহে—ব্যভিচারী। সকল সম্ভবে তাঁতে, যাঁতে অবতারী॥ অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি। কেহো কোনমতে কহে, যেমন যার মতি॥[১৯] * * *

'পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে। কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রেতে প্রচারে॥ স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার-হরণ। স্থিতি-কর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগৎপালন॥ কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল। ভারহরণ-কাল তাতে হৈল মিশাল॥ পূর্ণ ভগবান অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥

১৮ শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশ ৫ম রত্ন; ১৯ চৈ চ ১।২।১১১-১১২।

নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ, মৎস্যাদ্যবতার। যুগ, মন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥ সবে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ। ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ॥ অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে। বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর-সংহারে' ॥[২০]

এই স্থানে 'আর সব অবতার তাতে আসি মিলে' বাক্যের তাৎপর্য্য ইহা নহে যে, অন্য সময়ে অংশী শ্রীকৃষ্ণে তাঁহারা অবস্থান করেন না, কেবল স্বয়ং ভগবানের অবতরণকালেই তদন্তর্ভুক্ত হয়েন। বস্তুতঃ সকল সময়েই অংশীর মধ্যে অংশের সমাবেশ থাকে ; নিখিল অবতার অংশী শ্রীকৃষ্ণে নিত্যকালই অবস্থিত আছেন। জগতে অবতারকালে তত্তদ্ অবতারের কার্য্যসমূহ অভিব্যক্ত হয়, এইমাত্র বিশেষ। শ্রীশিব-ব্রহ্মাদি দেবতাগণ শ্রীদেবকীগর্ভস্তুতিতে (ভা ১০।২।২৯) শ্রীকৃষ্ণকে 'আশ্রয়াত্মা' অর্থাৎ সকলের আশ্রয় বা মূলস্বরূপ বলিয়া স্তব করিয়াছেন এবং শ্রীগর্গাচার্য্যও 'ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ' (১০।৮।১৩) বাক্যে যাবতীয় তদেকাত্মাদি আবির্ভাব যে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভুক্ত, শ্রীকৃষ্ণই অংশী তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন (১০।৮।১৩ শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণব-তোষণী দ্রষ্টব্য)।

'যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনে অন্যে নারে ব্রজ প্রেম দিতে'।[২১] ক্ষীরোদশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশ যুগাবতার-রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া যুগাবতারের কার্য্য ধর্ম্মসংস্থাপনাদি করেন। তজ্জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের প্রয়োজন হয় না। এই কারণে আচার্য্যপাদগণ শ্রীগীতোক্ত 'সম্ভবামি যুগে যুগে' বাক্যের 'যুগে যুগে' শব্দের ব্যাখ্যায় 'তত্তদবসরে' (শ্রীশ্রীধরস্বামী) বা 'তত্তৎসময়ে' (শ্রীবলদেব) এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধুসূদন সরস্বতী ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী 'যুগে যুগে' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'প্রতিযুগং'—প্রতিযুগে। কিন্তু প্রতিযুগে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হ'ন না। স্বাংশ-তদেকাত্মরূপ শুক্লাদি যুগাবতার-সমূহেরই সত্যযুগাদি প্রতিযুগে অবতার হয়। এজন্য 'যুগে যুগে' শব্দের টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ 'প্রতিকল্পং বা' এইরূপ একতর অর্থ করিয়াছেন। ইহার

---

২০ চৈ চ ১।৪।৭-১৩ ; ২১ ঐ ১।৩।২৬।

তাৎপর্য্য হইতেছে প্রতিযুগে শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ-যুগাবতারগণের অবতার এবং প্রতিকল্পে একবার সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণের অবতার হয়।*

শ্রীকৃষ্ণাবতারের প্রসঙ্গে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃতে এইরূপ বলিয়াছেন—ভূমিভারনিরাসায় দেবানামভিযাচ্ঞয়া। দ্বাপরস্যাবসানেঽস্মিন্নষ্টাবিংশে চতুর্যুগে। ক্ষীরাব্ধিশায়ি যদ্রূপমনিরুদ্ধতয়া স্মৃতম্। তদিদং হৃদয়স্থেন রূপেণানকদুন্দুভেঃ। ঐক্যং প্রাপ্য ততো গচ্ছেৎ প্রাকট্যং দেবকীহৃদি॥[২২]

দেবগণের প্রার্থনায় পৃথিবীর ভারহরণার্থ বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ, শ্রীবসুদেবের হৃদয়স্থ শ্রীকৃষ্ণ-রূপের সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত হইয়া, আনকদুন্দুভির (বসুদেবের) হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে প্রকট হন।[২৩] **স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উক্ত সময়ে আবির্ভূত হইলেও দেবগণের প্রার্থনায় যে পৃথিবীর ভার-হরণ-কার্য্য, তাহা অনিরুদ্ধ বিষ্ণুই কৃষ্ণের সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাহ করিয়াছেন।**

প্রতিকল্পের বিশেষ দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের প্রমাণ

বৈবস্বতমন্বন্তরে অষ্টাবিংশ-চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণ হইবার প্রমাণ শ্রীমৎস্যপুরাণের নিম্নলিখিত বাক্যে পাওয়া যায়।

> **বৈবস্বতাখ্যে** সঞ্জাতে সপ্তমে সপ্তলোক-কৃৎ।
> **দ্বাপরাখ্যং যুগং তদ্বদষ্টাবিংশতিমং** জগুঃ॥
> **তস্যান্তে** স মহাদেবো বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ।
> ভারাবতরণার্থায় ত্রিধা বিষ্ণুর্ভবিষ্যতি॥

---

* শ্রীমদ্ভাগবত ১।১০।২৫ শ্লোকের শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা দ্রষ্টব্য। শ্রীস্বামিপাদ উক্ত শ্লোকের টীকায় বলেন 'এবম্ভূতস্য নানাবতারে কারণমাহুর্যদেতি * * যুগে যুগে তত্তদবসরে।' শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—'সাক্ষাদস্যাবতারস্য * * কালমাহুর্যদেতি * * যুগে যুগে কল্পে কল্পে বৈবস্বতাষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়ে দ্বাপরে দ্বাপরে বা॥'

২২ শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃত—কৃষ্ণামৃত ১৫৭ পৃষ্ঠা শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সং ; ২৩ ঐ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামিকৃতবঙ্গানুবাদ, ৮২ পৃষ্ঠা ১।৭২২ শ্রীপুরীদাস সং।

দ্বৈপায়নঋষিস্তদ্বদ্রৌহিণেয়োঽথ কেশবঃ।
কংসাদি-দর্পমথনঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ।[২৪]

বৈবস্বতাখ্য সপ্তম মন্বন্তর উপস্থিত হইলে তাহার যে অষ্টাবিংশতিতম **দ্বাপর** যুগ, **সেই যুগের শেষভাগে** সপ্তলোককর্ত্তা মহাদেব বাসুদেব জনার্দ্দন ভূভার-হরণের জন্য দ্বৈপায়ন, রৌহিণেয় ও কেশব এই ত্রিধা মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইবেন। সেই বিষ্ণু কংসাদির দর্প-দলন করিয়া সকলের ক্লেশাপনয়ন করিবেন।

স্কন্দপুরাণেও দৃষ্ট হয়—'বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে যশ্চায়ং বর্ত্ততেঽধুনা। * * **দ্বাপরে বিষ্ণুরষ্টাবিংশে** পরাশরাৎ। বেদব্যাসস্ততো জজ্ঞে* **তত্রৈব** * * দেবক্যাং বসুদেবাত্তু ব্রহ্মগর্গ-পুরঃসরঃ। একবিংশতমস্তাস্ত **দ্বাপরস্যাংশসংক্ষয়ে**। নষ্টে ধর্ম্মে তদা জজ্ঞে **বিষ্ণুর্**বৃষ্ণিকুলে **স্বয়ম্**।'[২৫]

এখন যে বৈবস্বত:মন্বন্তর চলিতেছে, সেই মন্বন্তরে অষ্টাবিংশচতুর্যুগীয় দ্বাপরে পরাশর হইতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জন্মগ্রহণ করেন। সেই দ্বাপরেই ব্রহ্মর্ষি গর্গমুনিকে অগ্রে করিয়া বসুদেব হইতে দেবকীতে ভগবান জন্মগ্রহণ করেন। এই দ্বাপরের একবিংশতিতম সন্ধ্যাংশের সম্যক্ ক্ষয়ে (দ্বাপরের শেষভাগে) ধর্ম্মহানি হইলে যদুকুলে স্বয়ং বিষ্ণু (স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ) জন্মলীলা আবিষ্কার করেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র শ্রীবজ্রকে শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি বলিয়াছিলেন—'দ্বাপরে দ্বাপরে রাজংস্তথৈব মধুসূদনঃ। একমেব যজুর্বেদং চতুর্ধা ব্যজনৎ পুনঃ॥ দ্বাপরেঽস্মিন্ নৃপাতীতে বশিষ্ঠকুলবর্দ্ধনঃ। পরাশরসুতঃ শ্রীমান্ বিষ্ণুদ্বৈপায়নঃ স্মৃতঃ। **প্রকাশো** জনিতো যেন লোকে ভারতচন্দ্রমাঃ।'[২৬] রাজন্! প্রতি দ্বাপরে এইরূপই **শ্রীমধুসূদন** একই যজুর্বেদকে পুনরায় চারিভাগে বিভক্ত করেন। এই অতীত দ্বাপরে **শ্রীকৃষ্ণ**-দ্বৈপায়ন ব্যাস নামে বিখ্যাত বশিষ্ঠকুলবর্দ্ধন পরাশরসুত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনিই এই জগতে শ্রীমহাভারত প্রকাশ করিয়াছেন।

---

২৪ মৎস্যপুরাণ ৬৯।৫-৮, বঙ্গবাসী-সং ১৩১৬ সাল এবং সং ভাগবতামৃতের শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণপাদ-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য। (শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি সং ১৫৭—১৫৮ পৃষ্ঠা)।

২৫ স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ডে ১৯।৭১-৭৮, ৪৬১৬ পৃষ্ঠা (বঙ্গবাসী সং ১৩১৮ বঙ্গাব্দ); ২৬ শ্রীবিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তর (১।৭৪।২২-২৩) ৪৫ পৃষ্ঠা মুম্বই বেঙ্কটেশ্বর মুদ্রালয় সং ১৮৩৪ শক (১৯১২ খ্রীঃ)।

অতএব ভগবদবতার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ও স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তৎ-প্রকাশবিগ্রহ শ্রীরোহিণীনন্দন উক্ত বিশেষ দ্বাপরেই অবতীর্ণ হয়েন।

শ্রীহরিবংশেও উক্ত হইয়াছে—'রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং কৃত্বা চ ভগবান্ বিভুঃ। সংহরত্যথ ভূতানি সৃজ্যতে চ পুনঃপুনঃ ॥ ব্যক্তাব্যক্তো মহাদেবো হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ। তস্য তে কীর্ত্তয়িষ্যামি মনোর্বৈবস্বতস্য হ ॥ বিসর্গং ভরতশ্রেষ্ঠ সাম্প্রতস্য মহাদ্যুতে। বৃষ্ণিবংশপ্রসঙ্গেন কথ্যমানং পুরাতনম্ ॥ যত্রোৎপন্ন মহাত্মা স হরির্বৃষ্ণিকুলে প্রভুঃ। সর্ব্বাসুরবিনাশায় সর্ব্বলোকহিতায় চ ॥[২৭]

দেবাদিদেব ভগবান এইরূপে ক্রমে ক্রমে চারি সহস্র যুগে তাঁহার দিবামান এবং অপর চারি সহস্রযুগে তাঁহার রাত্রিমান শেষ করিয়া একবার প্রজাসৃষ্টি ও একবার প্রজাসংহার করিতেছেন। অসুরগণের বিনাশ ও সমুদয় লোকের হিতসাধনার্থ মহাত্মা কৃষ্ণ জন্মপরিগ্রহ করিয়া যে বৃষ্ণিবংশকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বৃষ্ণিবংশ-বর্ণন-প্রসঙ্গে বর্ত্তমান বৈবস্বত মনুর প্রজাসৃষ্টির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।[২৮]

শ্রীমহাভারত শান্তিপর্ব্ব (৩২৫।৮৬), শ্রীবিষ্ণুপুরাণ (৩।৪।২), শ্রীমৎস্যপুরাণ (৬৯।৬-৮), শ্রীগরুড়পুরাণ (পূর্ব্বখণ্ড ২২৭।২৩), শ্রীস্কন্দপুরাণ (প্রভাসখণ্ড ১৯।৭১-৭৮) শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তর (১।৭৪।২৩), শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ শ্রীগর্গোক্তি (১০।৮।১৩), শ্রীকরভাজনোক্তি (১১।৫।২৭) এবং শ্রীশুকদেবোক্তি (৯।২৪।৫৫) ইত্যাদি প্রমাণের সহিত একবাক্যতা করিলে প্রতি কল্পের বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, জানা যায়।

কার্য্যভেদে ত্রিবিধ অবতার

অবতারগণ কার্য্যভেদে তিন প্রকার—(১) **পুরুষাবতার**—তাঁহারা তিন মূর্ত্তি (ক) প্রকৃতির ঈক্ষণ-কর্তা কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, (খ) ব্রহ্মার পিতা গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণু, (গ) ব্যষ্টিজীবান্তর্য্যামী পরমাত্মা ; (২) **গুণাবতার**—ইঁহারাও তিনমূর্ত্তি (ক)বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীব্রহ্মা, (খ)বিশ্বের স্থিতিকর্ত্তা ক্ষীরোদশায়ী শ্রীবিষ্ণু ও (গ)বিশ্বের সংহারকর্ত্তা শ্রীমহেশ্বর। ব্রহ্মা ও মহেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর নিয়ামকত্বেই সৃষ্টি ও সংহার-কার্য্য

২৭ হরিবংশ ৮।৪২—৪৫ ; ২৮ কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন-কৃত বঙ্গানুবাদ (১২৮৮ বঙ্গাব্দ)।

করেন। (ভা ২।৬।৩২)। **(৩) লীলাবতার**—একচল্লিশ মূর্ত্তি, তন্মধ্যে শ্রীমৎস্যাদি ২৫ মূর্ত্তি কল্পাবতার + ১৪ মূর্ত্তি মন্বন্তরাবতার + ৪ মূর্ত্তি যুগাবতার। মন্বন্তরাবতার ১৪জন হইলেও শ্রীযজ্ঞ ও শ্রীবামন কল্পাবতারের মধ্যে গণিত হন, এজন্য একচল্লিশ (২৫ + ১২ + ৪ = ৪১) সংখ্যা হইয়াছেন। "কল্প-মন্বন্তর-যুগ-প্রাদুর্ভাব-বিধায়িনঃ। অবতারা ইমে ত্বেকচত্বারিংশদুদীরিতাঃ॥[২৯]

বিভিন্ন অবতারের আবির্ভাব কাল

এই সকল অবতারের আবির্ভাবের সময়ও নিরূপিত হইয়াছে—ত্রিবিধ পুরুষাবতার ও তিনমূর্ত্তি গুণাবতারের আবির্ভাবের সময় ব্রাহ্মকল্পের* (শ্বেতবরাহকল্পের) প্রবৃত্তির পূর্ব্বে। চতুঃসন, নারদ, বরাহ, মৎস্য, যজ্ঞ, নরনারায়ণ, কপিল, দত্তাত্রেয়, হয়গ্রীব, হংস, পৃশ্নিগর্ভ, ঋষভদেব ও পৃথুর আবির্ভাব-কাল কল্পের প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে। ইহার মধ্যে বরাহ ও মৎস্যদেব পুনরায় ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে আবির্ভূত হন। অর্থাৎ কল্পের মধ্যে শ্রীবরাহ ও শ্রীমৎস্যদেবের দুইবার আবির্ভাব; একবার প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে, দ্বিতীয় বার ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের মতে শ্রীমৎস্যদেব প্রতি মন্বন্তরের শেষে একবার করিয়া আবির্ভূত হন; সুতরাং সেই অনুসারে এককল্পে তাঁহার ১৪ বার আবির্ভাব হয়। নৃসিংহ, কূর্ম্ম, ধন্বন্তরি ও মোহিনী—চাক্ষুষ মন্বন্তরে আবির্ভূত হ'ন, তন্মধ্যে কূর্ম্মদেবের কল্পের আদিতে ও ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে সমুদ্র-মন্থনের সময় এই দুইবার আবির্ভাব। শ্রীধন্বন্তরিও কল্পে দুইবার ষষ্ঠ চাক্ষুষে সমুদ্রমন্থনকালে ও সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তরে কাশীরাজ-পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। বামনদেব, পরশুরাম, দাশরথিরাম, দ্বৈপায়নব্যাস, শ্রীবলদেব, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কী বৈবস্বত মন্বন্তরে। শ্রীবামনদেব এই কল্পে তিনবার আবির্ভূত হন, প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বাস্কলি নামক দৈত্যের যজ্ঞে, বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরে ধুন্ধু নামক অসুরের যজ্ঞে ও এই মন্বন্তরের সপ্তম চতুর্যুগে কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে আবির্ভূত হইয়া বলির যজ্ঞে গমন করেন। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের মতে বুদ্ধ ও

---

২৯ শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃত যুগাবতার ৩য় শ্লোক (১।২১৭ শ্রীপুরীদাস সং) * প্রথম শ্বেতবরাহকল্পে (ব্রহ্মার প্রথম দিনে) ব্রহ্মার জন্ম হয় বলিয়া উহা ব্রাহ্মকল্প নামে উক্ত।

কল্কি প্রতি কলিতে প্রকটিত হ'ন, এই দুইজন আবেশাবতার। শ্রীযজ্ঞাদি চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাবতার স্বায়ম্ভুবাদি মন্বন্তরে, শ্রীশুক্লাদি চার যুগাবতার সত্যাদি চারযুগে আবির্ভূত হ'ন।

পুরুষাবতারত্রয় **দ্বিপরার্দ্ধকাল** (ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল) **ব্যাপিয়া** লীলা প্রকট করেন বলিয়া তাঁহারা **'দ্বিপরার্দ্ধাবতার'** নামে কথিত। ক্ষীরোদশায়ী পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ও সংহার-কর্ত্তা মহেশ্বর **এক কল্পকাল ব্যাপিয়া** লীলা প্রকট করেন; এজন্য ইঁহারা **'কল্পাবতার'**। শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে শ্রীমদ্ভাগবতের জন্মগুহ্যাধ্যায়ে বর্ণিত এককল্প-মধ্যে আবির্ভূত পঞ্চবিংশতি অবতারকে শ্রীরূপ-পাদ 'কল্পাবতার' বলিয়াছেন।[৩০] আর শ্রীজীব-পাদ সমগ্র কল্পকাল-ব্যাপি প্রকটলীলাকারী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন মূর্ত্তিকে 'কল্পাবতার' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভীয় সর্ব্ব-সম্বাদিনীতে সংজ্ঞা দিয়াছেন। সেইরূপ যাঁহারা **একমন্বন্তর ব্যাপিয়া** ও সমগ্র **এক এক যুগ ব্যাপিয়া** লীলা প্রকট রাখেন, সেই শ্রীযজ্ঞাদি ও শ্রীশুক্লাদি অবতার যথাক্রমে **'মন্বন্তরাবতার'** ও **'যুগাবতার'** নামে অভিহিত হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, শ্রীনৃসিংহাদি বিশ্বের কার্য্যের জন্য অবতীর্ণ হইলেও যুগ-মন্বন্তরাদি কোন অধিকারের ভুক্ত হয়েন না অর্থাৎ ব্রহ্মার সমগ্র পরমায়ু দ্বিপরার্দ্ধকাল, বা ব্রহ্মার সমগ্র একদিন কল্পকাল, বা কোন মন্বন্তরের বা কোন যুগের সমগ্র সময় ব্যাপিয়া লীলা করেন না বলিয়া তাঁহারা **'স্বেচ্ছাময়সময়াবতার'** নামে কথিত হইয়াছেন।[৩১]

কল্পাবতার

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়ে এবং দ্বিতীয় স্কন্ধ সপ্তম অধ্যায়ে (৮, ১১, ১৯ শ্লোকে) যথাক্রমে ২২+৩ পঁচিশজন অবতারের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃতে বর্ণন করিয়া উপসংহারে শ্রীরূপ-পাদ বলিয়াছেন—

কল্পাবতারা ইত্যেতে কথিতাঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
প্রতিকল্পং যতঃ প্রায়ঃ **সকৃৎ** প্রাদুর্ভবন্ত্যমী॥[৩২]

৩০ সংক্ষেপভাগবতামৃত ১।১৮৯; ৩১ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভীয় সর্ব্বসংবাদিনী দ্রষ্টব্য; ৩২ সং ভা ১।১৮৯।

টীকা—সর্ব্বেষু ব্রাহ্মাদিকল্পেষু যদেতে, সকৃৎ একবারং, ভবন্তঃ কল্পাবতারাঃ পঞ্চবিংশতিরেতে কথিতাঃ। **প্রায়** ইতি—বরাহঃ দ্বিরাবিঃ স্যাৎ, মৎস্যাস্ত চতুর্দ্দশকৃত্যঃ ইতি ভাবঃ। (শ্রীবলদেব)

তাৎপর্য্য—'ব্রাহ্মকল্প' হইতে 'পিতৃকল্প পর্য্যন্ত ব্রহ্মার যে এই ত্রিশ দিন বা কল্প তাহার প্রত্যেকটিতে (প্রতিকল্পেই) এই পঁচিশটি লীলাবতার একবার করিয়া অবশ্যই আবির্ভূত হন। এই স্থানে যে 'প্রায়ঃ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা শ্রীবরাহ, শ্রীমৎস্যাদি কোন কোন অবতার একাধিকবার অবতীর্ণ হয়েন, ইহাই সূচিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্রাদি অবতারের সম্বন্ধে বিভিন্ন কল্পের বর্ণনাযুক্ত বিশেষ বিশেষ পুরাণে কোথাও একাধিকবার আবির্ভাবের প্রমাণ নাই; বরং প্রত্যেক পুরাণেই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের একই নির্দ্দিষ্ট সময় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে এবং শ্রীরামচন্দ্রের উক্ত মন্বন্তরীয় চতুর্বিংশ চতুর্যুগের ত্রেতায় আবির্ভাবের কথাই অবিরোধী-ভাবে উক্ত হইয়াছে।

প্রতিকল্পে একবার শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বারাহ, শ্বেত, গারুড়, সারস্বত, বৃহৎ, রথান্তর, মানব, তৎপুরুষ, সদ্যঃ ইত্যাদি কল্পের ইতিহাস-যুক্ত যথাক্রমে ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, গরুড়পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, নারদীয়, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, বরাহ, স্কন্দ, মৎস্যপুরাণাদি সমস্ত পুরাণেই যখন শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরামচন্দ্রের তত্তৎকল্পের মধ্যে একবার মাত্র নির্দ্দিষ্টকালে আবির্ভাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তখন প্রতি কল্পে তাঁহাদের একবার করিয়া আবির্ভাবের প্রমাণই পাওয়া যায়। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীমৎস্যদেবের এককল্পে চৌদ্দবার আবির্ভাব, বুদ্ধ-কল্কি প্রভৃতি আবেশাবতারের প্রতি কলিতে আবির্ভাবের কথা উক্ত হইয়াছে; কিন্তু সেই শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও শ্রীকৃষ্ণের কল্পে একবারই বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপরের শেষে আবির্ভাবের কথা পাওয়া যায়। 'মনবঃ ষড় গতাঃ সপ্তসন্ধয়শ্চ তথা গতাঃ। সপ্তবিংশদ্‌ব্যতীতাশ্চ তথৈব চ চতুর্যুগাঃ॥ যুগত্রয়ং তথাতীতং বর্ত্তমানচতুর্যুগাৎ' ৩৩॥

---

৩৩ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ১ম খণ্ড ৮০ অধ্যায় ৪—৫ শ্লোক।

শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের পর শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র শ্রীবজ্র রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন কলিযুগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। শ্রীবজ্র সেই সময়ের পরিমাণ জানিতে চাহিলে শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি মহারাজ শ্রীবজ্রকে এই বাক্য বলিয়াছিলেন—শ্বেতবরাহকল্পের ছয় মনু, সাত সন্ধ্যা, সাতাইশ চতুর্যুগ ও অষ্টাবিংশতিতম বর্ত্তমান চতুর্যুগ হইতে তিনযুগ অতীত হইয়াছে এবং কলিযুগের দশ বৎসর গত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই, কলিযুগ প্রবৃত্তির পূর্ব্বে, দ্বাপরের শেষভাগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন। কল্পের মধ্যে আর অন্য কোনও সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কথা নাই, যেমন শ্রীমৎস্য-বুদ্ধ-কল্কি প্রভৃতির একাধিকবার অবতারের কথা পাওয়া যায়।

ঋগ্‌বেদ বলেন—"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ"।[৩৪] শ্রুতি বলেন, 'তস্মান্নানীদৃশং ক্বাপি বিশ্বমেতদ্ ভবিষ্যতি"।[৩৫] ব্রহ্মা প্রতি কল্পের আদিতে পূর্ব্বকল্পের ন্যায় সূর্য্য-চন্দ্রাদি, দেব, অসুর, মনুষ্য, পিতৃলোক এবং সকল বস্তুই যথাযথভাবে স্মরণ করিয়া সৃষ্টি করেন, সেজন্য এই বিশ্ব কদাপি অসদৃশ হয় না। বেদ, পুরাণ, ইতিহাসাদি শাস্ত্রও নিত্য, কেবলমাত্র কল্পে কল্পে আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। ইহাই ব্রহ্মসূত্রে শ্রীবেদব্যাসও বলিয়াছেন'—'সমান-নামরূপত্বাচ্চ আবৃত্তৌ অপি অবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ"।[৩৬] বেদাদি শাস্ত্রে সমান নাম ও সমান রূপ হওয়ায় প্রতিকল্পের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টিতে শাস্ত্রবর্ণিত বৃত্তান্তের কোন বিরোধ নাই, ইহা সাক্ষাদ্ভাবে শ্রুতি ও স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্র সমস্বরে গান করেন, এবং বেদাদি শাস্ত্রে বর্ণিত শব্দের সহিত অর্থের নিত্যসম্বন্ধ থাকায় শাস্ত্রের নিত্যত্ব ও নিরপেক্ষ-প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রোক্ত শ্রীভগবদবতার-সমূহ এবং স্বয়ংরূপ 'শাস্ত্রচক্ষু' শ্রীকৃষ্ণও প্রতিকল্পে ব্রহ্মার সৃষ্টিতে প্রকটিত হন, এবিষয়ে কোন বিরোধ নাই।

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র শ্রীবজ্র কল্পমধ্যে চতুর্দ্দশ মনুর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি যে চতুর্দ্দশ মনুর কথা বলিলেন, উঁহারা কি ব্রহ্মার প্রতিদিনে (কল্পে কল্পে) আবির্ভূত হন? অথবা

---

৩৪ ঋক্‌বেদ ১০।১৯০।৩; ৩৫ তৈঃ নারায়ণ ৬।১।৩৮; ৩৬ ব্র সূ ১।৩।৩০।

অন্য কল্পে অন্যান্য চতুর্দ্দশ মনু আবির্ভূত হন, কেবল বর্ত্তমান কল্পের কথাই আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করিলেন'? ইহার উত্তরে মার্কণ্ডেয় বলিতেছেন—"**এত এব** মহারাজ মনবস্ত চতুর্দ্দশ। **কল্পে কল্পে** ত্বয়া জ্ঞেয়া নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ **একরূপতয়া কল্পা জ্ঞাতব্যাঃ** সর্ব্ব এব হি। ক্বচিৎ কিঞ্চিদ্ বিভিন্নাশ্চ মায়য়া পরমেষ্ঠিনঃ॥"[৩৭] হে মহারাজ! প্রতিকল্পে এই চতুর্দ্দশ মনুই পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হন, ইহাতে সংশয়ের অবকাশ নাই; কারণ সকল কল্পই একরূপ, তবে যে কোথাও কিঞ্চিদ্ ভিন্নরূপ দেখা যায়, উহা পরমেশ্বরের ইচ্ছায়ই হয়। পুনরায় বজ্র প্রশ্ন করিলেন, হে ভৃগুনন্দন! কল্পসমূহের পরস্পর সাদৃশ্য থাকিলেও কোথাও যে কিঞ্চিদ্‌ভেদ আছে তাহাও শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। তদুত্তরে মার্কণ্ডেয় বলিতেছেন—কল্পানাং সতি সাদৃশ্যে শৃণু ভেদং নরাধিপ। সমতীতে যথা কল্পে ষষ্ঠে মন্বন্তরে গতে॥ সপ্তমস্য চতুর্ব্বিংশে রাজংস্ত্রেতাযুগে তদা। যদা রামেণ সমরে সগণো রাবণো হতঃ॥ লক্ষ্মণেন তদা রাজন্ কুম্ভকর্ণো নিপাতিতঃ॥ বর্ত্তমানে তথা কল্পে ষষ্ঠে মন্বন্তরে গতে। তস্যৈব চ চতুর্ব্বিংশে রাজংস্ত্রেতাযুগে তদা। যদা রামেণ সমরে সগণো রাবণো হতঃ॥ রামেণৈব তথা রাজন্ কুম্ভকর্ণো নিপাতিতঃ॥ বর্ত্তমানে তু যদ্বৃত্তং কল্পে যদুকুলোদ্বহ। রামস্য চরিতং বদ্ধং তদা বাল্মীকিনা শুভম্॥ অতীত-কল্পে যদ্বৃত্তং ময়া তৎকাম্যকে বনে। যুধিষ্ঠিরায় কথিতং ধর্ম্মপুত্রায় পার্থিব॥ কল্পানাং সতি সাদৃশ্যে ভেদ এষ তবেরিতঃ॥"[৩৮]

অতীত কল্পে যখন ষষ্ঠ মন্বন্তর গত হইয়া সপ্তম মন্বন্তরে চতুর্ব্বিংশ চতুর্যুগ চলিতেছিল, তখন ত্রেতাযুগে দশরথ-নন্দন শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হইয়া লঙ্কায় গমন-পূর্ব্বক যুদ্ধে গণ-সহিত রাবণকে নিহত করেন এবং লক্ষ্মণের দ্বারা কুম্ভকর্ণ বধ সাধিত হয়।[৩৯] পুনরায় বর্ত্তমান কল্পে ঠিক সেইরূপ ষষ্ঠ মন্বন্তর গত হইয়া সপ্তম মন্বন্তরের ২৪শ চতুর্যুগের ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হইয়া রাবণবধাদি সকল লীলাই পূর্ব্ব কল্পবৎ যথাযথ আচরণ করিয়াছেন, কিন্তু প্রভেদ এই যে, **এই কল্পে স্বয়ংই**

---

৩৭ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ১।৮১।৮-৯ ; ৩৮ ঐ ১।৮১।২৩-২৮ ;

৩৯ শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ যুদ্ধকাণ্ড ৬৭ অধ্যায়, মাদ্রাজ ল-জার্ণেল প্রেস, ১৯৩৩ খ্রী ;

কুম্ভকর্ণকে বধ করিয়াছেন,[৪০] আর **অতীত কল্পে লক্ষ্মণের দ্বারা কুম্ভকর্ণ বধ** করাইয়াছেন—ইহা কল্পভেদে পরমেশ্বরের ইচ্ছারই বৈচিত্রী-বিশেষ। এই প্রভেদ কিরূপে জানা যায়, তাহাও বলিতেছেন—বর্ত্তমান কল্পবৃত্তান্ত অবলম্বনে বাল্মীকি মুনি রামায়ণ রচনা করিয়াছেন এবং অতীত কল্পবৃত্তান্ত স্বয়ং মার্কণ্ডেয় ঋষি কাম্যবনে যুধিষ্ঠিরের নিকট কীর্ত্তন করেন, উহা মহাভারতে বনপর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

এই সকল প্রমাণ হইতে জানা যায়—শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণাদি কল্পাবতারগণ প্রতি-কল্পেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবির্ভূত হন। যদি কোন কল্পে কোন অবতারবিশেষের কোন প্রকার কিঞ্চিদ্ ভিন্নরূপ প্রকাশিত হয়, তাহাও শাস্ত্রে পাওয়া যায়। বিভিন্ন কল্পবৃত্তান্তযুক্ত বিভিন্ন পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবির্ভাবের বা লীলাদির কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। ইহাতে তাঁহার পরমস্বতন্ত্রতার কোন হানি হয় না। কারণ, তিনি স্বেচ্ছাময়—পরমভক্তাধীন।

গৌতমীয় তন্ত্রে দ্বিতীয় অধ্যায়ে দশাক্ষর গোপীজনবল্লভমন্ত্রোক্ত 'গোপীজনবল্লভ' শব্দের ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে, অনেকজন্মসিদ্ধ গোপীগণের পতিই নন্দনন্দন নামে কথিত, তিনি ত্রিলোকের আনন্দবর্দ্ধনকারী।[৪১] এই স্থানে 'অনেক জন্ম' বলিতে অনাদিকাল হইতে কল্পপরম্পরায় (প্রতিকল্পে) জন্মই (আবির্ভাব) উক্ত হইয়াছে। যেমন, শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, হে অর্জ্জুন! তুমি আমার লীলাপরিকর বলিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু কল্পে আমার ন্যায় তোমারও জন্ম (আবির্ভাব) হইয়াছে।[৪২] বৈবস্বত মন্বন্তরান্তর্গত অষ্টাবিংশদ্বাপরে গোপীগণসহ অবশ্যম্ভাবী শ্রীকৃষ্ণ-প্রাদুর্ভাবের কথা শাস্ত্রে সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-প্রাদুর্ভাব ব্যতীত কোন কল্পই নাই, ইহাও অর্থাপত্তি প্রমাণে সিদ্ধ হইতেছে। আপত্তি হইতে পারে, 'অনেক' শব্দের অর্থ 'কল্পপরম্পরা' বলিলেইত হইত, 'অনাদি' বলিবার কারণ কি? তাই বলিতেছেন, 'অনাদি' পদ না দিলে কয়েকটি কল্পপরম্পরা বুঝাইতে পারে, নিত্যসিদ্ধ বুঝাইবে না। এই অনাদিত্ব যে নিত্যসিদ্ধ তাহা স্বতঃই প্রমাণিত হয়। কারণ,

---

৪০ মহাভারত বনপর্ব ২৮৬ অধ্যায়, বঙ্গবাসী-সংস্করণ, ১৮২১ শকাব্দ ;
৪১ গৌতমীয়তন্ত্র ২।৩ ; ৪২ গীতা ৪।৫।

অনাদিসিদ্ধ বেদে গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার কথা যখন পাওয়া যাইতেছে, তখন অনাদিত্বও নিত্যসিদ্ধ। শ্রীজীবপাদ এই শাস্ত্রযুক্তি-দ্বারা গোপীপ্রমুখ-লীলা-পরিকর-সহ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকল্পে একই নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবির্ভাবের অনাদিসিদ্ধতা প্রমাণ করিয়াছেন।[৪৩]

এই সকল শাস্ত্র প্রমাণানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন,—'পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার। গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥ ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার। অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার॥ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চারিযুগ জানি। সেই চারিযুগে এক দিব্যযুগ মানি॥ একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর। চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥ বৈবস্বত নাম এই সপ্তম মন্বন্তর। সাতাইশ চতুর্যুগ গেল তাহার অন্তর॥ অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥[৪৪]

স্বয়ং ভগবানের সাধু-পরিত্রাণ ও দুষ্টবিনাশের তাৎপর্য্য

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্ট বিনাশের তাৎপর্য্য হইতেছে—তাঁহার দর্শনোৎকণ্ঠাজনিত দুঃখে দুঃখিত ভক্তগণকে দর্শনদান ও লীলা-প্রমোদের দ্বারা সেই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপন হইতেছে,—তাঁহার পরিচর্য্যা-সংকীর্ত্তনাদিলক্ষণ পরমধর্ম্ম-প্রকাশ, তাহা সাধারণযুগধর্ম্ম নহে। স্বয়ং ভগবানের হস্তে নিহত অসুরগণের গতিরও বিশিষ্টতা আছে। হিরণ্যকশিপু কালনেমি প্রভৃতি অসুরগণ শ্রীনৃসিংহাদি ভগবৎস্বরূপের হস্তে নিহত হইয়াও মুক্তি লাভ না করায় পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর ভারস্বরূপ হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়া চিরমুক্তি লাভ করায় শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃকই পৃথিবীর ভার যথার্থ অপনোদিত হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তগণকেও আর সেই সকল ভগবদ্‌বিদ্বেষীর

---

৪৩ গৌতমীয়তন্ত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়ে দশার্ণ-ব্যাখ্যায়াং অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা। নন্দনন্দন ইত্যুক্তস্ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধনঃ' অত্রানেকজন্মসিদ্ধিত্বমনাদিকল্পপরম্পরা-প্রাদুর্ভূতত্বমেবোচ্যতে, 'বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন' ইতিবৎ। বৈবস্বত-মন্বন্তরান্তর্গতাবশ্যম্ভাবং তৎপ্রাদুর্ভাবঃ, তৎপ্রাদুর্ভাবং বিনা কল্পাভাবাৎ, অনাদিসিদ্ধবেদপ্রাপ্ততত্তদুপাসনাসিদ্ধানাদিত্বাৎ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১৭৭ অনু। ৪৪ চৈ চ ১।৩।৫—১০।

মুখদর্শন করিতে হয় নাই। অসুরগণের প্রতি আপাতদর্শনে যাহা 'নিগ্রহ' তাহাও 'অনুগ্রহ'-পদবাচ্যই হইয়াছে।[৪৫] কৃষ্ণের বাল্যলীলাবশে হত পূতনাদির ভক্তপদ ও গোলোকগতি পর্য্যন্ত লাভ হইয়াছে।

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য শ্রীগীতোক্ত 'সম্ভবামি যুগে যুগে' বাক্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—'কৃত-ত্রেতাদি-যুগেষু বিশেষো নিয়মোঽপি নাস্তীত্যর্থঃ' অর্থাৎ 'সত্য, ত্রেতাদি যুগে আমি (কৃষ্ণ) আবির্ভূত হই। ইহাতে বিশেষ নিয়মও নাই।' শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের এই টীকাটি সকল ভগবদবতারের সহিত এক করিয়া সাধারণভাবে বলা হইয়াছে। কারণ সত্য-ত্রেতা বা সমস্ত দ্বাপরে সাক্ষাৎ ভগবান কৃষ্ণ অবতীর্ণ হ'ন না—ইহা সমস্ত পুরাণের প্রমাণ হইতেই জানা যায়। প্রতিকল্পে ঐরূপ বিশেষ দ্বাপরের শেষভাগেই শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে অবতার। তাহা তাঁহার যুগাবতারাদির ন্যায় ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি এইরূপ হেতুমূলক নহে ; তাহা তাঁহারই স্বেচ্ছাকৃত বা স্বীয় ভক্তগণের ইচ্ছাকৃত। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক শ্রীদেবকী-গর্ভস্তুতিতেও দৃষ্ট হয়,—

> ন তেঽভবস্যেব ভবস্য কারণং, বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।
> ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া, কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি ॥[৪৬]

হে ঈশ ! আপনি জন্মরহিত হইয়াও স্বরূপানন্দ আস্বাদনের জন্যই জন্মলীলা আবিষ্কার করেন। একমাত্র স্বেচ্ছাময় ক্রীড়া ব্যতীত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়াদি আপনার আবির্ভাবের কারণ নহে। পৃথিবীর ভার-হরণ-কার্য্য পৃথিবী-পালনেরই অন্তর্গত। তজ্জন্য স্বয়ং ভগবান আপনার অবতীর্ণ হইবার কোনও প্রয়োজন হয় না। যেহেতু আপনি সর্ব্বাশ্রয় ; আপনার অপাশ্রিতা যে মায়া তাহার দ্বারাই ব্রহ্ম-রুদ্রাদি গুণাবতারগণ জগতের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। আপনি হইতেছেন অভয়। আপনার নামের কীর্ত্তন-স্মরণাভাসেই কংসাদি অসুর হইতে ভয় নিবর্ত্তিত হয়। অতএব সেই সকল অসুর বধের জন্য আপনাকে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া উদ্যম করিবারও প্রয়োজন হয় না।

---

৪৫ শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী (শ্রীজীব) ১০।২।৪০ ; ৪৬ ভা ১০।২।৩৯।

তাই দেখা যায়, কংসনিধনাদি কার্য্যও শ্রীদেবকীনন্দন রঙ্গমঞ্চে ক্রীড়াবশেই করিয়াছেন এবং শ্রীযশোদানন্দনরূপে জন্মলীলা-কালে কোন প্রকার অস্ত্রাদি সঙ্গে আনয়ন করেন নাই। তিনি পূতনাঘাতন, শকটভঞ্জনাদিও কোন অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা করেন নাই; মধুর বাল্য-ক্রীড়া করিতে করিতেই তাহা করিয়াছেন। তিনি বৃন্দাবনলীলায় কেবল ক্রীড়া, গোচারণ, বংশীবাদনাদি লীলা করিয়া নিজ-গণ-সঙ্গে আনন্দ আস্বাদন করিয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের যে অবতার তাহা কেবল স্বরূপশক্তি-গণ-সহ আত্মবিনোদনার্থ ক্রীড়ামাত্র—জাগতিক কোন হেতুমূলক নহে।

চতুর্থ প্রকাশ

লীলাপুরুষোত্তম ও লীলাবতারবর্গ

'কলিকালে লীলাবতার না করে ভগবান'

লীলাপুরুষোত্তম ও লীলাবতারবর্গকে এক পর্য্যায়ে গণনা

শ্রীরূপ-পাদ শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে বলিয়াছেন,—

যদ্বিলাসো মহাশ্রীশঃ স লীলাপুরুষোত্তমঃ।[১]

মহালক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণ যাঁহার বিলাসমূর্ত্তি, তিনিই লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

স্বয়ং ভগবান আর লীলা-পুরুষোত্তম।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥[২]

স্বাংশাবতারগণের মধ্যে মৎস্যাদি অবতারগণ লীলাবতার-রূপে উক্ত হয়েন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং স্বাংশলীলাবতারগণ সকলেই লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইয়া বিবিধ লীলা সম্পাদন করেন, এজন্য লীলাপুরুষোত্তম ও লীলাবতার-বর্গের একপর্য্যায়ে

১ সং ভা ১।৭২১ শ্রীমৎপুরীদাস-সং; ২ চৈ চ ২।২০।২৪০।

গণনা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। "যথাহং লীলয়েশ্বরঃ" (ভা ১১।১৮।৩৬) এই বাক্য হইতে জানা যায়—যাঁহারা স্বেচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া ভক্ত-বিনোদন ও দুষ্ট-দমনাদি কার্য্য করেন, তাঁহারা 'লীলাবতার' নামে খ্যাত।

শ্রীলীলাস্তবে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ ১৮-২৭ সংখ্যায় মুখ্যলীলাবতারের ক্রমসংখ্যা শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে (১।৩ ও ২।৭ অধ্যায়) প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে শ্রীরূপও তাহা বিবৃত করিয়াছেন।

লীলাস্তবে শ্রীসনাতন বলিয়াছেন—'তং ত্বাং শ্রীকৃষ্ণ ! বন্দেঽহং জগদেকদয়ানিধে। নিজ-ভক্ত-বিনোদার্থ-লীলানন্তাবতারকৃৎ"—হে কৃষ্ণ, হে জগতের একমাত্র দয়ানিধান ! তুমি নিজ ভক্তের বিনোদনের জন্য অনন্ত লীলাবতার প্রকট কর। তোমাকে আমি বন্দনা করি। (১) যজ্ঞ, (২) বিভু, (৩) সত্যসেন, (৪) হরি, (৫) বৈকুণ্ঠ, (৬) অজিত, (৭) বামন, (৮) সার্ব্বভৌম, (৯) ঋষভ (ইনি আয়ুষ্মৎপুত্র, নাভিপুত্র ঋষভ নহেন) (১০) বিষ্বকসেন, (১১) ধর্ম্মসেতু, (১২) সুধামা, (১৩) যোগেশ্বর ও (১৪) বৃহদ্ভানু —এই চৌদ্দজন মন্বন্তরাবতার। এই চৌদ্দজন পৃথক্ পৃথক্ চৌদ্দটি (স্বায়ম্ভুবাদি) মনুর অন্তরে (অধিকারে, সময়ে) অবতীর্ণ হইয়া সেই সেই মন্বন্তর পর্য্যন্ত জগৎ পালন করেন বলিয়া 'মন্বন্তরাবতার' নামে কথিত হয়েন। মন্বন্তরাবতারগণই নিজ নিজ অধিকার-ভুক্ত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, হরিৎ ও কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করিয়া যুগাবতার হয়েন। অতএব অন্যান্য স্বাংশ অবতারের ন্যায় যুগাবতারগণের পৃথগ্‌ভাবে গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণু হইতে আবির্ভাব হয় না। "যো হি মন্বন্তরাবতারঃ, স এব মন্বন্তরস্থ তত্তদ্যুগেষু তথা তথা আবিঃ স্যাৎ, ন তু গর্ভোদকশয় ইত্যর্থঃ,[৩] তন্মধ্যে কলিযুগে যাহা বিশেষ জ্ঞাতব্য তাহা বলিতেছেন—

পূর্ব্বোৎপন্নেষু ভূতেষু তেষু তেষু কলৌ প্রভুঃ।
কৃত্বা প্রবেশং কুরুতে যদভিপ্রেতমাত্মনঃ॥
অতোঽমীষ্বতারত্বং পরং স্যা**দৌপচারিকম্**।[৪]

৩ শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃত ১।২১৬ ও শ্রীবলদেব-টীকা দ্রষ্টব্য ; ৪ ঐ ১।২৩৩-৩৪।

কলিযুগে হরি পূর্ব্বোৎপন্ন সেই সেই মহত্তম জীবসমূহে প্রবেশ-পূর্ব্বক নিজ অভিপ্রেত কার্য্য সম্পন্ন করেন। অতএব কুমার, নারদ, পৃথু, পরশুরাম, **বুদ্ধ ও কল্কিকে যে অবতার-রূপে বর্ণন** করা হইয়াছে, তাঁহাদের অবতারত্ব **ঔপচারিক** (গৌণ)। এই উক্তি হইতে জানা যায়, কলিযুগের যে সকল যুগাবতার, তাঁহারা আবেশাবতার। বুদ্ধ ও কল্কিকে কল্পাবতার (প্রতি কল্পে একবার মাত্র আবির্ভূত) বলা হয়, কিন্তু বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-শাস্ত্র-মতে প্রতিযুগেই বুদ্ধ ও কল্কি অবতীর্ণ হয়েন এবং তাঁহারা দুইজন আবেশাবতার—

'আবেশত্বং কল্কিনোঽপি বিষ্ণুধর্ম্মে বিলোক্যতে'[৫]—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কল্কিরও (বুদ্ধের ন্যায়) আবেশাবতারত্ব দৃষ্ট হয়।

বুদ্ধ ও কল্কি—আবেশাবতার

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তত্ত্বসন্দর্ভীয় ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভীয় সর্ব্বসম্বাদিনীতে এবং দুর্গমসঙ্গমনীতে[৬] শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের প্রমাণের দ্বারা শ্রীবুদ্ধের ও শ্রীকল্কির আবেশাবতারত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। 'কল্কির্বুদ্ধশ্চ প্রতিকলিযুগ এবেত্যেকে। এতৌ চাবেশাবিতি বিষ্ণুধর্ম্মমতম্। তথা হি—

প্রত্যক্ষরূপধৃগ্‌দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ।
কৃতাদিষ্বেব তেনৈষ ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে॥ ইত্যাদি*

—কোন কোন শাস্ত্রমতে কল্কি ও বুদ্ধ প্রতি কলিযুগেই অবতীর্ণ হয়েন। এই দুইজন আবেশাবতার, ইহাই বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের মত। তাহাতে উক্ত হইয়াছে—কলিকালে প্রত্যক্ষরূপধারী ভগবান্ শ্রীহরি লোক-দৃষ্টি-গোচর হয়েন না; সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগেই দৃষ্ট হয়েন। এজন্য তিনি 'ত্রিযুগ' নামে কথিত হয়েন।

এই উক্তি অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ কলিতে অবতার নাই মনে করেন। বস্তুতঃ এই উক্তির দ্বারা কলিতে স্বাংশ অবতার হয় না এবং 'পূর্ব্বোৎপন্নেষু' ইত্যাদি শ্লোক প্রমাণে আবেশাবতার হয়—এই দুইটি কথাই পাওয়া যায়।

---

৫ স ভা ১।২৩০; ৬ দুর্গমসঙ্গমনী ১।২।১০২; * শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভীয় সর্ব্বসংবাদিনী।

"ভাগবত-ভারত, তুই শাস্ত্রের প্রধান। সেই তুই কহে কলিতে 'সাক্ষাৎ-অবতার' ॥"এবং "কলিকালে 'লীলাবতার' না করে ভগবান। অতএব 'ত্রিযুগ' করি কহি তার নাম ॥" ইত্যাদি সিদ্ধান্ত যাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে[৭] ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাও পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তেরই সমর্থক।

এই স্থানে **'সাক্ষাৎ অবতার'** বলিতে **'স্বয়ংরূপাবতার'** আর **'লীলাবতার'** বলিতে **'স্বাংশাবতার'** উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। লীলাবতার (স্বাংশাবতার) কোন কলিযুগেই অবতীর্ণ হয়েন না। সাধারণ কলিতে আবেশাবতারই প্রকটিত হয়েন।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতের মঙ্গলাচরণ-ধৃত "কৃষ্ণবর্ণং" শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—"অন্যেষু কলিষু তু কচিচ্ছ্যামত্বেন, কাপি শুকপত্রাভত্বেন বাবতারস্যোক্তেঃ, স চ স চ তদাবিষ্টো জীববিশেষ ইতি "প্রত্যক্ষরূপধৃক্ দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ" ইত্যাদি-বাক্যং তদ্বিষয়কম্।" পুনরায় যুগাবতার-প্রকরণের টীকায় বলিয়াছেন—"ন চৈবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য প্রত্যক্ষরূপত্বং ন স্যাদিতি বাচ্যং, তস্য কলিযুগাবতারত্বাভাবাৎ, প্রতিকলি কৃষ্ণবর্ণোঽবতারঃ স্মর্য্যতে, স চ জীববিশেষ এব, কলিবিশেষে তু গর্গোক্তঃ পীতঃ সাক্ষাৎ-ঈশ্বর এব, তদা কৃষ্ণবর্ণস্তত্র প্রবিষ্ট ইতি সর্ব্বং সুস্থম্।"[৮]

তাৎপর্য্য,—যে দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তৎসন্নিহিত যে কলিতে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌর অবতীর্ণ হয়েন, তদ্ব্যতীত অন্যান্য কলিতে যে কোথায় শ্যাম (কৃষ্ণ) বর্ণ, কোন কলিতে বা শুকপাখীর পাখার বর্ণযুক্ত যুগাবতারের বিষয় বলা হইয়াছে, সেই সেই অবতার ভগবদাবিষ্ট জীববিশেষ। কলিতে প্রত্যক্ষ-রূপধারী ভগবান লোকদৃষ্টি-গোচর হয়েন না, এই বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বাক্য সেই সেই (সাধারণ) কলির আবেশাবতার-বিষয়ক অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণ কলিতে যে কেবল আবেশাবতারই হয়, ইহার জ্ঞাপক।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য 'যুগাবতার' নহেন—স্বয়ংরূপাবতার

তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কলিযুগে অবতীর্ণ হওয়ায় বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের প্রমাণানুসারে তিনি প্রত্যক্ষরূপধারী নহেন বলিতে হয়, অর্থাৎ তাঁহার আবেশাবতারত্ব

৭ চৈ চ ২।৬।৯৭—৯৯; ৮ সং ভা যুগাবতার-প্রকরণ ২৫ সংখ্যা শ্রীবলদেব-টীকা।

স্বীকার করিতে হয়। না, তাহা বলা যাইবে না। কারণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব 'যুগাবতার' নহেন। প্রতি কলিযুগে যে কৃষ্ণবর্ণ অবতার, তিনি ভগবদাবিষ্ট জীববিশেষ। শ্রীগর্গাচার্য্যপাদের ও শ্রীকরভাজনপাদের কথিত স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে বিশেষ দ্বাপরে অবতীর্ণ হয়েন, তৎপরবর্ত্তি কলিতে (বর্ত্তমান কলিতে) যে পীতবর্ণের অবতার, তাহা স্বয়ংরূপ ভগবান সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই ; কেবল প্রেয়সীর ভাব ও কান্তিতে আচ্ছন্ন, এই মাত্র বিশেষ। তখন কলিযুগের কৃষ্ণবর্ণ যুগাবতার স্বয়ংরূপাবতার শ্রীগৌরে প্রবিষ্ট হয়েন। এই সিদ্ধান্তের দ্বারা সর্ব্বসঙ্গতি সাধিত হয় (শ্রীবলদেব)।

'সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিনযুগে যেরূপ প্রত্যক্ষরূপধারী যুগাবতার আবির্ভূত হয়েন, কলিতে হরি সেইরূপ প্রত্যক্ষরূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হ'ন না'। এজন্য তিনি 'ত্রিযুগ' নামে উক্ত হ'ন। 'কলির অবসানে বাসুদেব ব্রহ্মবাদী কল্কিতে অনু-প্রবিষ্ট হইয়া জগৎ রক্ষা করেন।' ইত্যাদি—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-শাস্ত্রবাক্যও অসীম অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় কৃষ্ণস্বরূপের অচিন্ত্য স্বভাবের দ্বারাই অতিক্রান্ত হইয়াছে, কারণ শ্রীকৃষ্ণের কলির প্রারম্ভে আবির্ভাব-ব্যাপ্তি দৃষ্ট হয়। *

'কলিকালে লীলাবতার না করে ভগবান' বাক্যের তাৎপর্য্য

পূর্ব্বে পণ্ডিত-সমাজে ধারণা ছিল যে কলিযুগে ভগবানের অবতার নাই। তাঁহাদেরই মুখপাত্রের অভিনয় করিয়া প্রকৃততত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিবার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যে শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যপাদ "ত্রিযুগ"শব্দের প্রমাণ দেখাইয়া বলিয়াছেন,—"অতএব 'ত্রিযুগ' করি কহি বিষ্ণু নাম। কলিকালে অবতার নাহি—শাস্ত্রজ্ঞান ॥"[৯] ইহার উত্তরে শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যপাদ বলিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৮।১৩, ১১।৫।৩২) এবং শ্রীমন্মহাভারতের (দানধর্ম্ম ১৪৯ অঃ, সহস্রনাম ৯২ ও ৭৫ সংখ্যা) প্রমাণ হইতেই জানা যায় বর্ত্তমান কলিতে সাক্ষাদ্ ভগবানের (স্বয়ংরূপের) অবতার আছে। শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদপ্রমুখ মহদ্‌গণও 'অনেন **কলৌ কৃষ্ণাবতারস্য প্রাধান্যং** দর্শয়তি'

---

*তদপ্যমর্য্যাদৈশ্বর্য্য-কৃষ্ণত্বেনৈবাতিক্রান্তম্ ; তস্য কলি-প্রথম-ব্যাপ্তি-দর্শনাৎ—শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভীয় সর্ব্বসম্বাদিনীর প্রারম্ভ দ্রষ্টব্য।

৯ চৈ চ ২।৬।৯৫।

শ্রীভাগবতামৃতে লীলাবতারের মধ্যে প্রথমতঃ আবেশাবতার, স্বাংশ ও স্বয়ংরূপাবতার একত্র গণিত, পরে আবেশাবতারের ভিন্নত্ব নির্দ্দেশ

ইহার উত্তর শ্রীরূপের শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃতেই পাওয়া যায়। শ্রীল রূপ-পাদ শ্রীভগবদবতারের বিভেদ প্রদর্শন-কালে বলিয়াছেন—

পুরুষাখ্যা গুণাত্মানো লীলাত্মানশ্চ তে ত্রিধা।
প্রায়ঃ স্বাংশাস্তথাবেশা অবতারা ভবন্ত্যমী ॥
অত্র যঃ স্যাৎ স্বয়ংরূপঃ সোঽগ্রে ব্যক্তীভবিষ্যতি ॥[১৫]

প্রপঞ্চাতীত নিত্যধামে যে সকল স্বয়ংরূপাদি শ্রীভগবত্তত্ত্ব নিত্য বিরাজমান আছেন তাঁহারাই অচিন্ত্য শক্তিবলে তথায় বিরাজমান থাকিয়াও এই ব্রহ্মাণ্ডেও বিশ্ব-কার্য্যের নিমিত্ত অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহাদিগকে 'অবতার' বলা হয়। এই সকল অবতার তিন ভাগে বিভক্ত—(১) পুরুষাবতার, (২) গুণাবতার (৩) লীলাবতার। ইঁহারা অধিকাংশস্থলেই স্বাংশ ও আবেশ-ভেদে দ্বিবিধ। আর ইঁহাদের মধ্যে যিনি স্বয়ংরূপাবতার তিনি অগ্রে প্রদর্শিত হইবেন।

এই উক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে অগ্রে যে সকল লীলাবতার প্রদর্শিত হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে আবেশাবতার, স্বাংশ ও স্বয়ংরূপ একত্রই গণিত হইয়াছেন। ইহা হইতে আবেশাবতারকে ভিন্ন করিবার জন্যই শেষে বলিতেছেন—

তত্রাবেশাবতারাস্ত জ্ঞেয়াঃ পূর্ব্বোক্তরীতিতঃ
যথা কুমার-দেবর্ষি-বেণাঙ্গপ্রভবাদয়ঃ ;
আবিষ্টো ভার্গবে চাভূদিতি তত্রৈব কীর্ত্তিতম্ ॥
আবেশত্বং কল্কিনোঽপি বিষ্ণুধর্ম্মে বিলোক্যতে ॥[১৬]

সেই লীলাবতারের গণনার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে (অর্থাৎ কোন মহত্তমজীবে জ্ঞানকলা, শক্তিকলা ও ভক্তিকলাদি বিভাগের দ্বারা) শ্রীহরির

১৫ সং ভা ১।২৮-২৯; ১৬ ঐ ১।২২৫-২৩০।

আবেশকে 'আবেশাবতার' বলিয়া জানিবে। তাহা শ্রীপদ্মপুরাণ-মতে—চতুঃসন, নারদ, পৃথু ও পরশুরাম এবং শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-মতে—কল্কি ও বুদ্ধ। ইহাই শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন,—

'প্রত্যক্ষরূপধৃগ্ দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ।' ইত্যাদি।[১৭] কারিকায় ইহার তাৎপর্য্য বলিতেছেন—

অতোঽমীষ্ববতারত্বং পরং স্যাদৌপচারিকম্॥[১৮]

আবেশাবতারে অবতার-সংজ্ঞা গৌণ
তদেকাত্ম-শ্রীমৎস্যকূর্ম্মাদি পারিভাষিক লীলাবতার

অতএব এই সকল আবেশাবতারে 'অবতার'-সংজ্ঞা উপচারে (গৌণভাবে) প্রযুক্ত হয়। সুতরাং মুখ্যতঃ পারিভাষিক লীলাবতার বলিতে সপ্তদশ (১৭) সংখ্যক স্বাংশাবতার। ইহাই যে শ্রীজীব-পাদ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।[১৯]

স্বয়ংরূপ, স্বয়ংপ্রকাশ ও আবেশাবতার বাদ দিয়া অবশিষ্ট
তদেকাত্মরূপগণই শ্রীকবিরাজগোস্বামি-কথিত লীলাবতার

এই সিদ্ধান্তই শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ অবতারের ছয় প্রকার ভেদ প্রদর্শন করিয়া জানাইয়াছেন—

অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্বিধ-প্রকার।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর॥
গুণাবতার আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশাবতার॥[২০]

সুতরাং শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিপাদের বিভাগানুযায়ী কল্পাবতার (২৫ মূর্ত্তি) হইতে আবেশাবতার ছয় (৬) এবং স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশ (১+১=২) বাদ দিয়া (২৫−৮=১৭) যাঁহারা অবশিষ্ট থাকেন, তাঁহারাই 'লীলাবতার'। অতএব

---

১৭ সং ভা ১।২৩১; ১৮ ঐ ১।২৩৪; ১৯ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভীয় সর্ব্বসম্বাদিনী ও পূর্ব্বের ৬ নং মূল ও পাদটীকা দ্রষ্টব্য; ২০ চৈ চ ২।২০। ২৪৫—৪৬।

"কলিকালে লীলাবতার না করে ভগবান" [২১] এই বাক্যের সহিত শ্রীভাগবতামৃতের সিদ্ধান্তের কোন অসঙ্গতি নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসূতগোস্বামিপাদও শ্রীকৃষ্ণকে প্রথমে লীলাবতার-সামান্যে গণনা করিলেও পরে তাহা সংশোধন করিয়া লইয়াছেন।[২২]

শ্রীকৃষ্ণ—স্বেচ্ছাময় স্বয়ংরূপাবতার—পারিভাষিক লীলাবতার নহেন

আবেশাবতার (চতুঃসনাদি), প্রাভবাবতার (মোহিনী, ধন্বন্তরী, হংস, ঋষভাদি), বৈভবাবতার (মৎস্য, কূর্ম্মাদি), পরাবস্থাবতার (রাম ও নৃসিংহ) হইতেও স্বতন্ত্র সর্ব্বকারণকারণ স্বয়ংরূপাবতার শ্রীকৃষ্ণ। অতএব শ্রীকৃষ্ণ পারিভাষিক লীলাবতার নহেন।

বিশেষ কলিতে স্বয়ংরূপাবতারের বিশেষত্ব সম্বন্ধে স্বামিপাদ

শ্রীধরস্বামিপাদও "ছন্নকলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্" [২৩] শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—বিভাবয়সি পালয়সি। হংসি ঘাতয়সি, কলৌ তু তন্ন করোষি যতস্তদা ত্বং ছন্নোঽভবঃ অতস্ত্রিষ্বেব যুগেম্বাবির্ভাবাৎ স এবম্ভূতস্ত্বং ত্রিযুগ ইতি প্রসিদ্ধঃ।

—যে মহাপুরুষ! আপনি এইরূপে মনুষ্য, পশু, ঋষি, দেবতা, মৎস্য ইত্যাদি অবতারমূর্ত্তিসমূহ প্রকট করিয়া ভুবন-সমূহ পালন এবং জগতের প্রতিকূল অসুরদিগকে হত্যা করিয়া প্রতিযুগে যুগানুরূপ ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, কিন্তু কলিযুগে সেইরূপ প্রজাপালন (শ্রীরামচন্দ্রাদি লীলাবতার বা মন্বন্তরাবতারগণের ন্যায়) ও অসুরমারণ (শ্রীরাম-নৃসিংহাদির ন্যায় কার্য্য করেন না বলিয়া আপনি কলিযুগে ছন্ন (ভগবদ্ভক্তভাবে গুপ্ত) থাকেন। শ্রীনৃসিংহ-ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীপ্রহ্লাদ ও শ্রীশ্রীধরস্বামীর এই উক্তির সর্ব্বতোভাবে সার্থকতা মহাপ্রভুতে পরিদৃষ্ট হয়। তাই শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—'অন্য অবতারে সব সৈন্য-শস্ত্র সঙ্গে। চৈতন্য-কৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ-

---

২১ চৈ চ ২।৬।৯৯; ২২ ভা ১।৩।২৮; ২৩ ভা ৭।৯।৩৮ ভাবার্থদীপিকা।

উপাঙ্গে' ॥[২৪] শ্রীচৈতন্য-কৃষ্ণ—'বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্টে চায়। করিয়া কলুষ নাশ প্রেমেতে ভাসায়' ॥[২৫] অন্যান্য পদকর্তৃগণও গাহিয়াছেন,—

"রাম আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে, অসুরেরে করিল সংহার।
এবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণে কারো না মারিল, চিত্তশুদ্ধি করিল সভার ॥"[২৬]

দুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ডী,
প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়ে, হৃদয় শোধিল,
যাচি গিয়া ঘরে ঘরে ॥ [২৭]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বাংশ লীলাবতারাদির ন্যায় অসুর-মারণাদি কার্য্য করেন নাই। তিনি পারিভাষিক 'লীলাবতার' (স্বাংশ) নহেন। তিনি ভগবদাবিষ্ট যুগাবতারও নহেন, তিনি শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ।

একই কল্পে স্বয়ংরূপাবতারের দুইবার আবির্ভাবের সঙ্গতি কি ?

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে এক কল্পে (ব্রহ্মার একদিনে) একবার মাত্র স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ-হয়েন, ইহাই পুরাণাদি শাস্ত্র এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেরও[২৮] স্বীকৃত সিদ্ধান্ত। তবে কিরূপে একই-কল্পের অন্তর্গত একই চতুর্যুগের মধ্যে দ্বাপরের শেষে একবার এবং তৎপরবর্ত্তি কলির সন্ধ্যায় আর একবার শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইতে পারে ?

ইহার প্রকৃষ্ট সমাধান শ্রীজীবপাদের তত্ত্বসন্দর্ভীয় সর্ব্ব-সম্বাদিনীর প্রারম্ভেই নিম্নলিখিত বাক্যে পাওয়া যায়—"যদ্-দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণোঽবতরতি তদনন্তর-কলাবেব শ্রীগৌরোঽপ্যবতরতীতি সারস্যলব্ধেঃ সাক্ষাৎ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং শ্রীগৌর ইত্যায়াতি তদব্যভিচারাৎ।" একমাত্র যে দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

২৪ চৈ চ ১।৩।৬৪; ২৫ ঐ ১।৩।৬১; ২৬ শ্রীদেবকীনন্দনদাস, শ্রীপদকল্পতরু ২২০৬ ব স প; ২৭ শ্রীপ্রেমদাস; ২৮ চৈ চ ১।৩।৬।

অবতীর্ণ হয়েন তাহার অব্যবহিত পরের কলিতেই শ্রীগৌর অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, এই নিয়মের কখনও অন্যথা হয় না বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-লীলা ও শ্রীগৌর-লীলা দুইটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন লীলা নহে। যেমন চাক্ষুষ মন্বন্তরে শ্রীনৃসিংহলীলা ও সেই মন্বন্তরেই পরবর্ত্তী শ্রীকূর্ম্মলীলা অথবা বৈবস্বত মন্বন্তরে শ্রীপরশুরাম-লীলা ও সেই মন্বন্তরেই দাশরথি-শ্রীরাম-লীলা, অথবা শ্রীরামলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা পরস্পর বিচ্ছিন্ন লীলা, একটি আর একটির অন্তঃপাতী নহে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণলীলাও শ্রীগৌরলীলা বিচ্ছিন্ন লীলা নহে। স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই দ্বাপর ও কলি—এই উভয় যুগব্যাপিনী অখণ্ডা লীলাই স্বভক্তগণের আনন্দচমৎ-কারিতা পোষণের জন্য দুই লীলাকারে প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীপাদ শুকদেব গোস্বামী দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীদেবকীর গর্ভে আবির্ভাব [২৯] এবং শ্রীবলদেবসহ শ্রীকৃষ্ণের অবিচিন্ত্যশক্তির কথা বর্ণনা করিয়া পরে বলিলেন কেবল দ্বাপরযুগীয় ভক্তগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা সীমাবদ্ধ থাকিবে না পরন্তু সন্নিহিত কলিযুগেও ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণকারী স্বভক্তগণের অনুগ্রহার্থ তাহা ব্যাপ্ত হইবে। অতএব শ্রীকৃষ্ণের লীলা উক্ত দ্বাপর ও তৎসন্নিহিত কলি এই উভয়-যুগব্যাপিনী।

কলৌ জনিষ্যমাণানাং দুঃখশোকতমোনুদম্।
অনুগ্রহায় ভক্তানাং সুপুণ্যং ব্যতনোদ্‌যশঃ ॥[৩০]

শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা টীকা—কলৌ জনিষ্যমাণানাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পার্ষদানাং দুঃখশোকতমোনুদং যশো ব্যতনোৎ। অতঃ কুন্তী-স্তৌে প্রথমে (ভা ১।৮।৩৫) 'শ্রবণ-স্মরণার্হাণি করিষ্যন্নিতি কেচন' ইতি কর্ম্মাণি শ্রবণ-স্মরণার্হাণি করিষ্যন্নিতি ভবিষ্যন্নির্দ্দেশাৎ, অন্যথা তৎকালীন-জনানাং শ্রবণ-স্মরণার্হাণি যদি ভবেত্তদা কুর্ব্বন্নে-বেতি ব্রূয়াৎ। অতো বাক্যৈকবাক্যতা তেন সহেতি স্থিতম্।

দ্বাপরে অবতীর্ণ যশোদাসূনু শ্রীকৃষ্ণ সন্নিহিত কলিযুগে তাঁহার যে সকল ভক্ত জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপার্ষদগণের দুঃখশোক-তমোনাশক

২৯ ভা ৯।২৪।৫৫ ; ৩০ ঐ ৯।২৪।৬১।

যশঃ বিস্তার করিয়াছিলেন। এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে শ্রীকুন্তীদেবীর শ্রীকৃষ্ণস্তুতিমধ্যে উক্ত হইয়াছে, 'শ্রবণ-স্মরণার্হাণি **করিষ্যন্নিতি** কেচন'—কেহ কেহ বলেন, হে কৃষ্ণ! তোমার নিত্য শ্রবণ ও স্মরণযোগ্য যে সকল লীলা আছে, তাহা **ভাবীকালে** সম্পাদন করিবে বলিয়া তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ।' এই স্থানে (১।৮।৩৫) বর্ত্তমান কালের ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে 'করিষ্যন্' ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার প্রয়োগ বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। শ্রীকুন্তীদেবীর এই উক্তির সহিত শ্রীশুকদেবের (৯।২৪।৬১) 'কলৌ জনিষ্যমাণানাং'—এই উক্তির একবাক্যতা করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই, দ্বাপরে অবতীর্ণ শ্রীযশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণই কলিতে শ্রীশচীনন্দনরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার পার্ষদগণের শ্রবণ-স্মরণযোগ্য-লীলা সম্পাদন করিবেন। 'যশস্' শব্দের অর্থ—'তেজস্' (ঋগ্বেদ ৪।১।১৬)—'যশস্' শব্দের আর একটি অর্থ 'সর্বত্রব্যাপী'। 'তেজস্' শব্দে পরাক্রম, শক্তি, অনুভাব, প্রভাব, বীর্য্য, সার— ইত্যাদি বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতসার শ্রীগৌরলীলারূপে কলিকালেও ব্যাপ্ত—তাহা উভয় যুগব্যাপী। দ্বাপর-লীলায় ব্রজগোপীগণের সুতীব্র-বিরহ-দুঃখ-প্রেমবিকারাদি (যাহা আপাতদৃষ্টিতে দুঃখ-শোক-তমোবৎ প্রতীয়মান হয়) তাহা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শ্রীগৌরলীলায় অপনোদন করিয়াছেন। স্বীয় 'যশোদানন্দন' নাম 'শচীনন্দন'রূপে সার্থক করিয়াছেন।

স্বয়ং ভগবান শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের একটি অখণ্ড লীলাপ্রবাহই দুইটি রূপবৈচিত্রীতে প্রকাশিত। একটি রূপ শ্রীকৃষ্ণের বিষয়-প্রধানলীলা, আর একটি রূপ আশ্রয়-প্রধান-লীলা। সর্ব্বলীলামুকুট-মৌলি শ্রীরাসে ব্রজগোপীশিরোমণি শ্রীমতী রাধারাণীর অতুলনীয়া প্রেমসেবার ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ-জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে 'ঋণী' বলিয়াছেন।[৩১] সেই ঋণ কেবল মুখে মাত্র স্বীকার নহে, কার্য্যতঃই পরিশোধার্থ: শ্রীনন্দনন্দনই অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌররূপে কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন-লীলায় স্বয়ং প্রেমের বিষয়রূপে তাঁহার স্বরূপশক্তি

৩১ ভা ১০।৩২।২২।

শ্রীরাধা ও তাঁহার কায়ব্যূহগণের সহিত পরিপূর্ণরূপে রস আস্বাদন করেন, কিন্তু প্রেমের আশ্রয়রূপে যে রস আস্বাদন সম্ভব, তাহা শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপরান্তের শ্রীবৃন্দাবন-লীলায় অবশিষ্ট থাকে। তাহাই সন্নিহিত কলিতে অবতীর্ণ হইয়া পরিপূর্ণ করেন।

অখণ্ড শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরলীলা-রঙ্গ

অতএব দ্বাপরের শেষ ভাগে শ্রীকৃষ্ণ জগতের রঙ্গমঞ্চে উদিত হইয়া যে লীলা করিয়াছেন, মধ্যে পট-পরিবর্ত্তনের পর সেই অখণ্ড লীলারঙ্গ-মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণই সেই সন্নিহিত কলিতে পুনরায় ভাব ও বেশান্তর গ্রহণ করিয়া যে অভিনয় করিয়াছেন, তাহা দ্বাপরলীলারই পরিপূর্ত্তি। এজন্য কেহ কেহ মনে করেন শ্রীকৃষ্ণ কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীনৃসিংহোপাসক শ্রীধরস্বামিপাদও কলিতে শ্রীকৃষ্ণাবতারের প্রাধান্য বলিয়াছেন। ইহা সত্য; কারণ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার আবির্ভাববিশেষে কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব এক কল্পে স্বয়ং ভগবানের দুইবার অবতার হয় নাই, এক কল্পে অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনেরই দ্বাপরান্ত ও কলি-প্রারম্ভব্যাপী এক অখণ্ড অভিনয় শ্রীব্রজ-লীলা ও শ্রীনবদ্বীপ-লীলাকারে অভিনীত হইয়াছে। ইহাই শ্রীগর্গাচার্য্য ও শ্রীকরভাজন শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীবুদ্ধদেব

যদি কেহ বলেন, 'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য' ইত্যাদি শ্লোকে যে পীতবর্ণের অবতারের কথা বলা হইয়াছে, বিশেষ কলিতেই যদি সেই পীতবর্ণের অবতার ধরা যায়, তাহা হইলে দ্বাপরান্তে কৃষ্ণলীলার অব্যবহিত পরেই অবতীর্ণ বুদ্ধদেবকে সেই পীতবর্ণ অবতার বলা যাইবে না কেন? শ্রীবুদ্ধই ত' অব্যবহিত পরে আসিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য ত' তৎপরবর্ত্তী।

উত্তর—শ্রীবুদ্ধদেবের বর্ণ পীত নহে, পাটল বর্ণ। অমরকোষে—'পীতো গৌরো হরিদ্রাভঃ'—পীত শব্দের পর্য্যায় শব্দ গৌর, হরিদ্রাভ, আর 'শ্বেতরক্তস্তু পাটলঃ' (অমরকোষ)। শ্বেত ও রক্ত মিশ্রিত (কতকটা গোলাপী) বর্ণের নাম পাটল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু 'প্রত্যক্ষ তপ্তকাঞ্চনদ্যুতি' বা পীতবর্ণ। তাঁহার বাল্যলীলাকাল হইতেই 'গৌরাঙ্গ', 'গৌর-গোপাল', 'গৌরহরি', নামে প্রসিদ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকরভাজন কলিযুগে অবতীর্ণ কৃষ্ণ-নামরূপগুণপরিকর-লীলাবর্ণনকারী এবং সুমেধোগণের দ্বারা সংকীর্ত্তন-প্রধানযজ্ঞে উপাসিত শ্রীভগবানের কথাই বলিয়াছেন। শ্রীবুদ্ধদেবের লীলায় তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণন দূরে থাকুক, বেদ ও যজ্ঞাদির বিরুদ্ধেই বুদ্ধদেব প্রচার করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের দ্বারা ভাবী কলিকালের কৃষ্ণভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহময় শ্রীকৃষ্ণ-যশোরাশির বিস্তার হয় নাই।

তৃতীয়তঃ, শ্রীবুদ্ধের লীলায় শ্রীকৃষ্ণ-লীলার কোনও সন্ধানই নাই। যে সকল সনাতন শাস্ত্রে শ্রীবুদ্ধের অবতারত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই সকল শাস্ত্রই সর্ব্বত্র তাঁহার প্রচারিত মতবাদের নিন্দা করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীবুদ্ধদেবের লীলায় শ্রীকৃষ্ণ-লীলার প্রাতিকূল্যই প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীগৌরলীলায় শ্রীকৃষ্ণ-লীলাপ্রবাহই সমুজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল বা মুখ্য নায়ক বা নটই অভিনয়ের অখণ্ডতা সংরক্ষণ করেন, অন্যান্য প্রতিকূল অভিনেতৃগণ ব্যতিরেকভাবে অভিনয়ের পুষ্টিসাধন করিলেও তাঁহারা মুখ্য নায়ক নহেন। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণই মূল নায়ক। তাঁহার ভাবাদর্শ শ্রীগৌরাঙ্গেই পরিপূর্ণ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অব্যবহিত পরে শ্রীবুদ্ধের আগমন হইলেও তাহা মূল অভিনয়ের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-লীলার অনুকূল পোষকতা করে নাই, পরিপূর্ত্তি ত' দূরের কথা। মূল নায়কের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরবর্ত্তি-পাত্রের রঙ্গমঞ্চে আগমন ব্যতিরেক ভাবেও দৃষ্ট হয়। ঐরূপ পাত্র মূল নায়কের স্থান অধিকার করে না। বুদ্ধদেব সম্বন্ধেও তাহা বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে প্রকৃষ্ট চেতনা প্রদান করিয়া বিশ্বকে ধন্য করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ-নাম-গুণ-লীলার বিস্তার করিয়া তৎপার্ষদগণের ও কলিকালের ভাবী ভক্তগণের সমস্ত দুঃখ অপনোদন করিয়াছেন।

বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তদশ চতুর্যুগে (অথবা দ্বাবিংশ চতুর্যুগে) অবতীর্ণ আবেশাবতার পরশুরাম গৌরবর্ণ এবং উক্ত মন্বন্তরে চতুর্বিংশ চতুর্যুগীয় ত্রেতায়

অবতীর্ণ লীলাবতার শ্রীদশরথনন্দন শ্রীরামের ব্যূহ সুমিত্রানন্দন শ্রীলক্ষ্মণ ও শ্রীশত্রুঘ্ন স্বর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ। ইঁহাদের কথাও উঠিতে পারে না। কারণ ইঁহারা ত্রেতাযুগের স্বাংশ অবতার।

কলিতে কৃষ্ণ 'অকৃষ্ণাঙ্গ' (পীত) হয়েন কেন ?

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরযুগের ন্যায় স্বীয় নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণবর্ণে অবতীর্ণ না হইয়া কলিতে পীতবর্ণে অবতীর্ণ হয়েন কেন ? ইহার উত্তরেই শ্রীকবিরাজ গোস্বামি-পাদ বলিয়াছেন,—ব্রজপ্রেমদ নামসঙ্কীর্ত্তন প্রচারের জন্য কলিতে অকৃষ্ণাঙ্গ (পীতবর্ণ) কৃষ্ণের আবির্ভাবের আবশ্যকতাও যে নিত্যসিদ্ধ, তাহা শাস্ত্রপ্রমাণে জানা যায়! সেই শাস্ত্র-বাক্যের সত্যতা ও সার্থকতা সম্পাদনের জন্যই স্বয়ং কৃষ্ণ অকৃষ্ণাঙ্গ হইয়া অবতীর্ণ হয়েন। শ্রীমহাভারতে শ্রীভীষ্মদেব এবং শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীগর্গাচার্য্য ও শ্রীকরভাজন—সুমেধোগণের যে উক্তি "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গঃ"[৩২]এবং "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং"[৩৩]—অর্থাৎ কলিকালে স্বয়ং ভগবান সুবর্ণ হেমাঙ্গরূপ অকৃষ্ণাঙ্গ হইয়া কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণাদি বর্ণনকারী হয়েন (এই বাহ্য প্রয়োজন) এই বাক্যের সত্যতা রক্ষার জন্য এবং নিজের তিন বাঞ্ছা পূরণের জন্য (অন্তরঙ্গ প্রয়োজন) (রাধিকার ভাবদ্যুতি অঙ্গীকার বিনে। সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥[৩৪]) শ্রীকৃষ্ণ অকৃষ্ণাঙ্গ বা পীতবর্ণে অবতীর্ণ হয়েন। ইনি স্বরূপে কৃষ্ণ, কিন্তু কান্তিতে অকৃষ্ণ—অন্তঃকৃষ্ণ, বহির্গৌর। এই পীতবর্ণ আগন্তুক নহে, ইহাও নিত্যসিদ্ধ স্বরূপানুবন্ধী বর্ণ। বিশেষ কলিতে বিশেষ যুগধর্ম্ম যে ব্রজপ্রেমদ নাম, তাহার প্রচারের জন্যই পীতবর্ণ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষ। "কলিকালে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার। তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্য অবতার।" "সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্য অবতার। যুগধর্ম্ম নাম প্রেম কৈল পরচার॥[৩৫]রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ। তিন সুখ আস্বাদিতে হইব অবতীর্ণ॥ সর্ব্বভাবে কৈল কৃষ্ণ এই ত নিশ্চয়। হেনকালে আইলা যুগাবতার সময়॥"[৩৬]

---

৩২ ম ভা অনুশাসনপর্ব্ব, দানধর্ম্ম ১৪৯ অধ্যায়, বিষ্ণুসহস্রনাম ৯২ শ্লোক ; ৩৩ ভা ১১।৫।৩২ ; ৩৪ চৈ চ ১।৪।২৬৭ ; ৩৫ চৈ চ ১।৩।৪০, ১।৪।২২০ ; ৩৬ ঐ ১।৪।২৬৮—২৬৯।

'পীতবর্ণের আবির্ভাবও কৃষ্ণান্তর্ভুক্ত হয়েন', শ্রীজীবপাদের এই উক্তির তাৎপর্য্য

শ্রীজীবগোস্বামিপাদের শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে [৩৭] শ্রীগর্গাচার্য্যপাদের উক্তির সম্বন্ধে এইরূপ দৃষ্ট হয়, প্রতি যুগে অবতারসমূহ প্রকটকারী ভগবানের তিন বর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে যে যে শুক্লবর্ণ আবির্ভাব, যে যে রক্তবর্ণ আবির্ভাব, যে যে পীতবর্ণ আবির্ভাব এবং উপলক্ষণে অন্যান্য বর্ণ-বিশিষ্টগণের যেই যেই আবির্ভাব তৎসমুদয়ও এই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-সময়ে শ্রীকৃষ্ণেই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। যেহেতু সর্ব্বাকর্ষক অংশী শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব অংশ আকর্ষণ করিয়া স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই 'পীতবর্ণ আবির্ভাব' বলিতে যদি সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য অর্থ করা যায়, তাহা হইলে তিনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ হইয়া আবার শ্রীকৃষ্ণে অন্তর্ভুক্ত হয়েন, ইহা সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কথা হয়। অংশাবতারগণই অংশীতে প্রবিষ্ট হয়েন, ইহাই নিয়ম।

বস্তুতঃ এই স্থানে **"যো যঃ পীতশ্চ"**—যে যে পীতবর্ণের আবির্ভাব বলিতে একটি বিশেষ কলিযুগের পীতবর্ণের আবির্ভাবের কথা বলা হয় নাই, বিভিন্ন যুগের পীতবর্ণের আবির্ভাবসমূহের (যেমন, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে শুদ্ধস্বর্ণকান্তি শ্রীপৃথু, বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তদশ বা মতান্তরে দ্বাবিংশ চতুর্যুগে ত্রেতায় শ্রীলক্ষ্মণ ও শ্রীশত্রুঘ্ন ইত্যাদি স্বর্ণকান্তি বা পীতবর্ণের স্বাংশাদি অবতার-সমূহের) কথাই বলা হইয়াছে।

শ্রীভগবানের অনন্ত অবতারের (অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ) অনন্ত বর্ণ (বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ)।[৩৮] যাবতীয় বর্ণের অংশাবতারসমূহই স্বয়ংরূপাবতারের অন্তর্ভুক্ত থাকেন। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-বিভিন্ন যুগে পীতবর্ণের যে সকল অংশাবতার

---

৩৭ অনুযুগং যুগে যুগে তনূর্গৃহ্নতঃ প্রকটয়তস্ত্রয়ো বর্ণা আসন্ প্রকটা বভুবুঃ; তত্র যো যঃ শুক্লঃ প্রাদুর্ভাব, যো যো রক্তঃ, যো যঃ পীতশ্চ, উপলক্ষকাশ্চৈতে বর্ণান্তরবতাং স (প্রাদুর্ভাবঃ) সর্ব্বোঽপীদানীমস্যাবির্ভাবসময়ে কৃষ্ণতামেতদ্রূপতামেতস্মিন্নন্তর্ভূততামেব গতঃ, সর্ব্বাংশমেবাদায় স্বয়মবতীর্ণত্বাৎ। (সং বৈ তো ১০।৮।১৩); ৩৮ ভা ১০।৮।১৫।

আছেন, তাঁহারা সকলেই স্বয়ংরূপাবতার শ্রীকৃষ্ণে ও তদাবির্ভাববিশেষ স্বয়ংরূপাবতার শ্রীগৌরে প্রবিষ্ট হয়েন।

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষের অবতারের মূলকারণ

শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—যে লাগি অবতার, কহি সে মূল কারণ ॥ প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন। রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥ **রসিকশেখর** কৃষ্ণ **পরমকরুণ**। এই **দুই হেতু, দুই ইচ্ছার** উদ্গম ॥[৩৯]

প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন ও লোকে রাগমার্গীয় ভক্তি-প্রচারণ করিবার দুইটি ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের 'রসিকশেখরত্ব' ও 'পরমকরুণত্ব-এই দুইটি স্বরূপানুবন্ধী গুণ হইতেই উদ্ভূত হয়। তিনি রসিকশেখর বলিয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট লীলারস বা ব্রজপ্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনে তাঁহার স্বাভাবিক ইচ্ছা এবং পরম করুণ বলিয়াই রাগানুগাভক্তি প্রচারে ইচ্ছা। অন্যান্য স্বাংশ ভগবৎস্বরূপের অবতারে ঐশ্বর্য্যভাবমিশ্রা বিধিভক্তিই প্রচারিত হয়।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥[৪০]

ভক্তজনগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ চিত্তাকর্ষিণী লীলাবলী সম্পাদন করেন, যাহা শ্রবণ করিয়া মনুষ্যদেহধারী জীব শ্রীকৃষ্ণ-পরায়ণ (বা তাঁহার লীলাকথা-শ্রবণ-পরায়ণ) হইবে।

দ্বাপর যুগে শ্রীযশোদানন্দন কেবল তাঁহার নিত্যসিদ্ধ নিজ জন বা তৎসম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণের মধ্যেই এবং তাঁহার ভজনকারী ব্যক্তিগণের মধ্যেই স্ব-প্রেম সঞ্চার করিয়াছেন। পূতনাদিতে শ্রীযশোদামাতার অনুকরণ বা বেষাদি থাকায় পূতনা দেহত্যাগের পর ধাত্রীর যোগ্যা গোলোক-গতি লাভ করে অর্থাৎ বালগোপালের নিত্য সেবা লাভ করে। বৃন্দাবনের তরুলতাই প্রেমে অভিষিক্ত হয়, কংসাদির দেহত্যাগের

৩৯ চচৈ ১।৪।১৪—১৬ ৪০ ভা ১০।৩৩।৩৬।

পরই সারূপ্যমুক্তি লাভ হয়, ব্রজপ্রেম নহে। সেই যশোদানন্দনই সন্নিহিত কলিতে শচীনন্দনরূপে আবির্ভূত হইয়া আপামর ও অযাচক সকলের হৃদয় স্বীয় নামের দ্বারা শোধন করিয়া সদ্য সদ্য প্রেম সঞ্চার করেন; পতিত-পাষণ্ডী জিঘাংসুকে পর্য্যন্ত তাহাদের যথাবস্থিত দেহেই স্বীয় প্রেমসম্পত্তি বিতরণ করেন, অস্ত্রপ্রয়োগের বা দেহে যাতনাদানের পরিবর্ত্তে স্বীয় মধুরনামরসে অভিষিক্ত করিয়া ব্রজপ্রেমে আপ্লুত করেন। কেবল শ্রীনবদ্বীপের তরুলতা নহে, ঝারিখণ্ড-বনের তৃণ-গুল্ম-লতা এমন কি, হিংস্র ও বন্য পশু-পক্ষীকে নামরসে অভিষিক্ত করিয়া ব্রজপ্রেম দান করেন। ব্রজ-লীলার কংসের (নবদ্বীপলীলায় কাজীর) মুখে কৃষ্ণনাম প্রকাশ করাইয়া তাঁহাকেও কৃষ্ণপ্রেমে অভিষিক্ত করেন। শ্রীদেবকীনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবৎস্বরূপে শ্রীগীতাদি শাস্ত্রে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র 'আমাকে ভজনা কর', 'আমার শরণ গ্রহণ কর' ইত্যাদি বাক্যে জীবজগৎকে উপদেশ করায় কলহযুগের দাম্ভিক মনুষ্য তৎপ্রতি মৎসর হয়, সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রীশচীনন্দনরূপে ভক্তের বেশে 'তৃণাদপি সুনীচতা'র চরম আদর্শ প্রকট করিয়া সকলকে কৃষ্ণভজনের উপদেশ করায় তাহা দাম্ভিক-পাষণ্ড প্রভৃতি ব্যক্তিগণেরও বরণীয় ও গ্রহণীয় হইয়াছে। আরও শ্রীকৃষ্ণ রাসাদি-সম্ভোগময়ী লীলা প্রকাশ করায় নিসর্গতঃ সম্ভোগমদমত্ত ব্যক্তিগণ, নীতিবাদি-পণ্ডিতগণ, অতিত্যাগী মায়াবাদিগণ তাহার তাৎপর্য্য-গ্রহণে বিমুখ হইয়াছিলেন। সেই ব্রজবধূনাগরই কলিযুগে আবির্ভূত হইয়া গৃহস্থলীলায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সদাচার, পরে সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিয়া পরিব্রাজকবেষে শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রচার এবং লবণবারিধিতটাশ্রয় করিয়া বিপ্রলম্ভময় বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন এবং শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন-রঘুনাথাদি পরিকরবৃন্দের স্বতঃসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রীতিতে ভোগত্যাগের আদর্শ, নিজ প্রিয় পার্ষদ শ্রীছোট হরিদাসের প্রতি দণ্ডলীলাদি প্রকাশ, শ্রীনামকীর্ত্তন-প্রধান সর্ব্বসম্ভোগবাসনাসম্পর্কশূন্য শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকুঞ্জসেবা-প্রণালী প্রচারের দ্বারা স্বীয় ব্রজলীলার অসমোর্দ্ধত্ব, অনবদ্যত্ব ও পরমোজ্জ্বলত্ব প্রমাণ করিয়া আপামর সকলকে তাহা গ্রহণের স্বভাবিক প্রবৃত্তির সঞ্চার করিয়াছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর লিখিয়াছেন,—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-

দেবঃ প্রকট-পরমানন্দবিগ্রহোঽপি সর্ব্বাবতার-সারভূতোঽপি সর্ব্বাবতারশক্তি-প্রকাশসমর্থোঽপি সর্ব্বাবতার-ব্যক্তয়ে দাসদাসীসঙ্গবানপি রাধাসঙ্গপ্রকাশং ন কৃতবান্। অস্য সর্ব্বাবতার-প্রকাশত্বং সর্ব্বৈরেব নিশ্চিতমাস্তে। তথাপি রহস্যমেকং যুক্তমেব শ্রূয়তাম্। শ্রীকৃষ্ণঃ সকলবিলাস-বিনোদরূপ-কৈশোরাদিগুণসম্পন্নোঽপি স্ত্রীণাং বনচরীণাং মোহনং চকার; কিমেতৎ? শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্তু কৌপীনধারী দীনবেশঃ সন্ন্যাসাশ্রমালঙ্কৃতোঽত্যন্তদুর্দ্দান্তং বলবন্তং মহাবৃষভদুর্ব্রূঢ়মধ্যাত্মবাদিনং বিষয়ান্ধং কুযোগিনং জড়মজস্রমত্যপং পাপং চণ্ডালং যবনং মূর্খং কুলস্ত্রিয়ঞ্চ প্রেম-সিন্ধৌ পাতয়ামাস; আনন্দেন বৈকুণ্ঠোপরি স্থাপয়ামাস। কেবলং প্রেমধারয়ৈব সর্ব্বেষামাশয়ং শোধিতবান্, আসুরভাবঞ্চ চূর্ণিতবান্ [৪১]।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ পরমানন্দবিগ্রহ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইলেও—সর্ব্ব অবতারের সারস্বরূপ হইলেও, সর্ব্ব অবতারের শক্তি-প্রকাশে সমর্থ হইলেও এবং সর্ব্ব অবতার তাঁহারই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছেন, ইহা জ্ঞাপনার্থ তত্তদবতারের সেবকমণ্ডলীর সহিত যুক্ত থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের ন্যায় শ্রীরাধাসহ সঙ্গম প্রকাশ করিয়া সম্ভোগভাব জ্ঞাপন করেন নাই। (শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত সর্ব্বক্ষণ কেলিবিলাস প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীরামাবতারে বনবাসকালেও শ্রীসীতাদেবীকে সঙ্গে লইয়াছেন ইত্যাদি)। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সর্ব্বাবতার-প্রকাশত্ব সকলেই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাহা হইলেও একটি যুক্তিসিদ্ধ রহস্য শ্রবণ করুন। শ্রীকৃষ্ণ সকল বিলাস, বিনোদ, রূপ ও কৈশোরাদি গুণসম্পন্ন হইয়াও বনচরী রমণীগণের (ব্রজগোপীগণের) চিত্তা-কর্ষণ করিয়াছেন, মোহন করিয়াছেন,—ইহাই বা কিরূপ? পক্ষান্তরে সেই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেইরূপ কোন প্রকার সম্ভোগের রূপ বেশাদি প্রদর্শন বা কোনরূপ মোহনবিদ্যা প্রকাশ করেন নাই। তিনি কৌপীনধারী, দীনবেশ সন্ন্যাসাশ্রমে ভূষিত হইয়া অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত, বলবান, মহাবৃষের ন্যায় অতীব দুরারোহ

---

৪১ শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত ১১ অনুচ্ছেদ ৩৬—৩৮ পৃষ্ঠা শ্রীসুন্দরানন্দবিদ্যাবিনোদ-প্রকাশিত সংস্করণ (১৩৪৯ বঙ্গাব্দ)।

অধ্যাত্মবাদীকে, বিষয়ান্ধকে, কুযোগীকে, জড়বাদীকে, নিরন্তর মদ্যপায়ীকে, পাপীকে, চণ্ডালকে, যবনকে, মূর্খকে, কুলস্ত্রীগণকে ব্রজপ্রেমসিন্ধুতে নিমগ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে লীলানন্দের দ্বারা বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছিলেন। কেবল প্রেম-ধারা দ্বারাই (কোন বিদ্যাদির দ্বারা নহে) সকলের চিত্ত শোধন করিয়াছিলেন, তাহাদের আসুরভাবকেও বিচূর্ণ করিয়াছিলেন।

সর্ব্বাবতারসারস্বরূপ অবতারীতে সর্ব্বাবতারের অন্তর্ভুক্তির ন্যায় সমস্ত যুগধর্ম্ম ও সর্ব্বধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনেই পর্য্যবসিত হয়। ইহাই শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছেন,—

তবে প্রভু যুগধর্ম্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হ'ন পৃথিবীতে॥
কলিযুগে ধর্ম্ম হয় হরিসংকীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥
এই কহে ভাগবতে সর্ব্ব-তত্ত্বসার।
'কীর্ত্তন-নিমিত্ত গৌরচন্দ্র অবতার'॥
তথা হি (ভা ১১।৫।৩১-৩২)—
ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্র-বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥
কলিযুগে সর্ব্বধর্ম্ম—হরিসঙ্কীর্ত্তন।
সব প্রকাশিলেন চৈতন্য-নারায়ণ॥
কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম-পালিবারে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব্বপরিকরে॥[৪২]

৪২　চৈ ভা ১।২।২১-২৭।

কলিযুগ প্রশংসিল শ্রীভাগবতে।
এই অভিপ্রায় তার জানি ব্যাসসূতে ॥[৪৩]

শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

এই মত চৈতন্যকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্।
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম ॥
কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
যুগধর্ম্ম-কাল হৈল সে কালে মিলন ॥
দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম-নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নাম-প্রেম-মালা গাঁথি পরাইল সংসারে ॥[৪৪]

কলিপাবনাবতারী শ্রীগৌরহরির শ্রীমুখোদ্গীর্ণ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনেই সর্ব্বধর্ম্ম সমবেত হইয়াছে, তাহা আপামরে সর্ব্বসাধ্যশিরোমণি ব্রজপ্রেমপ্রদানকারী। তখন আর সাধারণ যুগচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের আবশ্যকতা থাকে না।

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য শ্রীলোচনদাস ঠাকুর-কৃত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে শ্রীগৌরাবতার-সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। 'কত কত অবতার কার্য্য অনুসারে। যুগের স্বভাবে সবে চারি অবতারে ॥ ধর্ম্ম সংস্থাপন আর অধর্ম্ম বিনাশে। সাধুজন-পরিত্রাণ-হেতু পরকাশে ॥ অসুর-সংহার-হেতু আদি যত আর। **কার্য্য অবতার** বলি এ নাম তাহার ॥ শ্রীরাম আদি যত অবতার লেখি। কার্য্য অবতার তার কার্য্যে পাই সাক্ষী ॥ ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ—যজ্ঞ তার ধর্ম্ম। দুর্ব্বাদলশ্যাম প্রভু—রাক্ষস-ক্ষয়-কর্ম্ম ॥ সকল ত্রেতায় সে না হয় রঘুনাথ। রাবণ বধিতে খেলা বানরের সাথ ॥ চৌদ্দ চৌযুগ সে রাবণের পরমাই। কত কত ত্রেতা গেল—লেখা কর তাই ॥ এতেকে বোলিয়ে সব ত্রেতা এক নহে। কার্য্য অনুসারে বোলি

৪৩ চৈ ভা।২।৮।১৯৯; ৪৪ চৈ চ ১।৪। ৩৭-৪০।

যখন যে হয়ে ॥ সত্যে শ্বেত তপোধর্ম্ম হংস নাম জানি। নৃসিংহাদি অবতার কার্য্যে অনুমানি ॥ যুগ অনুরূপ বর্ণ-ধর্ম্ম-সংস্থাপন। যুগ-অবতার বলি জানিয়ে সে জন ॥ দ্বাপরে কৃষ্ণের কথা শুন একমনে। একলা ঠাকুর সেই নাহি অন্যজনে ॥ কার্য্য-অবতার কিবা যুগ-অবতার। **সর্ব্বকলাপূর্ণ** সেই **নন্দের কুমার** ॥ পূর্ণ পূর্ণব্রহ্ম তাঁরে বোলে সর্ব্বজনে। গোপিকালম্পট সেই জানিহ বৃন্দাবনে ॥ **অবতার-শিরোমণি—কৃষ্ণ-অবতার**। দ্বাপর-ভিতরে এই দ্বাপর যে সার। আর দ্বাপরে আছে অবতার দুই। কার্য্য অবতার কিবা যুগাবতার এই ॥ যেই দ্বাপরে হয় কৃষ্ণ অবতার। সেই কলিযুগে গৌরচান্দের প্রচার ॥ যেন কৃষ্ণ-অবতার তেন গৌরচন্দ্র। **এই দুই যুগ—সব যুগের স্বতন্ত্র** ॥ সব দ্বাপরে নাহি কৃষ্ণের বিহার। সব কলিযুগে নাহি গোরা অবতার ॥ কত দ্বাপর, কলি, সত্য, ত্রেতা যায়। অংশ অবতার প্রভু হয় তা-সভায়। এই দ্বাপরে আর এই কলিযুগে। কৃষ্ণ, কৃষ্ণচৈতন্য মিলে বড় ভাগে ॥ ব্রহ্মার দিবসে অবতার একবার। দ্বাপরে কলিযুগে করেন বিহার ॥ **বৈবস্বত মন্বন্তরে শ্যাম গৌর হঞা। দ্বাপরের পূজা কৈলা কীর্ত্তন করিয়া ॥** ধন্য ধন্য কলিযুগ—যুগের উপরি। সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে সভে হৈলা অধিকারী ॥ আরে আরে দয়ার ঠাকুর গৌরচন্দ্র। সঙ্কীর্ত্তনে পার কৈল পঙ্গু জড় অন্ধ। * * * রাধার বরণে অঙ্গ গৌর-অঙ্গ হঞা। **রাধিকার ভাবরস অন্তরে করিয়া ॥ সেই ভাবে কান্দে এই রসিকশেখর**। বিকসিত পুলক-কদম্ব কলেবর ॥ সেই প্রেমে গর গর মাতোয়াল হঞা। হুঙ্কার গর্জ্জন করে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ সেই গর্জ্জন শুনি অচেতন কলিকাল। চেতন পাইয়া সবে আনন্দ বিশাল ॥ তেঞি রাধাকৃষ্ণ বলি নাচে কান্দে হাসে। অন্ধকার দূরে গেল পাইল প্রকাশে ॥ দ্বাপরে উপজে কৃষ্ণ গৌরময় তন। কলি অচেতন লোক করাএ চেতন ॥ প্রেম প্রকাশয়ে প্রভু করি দীনভাব। আপনা বিলায় আপে মানে নিজ লাভ ॥ এহেন ঠাকুর কোন্ কৈল ঠাকুরাল। না ভজিলে প্রেম দেয় নাহিক বিচার ॥ এতেক বলিয়ে যুগ-অবতার এই। এই পূর্ণ-অবতারে প্রবেশিল সেই ॥ আর কলিযুগে নারায়ণ অবতার। 'কৃষ্ণ' দু:আখর সে নাম তাঁহার। শুকপক্ষ পাখার বরণে

বর্ণ তার। তেঞি ইন্দ্রনীলমণি বোলে টীকাকার ॥ এই কলিযুগে গৌরচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম। অংশ প্রবেশিল ইথে কহিল এ মর্ম্ম ॥ পূর্ণ পূর্ণ অবতার চৈতন্য গোসাঞি। এহেন করুণানিধি আর কেহ নাঞি ॥ কার্য্য অবতারে যুগ অবতারে এক। যুগ অনুরূপ তেঞি গৌর পরতেখ ॥ **কলি পীত সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্ম শাস্ত্রে কহে**। এই বিশ্বম্ভর প্রভু কভু আন নহে[৪৫]। শ্রীমুকুন্দ গোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-টীকায় বলিয়াছেন,—নন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য শ্রীকৃষ্ণত্বে কিং প্রমাণমিতি চেৎ, শ্রীভগবদ্গীতা-বচনং তাবদবধার্য্যতাং (৪।৮) ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ইতি—**ধর্ম্মশ্চ তৎপ্রবর্ত্তিত-নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ এব মুখ্যঃ কলৌ**। * * একাদশে কলিযুগোপাস্য-প্রসঙ্গে স্পষ্টমেব তস্য ভগবত্ত্বং নিরূপিতম্ তদ্ যথা 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্'[৪৬]। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাক্য হইতে অবধারণ করুন। শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মস্থাপনের জন্য প্রতিকল্পে আবির্ভূত হয়েন, ইহা শ্রীঅর্জ্জুনকে বলিয়াছেন। এই কলিতে তাঁহার প্রবর্ত্তিত শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনরূপ ধর্ম্মই মুখ্য। শ্রীমদ্‌ভাগবতে একাদশে কলিযুগের উপাস্য-প্রসঙ্গে শ্রীকরভাজনের উক্তিতে সেই সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান ধর্ম্মস্থাপনকারী ও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-নামগানকারী সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণেরই ভগবত্তা সুস্পষ্টভাবে নিরূপিত হইয়াছে।

ব্রজপ্রেমদ নামসঞ্চারার্থ কলিতে কৃষ্ণাবতারবিশেষ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বত্রই নামসংকীর্ত্তনযোগেই অপরের অদেয় ব্রজপ্রেম বিতরণ করিয়াছেন। ইহা প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন,—

গোবিন্দপ্রেমভাজামপি ন চ কলিতং যদ্রহস্যং স্বয়ং ত-
ন্নাম্নৈব প্রাদুরাসীদবতরতি পরে যত্র তং নৌমি গৌরম্ [৪৭] ॥

শ্রীগোবিন্দের প্রেমভাজনগণেরও যে রহস্য (উন্নতোজ্জ্বল—পরকীয় মধুর রস বা শ্রীরাধারসসুধানিধি) অলভ্য হইয়াছে, সেই নিগূঢ় প্রেমরস যাঁহার আবির্ভাবে

---

৪৫ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল আদিখণ্ড ৫৩-৫৫ পৃষ্ঠা শ্রীঅতুলকৃষ্ণগোস্বামি-সম্পাদিত বঙ্গবাসী সং ১৩২০ বঙ্গাব্দ ; ৪৬ অর্থরত্নাল্পদীপিকা ১।১।২ ; ৪৭ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৩।

তাঁহার নামসংকীর্ত্তনের দ্বারাই স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছে, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে নমস্কার করি।

'প্রেম-নাম প্রচারিতে এই অবতার॥ সত্য এই হেতু, কিন্তু এহো বহিরঙ্গ। আর এক হেতু, শুন, আছে অন্তরঙ্গ॥ * * যে লাগি অবতার, কহি সে মূল কারণ[৪৮]। সেই রাধাভাব লঞা চৈতন্যাবতার। যুগধর্ম্ম-নাম-প্রেম কৈল পরচার॥ সেইভাবে নিজ বাঞ্ছা করিল পূরণ। অবতারের এই বাঞ্ছা মূল কারণ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার। রসময়মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥ সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার। আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি রসের সদন। অশেষ বিশেষে কৈল রস আস্বাদন॥ সেই দ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগধর্ম্ম। চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম্ম'॥[৪৯]

'বহিরঙ্গ' ও 'অন্তরঙ্গ' শব্দের তাৎপর্য্য

এই স্থানে 'বহিরঙ্গ' ও 'অন্তরঙ্গ' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্যটি অনুধাবনযোগ্য। উহার তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে না পারায় 'ব্রজপ্রেমের অন্তরঙ্গতম সাধন' নাম-সঙ্কীর্ত্তনকে 'বহিরঙ্গ সাধন' বলিয়া ধারণা হইয়াছে এবং অজ্ঞ-সমাজে নানা কল্পনার ও উদ্ভট ছড়ার সৃষ্টি হইয়াছে। যথা,—'বহিরঙ্গ লঞা করে নামসংকীর্ত্তন। অন্তরঙ্গ সনে করে রস-আস্বাদন॥' ইত্যাদি।

'অন্তরঙ্গ' শব্দটির মধ্যে যে 'অঙ্গ' শব্দ তাহা স্বরূপ-বোধক। যেরূপ 'অন্তরঙ্গা শক্তি' বলিতে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বুঝায়। সুতরাং শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের নিজস্বরূপের যে প্রয়োজন, তাহাই অন্তরঙ্গ প্রয়োজন এবং তাহাই শ্রীগৌরকৃষ্ণের আবির্ভাবের অন্তরঙ্গ (মুখ্য) হেতু। আর ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্বরূপের বাহিরের অর্থাৎ জগতের বা জীবস্বরূপের যে প্রয়োজন, তাহাই বহিরঙ্গ প্রয়োজন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহিরঙ্গ (গৌণ) কারণ। জগতের বা জীবস্বরূপের যে প্রয়োজন, তাহা শ্রীগৌরাবির্ভাবের গৌণ হেতু হইলেও অপরের একান্ত অদেয় ব্রজপ্রেমসাধ্য শ্রীনাম ও ব্রজ-সজাতীয়

৪৮ চৈ চ ১।৪।৫-৬; ৪৯ ঐ ১।৪।২২০-২২৬।

প্রেমপ্রদান কার্য্যটি ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্বরূপেরই কার্য্য ; কারণ 'আমা (স্বয়ং কৃষ্ণ) বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে'। ইহা জীবজগতের প্রয়োজন-সাধকরূপেই বহিরঙ্গ বা গৌণ, কিন্তু নাম-সঙ্কীর্ত্তন স্বরূপতঃ বহিরঙ্গ বা গৌণবস্তু নহে।* ইহা দ্বারা জীবেরও মুখ্য প্রয়োজন লাভ হয়। ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্বরূপের কেবল নিজস্ব যে প্রয়োজন, তাহাকেই অন্তরঙ্গ বা মুখ্য প্রয়োজন বলা হইয়াছে। তাহাই হইতেছে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি শ্রীরাধার প্রেমরসাস্বাদন। এই একটি মূল প্রয়োজনেরই তিনটি প্রকার ভেদ (১) স্ব-স্বরূপ-বিষয়ে স্বীয় স্বরূপশক্তি শ্রীরাধার প্রেম-মহিমার আস্বাদন, (২) শ্রীরাধা-কর্ত্তৃক একমাত্র মাদনাখ্য মহাভাবের দ্বারা আস্বাদ্য স্ব-স্বরূপেরও চমৎ-কারিতা-জনক অদ্ভুত স্বমাধুর্য্যের আস্বাদন এবং (৩) [স্বীয়] অনুভবজনিত শ্রীরাধার কোটিগুণ সুখাধিক্য-মাধুর্য্যের আস্বাদন। এই তিনটিই বিজাতীয় ভাবে (অর্থাৎ পুরুষের বা বিষয়ালম্বনের ভাবে) আস্বাদন হয় না বলিয়া শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের শ্রীরাধার (আশ্রয়ালম্বনশিরোমণির) ভাব ও কান্তি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এবং শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের এই নিজস্বপ্রয়োজনই তাঁহার শ্রীগৌররূপে আবির্ভাবের মূল কারণ। তটস্থা-শক্তি-স্থানীয় বিভিন্নাংশ জীব শ্রীলীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার স্বরূপশক্তি কোনটিরই অন্তর্গত তত্ত্ব নহে, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের স্ব-স্বরূপগত প্রয়োজন, জীবস্বরূপের প্রয়োজনের অন্তর্গত হইতে পারে না। কিন্তু শ্রীশচীনন্দনের এমনই করুণা (যাহা শ্রীযশোদানন্দনেও প্রকাশিত হয় না) যে শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার ভাবকান্তি গ্রহণ করিলেও মঞ্জরীভাবে (শ্রীরাধার দাসীভাবে) শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেই প্রেমরসমাধুর্য্যাস্বাদনলীলা প্রকট করিয়া তটস্থাশক্তি-স্থানীয় অণুচৈতন্য জীবকেও যথাযোগ্যরূপে সেই সাধ্যশিরোমণি-প্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ করায় অণু-চৈতন্য জীবও নিত্যসিদ্ধ স্বরূপশক্তিবর্গের আনুগত্যে এবং তদ্ভাবের সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হইয়া মঞ্জরীভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ (সম্প্রাপ্তসিদ্ধ) হইতে পারেন। ইহাই আনুষঙ্গিকভাবে রসের প্রচার।

---

* "তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ। নাম-সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্ব আনন্দস্বরূপ॥"—চৈ চ ১।১।৯৬।

শ্রীকৃষ্ণাবতার ও শ্রীগৌরাবতারের দুইটি মুখ্য হেতু

শ্রীকৃষ্ণাবতারে প্রেমরস-নির্য্যাসাস্বাদনরূপ অন্তরঙ্গ প্রয়োজনটি পূর্ণ হয় নাই। কারণ সেই লীলায় প্রেমের আশ্রয় ও বিষয়বিগ্রহ ভিন্নভাবে বিরাজমান থাকেন, কিন্তু শ্রীগৌরাবতারে আশ্রয় ও বিষয় জাতীয় ভাব একাধারে প্রকাশিত থাকায় প্রেমরসনির্য্যাসাস্বাদন পরিপূর্ণতা লাভ করে। আর শ্রীকৃষ্ণাবতারে রাগমার্গে ভক্তি-প্রচারণ কার্য্যও সর্ব্বসাধারণ্যে হয় নাই। কারণ সেই অবতারে একমাত্র লীলাসঙ্গি-গণই লীলাদ্বারে তাহা আস্বাদন করিয়াছেন এবং শ্রদ্ধাবান ভক্তগণই মহতের মুখে শ্রবণকীর্ত্তনাদি দ্বারা উহার আস্বাদনে অধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষ শ্রীগৌরাবতারে সেই রাগমার্গে ভক্তিপ্রচার পাত্রাপাত্র, স্থানাস্থান, কালাকাল বিচার না করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। যে প্রকার শ্রীকৃষ্ণাবতারের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন এবং রাগ-ভক্তিপ্রচারণ—এই দুইটি মুখ্য হেতু, তদ্রূপ শ্রীগৌরা-বতারেরও স্ব-নাম-প্রেম আস্বাদন এবং সেই আস্বাদন-দ্বারে জগতে নামসঙ্কীর্ত্তন-মুখে আচণ্ডালে প্রেমসঞ্চার,—এই দুইটি মুখ্য হেতু। শ্রীগৌরকৃষ্ণঃ যেরূপ **নিজ-মাধুর্য্য রসাস্বাদন নামসংকীর্ত্তনের দ্বারাই সম্পাদন** করিয়াছেন, তদ্রূপ আপামর **জীবের হৃদয়েও নাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই ব্রজপ্রেম-রসের সঞ্চার** করেন।

দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম-নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নাম-প্রেম-মালা গাঁথি পরাইল সংসারে॥[৫০]

এই স্থানে 'প্রেম-নাম-সঙ্কীর্ত্তন' এবং 'কীর্ত্তন-সঞ্চার' শব্দদ্বয় সাধারণযুগাবতার-প্রবর্ত্তিত নামকীর্ত্তন হইতে বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিতেছে। 'নাম-সঙ্কীর্ত্তন' সাধারণতঃ সাধন এবং 'প্রেম' হইতেছে সাধ্য। সাধনের পূর্ব্বেই সাধ্য বা প্রয়োজনের উল্লেখ কারণের পূর্ব্বেই কার্য্যের উল্লেখ, কারণের শীঘ্রকার্য্যকারিতা প্রদর্শনের জন্য অথবা শ্রীগৌরমুখোদ্গীর্ণ শ্রীনামের সঙ্গেই প্রেম গ্রথিত, নামই প্রেম, প্রেমই নামসঙ্কীর্ত্তন —শ্রীগৌরচন্দ্রপ্রবর্ত্তিত শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের এই বিশেষত্ব প্রকাশের জন্য।

---

৫০ চৈ চ ১।৪।৩৯-৪০।

পঞ্চম প্রকাশ

যুগাবতার ও যুগাবতারী

'যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে' ॥ *

অপ্রমেয়—প্রমাণাতীত স্বতঃসিদ্ধ পরমসত্যস্বরূপ পরতত্ত্বকে কোন প্রমাণের দ্বারা স্থাপন করিবার আবশ্যক হয় না। তথাপি মহাজনগণ সর্ব্বপ্রমাণ-চূড়ামণিভূত বিদ্বদনুভব এবং সাত্বত শাস্ত্রের অব্যভিচারী প্রমাণসমূহ সাধারণ লোকের প্রবোধের জন্য প্রকাশ করেন। স্বয়ং শ্রীগৌরহরি তাঁহারই নিত্য পার্ষদ শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দ্বারা বেদবেদান্তবিশারদ পণ্ডিতাভিমানী, এমন কি আচার্য্যস্থানীয় ব্যক্তিগণের হৃদয়ে যেরূপ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, তাহা ব্যক্ত করিয়া পরে নিজ স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। লোকশিক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ববিজ্ঞানে শ্রীব্রহ্মার মোহলীলার ন্যায় শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যেরও শ্রীগৌরহরির স্বরূপতত্ত্ব-বিজ্ঞানে মোহলীলার অবসানে সার্ব্বভৌম যখন শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" শ্লোকটি মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের নিকট ব্যাখ্যা করিলেন, তখন—

রাজা কহে, শাস্ত্র-প্রমাণ চৈতন্য হ'ন 'কৃষ্ণ'।
তবে কেনে পণ্ডিত সব তাঁহাতে বিতৃষ্ণ ?

ইহার উত্তরে—ভট্ট কহে, তাঁর কৃপালেশ হয় যাঁরে।
সেই সে তাঁহারে 'কৃষ্ণ' করি' লৈতে পারে ॥
তাঁর কৃপা নহে যাঁরে, পণ্ডিত নহে কেনে।
দেখিলে শুনিলেহ তাঁরে ঈশ্বর না মানে ॥[১]

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥[২]

---

* চৈ চ ১।৩।২৬ ; ১ ঐ ২।১১।১০১-১০৩ ; ২ ভা ১০।১৪।২৯।

ভগবৎকৃপাই ভগবত্তানুভবের প্রকৃষ্ট প্রমাণ

যদিও তোমার মহিমা তোমার শীল-রূপ-চরিতাদি-দ্বারা, সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রবল প্রমাণ-সমূহের দ্বারা ও বিদ্বদ্‌গণের অনুভবের দ্বারা পরিব্যক্তই রহিয়াছে, তথাপি হে **সর্ব্বপ্রকাশ!** হে ভগবন্! ভবদীয় চরণকমলের কৃপা-কণায় অনুগৃহীত ব্যক্তিই তোমার মহিমার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন; তোমার কৃপাবঞ্চিত ব্যক্তি নিঃসঙ্গ হইয়াও (শ্রীধরস্বামী) অথবা অদ্বিতীয় ব্যক্তি হইয়াও, সহস্র সহস্র জ্ঞানীর গুরু হইয়াও (চক্রবর্ত্তী) চিরকাল যাবৎ বিচার করিয়াও তোমার স্বরূপ জানিতে পারেন না।

পূর্ব্বে শ্রীসার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের ভগিনীপতি শ্রীগোপীনাথাচার্য্যপাদ শ্রীব্রহ্মার কথিত ঐ শ্লোকটিই উল্লেখ করিয়া 'ভট্টাচার্য্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পাণ্ডিত্য থাকিলেও তাঁহাতে পরমেশ্বরের কৃপালেশ নাই', ইহা বলিলে সার্ব্বভৌম লোকানুকরণে কিছুটা রুষ্টই হইয়াছিলেন। শ্রীগোপীনাথাচার্য্যপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমহাভারতের প্রমাণের দ্বারা শ্রীগৌরহরির কলিযুগপাবনাবতারিত্ব প্রদর্শন করিয়া শেষে বলিয়াছিলেন—

তোমার আগে এত কথার নাহি প্রয়োজন।
ঊষর ভূমিতে যেন বীজের রোপণ॥
তোমার উপরে তাঁর কৃপা যবে হবে।
এ সব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ কহিবে॥
তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক নানা বাদ।
ইঁহার কি দোষ—এই মায়ার প্রসাদ॥[৩]

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ, বিবাদ-সংবাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং, তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে॥[৪]

দক্ষ-প্রজাপতি বলিলেন,—যাঁহার মায়াদি-শক্তিসমূহ তর্কপরায়ণ বাদি-প্রতিবাদীর তর্ক-বিতর্কের উৎপত্তির কারণ হয় এবং তাঁহাদের আত্মমোহ পুনঃপুনঃ উৎপাদন করিয়া থাকে, সেই অনন্তগুণশালী ও অপরিচ্ছিন্নমহিম শ্রীভগবানে প্রণত হই।

---

৩ চৈ চ ২।৬।১০৫-১০৮; ৪ ভা ৬।৪।৩১।

শ্রীগৌরাবতার-বিষয়ক শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণের অর্থান্তর-কল্পনা

ভগবানের সেই মায়াশক্তি হইতেই পরবর্ত্তিকালেও তর্কসংস্কারযুক্ত সংশয়প্রবণ ব্যক্তিগণের হৃদয়ে নানা তর্কবিতর্কের উদয় ও মোহোৎপত্তিহেতু শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং'[৫] এবং 'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য'[৬] ইত্যাদি শ্লোকের অপব্যাখ্যা ও অর্থান্তর-কল্পনা হইয়াছে। যাঁহারা 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং'-শ্লোক-মূর্ত্তিকে সাক্ষাদ্ভাবে সর্ব্বক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেই সকল মহাজনের প্রত্যক্ষসিদ্ধ ব্যাখ্যাকে গ্রহণ না করিয়া স্ব-কপোলকল্পিত ব্যাখ্যাশ্রয়ে ভ্রান্ত মতবাদ স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের নামকরণকালে শ্রীগর্গাচার্য্য যে 'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য' শ্লোক বলিয়াছিলেন, তাহা অবলম্বনে দ্বাপর-যুগাবতারের বর্ণ 'পীত' এবং কলিযুগে অবতীর্ণ শ্রীনন্দনন্দনের বর্ণ 'কৃষ্ণ', এইরূপ ভ্রান্ত অর্থ করা হইয়াছে। ঐরূপ ব্যাখ্যাতৃগণের 'ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ' বাক্যে 'ইদানীং' বলিতে 'কলিযুগ' বুঝায়। উক্ত মতে শ্রীবাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, দ্বাপরের শেষভাগে নহে। এই উক্তির সমর্থনকল্পে শ্রীমহাভারতে শ্রীভীমের প্রতি শ্রীহনুমানের নিম্নলিখিত বাক্যের উল্লেখ করা হইয়াছে—

দ্বাপরে চ যুগে ধর্ম্মো দ্বিভাগোনঃ প্রবর্ত্ততে।
বিষ্ণুর্ব্বৈ পীততাং যাতি চতুর্দ্ধা বেদ এব চ॥
পাদেনৈকেন কৌন্তেয় ! ধর্ম্মঃ কলিযুগে স্থিতঃ॥
তামসং যুগমাসাদ্য কৃষ্ণো ভবতি কেশবঃ॥[৭]

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ (কৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৩ অধ্যায়), স্কন্দপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি শাস্ত্রে দ্বাপরে পীতবর্ণ-যুগাবতার এবং কলিতে কৃষ্ণবর্ণ-যুগাবতারের কথা পাওয়া যায় ; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে (যাহাতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাই মুখ্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে) শ্রীবসুদেবের নিকট শ্রীনারদপ্রোক্ত শ্রীকরভাজন-বাক্যে 'দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ'[৮]—ইত্যাদি পদ্যে দ্বাপরে শ্যামবর্ণ, পীতাম্বর

---

৫ ভা ১১।৫।৩২ ; ৬ ঐ ১০।৮।১৩ ; ৭ ম ভা বনপর্ব্ব ১২৩ অধ্যায় ২৮ ও ৩৫ শ্লোক ম ম হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সং ; ৮ ভা ১১।৫।২৭।

শ্রীবাসুদেবের কথা উল্লিখিত আছে। অন্যান্য পুরাণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্যের সঙ্গতি দেখাইয়া কেহ কেহ এই 'শ্যাম' শব্দের অর্থ 'পীত' বলিয়া কল্পনা করেন। উক্ত শ্লোকের 'শ্যামঃ' শব্দের টীকা উদ্ধার করিয়া কেহ বলিয়াছেন, "শ্রীধরস্বামিপাদ 'শ্যামঃ' শব্দের টীকায় '**অতসীপুষ্পসঙ্কাশঃ**—অতসীপুষ্পের সদৃশ লিখিয়াছেন। দুর্গাদেবীর ধ্যানে 'অতসীপুষ্পবর্ণাভাং' একটি শব্দ পাওয়া যায়। দুর্গাদেবীর বর্ণ পীত-বর্ণ; অতএব 'দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ' এই স্থানে 'শ্যাম' শব্দটি শ্রীস্বামিপাদের টীকানুসারে পীতবর্ণ বলিয়াই নিশ্চিত হয়। ইহাতে অন্য পুরাণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের কোন বিরোধ থাকে না। অতএব দ্বাপর যুগে পীতবর্ণ অবতার এবং কলিতে কৃষ্ণবর্ণ শ্রীবাসুদেব কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন"

বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

প্রত্যুত্তরে বক্তব্য এই, যে সকল শাস্ত্রে সত্যে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে পীত এবং কলিতে কৃষ্ণবর্ণ সাধারণ যুগাবতার বর্ণিত হইয়াছেন, আবার সেই সকল শাস্ত্রেই বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় বিশেষ দ্বাপরেই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের বিষয়ও পৃথগ্‌ভাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কল্পনার মধ্যে ঐ বিশেষ দ্বাপরে অবতীর্ণ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ কলির কৃষ্ণবর্ণ-যুগাবতারের সহিত এক করিবার উদ্দেশ্য লইয়া স্বমতানুকূলে একদেশীয় শাস্ত্র-বাক্য আহরণ করা হইয়াছে। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই কিঞ্চিন্মাত্র অবধান করিলে বুঝিতে পারিবেন।

মহাভারতের বনপর্ব্বে (১২৩ অধ্যায়ে) সাধারণ যুগাবতার এবং শান্তিপর্ব্বে (৩২৫ অধ্যায়ে)[৯] বিশেষ দ্বাপরযুগীয় বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের অবতারও বর্ণিত হইয়াছেন। তদ্রূপ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে[১০] (শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ১৩শ অধ্যায়ে ৫৫ শ্লোকে) সাধারণ যুগাবতার এবং ৫৪ শ্লোকে বিশেষ দ্বাপরে গোলোকনাথ শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ-

---

৯ ম ভা হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সং ; ১০ বঙ্গবাসী সং।

বতারের অন্তর্ভুক্তরূপেই যুগাবতারসকল বর্ণিত হইয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণোক্ত 'শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ' বাক্যের 'ইদানীং'শব্দের অর্থ 'দ্বাপরে'। কারণ উক্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ১২৮ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অন্তর্ধানের পূর্ব্বে শ্রীনন্দমহারাজকে বলিতেছেন ;—'গোলোকং গচ্ছ শীঘ্রঞ্চ সার্দ্ধং গোকুল-বাসিভিঃ। **আরাৎ কলেরাগমনং কর্ম্মমূলনিকৃন্তনম্।**' গোকুলবাসিগণের সহিত শীঘ্র গোলোকে গমন করুন, শুভকর্ম্মবীজনাশক কলির আগমন অদূরবর্ত্তী। (ম ম পঞ্চানন তর্করত্ন-কৃত বঙ্গানুবাদ)। অতএব তখনও কলিযুগ আরম্ভ হয় নাই।

স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে দ্বারকামাহাত্ম্যে ১ম অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে দ্বারকাপুরী সমুদ্রপ্লাবিত হয়। তৎপরে ধর্ম্মাধর্ম্মমিশ্রিত দ্বাপরযুগ গত হইলে মহাঘোর কলিযুগ প্রবৃত্ত হইল। 'স্বধাম-সংস্থিতে দেবে * * দ্বাপরে চ ব্যতিক্রান্তে ধর্ম্মাধর্ম্মবিমিশ্রিতে। সম্প্রাপ্তে চ মহারৌদ্রে যুগে বৈ কলিসংজ্ঞিতে ইত্যাদি।[১১]

হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে সাধারণ যুগাবতার-প্রসঙ্গে উহার টীকায় নীলকণ্ঠ সূরি বলেন—'যথাশ্রুতব্যাখ্যানং তু সর্ব্বেষু যুগেষু সর্ব্বেষাং রূপাণাং সত্ত্বান্ন যুজ্যত ইতি দিক্''[১২]—সত্যে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে পীত এবং কলিতে কৃষ্ণ এইরূপ যথাশ্রুত-ক্রমে ব্যাখ্যা সর্ব্বত্র সম্ভব নহে। অর্থাৎ এই ক্রম সর্ব্বত্র রক্ষিত হইতে পারে না, কোন দ্বাপরে পীত, কোন দ্বাপরে শ্যাম, কোন দ্বাপরে হরিৎ, কোন দ্বাপরে শুক-পত্রাভ, কোন কলিতে কৃষ্ণবর্ণ, কোন কলিতে পীতবর্ণ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ যুগে বিশেষ বিশেষ অবতারও লক্ষিত হন।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে দৃষ্ট হয়—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রের রাজত্বকালে (সময়) সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপর গত হইয়া কলির প্রথম একাদশবর্ষ

---

১১ স্কন্দপুরাণ—প্রভাসখণ্ড, দ্বারকামাহাত্ম্য ১।১৪-১৬ (৫২৫৯ পৃষ্ঠা বঙ্গবাসী-সং ১৩১৮ বঙ্গাব্দ);

১২ হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্ব ৭১।৩১ বঙ্গবাসী সং।

চলিতেছিল।[১৩] অতএব শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীকরভাজন-কথিত দ্বাপরে শ্রীবসুদেব-নন্দন শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ ও তৎসন্নিহিত কলিতে পীতবর্ণ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষই অবতীর্ণ হয়েন। সেই বিশেষ দ্বাপরে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হওয়ায় পীতবর্ণ দ্বাপর-যুগাবতার তন্মধ্যেই প্রবিষ্ট থাকেন এবং সেই বিশেষ কলিতেও শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষ অবতীর্ণ হওয়ায় কৃষ্ণবর্ণ যুগাবতার সেই অংশীতেই অন্তর্ভুক্ত থাকেন।

"অতসীপুষ্পসঙ্কাশ" শব্দের তাৎপর্য্য

তিসির ফুলকে সংস্কৃতভাষায় 'অতসীপুষ্প' বলে। তিসির ফুলের বর্ণ যে গাঢ় নীল, তাহা সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষসিদ্ধ। 'অতসী'শব্দের অর্থ শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে এইরূপ আছে, "অতসী—**কৃষ্ণ**পুষ্পক্ষুদ্রবৃক্ষভেদঃ **সুনীলা, নীলপুষ্পিকা**'। সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগৌতমীয় তন্ত্রে[১৪] শ্রীদ্বারকাস্থ ও শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে যথাক্রমে 'অতসীকুসুমশ্যামং পীত-বস্ত্রযুগাবৃতম্'॥ এবং 'অতসীকুসুমশ্যামং শঙ্খচক্রলসৎকরম্। দোর্ভ্যাং বেণুং বাদয়ন্তং পীতাম্বরযুগাবৃতম্' ইত্যাদি উক্তি আছে। কূর্ম্মপুরাণেও শ্রীহরির সম্বন্ধে 'অতসী-কুসুমশ্যামঃ' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এমন কি, মাঘকাব্যে[১৫] 'তস্যাতসীপ্রসূন-সমভাসঃ' অর্থাৎ 'শ্রীহরির অতসীকুসুমের ন্যায় বর্ণ' ইত্যাদি উক্তি আছে। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তৎকৃত শ্রীবিষ্ণু-সহস্রনামভাষ্যে[১৬] শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—'কৃষ্ণপ্রাণামী ন পুনর্ভবায়। অতসীপুষ্পসঙ্কাশং পীতবাসসমচ্যুতম্। যে নমস্যন্তি গোবিন্দং ন তেষাং বিদ্যতে জন্তুঃ॥' শ্রীকৃষ্ণকে এই স্থানে 'অতসীপুষ্পসঙ্কাশ' ও 'পীতবাসা' বলা হইয়াছে। এই সকল শাস্ত্রীয় উক্তি অবলম্বন করিয়াই শ্রীস্বামিপাদ 'শ্যাম' শব্দের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে গাঢ় নীলবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ যে তিসির ফুল, তাহারই ন্যায় শ্যাম, ইহা লিখিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্রের বর্ণ নবদূর্ব্বাদলশ্যাম; তাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণের ভিন্নতা বুঝাইতে 'অতসীকুসুমশ্যাম,'[১৭] 'কলায়-কুসুম-শ্যাম,'[১৮]

---

১৩ বি ধর্ম্ম প্রথমখণ্ড ৮০।১-৫ শ্লোক; ১৪ গৌতমীয় তন্ত্র (প্রবোধপাল-সং) ২৫।৬ ও ২৫।২৪ শ্লোক; ১৫ মাঘকাব্য ৩।১৭; ১৬ শঙ্কর-ভাষ্য ১২০ সংখ্যা; ১৭ গৌতমীয় তন্ত্র ২৫।৬, ২৪; ১৮ ঐ ২৬।৮।

'তাপিঞ্ছ-(তমাল) কুসুমশ্যাম,'[১৯] 'ইন্দিবর-(নীলপদ্ম) দলশ্যাম,' 'নবীনবারিদশ্যাম'[২০] ইত্যাদি শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ গাঢ় নীল বা মেঘের ন্যায় অথবা তমালবৃক্ষের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। গাঢ় নীল বা কৃষ্ণবর্ণ বুঝাইবার জন্যই শ্রীস্বামিপাদ 'অতসীপুষ্পসদৃশ শ্যাম' বলিয়াছেন। স্বয়ং প্রকৃতিদেবীই অতসীপুষ্পের বর্ণ পীতবর্ণ করেন নাই, গাঢ়নীল করিয়াছেন। পুরাণশাস্ত্র, কাব্যশাস্ত্র বা প্রাচীন কোষশাস্ত্র কোথাও অতসীপুষ্পের বর্ণকে পীতবর্ণ বলিয়া উল্লেখ নাই। কোন প্রকার অতসী পুষ্প পীতবর্ণের হইলে অভিধানে নিশ্চয়ই সেই বর্ণান্তরের উল্লেখ থাকিত। শ্রীস্বামিপাদের 'অতসীপুষ্পসঙ্কাশঃ' শব্দের অর্থ অনুসরণ করিয়াই **শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের টীকাচার্য্য** শ্রীপাদ শুকদেবও উক্ত 'শ্যামঃ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—**শ্যামঃ ঘনশ্যামঃ**—'ঘন' অর্থাৎ মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ। শ্যাম শব্দে পীতবর্ণ অর্থ করেন নাই। প্রাচীন পদাবলীসমূহেও শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনে দৃষ্ট হয়,—

'**অতসীকুসুম**-সম, শ্যাম সুনায়র, নায়রি চম্পকগোরি। নব জলধরে জনু, চান্দ আগোরল ঐছে রহল শ্যাম কোরি[২১]। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎসংস্করণ শ্রীশ্রীপদকল্পতরুর সম্পাদক অধ্যাপক সুপণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায় এম-এ মহাশয়ের টীকা—'অতসীকুসুম-সং তিসী বা মসিনার **সুনীল** পুষ্প।'

শ্যাম শব্দের অর্থ কখনও পীত নহে

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকরভাজনোক্তিতে "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা"[২২] ইত্যাদি শ্লোকের প্রথম চরণে 'শ্যামঃ'শব্দের অব্যবহিত পরেই 'পীতবাসা'শব্দটি থাকায় 'শ্যাম' শব্দের অর্থ যে পীতবর্ণ নহে, ইহাই অভিব্যক্ত হইতেছে। শ্রীভগবন্মূর্ত্তির শ্রীঅঙ্গের বর্ণের সহিত তাঁহার বসনের বর্ণের পার্থক্য থাকে, ইহা সকলেই জানেন। শ্রীব্রহ্মকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তবে "নৌমিড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়"[২৩], শ্রীযজ্ঞপত্নীগণের নয়নপথগত শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনে "শ্যামং হিরণ্যপরিধিং[২৪] ইত্যাদি ভাগবতীয় বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ যে ঘনশ্যাম এবং বসন যে বিদ্যুদ্গৌর বা হেমবর্ণ, তাহা সুস্পষ্টভাবে

১৯ গৌতমীয় তন্ত্র ২৫।৪৩ ; ২০ ঐ ২৫।৩৯ ; ২১ শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ২৭৪ ব সা প ; ২২ ভা ১১।৫।২৭ ; ২৩ ঐ ১০।১৪।১ : ২৪ ঐ ১০।২৩।২২।

জানা যায় ; অমরকোষে শ্যাম ও পীতের যথাক্রমে পর্য্যায়শব্দ এইরূপ—'কৃষ্ণে নীলাসিতশ্যামকালশ্যামলমেচকাঃ'। 'পীতো গৌরো হরিদ্রাভঃ'। কৃষ্ণবর্ণবাচক শব্দ কৃষ্ণ, নীল, অসিত, শ্যাম, কাল, শ্যামল ও মেচক। পীতবর্ণবাচক শব্দ—পীত, গৌর, হরিদ্রাভ।

'শ্রীদুর্গা-ধ্যান' বলিয়া বঙ্গদেশে প্রচারিত যে স্তবের মধ্যে 'অতসীকুসুমবর্ণাভাং' শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহার অর্থ যে অতসী কুসুমের ন্যায় পীতবর্ণ, ইহা কোথাও সেই স্তবে পাওয়া যায় না। স্বনামখ্যাত শাস্ত্রব্যাখ্যাতা পণ্ডিত ও অধ্যাপক রামদয়াল মজুমদার এম-এ মহাশয় তৎসম্পাদিত 'বিচারচন্দ্রোদয়' গ্রন্থের তৃতীয় স্তবকের প্রারম্ভে উক্ত "শ্রীদুর্গাধ্যানের" 'অতসীপুষ্পবর্ণাভাং' শব্দের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন—'অতসীপুষ্পের ন্যায় তোমার বর্ণ'। 'অতসীপুষ্পের ন্যায় পীতবর্ণ', এরূপ অনুবাদ করেন নাই। কালিকাপুরাণে[২৫] "মহিষাসুরনাশায় জগতাং হিতকাম্যয়া। অতসীপুষ্পবর্ণাভা জলৎকাঞ্চনকুণ্ডলা" ইত্যাদি শ্লোকে ভদ্রকালীকে "অতসীপুষ্পবর্ণাভা" বলা হইয়াছে। সেই ভদ্রকালীর বা উগ্রচণ্ডীর* সম্বন্ধেই (১২৪ শ্লোকে) পুনরায় বলা হইয়াছে—"ভিন্নাঞ্জনচয়প্রখ্যা প্রচণ্ডা সিংহবাহিনী" ইত্যাদি। 'ভিন্নাঞ্জনচয়প্রখ্যা' শব্দের অর্থ দলিত অঞ্জনসদৃশ (ভিন্ন—দলিত, প্রখ্যা—সদৃশ)। চক্ষে যে অঞ্জন দেওয়া হয়, তাহা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, ইহা যে পীতবর্ণ নহে, ইহা সকলেরই সুবিদিত। অতএব 'অতসীপুষ্পবর্ণাভা' বলিতে 'গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ'ই বুঝায়। 'কালিকাপুরাণে[২৬] কথিত আছে, হিমালয় মেনকার গর্ভজাত নিজ কন্যার বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া 'কালী' নাম রাখেন, পরে শ্রীনারদের উপদেশে শ্রীমহাদেবের তপস্যা করিয়া কালী সুবর্ণসদৃশী গৌরী হন। কালিকাপুরাণে গৌরীর রূপ বর্ণনে 'অতসীপুষ্পবর্ণাভা' বলা হয় নাই। ভদ্রকালীর রূপ বর্ণনেই 'অতসীপুষ্পবর্ণাভা' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। স্মরণাতীত কাল হইতে কন্যা-কুমারিকায় কৃষ্ণবর্ণা

---

২৫ কালিকাপুরাণ ৬০।৫৭-৬০ শ্লোকে বঙ্গবাসী-সং ; * ভদ্রকালী-মূর্ত্তিতে আর ২টি বাহু অধিক যুক্ত হইলে উগ্রচণ্ডী-মূর্ত্তি হয় (কালিকাপুরাণ ৬০।১২৩) ; ২৬ ঐ ৪৯ অধ্যায় বঙ্গবাসী-সং।

দুর্গাদেবী প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। মহানারায়ণ উপনিষদে দুর্গার এইরূপ গায়ত্রী পাওয়া যায়; "কাত্যায়নৈ্য বিদ্মহে **কন্যাকুমার্য্যৈ** ধীমহি। তন্নো **দুর্গা** প্রচোদয়াৎ॥"[২৭] কালী ও দুর্গা অভিন্না বলিয়া হয়ত কৃষ্ণবর্ণা কালীর ধ্যানই বঙ্গদেশে হেমবর্ণা দুর্গাতে আরোপিত হইয়াছে। যাহা হউক, শাস্ত্র ও প্রাচীন শাব্দিক আচার্য্যগণ 'অতসীপুষ্পসঙ্কাশশ্যাম' শব্দে একবাক্যে গাঢ় নীল বা কৃষ্ণবর্ণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। অতএব "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা" [২৮] ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতীয় পদ্যে দ্বাপরযুগে অবতীর্ণ ঘনশ্যাম পীতাম্বর শ্রীবাসুদেবই লক্ষিত হইয়াছেন, এ বিষয় চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হইল।

শ্রীমদ্ভাগবতের "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ" এই শ্লোকের প্রসঙ্গে সত্য ও ত্রেতা যুগের শুক্ল ও রক্তবর্ণ অবতারের নাম ও স্তুতির ন্যায় দ্বাপরযুগের শ্যামবর্ণ ভগবানেরও নাম ও স্তুতি-নতি পরবর্ত্তী শ্লোকেই দৃষ্ট হয়,—

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥[২৯]

এইস্থানে শ্রীক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ প্রদর্শন করিয়াছেন, '**চতুর্ব্যূহতালিঙ্গেন শ্রীকৃষ্ণত্বমেব** বিশেষতঃ স্পষ্টয়ন্ আহ'—শ্রীদ্বারকায় যে আদি চতুর্ব্যূহ শ্রীবাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি সেই চতুর্ব্যূহতা-সূচক পদের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণত্বকেই বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়া বলা হইয়াছে। এস্থানে শ্রীনন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীদ্বারকার আদি চতুর্ব্যূহের স্তব থাকায় এই বিশেষ দ্বাপরযুগের অবতার যে শ্রীবাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, ইহাই সুব্যক্ত হইয়াছেন। সাধারণ দ্বাপরযুগের যুগাবতারের চতুর্ব্যূহের কথা শুনা যায় না।

সাধারণ দ্বাপর ও কলিতে যথাক্রমে পীত ও কৃষ্ণবর্ণ যুগাবতার

শ্রীমন্মহাভারতে বনপর্ব্বে শ্রীহনুমানের উক্তিতে, শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে, শ্রীভবিষ্য-পুরাণে, শ্রীস্কন্দপুরাণে বা শ্রীহরিবংশে দ্বাপরে যে পীতবর্ণ অবতারের কথা আছে,

---

২৭ মহানারায়ণ উপনিষৎ ৩।১২ নির্ণয়সাগর; ২৮ ভা ১১।৫।২৭; ২৯ ঐ ১১।৫।২৯।

তাহা বৈবস্বতীয় মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের যে দ্বাপরে স্বয়ং ভগবদ্অবতারের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবসুদেবের নিকট শ্রীনারদ বলিয়াছেন, সেই দ্বাপর ব্যতীত অন্যান্য দ্বাপরের যুগাবতার-সম্বন্ধে উক্তি। বিশেষ দ্বাপরের অব্যবহিত পরের কলি ব্যতীত অন্যান্য কলিতে যুগাবতার বিষ্ণু কৃষ্ণবর্ণই হয়েন। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে দ্বাপর যুগে শুকপাখীর পালকের ন্যায় আভাযুক্ত যুগাবতারের কথা বর্ণিত আছে—ইহা শ্রীজীবপাদ[৩০] ক্রমসন্দর্ভে উল্লেখ করিয়াছেন। শুকপাখীর পালক পীতমিশ্রিত হরিদ্ (সবুজ) বর্ণ; শুকপাখীর পালকের বিপরীত দিক্ অনেকটা পীতবর্ণও বটে। শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ তৎকৃত লীলাস্তবে বলিয়াছেন,—

শুক্লঃ সত্যযুগে যঃ স্যাদ্ রক্তস্ত্রেতাযুগে তথা।
দ্বাপরে তু হরিদ্বর্ণঃ কলৌ কৃষ্ণো মহাপ্রভো ॥[৩১]

হে মহাপ্রভো! তুমি সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, দ্বাপরে হরিদ্বর্ণ ও কলিতে কৃষ্ণবর্ণ। এই সকল যে সাধারণ যুগাবতারের বর্ণ, তাহা শ্রীচৈতন্যচরণানুচর আচার্য্যপাদগণ শাস্ত্রদৃষ্টে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীরূপগোস্বামিপাদও শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে যুগাবতার-প্রকরণের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন,—

কথ্যতে বর্ণ-নামভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ।
রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ ॥[৩২]

শ্রীবলদেবটীকা—"যুগাবতারান্ বক্তুম্, অথেতি। বর্ণ-নামভ্যাম্ ইতি চতুর্ষু যোজ্যম্। কলৌ কৃষ্ণ ইতি সামান্যতঃ সর্ব্বেষু কলিষু; 'কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভুঃ' ইতি শ্রীহরিবংশাৎ। যস্মিন্ কলৌ স্বর্ণগৌরঃ কৃষ্ণচৈতন্যঃ স্যাৎ, তদা কৃষ্ণঃ স তত্রান্তর্ভবেদিতি বোধ্যম্"।—বর্ণ এবং নাম দ্বারা হরি সত্যযুগে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে শ্যাম এবং কলিতে কৃষ্ণ বলিয়া কথিত হ'ন। ইহা সাধারণ যুগাবতারের কথা। কিন্তু যে দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ অবতীর্ণ হ'ন, সেই সময় যেমন সেই যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হ'ন, তদ্রূপ তৎসন্নিহিত যে কলিতে স্বর্ণকান্তি শ্রীকৃষ্ণ-

৩০ ক্রমসন্দর্ভ ১১।৫।৩৩; ৩১ শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব ২৬ শ্লোক; ৩২ সং ভা ১।২১৫।

চৈতন্য অবতরণ করেন, তৎকালে সেই যুগের কৃষ্ণবর্ণ যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে প্রবিষ্ট হ'ন। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীসংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণীতে এবং শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদও সারার্থদর্শিনীতে অন্যান্য সাধারণ যুগের পীতবর্ণের আবির্ভাবসমূহ বৈবস্বতীয় মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় বিশেষ দ্বাপরের শেষে আবির্ভূত শ্রীনন্দ-নন্দনের অন্তর্ভূততা লাভ করেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতের সারঙ্গরঙ্গদা টীকায় লিখিয়াছেন,—'যত্তু দ্বাপরেঽপি ক্বচিৎ স্কান্দে হরিবংশে চ পীতত্বমুক্তং, তদপি কাদাচিৎকমস্তু, হরের্নাবতারত্বাৎ'।[৩৩]

শ্রীহরির অসংখ্য অংশাদি অবতারের কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। সুতরাং দ্বাপরযুগে যে স্কন্দপুরাণে ও হরিবংশে স্থানবিশেষে হরির পীতবর্ণ অবতারের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা দৈবাৎ কোন যুগেরই হইবে। তাহা বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় অবতার ব্যতীত অন্য অবতারসম্পর্কে জানিতে হইবে। দীপিকাদীপন-টীকাকারও বলিয়াছেন,—'কৃষ্ণাবতার-বিরহিত-দ্বাপরে তু শুকপত্রবর্ণত্বং কলৌ তু শ্যামত্বং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে দর্শিতম্'।[৩৪] অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যে দ্বাপরযুগে শুকপত্র বর্ণের ন্যায় বর্ণযুক্ত এবং কলিতে শ্যামবর্ণ অবতারের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা যে দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হ'ন না, সেই দ্বাপরের ও তৎপরবর্ত্তী কলিযুগের অবতারের বর্ণের কথা।

উক্ত সাধারণ দ্বাপর ও সাধারণ কলিযুগসমূহের অবতার-সম্বন্ধেই শ্রীমদ্ হনূমান শ্রীমদ্ভীমের নিকট বলিয়াছিলেন,—'দ্বাপরে········বিষ্ণুর্ব্বৈ পীততাং যাতি'[৩৫] —দ্বাপরযুগে বিষ্ণু পীতবর্ণ হন এবং "কলিযুগে········কৃষ্ণো ভবতি কেশবঃ" (ঐ ৩৪ শ্লোক)—কলিযুগে কেশব (বিষ্ণু) কৃষ্ণবর্ণ হ'ন। এই স্থানের 'ভারত-কৌমুদী' টীকায়ও "কৃষ্ণঃ—কৃষ্ণবর্ণঃ, কেশবঃ—বিষ্ণুঃ" এইরূপ অর্থ আছে। যুগাবতার বিষ্ণু তখন কৃষ্ণবর্ণধারী হ'ন।

---

৩৩ সং ভা পুর্ব্বখণ্ড ২য় শ্লোকের শ্রীবলদেব-টীকা; ৩৪ ভা ১১।৫।২৭ শ্লোকের দীপিকা-দীপন-টীকা; ৩৫ ম ভা বনপর্ব্ব ১২৩।২৮ (সিদ্ধান্তবাগীশ সং)।

সমস্ত শাস্ত্রের একতাৎপর্য্যপরতা

উক্ত উভয় স্থানেই মহাভারত শান্তিপর্ব ৩২৫ অধ্যায় ৮৬ শ্লোকোক্ত কংসারি শ্রীকৃষ্ণের কথা বা শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষের কথা বলা হয় নাই। শ্রীমন্মহাভারতের বনপর্ব্বধৃত শ্রীহনূমদুক্তি ও অন্যান্য পুরাণের ঐ সকল উক্তি অর্থাৎ সাধারণ দ্বাপরে পীতবর্ণ যুগাবতার বা 'শুকপক্ষাভ' যুগাবতার এবং সাধারণ কলিতে কৃষ্ণবর্ণ যুগাবতারের সমস্ত উক্তিগুলি শ্রীগর্গাচার্য্যের উক্তিরই (১০।৮।১৩) সমর্থন করে। বৈবস্বতীয় মন্বন্তরের অষ্টাবিংশীয় চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষভাগ—যাহাকে শ্রীগর্গাচার্য্য **'ইদানীং'** বলিয়াছেন, যে সময় শ্রীনন্দনন্দনের আবির্ভাব ও নামকরণ হইয়াছিল, সেই সময় যে যে শুক্লবর্ণ, যে যে রক্তবর্ণ, যে যে পীতবর্ণ আবির্ভাব এবং তদুপলক্ষণে অন্যান্য অনন্তবর্ণবিশিষ্ট সমস্ত প্রাদুর্ভাবই কৃষ্ণতা—শ্রীকৃষ্ণেরই অন্তর্ভূততা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—অংশিতত্ত্ব স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত অংশকে ক্রোড়ীভূত করিয়া তখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।[৩৬]

শ্রীগর্গাচার্য্যের বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীভগবানের যত প্রকার বর্ণ-নাম প্রভৃতি আছে, সকলই একাধারে প্রকাশিত হইয়া শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীনন্দনন্দনস্বরূপে শ্রীমৎস্য-কূর্ম্মাদি সমস্ত অবতারের লীলাই প্রকাশিত দেখা যায়। তাহাতে অসুর-মারণ, ভূভার-হরণ, ধর্ম্ম-স্থাপনাদি কার্য্যও আনুষঙ্গিক-ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। অপর পক্ষে শ্রীনন্দনন্দন-স্বরূপের অর্থাৎ স্বয়ং ভগবৎ-স্বরূপের যে অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্য—রূপমাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য, প্রেমমাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য—শ্রীগোপীজনবল্লভত্ব প্রভৃতি তাহা তাঁহার শ্রীমৎস্য-কূর্ম্মাদি কোনও অবতারেই প্রকাশিত হয় নাই।

কেহ যুক্তি উত্থাপন করিয়া বলিতে পারেন, 'ইদানীং' শব্দে দ্বাপরের শেষভাগ ব্যাখ্যা করিলে তাহা অসমীচীন হয়। আর সত্যযুগে শুক্লাবতার, ত্রেতাযুগে রক্তাবতার বর্ণন করিবার পর দ্বাপরযুগে পীতাবতার বর্ণন করাই ক্রমানুসারে

৩৬ শ্রীসং বৈ তো ১০।৮।১৩।

স্বাভাবিক হয়, তাহা না করিলে এবং 'আসন্' এই অতীতকালের ক্রিয়াকে ভবিষ্যৎ-কালীয় পীতবর্ণের অবতারের সহিত যোজনা করিলে তাহা ক্রমবিরুদ্ধ, ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হয়।

উত্তর—'ইদানীং' শব্দে 'কলিযুগে' হইতে পারে না। কারণ যে মহাভারতের বনপর্ব্বের (১২৩।৭ শ্লোক) শ্রীভীমের নিকট শ্রীমদ্ হনূমানের বাক্য প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই শ্রীভীম পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম। শ্রীহনূমান দ্বাপরযুগেই শ্রীভীমের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ সকল কথা বলিয়াছিলেন—ইহা উক্ত অধ্যায়ের (৭ম শ্লোক) শ্রীবৈশম্পায়নের বাক্যে উক্ত হইয়াছে এবং উক্ত অধ্যায়ের শেষে অচিরেই যে কলিযুগের প্রবৃত্তি হইবে, তাহাও শ্রীহনূমান বলিয়াছেন,—

এতৎ **কলিযুগং** নাম **নচিরাৎ প্রতিপৎস্যতে।**[৩৭]

—হে ভীম! পূর্ব্বে তোমার নিকট যে যুগের লোকের স্বভাবাদির কথা বর্ণন করিলাম, ইহারই নাম কলিযুগ। 'এই **কলিযুগ অচিরকাল-মধ্যেই প্রবৃত্ত হইবে।**' (সিদ্ধান্তবাগীশ-কৃত অনুবাদ) শ্রীহনূমানের এই বাক্য হইতে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয়, তখনও কলিযুগের প্রবৃত্তি হয় নাই। দ্বাপরের শেষভাগেই পাণ্ডব ও পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণের অভ্যুদয় কাল। শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলাকাল একশত পঁচিশ বৎসর; তন্মধ্যে শ্রীগর্গাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-সময়ে অর্থাৎ অতি শৈশবকালেই (যখন শ্রীকৃষ্ণের তিনমাস দশদিন অর্থাৎ ১০০ দিবস বয়স) * 'ইদানীং' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব তাহা যে দ্বাপরের শেষ ভাগ, ইহা মহাভারতের বাক্য হইতে সুপ্রমাণিত হয়।

শ্রীবাসুদেবের দ্বাপরের শেষে আবির্ভাব-বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ

শ্রীমহাভারত শান্তিপর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্রের ও শ্রীবাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণের যথাক্রমে আবির্ভাবের কাল এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

সন্ধ্যাংশে সমনুপ্রাপ্তে ত্রেতায়াং দ্বাপরস্য চ।
অহং দাশরথী রামো ভবিষ্যামি জগৎপতিঃ॥

---

৩৭ মঃ ভাঃ বন ১২৩।৩৯ মঃ মঃ শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সং ; * গোপালচম্পূ পূর্ব্ব ৬।২৯ দ্রষ্টব্য।

দ্বাপরস্য কলেশ্চৈব সন্ধৌ পার্য্যবসানিকে।
প্রাদুর্ভাবঃ কংসহেতোর্মথুরায়াং ভবিষ্যতি ॥[৩৮]

দেবর্ষি শ্রীনারদকে শ্রীভগবান বলিলেন,—ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের সন্ধিসময়ে দশরথগৃহে অবতীর্ণ হইয়া রাম নামে বিখ্যাত হইব। অনন্তর দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে দুরাত্মা কংসের বিনাশসাধনের নিমিত্ত মথুরা নগরীতে আমার জন্ম হইবে।[৩৯]

শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধি-সময়-ভাগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে যেরূপ দ্বাপরযুগের অবতার বলা হয় নাই, ত্রেতায়ই তাঁহার অবতার কথিত হয়, তদ্রূপ কংসারি শ্রীবাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে আবির্ভূত বলিয়া তিনি **দ্বাপরের শেষভাগেই** অবতীর্ণ, ইহাই শাস্ত্র ও প্রাচীনগণ বিচার করেন। ইহার সহিত পূর্ব্বধৃত অন্যান্য পুরাণবাক্যসমূহের উক্তিরও সঙ্গতি হয়। সর্ব্বপুরাণ-বাক্যের সঙ্গতি করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

এতৎপূর্ব্বে উদ্ধৃত শ্রীমৎস্যপুরাণের উক্তি হইতে আমরা জানিয়াছি, দ্বাপরযুগের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন, রৌহিণেয় শ্রীবলরাম ও কংসারি শ্রীকেশব—এই তিন মূর্ত্তিতে শ্রীবাসুদেব আবির্ভূত হন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের শ্লোকে শ্রীপরাশরের বাক্যে উক্ত হইয়াছে—

'ততোঽত্র মৎসুতো ব্যাসোঽষ্টাবিংশতিমেঽন্তরে।
বেদমেকং চতুষ্পাদং চতুর্দ্ধা ব্যভজৎ প্রভুঃ ॥'[৪০]

শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা—'অত্র মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিতমে দ্বাপরে'—বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিতম দ্বাপরে শ্রীপরাশরসুত শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস অবতীর্ণ হইয়া বেদবিভাগ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও (১।৪।১৪) শ্রীসূতপাদ বলিয়াছেন,—'দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয়ে যুগপর্য্যয়ে। জাতঃ পরাশরাদ্ যোগী ব্যাসব্যাং কলয়া হরেঃ ॥' যুগপরিবর্ত্তনে তৃতীয় দ্বাপরযুগ সমুপস্থিত হইলে উপরিচর বসুর বীর্য্যসম্ভূতা

---

৩৮ ম ভা শান্তি ৩২৫।৮২ ও ৮৬ শ্লোক সিদ্ধান্তবাগীশ সং; ৩৯ কালীপ্রসন্নসিংহ-সম্পাদিত অনুবাদ ৩৪৯৪ পৃঃ ইণ্ডিয়া ডাইরেক্টরী প্রেস সং কলিকাতা (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ)।

৪০ বি পু ৩।৪।২ কাব্যপ্রকাশ-যন্ত্র-সং ১২৭৬ বঙ্গাব্দ।

সত্যবতীর গর্ভে শ্রীপরাশর হইতে বিষ্ণুর অংশে জ্ঞানী ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের উক্ত শ্লোকের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের (১১।৫।২৭) ও শ্রীমৎস্যপুরাণের (৬৯।৬-৮) শ্লোকের একবাক্যতা করিলে কংসারি শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস দ্বাপরযুগেই (দ্বাপরের শেষভাগে) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে (১।৭৪।২২) তাহাই উক্ত হইয়াছে। শ্রীগরুড়পুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—**দ্বাপরান্তেন চ** হরির্ভুর্বোর্ভারমপহরৎ ॥[৪১] দ্বাপরের শেষে হরি পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন। দ্বাপরের শেষভাগে না হইয়া কলির প্রারম্ভে বা কলিকালে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব হইলে শাস্ত্রসমূহ 'কলিপ্রারম্ভে' বা 'কলৌ' ইত্যাদি শব্দই ব্যবহার করিতেন, 'দ্বাপরান্তে' শব্দ ব্যবহার করিতেন না। দ্বাপর যুগ যখন শেষ হইতেছিল এবং কলিযুগের সূচনা হইতেছিল, তখনই শ্রীমহাভারতের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মহাভারত-সংগ্রামের ছত্রিশ বৎসর পর শ্রীকৃষ্ণ লোকলোচন হইতে অন্তর্হিত হন। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে কলি পৃথিবীতে প্রবেশ করিলেও বিক্রম প্রদর্শন করিতে পারে নাই, ইহা শ্রীমহাভারত[৪২], শ্রীবিষ্ণু-পুরাণ[৪৩] ও শ্রীমদ্ভাগবতের[৪৪] প্রমাণ হইতে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়।

কেহ লিখিয়াছেন, —'জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিচারে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কলিকাল প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। জ্যোতিষের গণনার উপর নির্ভর করিয়া রাজতরঙ্গিনীতে উল্লেখ আছে যে, কুরুপাণ্ডবের আবির্ভাবে ৬৫৩ বৎসর পূর্ব্বে কলি প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তদ্দ্বারা ইহা নিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্তিত হয় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগের প্রারম্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।'

বস্তুতঃ এ বিষয়ে পূর্ব্বতন ও বর্ত্তমান গবেষকগণের যাবতীয় মত বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া যুক্তিপ্রমাণাদি-সহ যে মীমাংসা করা হইয়াছে, তাহা একজন নিরপেক্ষ সুপণ্ডিত গবেষকের ইংরাজী প্রবন্ধাংশের তাৎপর্য্যানুবাদ দ্বারা নিম্নে প্রদর্শিত

---

৪১ শ্রীগরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ২২৭ অধ্যায় ২৩শ শ্লোক বঙ্গবাসী (২য় সং, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ);
৪২ ম ভা মৌষল ১।২, ১।১৩; স্ত্রীপর্ব ২৫।১৪; ৪৩ বি পু ৪।২৪।৩৫-৩৬; ৪৪ ভা ১২।২।২৯—৩৩।

হইল।[৪৫] গবেষক—ডি, এস, ত্রিবেদ (পাটনা)। উক্ত প্রবন্ধ Poona Oriental Series No 75 'A Volume of Studies in Indology' নামক গ্রন্থে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে Oriental Book Agency (Poona) হইতে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে ইংরাজী মূল প্রকাশিত হইতে পারিল না।

ভারতযুদ্ধের ও শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিক কাল

ভারতীয় প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী কলিযুগের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই ভারত-মহাসমর সংঘটিত হইয়াছিল। উক্ত মতে কলিযুগের প্রারম্ভিক কাল ৩১০১ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ বলিয়া জানা যায়। এই মতই যে নির্ভুল এবং সমস্তসন্দেহ-নিরসনকারী ঐতিহাসিক তথ্য ও সর্ব্বজন-স্বীকৃত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। কোন কোন পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় পণ্ডিত ভিন্ন মত পোষণ করেন বটে, কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়, উক্ত পণ্ডিতদিগের মত এই জটিল সমস্যা সমাধান-বিষয়ে পরস্পর-বিরোধী এবং ভারতীয় প্রচলিত মতের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ।

কাশ্মীরের ইতিহাস-প্রণেতা কহ্লনের প্রমাণের উপর নির্ভর করিরা রাজ-তরঙ্গিণীর পণ্ডিত এস এস ভট্টাচার্য্য ও পি, সি সেনগুপ্ত ভারত-মহাসমরের কাল যথাক্রমে ২৪০০ এবং ২৪৪৮ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কহ্লন বলেন, কুরু ও পাণ্ডবগণ কলিযুগারম্ভের ৬৫৩ বৎসর পরে (৩১০১ – ৬৫৩ = ২৪৪৮ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে) বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

কহ্লন একটি শ্লোকের টিপ্পনীতে ঐরূপ সুস্পষ্টনির্দ্দেশ করিয়া হিমালয়-প্রমাণ ভ্রান্তির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বাচার্য্য গর্গ ও বরাহমিহিরের এইরূপ উক্তিও উদ্ধার করিয়াছেন যে যুধিষ্ঠিরের কাল নির্দ্দেশ করিতে হইলে শক-কালের সহিত ২৫২৬ বৎসর যোগ করিতে হইবে। জ্যোতিষগণনার জন্য তাঁহারা শককাল ব্যবহার করিতেন এবং সেই কাল বর্ত্তমানে প্রচলিত শালীবাহনাব্দের প্রারম্ভিক

---

৪৫ Five Thousand Years Ago—The Mahabharata War (By D. S. Triveda, Patna)— Vide 'A Volume of Studies in Indology' (Presented to Prof, P. V. Kane, M. A. LL. M. on his 61 st. birthday, 7th May 1941, edited by S. M. Katre, M. A. Ph. D. (London) and P. K. Gode M. A. pp 515—525).

কাল হইতে মূলতঃ পৃথক। কহ্লনের মতে পঁয়ত্রিশ সংখ্যক রাজন্যবৃন্দ বিস্মৃতির অতল-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হ'ন নাই। অধিকন্তু তিনি শালীবাহনাব্দ ব্যতীত শকাব্দের বিষয় অবগত ছিলেন না ; সেই হেতু তিনি তাঁহার নির্দ্দেশিত ঐতিহাসিক কাল-নির্ণয়ের সঙ্গতি করিতে কোন প্রকার সুসমঞ্জস কারণ না দেখাইয়া ভ্রমক্রমে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন যে কলির আবির্ভাবের ৬৫৩ বৎসর পরে কুরুপাণ্ডবের অভ্যুদয় হইয়াছিল। তিনি আরও মন্তব্য করিতে বাধ্য হইলেন যে জনগণের মতে এই সময়নির্দ্দেশ ভ্রমাত্মক ; কারণ তাহারা মনে করিত দ্বাপরের শেষভাগেই ভারতসমর সংঘটিত হইয়াছিল। ভারতযুদ্ধ-সম্বন্ধে রাজতরঙ্গিণী-প্রতিপাদ্য সময়নির্দ্দেশবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য (ক) কাশ্মীর-কী সংশোধিত রাজবংশাবলী—বিজ্ঞান, এলাহাবাদি, কুম্ভার্ক ১৯৯৩ বিক্রম সম্বৎ, (খ) The Revised Chronology of Kasmira Kings—J. I. H. Vol. XVIII. pp. 46-63.) প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, কেবলমাত্র প্রচলিত প্রবাদই কি নির্ভরশীল ? না, তাহা নহে ; একান্ত নিশ্চয়াত্মক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, খ্রীঃ পূঃ দ্বাত্রিংশত্তম (৩২ তম) শতাব্দীতেই ভারতযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। ভারতীয় প্রবাদ ও ভাব-ধারার সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ সমস্ত মতবাদের খণ্ডন করিয়া সর্ব্বজনগৃহীত শাস্ত্র ও ঐতিহ্যনিষ্ঠমতের সমর্থনে যে সমস্ত ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক প্রমাণ পাওয়া যায়, সেই সমুদয় আলোচিত হইয়াছে।

আইহোল শিলালেখ (Aihole Inscription)—দ্বিতীয় পুলকেশীর শিলা-লিপির (Aihole Inscription) কাল ৫৫৬ শকাতীতাব্দ বা ৫৫৬ + ৭৮ = ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দ। এই শিলালিপিতে এইরূপ উৎকীর্ণ আছে যে, ঐ সময় কলির ৩৭৩৫ (= ৩০ + ৩০০০ + ৭০০ + ৫) বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছিল। এই বিষয় দুইটি একসঙ্গে পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, কলির প্রথম বৎসর—শকাব্দের ৩১৭৯ বৎসর পূর্ব্বে অথবা ৩১০১ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ।

এই উৎকীর্ণ লিপির বর্ণনা যে নির্ভুল তাহা 'ব্রহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্ত' এবং 'জ্যোতির্মকরন্দ'—এই জ্যোতিষ-গ্রন্থদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। এই দুই গ্রন্থে কলিযুগের প্রারম্ভিক কালনির্ণয়-বিষয়ে এক মত দেখা যায়। **হিন্দুদিগের জ্যোতিষগণনামতে পৃথিবীর বর্ত্তমান কাল কলিযুগ খ্রীষ্ট জন্মের ৩১০১ বৎসর পূর্ব্বে ২০শে ফেব্রুয়ারী ২ ঘণ্টা ২৭ মিনিট ৩০শ সেকেণ্ড সময়ে আরম্ভ হয়।** তাঁহাদের মতে ঐ সময় কতিপয় গ্রহের সমাবেশ হইয়াছিল এবং তাঁহাদের সারণীতে ঐ সংযোগের কথা লিপিবদ্ধ আছে। মনীষী বেইলি সাহেব বলেন, বৃহস্পতি (Jupiter) এবং বুধ (Mercury) তখন মঙ্গলগ্রহের (Ecliptic Mars) সমডিগ্রীতে মাত্র আট ডিগ্রী ব্যবধানে এবং শনি (Saturn) সাত ডিগ্রী ব্যবধানে অবস্থিত ছিল। ইহা হইতে এইরূপই প্রতিপন্ন হয় যে, ব্রাহ্মণেরা কলিযুগ আরম্ভের যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন উল্লিখিত গ্রহচতুষ্টয় যথাক্রমে সূর্য্যরশ্মি দ্বারা নিশ্চয়ই আবৃত ছিল—প্রথমে শনি, তারপর মঙ্গল, তৎপর বৃহস্পতি এবং সর্ব্বশেষ বুধ। তাহা হইলে ইহাই দেখা গেল যে, যদিও তখন শুক্র (Venus) দৃষ্টিগোচর ছিল না, তথাপি ইহাই বলা সঙ্গত যে উক্ত গ্রহসমূহের পরস্পর সংযোগ ঘটিয়াছিল। ব্রাহ্মণদের সিদ্ধান্ত আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানের সারণীর সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। যথার্থ পর্য্যালোচনা ব্যতীত এমন সর্ব্বাংশে মিল কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

দ্বাপরাবসান ও কলির প্রারম্ভের সমকালীনঃ কলির প্রারম্ভে ভারত-যুদ্ধ হইয়াছিল—এইরূপ প্রচলিত ধারণা আভ্যন্তরীন ও বাহ্য দুই প্রকার প্রমাণের দ্বারাও সমর্থিত হয়। উপরি-উক্ত শিলালিপি হইতে ইহাও জানা যায় যে, মহাযুদ্ধ ও কল্যব্দের প্রারম্ভ একই সময়ের ঘটনা। মহাভারতের মতে দ্বাপর এবং কলির সন্ধিক্ষণে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইতঃপূর্ব্বেই কল্যব্দের আরম্ভের বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ভারত-মহাসমরের কাল আরও স্পষ্ট ও সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। মহাভারত হইতে জানা যায় যে, যুধিষ্ঠির তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির অনন্তর ষটত্রিংশতম (৩৬তম) বর্ষে অশুভকর উৎপাতসমূহ দর্শন করিয়াছিলেন (মৌষল ১।২)।

মহাভারত আরও বলেন যে, ঐ সময় মৌষললীলার পর শ্রীকৃষ্ণের যাদবাদির সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। শ্রীমদ্ভাগবতেও (১১শ স্কন্ধে ৩০-৩১ অধ্যায়ে) এই বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৪।২৪।৩৫) বর্ণিত আছে, যে মুহূর্ত্তে বসুদেবগৃহে অবতীর্ণ ভগবানের অন্তর্দ্ধান হইল, তন্মুহূর্ত্তেই কলির আবির্ভাব ঘটিল। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (১২।২।২৯), যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ ধরায় প্রকট ছিলেন কলি তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহা হইতে জানা যায়, **ভারত-যুদ্ধের ৩৬ বৎসর পরে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান হয়।** পাণ্ডবগণও অত্যল্পকাল পরে পৃথিবী পরিত্যাগ করেন। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বেই কলির আবির্ভাব হইয়াছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রকট ছিলেন বলিয়া কলি স্বপ্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয় নাই। **কল্যব্দের সূচনা ৩১০১ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ। এই তারিখটিকে কলির স্বপ্রভাব বিস্তারের কাল** বলিয়া ধরিতে হইবে। সুতরাং **৩১০১ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান হয়।** তাহা হইলে **ইহা হইতে ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে (৩১০১+৩৬) অর্থাৎ ৩১৩৭ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে ভারত-মহাসমরের কাল** স্বতঃই ধরিতে পারা যায়।

নিধানপুর তাম্রফলক—কনৌজাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক ভাস্করবর্ম্মন-কৃত নিধানপুরের তাম্রলিপির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তারিখ সাধারণভাবে সমর্থিত হয়। এই লিপির উৎকীর্ণ-কাল ৫৯০ খ্রীষ্টাব্দ। ইহা হইতে নিম্নোক্ত রাজবংশাবলী পাওয়া যায় :—

নরক
|
ভগদত্ত—অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধকারী
|
বজ্রদত্ত
|
পুষ্যবর্ম্মন—বজ্রদত্তের ৩০০০ বৎসর পরে
|
ভাস্করবর্ম্মন—পুষ্যবর্ম্মন হইতে দ্বাদশ অধস্তন নরপতি

এই তাম্রফলক হইতে জানা যায়—উক্ত 'নরক'-রাজ, যিনি কখনও নরক দর্শন

করেন নাই, তাঁহা হইতে ইন্দ্রের সখা রাজা ভগদত্ত প্রাদুর্ভূত হয়েন এবং তিনি প্রখ্যাত সমরজয়ী অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার গতিভঙ্গী বজ্র-সদৃশ ছিল বলিয়া তিনি বজ্রদত্ত নামে অভিহিত ছিলেন। তিনি প্রবল পরাক্রম-শালী ছিলেন বলিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সততই ইন্দ্রের সন্তোষ বিধান করিতেন। এই রাজন্যকুলে তিন হাজার বৎসর পরে পুষ্যবর্ম্মন জন্মগ্রহণ করেন।

মহাভারত-দৃষ্টে জানা যায়, প্রাগ্‌জ্যোতিষ-(আসাম) রাজ ভগদত্ত কৌরবদের পক্ষাবলম্বী ছিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হ'ন। কীর্ত্তিপ্রাজ্ঞ ও বজ্রদত্ত নামীয় তাঁহার তুই পুত্র ছিল। ভগদত্ত ও কীর্ত্তিপ্রাজ্ঞ যথাক্রমে অর্জ্জুন ও নকুল কর্ত্তৃক নিহত হন। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত খুবই সমীচীন যে **৩১৩৭ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে ভারত-মহাসমর সংঘটিত হইয়াছিল** ।

সঠিক সময় নির্ণয় ঃ—যুদ্ধারম্ভের যথাযথ সময়ও নির্ণীত হইতে পারে। কুরু-সেনাপতি ভীষ্ম বলিলেন, হে যুধিষ্ঠির! তীক্ষ্ণশরশয্যায় শায়িত থাকিয়া আমার ৫৮টি রাত্রি শত শত বৎসরের ন্যায় অতিক্রান্ত হইয়া গেল। এখন পুণ্যাহ মাঘ মাস সমাগত, শুক্লপক্ষের তৃতীয়াংশও অতিক্রান্ত। ভীষ্ম দশম দিবসে যুদ্ধ হইতে বিরত হ'ন; এই উক্তি করার সময় যুদ্ধের ৬৮ দিন (৫৮+১০) অতীত হইয়া গিয়াছে। 'পক্ষ' বলিতে শুক্লপক্ষ বুঝিতে হইবে, যাহার তৃতীয়াংশ শেষ হইয়া গিয়াছে। হোরাচক্রের মতে পক্ষ পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথা—নন্দা, ভদ্রা, জয়া, রিক্তা ও পূর্ণা। তাহা হইলে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের ৯ দিন [(১৫÷৫)×৩] গত হইয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে। মার্গশীর্ষের শুক্লপক্ষের প্রথম দিন হইতে বিপরীতক্রমে গণনা আরম্ভ করিলেও ঠিক ৬৮ দিনই পাওয়া যায় (৯+১৫+৩০+১৪)। ঐ দিন ছিল মঙ্গলবার।

তৎকালীন প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী ভারত-সমর বর্ত্তমান কাল হইতে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বলেন, এই সমস্ত শিলালিপি বা সাহিত্যিক সাক্ষ্যপ্রমাণ ইহাপেক্ষা অধিক কিছু স্থাপন করিতে পারে না। তাঁহারা আরও বলেন যে, সম্যকরূপে

পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা এবং বিশ্লেষণের ফলে এই সমস্ত প্রমাণ সুদূর অতীতে সংঘটিত এইরূপ একটি ঘটনার কালনির্ণয়ের মত দুরূহ ব্যাপারে চূড়ান্তসিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান ভারত ইতিহাসের কাল গণনা একমাত্র আলেকজাণ্ডার-চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্য্য-সমকালীনতা * এই ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কথা মাত্র এক শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে স্যর উইলিয়ম্ জোন্স সর্ব্ব প্রথম উল্লেখ করেন। অপর পক্ষে, ভারতযুদ্ধের কাল বহু শত শতাব্দী যাবৎ আলোচিত হইয়া আসিলেও প্রচলিত প্রবাদ তাহার জন্য যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছে সেই স্থানেই অবস্থিত রহিয়াছে। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঘটনা।

রাজতরঙ্গিণী এবং পুরাণসমূহে বিজ্ঞাপিত প্রমাণাবলী অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে, কারণ ঐ সমস্ত বিষয় স্বতঃই বিশদ ও বিস্তৃত পর্য্যালোচনার অপেক্ষা রাখে। সময় সময় এইরূপ তর্কও শুনা যায় যে তখন আর্য্যজাতির অস্তিত্ব ভারতে ছিল না, সেই হেতু ভারত-সমরও অত প্রাচীনকালে সংঘটিত হইতে পারে না। কিন্তু সুনির্দ্দিষ্ট প্রমাণসহকারে দেখান হইয়াছে যে, আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আগন্তুক বা আক্রমণকারী ত নহেনই, পরন্তু তাঁহারা এই দেশেই জাত সন্তান। অতএব চূড়ান্তভাবে এইরূপই সিদ্ধান্তিত হইল যে ভারতসমর ৩১৩৭ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায়ও দ্বাপর-শেষে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব নিশ্চিত

উপরি-উক্ত গবেষণাপূর্ণ আলোচনা হইতে সুধী পাঠকগণ অনুধাবন করিতে পারিবেন যে, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষভাগেই অর্থাৎ কলিযুগ-প্রবৃত্তির পূর্ব্বেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজতরঙ্গিণীর বিচার ভ্রমাত্মক। শ্রীমন্মহাভারত, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের উক্তি; সিদ্ধান্তশিরোমণি, ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত,

* আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ-কালে ভারতীয় নৃপতি ছিলেন গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত, তিনি মৌর্য্য-চন্দ্রগুপ্ত নহেন।

জ্যোতির্মকরন্দ প্রভৃতি জ্যোতিষশাস্ত্রের বিচার, শিলালিপি, তাম্রশাসনাদির প্রমাণাবলী ও প্রচলিত প্রবাদ সমস্তই মহাভারতের যুদ্ধ কলিযুগ-প্রবৃত্তির পূর্ব্বে ও দ্বাপরের শেষভাগে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া সমস্বরে প্রমাণ করিতেছে। অতএব কুরুপাণ্ডবগণের যুদ্ধে শ্রীঅর্জ্জুনের প্রতি শ্রীগীতোপদেষ্টা স্বয়ং ভগবান শ্রীবাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ সপ্তম বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া যে একযোগে সমস্ত পুরাণের উক্তি, তাহাই পরম সত্য ও নির্ভরযোগ্য।

রাজপুত্রের জন্মদিন হইতেই বা রাজপুত্রের রাজধানীতে প্রবেশের দিন হইতেই তাঁহার রাজত্বকাল গণনা করা হয় না। পূর্ব্ব রাজার অন্তর্দ্ধানের পর রাজকুমারের যথাবিহিত রাজ্যাভিষেক, সিংহাসনারোহণ ও রাজদণ্ডাদি পরিচালনার দিন হইতেই রাজ্যকাল গণনা করা হয়।

প্রথম স্বায়ম্ভুব মনুর পূর্ব্বে শ্রীব্রহ্মার পুত্র অধর্ম্মের বংশে (৪র্থ অধস্তনরূপে) কলির জন্ম (ভা ৪।৮।১-৩) হয়। সপ্তম বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কালেই কলির প্রবেশের (যখন দুর্য্যোধনাদির দ্বারা দ্যূতক্রীড়া, দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণাদি দৃষ্ট হয়) কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কলি তখন প্রবিষ্ট হইলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে প্রকটলীলা পর্য্যন্ত পৃথিবীকে অভিভূত করিতে পারে নাই। অর্থাৎ কলির প্রকৃত অধিকার বা কাল তখনও আরম্ভ হয় নাই। "যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তে রমাপতিঃ। তাবৎ কলির্বৈ পৃথিবীং পরাক্রন্তুং ন চাশকৎ"॥ 'পরাক্রান্তমিত্যনেন তৎপূর্ব্বমপি কিঞ্চিৎ কালং ব্যাপ্য প্রবিষ্টোঽসাবিতি জ্ঞাপিতম্'।[৪৬] কলির জন্ম বা কলির প্রবেশ এক কথা আর কলিযুগ আরম্ভ আর এক কথা। এজন্যই পরবর্ত্তী শ্লোকেই উক্ত হইয়াছে,—

যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নং **কলিযুগমিতি** প্রাহুঃ পুরাবিদঃ ॥[৪৭]

৪৬　ভা ১২।২।৩০ ও ক্রমসন্দর্ভ দ্রষ্টব্য ;　৪৭　ভা ১২।২।৩৩।

যে দিনে যে ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকটধামে গমন করিলেন, সেই দিনে সেই ক্ষণেই কলিযুগ (প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীতে) প্রবিষ্ট হইয়াছে, ইহা পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। এই স্থানে **"কলিযুগ"** শব্দটির সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকায় শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট লীলার পূর্ব্বে কলিযুগ আরম্ভ হয় নাই; পরন্তু পরেই হইয়াছে, ইহাই পুরাবিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত বলিয়া জানা যায়।

অথবা পূর্ব্ব যুগের সন্ধ্যাংশ-শেষে পরের যুগের আরম্ভ সময় অর্থাৎ দ্বাপর যুগের সন্ধ্যাংশেই কলিযুগের আরম্ভ সময়—এই যে নিয়ম, ইহাও শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে ব্যর্থ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটলীলার পর হইতেই কলিযুগ প্রবৃত্ত হইয়াছে। (শ্রীসারার্থদর্শিনী-টীকার তাৎপর্য্য)।

শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় শ্রীবিষ্ণুপুরাণেরও এইরূপ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়; যথা,—

যস্মিন্ দিনে হরির্যাতো দিবং সংত্যজ্য মেদিনীম্।
তস্মিন্নেবাবতীর্ণোঽয়ং কালকায়ো বলী কলিঃ ॥[৪৮]

শ্রীকৃষ্ণ যেই দিনে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া অপ্রকটলোকে গমন করিলেন, সেই দিনই মলিনাঙ্গ বলবান কলি পৃথিবীতে আবির্ভূত হইল। অতএব শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটলীলার পরেই প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে কলিযুগ আরম্ভ হয়। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের এই উক্তি হইতেও শ্রীবসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপরের শেষ-ভাগেই আবির্ভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়—কলিতে নহে।

কোন মহানুভব লিখিয়াছেন, পূর্ণতম ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া ১২৫ বৎসর প্রকট ছিলেন। দ্বাপরযুগের শেষ ১০০ বৎসর ও কলিযুগের প্রথম ২৫ বৎসর শ্রীকৃষ্ণের প্রকটকাল। শেষ ২৫ বৎসর কলির অধিকার-মধ্যে পরিগণিত হইলেও সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবানের অবস্থান-হেতু ভয়প্রাপ্ত কলি নিজ অধিকার-সীমায় প্রবেশ করিতেই পারে নাই। *

---

৪৮ বি পু ৫।৩৮।৮; * শ্রীশ্রীসোণারগৌরাঙ্গ—মাসিক পত্রিকা ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন-সংখ্যা ১৭৯ পৃষ্ঠায় শ্রীমৎকানুপ্রিয় গোস্বামিপ্রভু-লিখিত শ্রীফাল্গুনী-পূর্ণিমা-প্রবন্ধ।

বিশেষ দ্বাপর ও বিশেষ কলি

কল্পান্তর্গত সহস্র চতুর্যুগের মধ্যে অন্যান্য ৯৯৯টি চতুর্যুগে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, শুকপত্রাভ হরিৎ বা পীত ও কৃষ্ণ বর্ণ ধারণপূর্ব্বক অংশ ও আবেশে মন্বন্তরাবতারগণই 'যুগাবতার'-রূপে আবির্ভূত হন। কিন্তু প্রতি কল্পে প্রায় মধ্যবর্ত্তি-সময়ে বৈবস্বত-নামক সপ্তম মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগ, উক্ত সহস্র চতুর্যুগের মধ্যে একমাত্র অসাধারণ লক্ষণে লক্ষণান্বিত। তবে এই বিশেষ চতুর্যুগের অন্তর্গত সত্য ও ত্রেতাযুগের কোনও বৈশিষ্ট্য নাই; যেহেতু পূর্ব্বোক্ত সাধারণ চতুর্যুগের ন্যায়ই তখনও শুক্ল ও রক্ত যুগাবতার অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। কল্পান্তর্গত সহস্র দ্বাপর ও কলিযুগের মধ্যে বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের কেবল দ্বাপর ও কলিযুগেরই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। কারণ এই যুগদ্বয়ে যথাক্রমে 'শ্যাম' ও 'কৃষ্ণ' বর্ণ ও নামবিশিষ্ট যুগাবতারের পরিবর্ত্তে 'কৃষ্ণ' ও 'পীত' যুগাবতারের বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে। এই অসাধারণ যুগাবতার সর্ব্বাবতারের অবতারী—সর্ব্বাবতার-সমষ্টি শ্রীলীলাপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান। সহস্র চতুর্যুগের মধ্যে যুগাবতার-সম্বন্ধে এরূপ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম—কেবল এই একটি অসাধারণ চতুর্যুগান্তর্গত দ্বাপর ও কলিবিশেষেই—প্রতিকল্পে একবার করিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং যে দ্বাপর যুগে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তৎকালের 'শ্যাম' বর্ণাখ্য যুগাবতার এবং স্বাংশাদি নিখিল ভগবৎস্বরূপ যেমন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভুক্ত থাকেন, তদ্রূপ সেই শ্রীকৃষ্ণই যখন আবির্ভাব-বিশেষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—তৎকালে সেই কলিযুগের 'কৃষ্ণ' বর্ণাখ্য যুগাবতার এবং স্বাংশাদি সর্ব্ব ভগবৎস্বরূপ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে মিলিত থাকেন। ইহা স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণের দ্বারাও প্রমাণিত হয়। তখন সাধারণ যুগাবতারের প্রচারিত সাধারণ যুগধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অসাধারণ ব্রজপ্রেমধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণে সঞ্চারিত ও প্রবর্ত্তিত হয়॥

ষষ্ঠ প্রকাশ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়

‘তত্তু সমন্বয়াৎ’ *

পূর্ব্বপক্ষ

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপাদ গর্গাচার্য্যের উক্তিতে শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিনটি অবতারের বর্ণ-সম্বন্ধেই ‘আসন্’ এই অতীতকালের ক্রিয়ার প্রয়োগ আছে। সুতরাং শ্রীগর্গাচার্য্য ভবিষ্যৎকলির সম্বন্ধে পীতবর্ণের অবতারের বিষয় বলিয়া থাকিলে অতীতকালের ক্রিয়ার ব্যবহার করিতে পরেন না।

সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়কারী সিদ্ধান্ত

দ্বাপরযুগের পরই কলিযুগের প্রবৃত্তি হয়; অতএব কলিযুগ দ্বাপর যুগের পরবর্ত্তী। কিন্তু যুগচক্রের পরিবর্ত্তনে পূর্ব্বকল্পাপেক্ষায় কলিযুগ দ্বাপর যুগের পূর্ব্ববর্ত্তীও বটে। সর্ব্বকালদর্শী সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগর্গাচার্য্য বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের যে দ্বাপরযুগে শ্রীনন্দনন্দনের নামকরণ করিয়াছিলেন, সেই দ্বাপরযুগের পূর্ব্বকল্পীয় সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ ও কলিযুগের কথা স্মরণ করিয়াই বলিয়াছিলেন,—হে গোপরাজ, তোমার পুত্র ইতঃপূর্ব্বে শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ তনুতে আবিভূর্ত হইয়াছিল। এবার কৃষ্ণবর্ণে আবিভূর্ত হইয়াছে। পূর্ব্বকল্পের বিশেষ কলির পীতবর্ণের কৃষ্ণাবতার-বিশেষের কথা স্মরণ করিয়াই শ্রীগর্গাচার্য্য অতীতকালের “আসন্” ক্রিয়ার প্রয়োগ করিয়াছেন। ‘পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীন-তদবতারাপেক্ষয়া’।[১]

অথবা “বিরুদ্ধধর্ম্মসমবায়ে ভূয়সাং স্যাৎ সধর্ম্মকত্বম্”—বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট বহু

---

* ব্রহ্মসূত্র ১।১।৪; ১ তত্ত্বসন্দর্ভীয় সর্ব্বসম্বাদিনী ২।

ধর্ম্মীর একত্রে সমবায় হইলে বহুর যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মেরই প্রাধান্য হইবে। এই ন্যায়ে সত্য ও ত্রেতাযুগের অবতারগণের সহিত কলিযুগাবতারীর একত্রে বর্ণন-প্রসঙ্গে ভাবী কলিযুগাবতারীকে অতীত ক্রিয়ার দ্বারা নির্দ্দেশ শাস্ত্র-সম্মতই হইয়াছে। অথবা ছন্নাবতার ছন্নলক্ষণে বর্ণিত হইয়াছেন।

শ্রীমহাভারতোক্ত দ্বাপরযুগীয় পীতবর্ণ অবতারের সমাধান

পূর্ব্বপক্ষ : শ্রীমহাভারতে[২] শ্রীহনুমান শ্রীভীমের নিকট দ্বাপরযুগে পীতবর্ণ অবতার এবং অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ অবতারের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণ যে দ্বাপরে অবতীর্ণ সেই বিশেষ দ্বাপর ও তৎপরবর্ত্তী বিশেষ কলিই হইবে। তাহা হইলে বিশেষ দ্বাপরেও পীতবর্ণ এবং বিশেষ কলিতেও কৃষ্ণবর্ণ অবতারই অবতীর্ণ হন, এইরূপ মীমাংসিত হয়।

সিদ্ধান্ত :—যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলা করিয়াছিলেন এবং পঞ্চপাণ্ডবগণ তাঁহার লীলাসঙ্গী ছিলেন, সেই বিশেষ দ্বাপরের কথা শ্রীহনুমান শ্রীভীমের নিকট বলেন নাই। কারণ শ্রীভীমাদি লীলাসহচরগণ সকলেই প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে জানেন, শ্রীবাসুদেবের বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ, পীতবর্ণ নহে—সুতরাং তৎপরবর্ত্তী কলির কথাও হইবে বিশেষ কলির অবতারের কথা। শ্রীহনুমান সাধারণ ৯৯৯টি দ্বাপরযুগ ও কলিযুগে যথাক্রমে যে পীতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ যুগাবতার হয়, তাহারই কথা বর্ণন করেন। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে পৃথগ্ভাবে দ্বাপরযুগে স্বয়ং ভগবান শ্রীবসুদেব-নন্দনের অবতারের কথা বর্ণিত আছে, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।[৩]

শ্রীগর্গাচার্য্যের রহস্যগর্ভ নানাতাৎপর্য্যবাচক উক্তি

শ্রীনন্দমহারাজের উক্তি[৪] হইতে জানা যায়, শ্রীগর্গাচার্য্যপাদ ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বার্থসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। সুতরাং তাঁহার উক্তি বহুরহস্যগর্ভ ও নানাতাৎপর্য্যবাচক। শ্রীপাদ গর্গাচার্য্যের এই উক্তিটিতে জগতের বিভিন্ন চিন্তাশীল পণ্ডিত ব্যক্তির হৃদয়ে যে সকল সংশয়ের উদয় হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ

---

২ ম ভা বনপর্ব্ব ১২৩।।২৮ ও ৩৪ শ্লোক, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ-সং ;

৩ ঐ শান্তিপর্ব্ব ৩২৫।৮৬ ; ৪ ভা ১০।৮।৫-৬।

মীমাংসা করিয়া শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ যে সকল সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীগর্গাচার্য্য শ্রীনন্দমহারাজকে পূর্ব্বে শ্রীবসুদেব-নন্দন শ্রীবলদেবের নাম ও গুণের কথা বলিয়া এখন শ্রীনন্দাত্মজ সম্বন্ধে বলিতেছেন,—হে গোপরাজ! তোমার এই পুত্রকে কিন্তু কোন এক মহাপুরুষ বলিয়াই দেখিতেছি। এই বালকটি প্রতিযুগে দেহ ধারণ করিয়াছিল এবং ইঁহার শুক্ল, রক্ত ও পীত তিনটি বর্ণ ছিল, 'ইদানীং' —এখন এই দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা জানা যায়, ইহার যোগপ্রভাব আছে; কারণ মহাযোগিগণের ন্যায় ইচ্ছামত নানাবর্ণ ধারণ করিতে পারে। আর তোমার পুত্র সত্যাদি চারি যুগাবতারের উপাসনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া সেই সেই অবতারের সারূপ্য লাভ করিয়াছে। শুদ্ধ বাৎসল্য-রসিক শ্রীনন্দমহারাজকে তাঁহার ভাবানুকূলে বুঝাইবার ইচ্ছায় শ্রীগর্গাচার্য্য এই ভাবেই বলিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শ্রীগর্গাচার্য্যের হৃদ্গত ভাব এই—শুক্লাদিবর্ণবিশিষ্ট অবতারসমূহ সর্ব্বাবতারী শ্রীনন্দনন্দনেরই অংশ এবং ইদানীং দ্বাপরান্তে (দ্বাপরের শেষভাগে) এই অবতারী (পূর্ণ) কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অথবা যে যে শুক্লবর্ণ, যে যে রক্তবর্ণ, যে যে পীতবর্ণ আবির্ভাব এবং উপলক্ষণে অন্যান্য বর্ণবিশিষ্ট যে সকল মন্বন্তরাবতার, লীলাবতার ও পুরুষাবতারাদিরূপ আবির্ভাব, সেই সকলই 'ইদানীং' (এই অংশীর অবতার-সময়ে) কৃষ্ণতা অর্থাৎ কৃষ্ণরূপতা—কৃষ্ণের অন্তর্ভুক্ততা প্রাপ্ত হইয়াছেন—অংশী অবতীর্ণ হওয়ায় তন্মধ্যে সকলেই প্রবিষ্ট আছেন। সর্ব্বাকর্ষক কৃষ্ণ সকলকেই তন্মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন। শ্রীগর্গাচার্য্য শ্রীভগবানের যুগাবতারসমূহের বর্ণভেদের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীনন্দাত্মজের পরিপূর্ণতা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের যতপ্রকার বর্ণ-নামাদি সকলই একাধারে প্রকাশিত হইয়া কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

বিভিন্ন মত-কল্পনা

সম্ভাব্য পূর্ব্বপক্ষ:—(১) গর্গাচার্য্যের উক্তিতে 'আসন্' এই অতীতকালীয় ক্রিয়ার নির্দ্দেশ থাকায় এবং সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে যথাক্রমানুসারে শুক্ল, রক্ত ও

তৎপরে পীতবর্ণের অবতার হওয়াই স্বাভাবিক। শ্রীকরভাজনের উক্তিতে পাওয়া যায়—'দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ'; সুতরাং গর্গাচার্য্য ও করভাজন উভয়ের বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষার্থ দ্বাপরযুগে শ্যামবর্ণের ন্যায় পীতবর্ণের অবতার হয়, সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

(২) অপর কেহ বলিতে পারেন,—পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ করিলে চারিযুগে ৫টি বর্ণের (শুক্ল, রক্ত, শ্যাম, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ) যুগাবতার স্বীকার করিতে হয়। 'যুগ' যখন চারিটি তখন বর্ণও চারিটি হওয়া উচিত এবং একই শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি-দ্বয়ের (শ্রীগর্গাচার্য্যের ও শ্রীকরভাজনের) সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে শ্রীকরভাজনের দ্বাপরযুগীয় 'শ্যাম' পদের অর্থ 'পীত' অথবা শ্রীগর্গাচার্য্যের কথিত 'পীত' পদের অর্থ 'শ্যামবর্ণ' বলিয়া কল্পনা করাই কর্ত্তব্য।

(৩) অপর কেহ বলিতে পারেন, কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া 'তথা পীতঃ স্থলে 'তথাপীতঃ' ('তথা+অপীতঃ') এইরূপ সন্ধি করিয়া 'পীত'-শব্দের পূর্ব্বে 'অ'কার স্থাপনপূর্ব্বক 'অপীত' শব্দের অর্থ শ্যামবর্ণ করিলে দুই উক্তিরই সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়।

উত্তর-মীমাংসা

শ্রীগর্গাচার্য্যের বাক্যে 'অনুযুগং' এই পদের প্রয়োগ থাকায় এবং 'তনূঃ' এই পদটি বহুবচনান্ত হওয়ায় অনুযুগে অর্থাৎ প্রতিযুগে—প্রত্যেক যুগেই (প্রত্যেক সত্য, প্রত্যেক ত্রেতা, প্রত্যেক দ্বাপর ও প্রত্যেক কলিতে) শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিন তিন বর্ণের অবতার-সমূহ স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার যুক্তি-বাদিগণেরই স্ব-স্ব অভিমতানুযায়ী অর্থলাভ হয় না। কারণ তাঁহারা তিন যুগে যথাক্রমে তিন প্রকার বর্ণের অবতারই প্রতিপাদন করিতে চাহেন, প্রত্যেক যুগেই তিন প্রকার বর্ণ প্রতিপাদন করিতে চাহেন না। এতদ্ব্যতীত 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং' শ্লোকের 'ত্বিষা অকৃষ্ণং' এইরূপ পদবিভাগ করিলে 'অকৃষ্ণ' শব্দে পীতবর্ণই নিশ্চিত হয়। কারণ 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং' প্রভৃতি শ্লোকের পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণ ত্রিবিধ বর্ণের উল্লেখ থাকায় **'অকৃষ্ণ'** বলিলেই 'শুক্লো রক্তস্তথা

পীতঃ[৫] শ্লোকস্থ পীতবর্ণের কথাই স্বাভাবিকভাবে হৃদয়ে উদিত হয়, কিন্তু 'অপীত' বলিলে শ্যামবর্ণ কিরূপে বুঝা যাইবে ?

'ইদানীং' পদের দ্বারা এই কলিযুগের প্রথমভাগে 'কৃষ্ণতাং গতঃ' অর্থাৎ 'শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন'—এইরূপ অর্থ করিলে শ্রীকরভাজন ঋষির "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ" এই বাক্যের সহিত বিরোধ হয়। সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ও শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তিত শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অবতার দ্বাপরের শেষ ভাগেই হইয়াছিল এবং তাঁহার অপ্রকটের দিন হইতেই কলিযুগের প্রবৃত্তির কথা শ্রীমদ্ভাগবতে[৬] শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদি[৭] শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত থাকায় অপ্রসিদ্ধ-কল্পনার আশ্রয় করিতে হয়।

'অনু' শব্দ' বীপ্সা' (পুনঃ পুনঃ ঘটন) এবং 'অনুক্রম' (ক্রমান্বয়) দুই অর্থে প্রযুক্ত হয়। বীপ্সা অর্থে হইলে 'অনুযুগ' শব্দের অর্থ হয় 'যুগে যুগে' বা প্রতিযুগে, আর অনুক্রম অর্থে হইলে 'অনুযুগ' শব্দের অর্থ হয় 'যুগের ক্রমানুসারে'। এইস্থানে যদি 'যুগক্রমানুসারে' অর্থ ধরা যায়, তাহা হইলে সত্যযুগে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে পীত ও কলিতে এই নন্দনন্দন কৃষ্ণ অবতীর্ণ হ'ন—এইরূপ অর্থ হয়। কিন্তু 'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য'[৮] শ্রীগর্গাচার্য্য-পাদের এই উক্তি নামকরণপ্রকরণে কথিত হইয়াছে; যুগাবতারপ্রকরণে উক্ত হয় নাই। 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং'[৯] শ্রীকরভাজনপাদের এই উক্তিই যুগাবতার-প্রকরণে পঠিত। সুতরাং শ্রীগর্গোক্তির মধ্যে যুগক্রমের কোন প্রসঙ্গই উঠিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ শ্রীনন্দনন্দন দ্বাপরযুগে অবতীর্ণ বলিয়াই শ্রীমহাভারত, শ্রীহরিবংশ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমৎস্যপুরাণ, শ্রীস্কন্দপুরাণ, শ্রীগরুড়পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে। অতএব এইস্থানে 'যুগানুক্রমে' অর্থ হইতে পারে না। 'বীপ্সা' অর্থ গ্রহণ করিলে প্রতিযুগেই (প্রত্যেক সত্য, প্রত্যেক ত্রেতা ও প্রত্যেক দ্বাপরে শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিন তিন বর্ণেরই যুগাবতার স্বীকার করিতে হয়। তাহাও শাস্ত্রে কোথাও নাই। অতএব এই স্থানে 'তথা' শব্দের সমুচ্চয় (অনেক পদার্থের এক ক্রিয়াতে অন্বয়) অর্থে প্রয়োগ হইতে পারে না। 'যৎ' শব্দের সহিত

৫ ভা ১০।৮।১৩ ; ৬ ঐ ১।১৫।৩৬, ১।১৮।৬, ১২।২।২৯ ;
৭ ব পু ৫।৩৮।৮ ; ৮ ভা ১০।৮।১৩ ; ৯ ঐ ১১।৫।৩২ ।

অন্বিত করিয়া 'তাদৃশ' বা 'সেইপ্রকার' অর্থ করাই সমীচীন। শ্রীগর্গাচার্য্যের উক্ত বাক্যের এইরূপ অন্বয় হইবে—[যথা] ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ, **তথা** [ইদানীং] পীতঃ, অস্য অনুযুগং তনূ গৃহ্ণতঃ শুক্লঃ রক্তঃ পীতঃ ত্রয়ঃ হি (অপি বর্ণাঃ) আসন্ [এব]।

যে স্থানে 'তদ্'শব্দ থাকে, সেখানে 'যদ্' শব্দের উল্লেখ না থাকিলেও তাহা উহ্য থাকে। অতএব এই শ্লোকে 'তথা' এই পদ থাকায় 'যথা ইদানীং' যেরূপ এই দ্বাপরযুগের শেষভাগে স্বয়ং অবতারী এই শ্রীনন্দনন্দন 'কৃষ্ণতাং গতঃ' কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন (কৃষ্ণবর্ণ প্রকাশ করিয়াছেন), 'তথা' সেই প্রকারই 'ইদানীং' আসন্নপ্রায় এই কলিযুগের প্রথমভাগে পীততা প্রাপ্ত হইবেন। এইরূপ 'ইদানীং' পদে কিঞ্চিৎ স্থূলকালকে (এই দ্বাপরের শেষভাগ ও এই কলির প্রথমভাগকে) অবলম্বন করিয়া 'কৃষ্ণ' ও 'পীত' এই উভয় বর্ণের অবতারের সহিত অন্বয় করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে,—এই শ্রীনন্দনন্দনের 'কৃষ্ণবর্ণ' কি কেবল ইদানীন্তন-কালীয় অথবা পূর্ব্বেই ছিল, তাহাই এখন প্রকট করিয়াছেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন —'অনুযুগং'—যুগে যুগে বা প্রতিযুগে 'তনূঃ' অর্থাৎ অবতারসমূহ গ্রহণকারী এই শ্রীনন্দনন্দনের কেবল কৃষ্ণবর্ণ-ই যে পূর্ব্বে ছিল তাহা নহে, পরন্তু অন্য বর্ণ সকলও ছিল। 'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ'—শুক্লাদি তিনটি বর্ণও যথাসম্ভব পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও তৎপূর্ব্বেও ছিলই অর্থাৎ নিত্য বিরাজিত (নিত্যসিদ্ধ) ; সেই বর্ণসকলকে যথাযোগ্য সেই সেই কালে (যুগযোগ্যরূপে) প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ তাহা পূর্ব্বে ছিল না, কেবল তখন প্রকাশ করিয়াছেন, এরূপ নহে।

অতএব বৈবস্বত মন্বন্তরের অন্তর্গত অষ্টাবিংশ দ্বাপরে ও কলিযুগে স্বয়ং অবতারী (শ্রীনন্দনন্দন) যথাক্রমে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-বর্ণে ও পীত-বর্ণে আবির্ভূত হ'ন। আর দ্বাপরের ও কলিযুগের শ্যাম ও কৃষ্ণ বর্ণ সাধারণ যুগাবতারদ্বয় তখন অবতারীর অন্তর্ভূতরূপে অবস্থান করেন।

তন্মধ্যে বৈবস্বত মন্বন্তরের অন্তর্গত অষ্টাবিংশ কলিযুগের পীতবর্ণ স্বয়ং অবতারী 'সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।' 'সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ'

ইত্যাদি শ্রীমহাভারতাদি শাস্ত্রের উক্তিতে প্রকাশ থাকিলেও অতিরহস্যময় বলিয়া বিশেষরূপে স্পষ্ট করিয়া অন্য কোথাও প্রকাশ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও এই অবতারকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্"[১০] ইত্যাদি। 'ছন্ন' বলিতে নিজবর্ণ ও ভাবকে অন্যের বর্ণ ও ভাবের দ্বারা আবৃত করিয়া তদানীন্তন প্রায় অধিকাংশ জনগণের দুর্লক্ষ্য করা। এখানে শ্রীভগবানের নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার ইচ্ছাটিও হইতেছে তাঁহার রহস্য বস্তুসমূহের প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই। উক্ত কারণেই পীতবর্ণ স্বয়ং অবতারীর জ্ঞাপক একাদশ স্কন্ধোক্ত শ্রীকরভাজন ঋষির বাক্যেরও[১১] সেইরূপ অর্থান্তরের দ্বারা প্রকৃত অর্থ ছন্ন রহিয়াছে। উক্ত শ্লোকের অন্বয় হইবে এইরূপ,—

[হে] উর্ব্বীশ (ভূপতে) ইতি (এবং) দ্বাপরে জগদীশ্বরং [যথা] স্তবন্তি ; নানা কলৌ তথা অপি (বৈবস্বতাষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়দ্বাপরোত্তরকলাবপি) তন্ত্রবিধানেন (তন্ত্রাখ্যন্যায়বিধিনা—একদৈবার্থদ্বয়-বোধকেন শব্দেনেত্যর্থঃ)।

[অতএব] শৃণু—'নানা কলৌ' অর্থাৎ সাধারণ সর্ব্বকলিযুগে এবং 'অপি'শব্দ দ্বারা সমুচ্চয়ে বৈবস্বতমন্বন্তরের অষ্টাবিংশচতুর্যুগীয় বিশেষ কলিতেও 'তন্ত্রবিধানেন' তন্ত্র-নামক ন্যায়ের রীতি অনুসারে যুগপৎ দুইটি অর্থকে একই শব্দের দ্বারা বলা হইতেছে। অভিধানে 'তন্ত্র' শব্দের একটি অর্থ হইতেছে 'উভয় কার্য্যার্থ সকৃৎপ্রবৃত্তি-হেতু' অর্থাৎ একই শব্দে একবার উচ্চারণের দ্বারা একইকালে দুইটি অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া ; যেমন 'শ্বেত ধাবিত হইতেছে' বলিলে একই শ্বেতশব্দে শ্বেতবর্ণের ছত্র ও শ্বেতছত্রধারী মনুষ্য অথবা শ্বেতবর্ণ ও শ্বেতবর্ণের ঘোটক উভয়েরই ধারণা একবার উচ্চারণেই উদ্দিষ্ট হয়, সেই রীতিতেই এখন বলিতেছি—'শৃণু' শ্রবণ কর অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতেই শ্রবণকারী নিমি মহারাজকে তন্ত্রোক্ত রীতিতে (সাধারণ কলি ও বিশিষ্ট কলির অবতারের কথা একই শব্দের দ্বারা) রহস্যবস্তু শ্রবণ করাইবার জন্য পুনরায় বিশেষ মনোযোগসহকারে শ্রবণার্থ প্রেরণা দিতেছেন। আর শ্রীধরস্বামিপাদ যে 'নানাতন্ত্র-বিধানেন"—এই বাক্য-স্থলে বলিয়াছেন,—'ইহা-দ্বারা কলিযুগে তন্ত্রের

১০ ভা ৭।৯।৩৮ ; ১১ ঐ ১১।৫।৩১-৩২।

প্রাধান্য দেখান হইয়াছে'—ইহাই এ স্থলে অর্থান্তর অর্থাৎ প্রকৃত অর্থকে ইহাদ্বারা আচ্ছাদিত করা হইয়াছে; কারণ 'তন্ত্র' শব্দের আর একটি অর্থ পরিচ্ছদ অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে আচ্ছাদন। অতএব 'কৃষ্ণবর্ণ' অর্থাৎ (১) সাধারণ সর্ব্বকলিযুগপক্ষে কৃষ্ণ-বর্ণদেহবিশিষ্ট এবং এই বিগ্রহের 'রূক্ষ কৃষ্ণতা' (খস্‌খসে কালবর্ণ) নিষেধ করিয়া চিক্কন কৃষ্ণতা বলিতেছেন,—'ত্বিষা' অর্থাৎ কান্তিতে 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ নীলকান্ত-মণির ন্যায় উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণদেহবিশিষ্ট। (২) বিশেষ কলিযুগপক্ষে বলিতেছেন, কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু 'ত্বিষা'—কান্তিতে 'অকৃষ্ণ'। এখন এই 'অকৃষ্ণ' বলিতে কোন্ বর্ণ? পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে চারি যুগের চারি বর্ণের মধ্যে শুক্ল, রক্ত ও শ্যাম বর্ণ উক্ত হইয়াছে, অবশিষ্ট আছে 'পীত'। সুতরাং এখানে 'অকৃষ্ণ' পদের অন্যবর্ণ না হইয়া পীতবর্ণই হইবে অর্থাৎ 'অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর'—যিনি ভিতরে কৃষ্ণবর্ণ বাহিরে পীত কান্তিতে অবস্থিত। অথবা যিনি কৃষ্ণাবতারের নামরূপগুণলীলাদি বর্ণন করেন—তিনি কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণনকারী এবং কান্তিতে গৌর। অনন্তর সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র-পার্ষদ ইত্যাদি সাধারণ কলি ও বিশেষ কলি উভয়পক্ষেই তুল্যার্থ, কেবলমাত্র সাধারণ কলিতে স্পষ্ট এবং বিশেষ কলিতে প্রচ্ছন্নার্থ।

বিষ্ণুসহস্রনামোক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামের বিশ্লেষণ

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তৎকৃত সহস্র-নাম-ভাষ্যে[১২] এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—সুবর্ণস্য বর্ণ ইব বর্ণোঽস্য যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণমিতি শ্রুতেঃ[১৩] অর্থাৎ মুণ্ডকশ্রুতি কথিত সুবর্ণবৎ বর্ণ-বিশিষ্ট ব্রহ্মযোনি, সর্ব্বনিয়ামক, পরমেশ্বর পুরুষোত্তমই এস্থানে সুবর্ণবর্ণরূপে উক্ত হইয়াছেন। সুবর্ণের ন্যায় ইঁহার বর্ণ। হেম অর্থাৎ স্বর্ণের ন্যায় যাঁহার বপু তিনি হেমাঙ্গ ইহা মৈত্রায়ণী উপনিষৎ[১৪] হইতে জানা যায়। 'বর' অর্থাৎ শোভন অঙ্গসমূহ যাঁহার, তিনি বরাঙ্গ; চন্দনের কেয়ুরসমূহে (বাহুভূষণ-সমূহে) ভূষিত বলিয়া চন্দনাঙ্গদী।

দ্বিতীয় চরণের বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থ শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের মতে এই—যিনি জীবের সংসার মোচনের জন্য সন্ন্যাসরূপ আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসকৃৎ,

---

১২ শ্রীবিষ্ণুসহস্র নাম শ্রীশঙ্করভাষ্য—৯২ ও ৭৫; ১৩ মুণ্ডক ৩।১।৩; ১৪ মৈ উ ৬।১।

যিনি সর্ব্বভূতের শময়িতা তিনি শম, বিষয়সুখে অনাসক্তি-হেতু শান্ত, প্রলয়-কালে ভূতসমূহের নিশ্চিত স্থিতিস্থানই নিষ্ঠা, সমস্ত অবিদ্যা-নিবৃত্তিই শান্তি, পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট আশ্রয় বা স্থানই পরায়ণ।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণশ্রীবিষ্ণুসহস্রনামের 'নামার্থ-সুধা'নামক ভাষ্যে বলেন,—সুবর্ণের ন্যায় বর্ণ অর্থাৎ রূপবিশিষ্ট যিনি তিনি সুবর্ণ-বর্ণ। যাঁহার অন্যান্য অঙ্গও সুবর্ণের ন্যায় স্পৃহনীয়, যাঁহার অঙ্গসমূহ বর অর্থাৎ সৌন্দর্য্যবন্ত তিনিই বরাঙ্গ। যিনি চন্দন অর্থাৎ ভক্তচিত্তাহ্লাদক বাহুভূষণদ্বয়বিশিষ্ট, তিনি চন্দনাঙ্গদী। যিনি পরিব্রাজকের ধর্ম্মাচরণ করেন, তিনি সন্ন্যাসকৃৎ; যিনি হরির অতিরহস্য (কৃষ্ণনাম-প্রেম) আলোচনা করেন,—তিনি শম (রুধাদিগণীয় 'শম্'ধাতু আলোচনার্থে ব্যবহৃত) যিনি কৃষ্ণের বিষয় হইতে উপরত (নিবৃত্ত) তিনিই শান্ত, যাঁহাতে হরির কীর্ত্তন-প্রধান ভক্তি-যজ্ঞসমূহ নিরন্তর অবস্থান করে—তাহাই নিষ্ঠা; যাঁহার দ্বারা ভক্তি-বিরোধী কেবলাদ্বৈতবাদিপ্রমুখ ব্যক্তিগণ প্রশমিত হয়, তাহাই শান্তি; মহাভাব-সমূহের পরম আশ্রয়ই পরায়ণ। অর্থাৎ যিনি হরিকীর্ত্তন-প্রধান যজ্ঞের নিরন্তর স্থিতি-স্থানরূপ নিষ্ঠা, ভক্তিবিরোধী মতবাদিগণের উপশমকারিণী শান্তির ও মহাভাবসমূহের পরমাশ্রয়। সুবর্ণ=সুন্দরবর্ণ=কৃষ্ণবর্ণ, তৎবর্ণনকারী (চক্রবর্ত্তী)।

আদি ও শেষ লীলার চারিটি করিয়া আটটি নাম

শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে,[১৫] শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীক্রমসন্দর্ভে[১৬] এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে[১৭] শ্রীমন্মহা-ভারত অনুশাসনপর্ব্বোক্ত দানধর্ম্মের শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদি ও শেষ লীলার চারিটি চারিটি করিয়া আটটি স্বরূপানুবন্ধী নিত্যসিদ্ধ নাম প্রকাশ করিয়াছেন যথা—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ *

---

১৫ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৪।৩৯ এবং ৮।১৯; ১৬ ক্রমসন্দর্ভ ১১।৫।৩২;

১৭ চৈ চ ১।৩।৪৮; * শ্রীমহাভারত ১৩। অনুশাসনপর্ব্ব, দানধর্ম্ম ১৪৯ অধ্যায়ে শ্রীভীষ্ম-যুধিষ্ঠির-সংবাদে শ্রীবিষ্ণু-সহস্রনামস্তোত্রে ৯২ ও ৭৫ সংখ্যা (বঙ্গবাসী সং ১৮২১ শকাব্দ)।

এই উৎকীর্ণ লিপির বর্ণনা যে নির্ভুল তাহা 'ব্রহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্ত' এবং 'জ্যোতির্মকরন্দ'—এই জ্যোতিষ-গ্রন্থদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। এই দুই গ্রন্থে কলিযুগের প্রারম্ভিক কালনির্ণয়-বিষয়ে এক মত দেখা যায়। **হিন্দুদিগের জ্যোতিষগণনামতে পৃথিবীর বর্ত্তমান কাল কলিযুগ খ্রীষ্ট জন্মের ৩১০১ বৎসর পূর্ব্বে ২০শে ফেব্রুয়ারী ২ ঘণ্টা ২৭ মিনিট ৩০শ সেকেণ্ড সময়ে আরম্ভ হয়।** তাঁহাদের মতে ঐ সময় কতিপয় গ্রহের সমাবেশ হইয়াছিল এবং তাঁহাদের সারণীতে ঐ সংযোগের কথা লিপিবদ্ধ আছে। মনীষী বেইলি সাহেব বলেন, বৃহস্পতি (Jupiter) এবং বুধ (Mercury) তখন মঙ্গলগ্রহের (Ecliptic Mars) সমডিগ্রীতে মাত্র আট ডিগ্রী ব্যবধানে এবং শনি (Saturn) সাত ডিগ্রী ব্যবধানে অবস্থিত ছিল। ইহা হইতে এইরূপই প্রতিপন্ন হয় যে, ব্রাহ্মণেরা কলিযুগ আরম্ভের যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন উল্লিখিত গ্রহচতুষ্টয় যথাক্রমে সূর্য্যরশ্মি দ্বারা নিশ্চয়ই আবৃত ছিল—প্রথমে শনি, তারপর মঙ্গল, তৎপর বৃহস্পতি এবং সর্ব্বশেষ বুধ। তাহা হইলে ইহাই দেখা গেল যে, যদিও তখন শুক্র (Venus) দৃষ্টিগোচর ছিল না, তথাপি ইহাই বলা সঙ্গত যে উক্ত গ্রহসমূহের পরস্পর সংযোগ ঘটিয়াছিল। ব্রাহ্মণদের সিদ্ধান্ত আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানের সারণীর সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। যথার্থ পর্য্যালোচনা ব্যতীত এমন সর্ব্বাংশে মিল কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

দ্বাপরাবসান ও কলির প্রারম্ভের সমকালীনঃ কলির প্রারম্ভে ভারত-যুদ্ধ হইয়াছিল—এইরূপ প্রচলিত ধারণা আভ্যন্তরীন ও বাহ্য দুই প্রকার প্রমাণের দ্বারাও সমর্থিত হয়। উপরি-উক্ত শিলালিপি হইতে ইহাও জানা যায় যে, মহাযুদ্ধ ও কল্যব্দের প্রারম্ভ একই সময়ের ঘটনা। মহাভারতের মতে দ্বাপর এবং কলির সন্ধিক্ষণে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইতঃপূর্ব্বেই কল্যব্দের আরম্ভের বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ভারত-মহাসমরের কাল আরও স্পষ্ট ও সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। মহাভারত হইতে জানা যায় যে, যুধিষ্ঠির তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির অনন্তর ষট্ত্রিংশতম (৩৬তম) বর্ষে অশুভকর উৎপাতসমূহ দর্শন করিয়াছিলেন (মৌষল ১।২)।

মহাভারত আরও বলেন যে, ঐ সময় মৌষললীলার পর শ্রীকৃষ্ণের যাদবাদির সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। শ্রীমদ্ভাগবতেও (১১শ স্কন্ধে ৩০-৩১ অধ্যায়ে) এই বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৪।২৪।৩৫) বর্ণিত আছে, যে মুহূর্ত্তে বসুদেবগৃহে অবতীর্ণ ভগবানের অন্তর্দ্ধান হইল, তন্মুহূর্ত্তেই কলির আবির্ভাব ঘটিল। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (১২।২।২৯), যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ ধরায় প্রকট ছিলেন কলি তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহা হইতে জানা যায়, **ভারত-যুদ্ধের ৩৬ বৎসর পরে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান হয়।** পাণ্ডবগণও অত্যল্পকাল পরে পৃথিবী পরিত্যাগ করেন। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বেই কলির আবির্ভাব হইয়াছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রকট ছিলেন বলিয়া কলি স্বপ্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয় নাই। **কল্যব্দের সূচনা ৩১০১ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ। এই তারিখটিকে কলির স্বপ্রভাব বিস্তারের কাল** বলিয়া ধরিতে হইবে। সুতরাং **৩১০১ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান হয়।** তাহা হইলে **ইহা হইতে ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে (৩১০১+৩৬) অর্থাৎ ৩১৩৭ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে ভারত-মহাসমরের কাল** স্বতঃই ধরিতে পারা যায়।

নিধানপুর তাম্রফলক—কনৌজাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক ভাস্করবর্ম্মন-কৃত নিধানপুরের তাম্রলিপির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তারিখ সাধারণভাবে সমর্থিত হয়। এই লিপির উৎকীর্ণ-কাল ৫৯০ খ্রীষ্টাব্দ। ইহা হইতে নিম্নোক্ত রাজবংশাবলী পাওয়া যায় :—

এই তাম্রফলক হইতে জানা যায়—উক্ত 'নরক'-রাজ, যিনি কখনও নরক দর্শন

করেন নাই, তাঁহা হইতে ইন্দ্রের সখা রাজা ভগদত্ত প্রাদুর্ভূত হয়েন এবং তিনি প্রখ্যাত সমরজয়ী অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার গতিভঙ্গী বজ্র-সদৃশ ছিল বলিয়া তিনি বজ্রদত্ত নামে অভিহিত ছিলেন। তিনি প্রবল পরাক্রম-শালী ছিলেন বলিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সততই ইন্দ্রের সন্তোষ বিধান করিতেন। এই রাজন্যকুলে তিন হাজার বৎসর পরে পুষ্যবর্ম্মন জন্মগ্রহণ করেন।

মহাভারত-দৃষ্টে জানা যায়, প্রাগ্‌জ্যোতিষ-(আসাম) রাজ ভগদত্ত কৌরবদের পক্ষাবলম্বী ছিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হ'ন। কীর্ত্তিপ্রাজ্ঞ ও বজ্রদত্ত নামীয় তাঁহার দুই পুত্র ছিল। ভগদত্ত ও কীর্ত্তিপ্রাজ্ঞ যথাক্রমে অর্জ্জুন ও নকুল কর্ত্তৃক নিহত হন। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত খুবই সমীচীন যে **৩১৩৭ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে ভারত-মহাসমর সংঘটিত হইয়াছিল** ।

সঠিক সময় নির্ণয় ঃ—যুদ্ধারম্ভের যথাযথ সময়ও নির্ণীত হইতে পারে। কুরু-সেনাপতি ভীষ্ম বলিলেন, হে যুধিষ্ঠির! তীক্ষ্ণশরশয্যায় শায়িত থাকিয়া আমার ৫৮টি রাত্রি শত শত বৎসরের ন্যায় অতিক্রান্ত হইয়া গেল। এখন পুণ্যাহ মাঘ মাস সমাগত, শুক্লপক্ষের তৃতীয়াংশও অতিক্রান্ত। ভীষ্ম দশম দিবসে যুদ্ধ হইতে বিরত হ'ন; এই উক্তি করার সময় যুদ্ধের ৬৮ দিন (৫৮ + ১০) অতীত হইয়া গিয়াছে। 'পক্ষ' বলিতে শুক্লপক্ষ বুঝিতে হইবে, যাহার তৃতীয়াংশ শেষ হইয়া গিয়াছে। হোরাচক্রের মতে পক্ষ পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথা—নন্দা, ভদ্রা, জয়া, রিক্তা ও পূর্ণা। তাহা হইলে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের ৯ দিন [(১৫ ÷ ৫) × ৩] গত হইয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে। মার্গশীর্ষের শুক্লপক্ষের প্রথম দিন হইতে বিপরীতক্রমে গণনা আরম্ভ করিলেও ঠিক ৬৮ দিনই পাওয়া যায় (৯ + ১৫ + ৩০ + ১৪)। ঐ দিন ছিল মঙ্গলবার।

তৎকালীন প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী ভারত-সমর বর্ত্তমান কাল হইতে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বলেন, এই সমস্ত শিলালিপি বা সাহিত্যিক সাক্ষ্যপ্রমাণ ইহাপেক্ষা অধিক কিছু স্থাপন করিতে পারে না। তাঁহারা আরও বলেন যে, সম্যকরূপে

পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা এবং বিশ্লেষণের ফলে এই সমস্ত প্রমাণ সুদূর অতীতে সংঘটিত এইরূপ একটি ঘটনার কালনির্ণয়ের মত দুরূহ ব্যাপারে চূড়ান্তসিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান ভারত ইতিহাসের কাল গণনা একমাত্র আলেকজাণ্ডার-চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্য্য-সমকালীনতা * এই ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কথা মাত্র এক শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে স্যর উইলিয়ম্ জোন্স সর্ব্ব প্রথম উল্লেখ করেন। অপর পক্ষে, ভারতযুদ্ধের কাল বহু শত শতাব্দী যাবৎ আলোচিত হইয়া আসিলেও প্রচলিত প্রবাদ তাহার জন্য যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছে সেই স্থানেই অবস্থিত রহিয়াছে। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঘটনা।

রাজতরঙ্গিণী এবং পুরাণসমূহে বিজ্ঞাপিত প্রমাণাবলী অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে, কারণ ঐ সমস্ত বিষয় স্বতঃই বিশদ ও বিস্তৃত পর্য্যালোচনার অপেক্ষা রাখে। সময় সময় এইরূপ তর্কও শুনা যায় যে তখন আর্য্যজাতির অস্তিত্ব ভারতে ছিল না, সেই হেতু ভারত-সমরও অত প্রাচীনকালে সংঘটিত হইতে পারে না। কিন্তু সুনির্দ্দিষ্ট প্রমাণসহকারে দেখান হইয়াছে যে, আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আগন্তুক বা আক্রমণকারী ত নহেনই, পরন্তু তাঁহারা এই দেশেই জাত সন্তান। অতএব চূড়ান্তভাবে এইরূপই সিদ্ধান্তিত হইল যে ভারতসমর ৩১৩৭ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায়ও দ্বাপর-শেষে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব নিশ্চিত

উপরি-উক্ত গবেষণাপূর্ণ আলোচনা হইতে সুধী পাঠকগণ অনুধাবন করিতে পারিবেন যে, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষভাগেই অর্থাৎ কলিযুগ-প্রবৃত্তির পূর্ব্বেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজতরঙ্গিণীর বিচার ভ্রমাত্মক। শ্রীমন্মহাভারত, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের উক্তি; সিদ্ধান্তশিরোমণি, ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত,

* আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ-কালে ভারতীয় নৃপতি ছিলেন গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত, তিনি মৌর্য্য-চন্দ্রগুপ্ত নহেন।

জ্যোতির্মকরন্দ প্রভৃতি জ্যোতিষশাস্ত্রের বিচার, শিলালিপি, তাম্রশাসনাদির প্রমাণাবলী ও প্রচলিত প্রবাদ সমস্তই মহাভারতের যুদ্ধ কলিযুগ-প্রবৃত্তির পূর্ব্বে ও দ্বাপরের শেষভাগে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া সমস্বরে প্রমাণ করিতেছে। অতএব কুরুপাণ্ডবগণের যুদ্ধে শ্রীঅর্জ্জুনের প্রতি শ্রীগীতোপদেষ্টা স্বয়ং ভগবান শ্রীবাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ সপ্তম বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া যে একযোগে সমস্ত পুরাণের উক্তি, তাহাই পরম সত্য ও নির্ভরযোগ্য।

রাজপুত্রের জন্মদিন হইতেই বা রাজপুত্রের রাজধানীতে প্রবেশের দিন হইতেই তাঁহার রাজত্বকাল গণনা করা হয় না। পূর্ব্ব রাজার অন্তর্দ্ধানের পর রাজকুমারের যথাবিহিত রাজ্যাভিষেক, সিংহাসনারোহণ ও রাজদণ্ডাদি পরিচালনার দিন হইতেই রাজ্যকাল গণনা করা হয়।

প্রথম স্বায়ম্ভুব মনুর পূর্ব্বে শ্রীব্রহ্মার পুত্র অধর্ম্মের বংশে (৪র্থ অধস্তনরূপে) কলির জন্ম (ভা ৪।৮।১-৩) হয়। সপ্তম বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কালেই কলির প্রবেশের (যখন দুর্য্যোধনাদির দ্বারা দ্যূতক্রীড়া, দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণাদি দৃষ্ট হয়) কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কলি তখন প্রবিষ্ট হইলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে প্রকটলীলা পর্য্যন্ত পৃথিবীকে অভিভূত করিতে পারে নাই। অর্থাৎ কলির প্রকৃত অধিকার বা কাল তখনও আরম্ভ হয় নাই। "যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তে রমাপতিঃ। তাবৎ কলির্বৈ পৃথিবীং পরাক্রন্তুং ন চাশকৎ"॥ 'পরাক্রান্তমিত্যনেন তৎপূর্ব্বমপি কিঞ্চিৎ কালং ব্যাপ্য প্রবিষ্টোঽসাবিতি জ্ঞাপিতম্'।[৪৬] কলির জন্ম বা কলির প্রবেশ এক কথা আর কলিযুগ আরম্ভ আর এক কথা। এজন্যই পরবর্ত্তী শ্লোকেই উক্ত হইয়াছে,—

যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নং **কলিযুগমিতি** প্রাহুঃ পুরাবিদঃ॥[৪৭]

---

৪৬ ভা ১২।২।৩০ ও ক্রমসন্দর্ভ দ্রষ্টব্য ; ৪৭ ভা ১২।২।৩৩।

যে দিনে যে ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকটধামে গমন করিলেন, সেই দিনে সেই ক্ষণেই কলিযুগ (প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীতে) প্রবিষ্ট হইয়াছে, ইহা পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। এই স্থানে **"কলিযুগ"** শব্দটির সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকায় শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট লীলার পূর্ব্বে কলিযুগ আরম্ভ হয় নাই; পরন্ত পরেই হইয়াছে, ইহাই পুরাবিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত বলিয়া জানা যায়।

অথবা পূর্ব্ব যুগের সন্ধ্যাংশ-শেষে পরের যুগের আরম্ভ সময় অর্থাৎ দ্বাপর যুগের সন্ধ্যাংশেই কলিযুগের আরম্ভ সময়—এই যে নিয়ম, ইহাও শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে ব্যর্থ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটলীলার পর হইতেই কলিযুগ প্রবৃত্ত হইয়াছে। (শ্রীসারার্থদর্শিনী-টীকার তাৎপর্য্য)।

শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় শ্রীবিষ্ণুপুরাণেরও এইরূপ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়; যথা,—

যস্মিন্ দিনে হরির্যাতো দিবং সংত্যজ্য মেদিনীম্।
তস্মিন্নেবাবতীর্ণোঽয়ং কালকায়ো বলী কলিঃ ॥[৪৮]

শ্রীকৃষ্ণ যেই দিনে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া অপ্রকটলোকে গমন করিলেন, সেই দিনই মলিনাঙ্গ বলবান কলি পৃথিবীতে আবির্ভূত হইল। অতএব শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটলীলার পরেই প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে কলিযুগ আরম্ভ হয়। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের এই উক্তি হইতেও শ্রীবসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপরের শেষ-ভাগেই আবির্ভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়—কলিতে নহে।

কোন মহানুভব লিখিয়াছেন, পূর্ণতম ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া ১২৫ বৎসর প্রকট ছিলেন। দ্বাপরযুগের শেষ ১০০ বৎসর ও কলিযুগের প্রথম ২৫ বৎসর শ্রীকৃষ্ণের প্রকটকাল। শেষ ২৫ বৎসর কলির অধিকার-মধ্যে পরিগণিত হইলেও সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবানের অবস্থান-হেতু ভয়প্রাপ্ত কলি নিজ অধিকার-সীমায় প্রবেশ করিতেই পারে নাই। *

৪৮ বি পু ৫।৩৮।৮; * শ্রীশ্রীসোণারগৌরাঙ্গ—মাসিক পত্রিকা ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন-সংখ্যা ১৭৯ পৃষ্ঠায় শ্রীমৎকানুপ্রিয় গোস্বামিপ্রভু-লিখিত শ্রীফাল্গুনী-পূর্ণিমা-প্রবন্ধ।

বিশেষ দ্বাপর ও বিশেষ কলি

কল্পান্তর্গত সহস্র চতুযুর্গের মধ্যে অন্যান্য ৯৯৯টি চতুর্যুগে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, শুকপত্রাভ হরিৎ বা পীত ও কৃষ্ণ বর্ণ ধারণপূর্ব্বক অংশ ও আবেশে মন্বন্তরাবতারগণই 'যুগাবতার'-রূপে আবির্ভূত হন। কিন্তু প্রতি কল্পে প্রায় মধ্যবর্ত্তি-সময়ে বৈবস্বত-নামক সপ্তম মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগ, উক্ত সহস্র চতুর্যুগের মধ্যে একমাত্র অসাধারণ লক্ষণে লক্ষণান্বিত। তবে এই বিশেষ চতুর্যুগের অন্তর্গত সত্য ও ত্রেতাযুগের কোনও বৈশিষ্ট্য নাই; যেহেতু পূর্ব্বোক্ত সাধারণ চতুর্যুগের ন্যায়ই তখনও শুক্ল ও রক্ত যুগাবতার অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। কল্পান্তর্গত সহস্র দ্বাপর ও কলিযুগের মধ্যে বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের কেবল দ্বাপর ও কলিযুগেরই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। কারণ এই যুগদ্বয়ে যথাক্রমে 'শ্যাম' ও 'কৃষ্ণ' বর্ণ ও নামবিশিষ্ট যুগাবতারের পরিবর্ত্তে 'কৃষ্ণ' ও 'পীত' যুগাবতারের বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে। এই অসাধারণ যুগাবতার সর্ব্বাবতারের অবতারী—সর্ব্বাবতার-সমষ্টি শ্রীলীলাপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান। সহস্র চতুর্যুগের মধ্যে যুগাবতার-সম্বন্ধে এরূপ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম—কেবল এই একটি অসাধারণ চতুর্যুগান্তর্গত দ্বাপর ও কলিবিশেষেই—প্রতিকল্পে একবার করিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং যে দ্বাপর যুগে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তৎকালের 'শ্যাম' বর্ণাখ্য যুগাবতার এবং স্বাংশাদি নিখিল ভগবৎস্বরূপ যেমন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভুক্ত থাকেন, তদ্রূপ সেই শ্রীকৃষ্ণই যখন আবির্ভাব-বিশেষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—তৎকালে সেই কলিযুগের 'কৃষ্ণ' বর্ণাখ্য যুগাবতার এবং স্বাংশাদি সর্ব্ব ভগবৎস্বরূপ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে মিলিত থাকেন। ইহা স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণের দ্বারাও প্রমাণিত হয়। তখন সাধারণ যুগাবতারের প্রচারিত সাধারণ যুগধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অসাধারণ ব্রজপ্রেমধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণে সঞ্চারিত ও প্রবর্ত্তিত হয়॥

ষষ্ঠ প্রকাশ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়

'তত্তু সমন্বয়াৎ' *

পূর্ব্বপক্ষ

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপাদ গর্গাচার্য্যের উক্তিতে শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিনটি অবতারের বর্ণ-সম্বন্ধেই 'আসন্' এই অতীতকালের ক্রিয়ার প্রয়োগ আছে। সুতরাং শ্রীগর্গাচার্য্য ভবিষ্যৎকলির সম্বন্ধে পীতবর্ণের অবতারের বিষয় বলিয়া থাকিলে অতীতকালের ক্রিয়ার ব্যবহার করিতে পরেন না।

সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়কারী সিদ্ধান্ত

দ্বাপরযুগের পরই কলিযুগের প্রবৃত্তি হয়; অতএব কলিযুগ দ্বাপর যুগের পরবর্ত্তী। কিন্তু যুগচক্রের পরিবর্ত্তনে পূর্ব্বকল্পাপেক্ষায় কলিযুগ দ্বাপর যুগের পূর্ব্ববর্ত্তীও বটে। সর্ব্বকালদর্শী সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগর্গাচার্য্য বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের যে দ্বাপরযুগে শ্রীনন্দনন্দনের নামকরণ করিয়াছিলেন, সেই দ্বাপরযুগের পূর্ব্বকল্পীয় সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ ও কলিযুগের কথা স্মরণ করিয়াই বলিয়াছিলেন,—হে গোপরাজ, তোমার পুত্র ইতঃপূর্ব্বে শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ তনুতে আবির্ভূত হইয়াছিল। এবার কৃষ্ণবর্ণে আবির্ভূত হইয়াছে। পূর্ব্বকল্পের বিশেষ কলির পীতবর্ণের কৃষ্ণাবতার-বিশেষের কথা স্মরণ করিয়াই শ্রীগর্গাচার্য্য অতীতকালের "আসন্" ক্রিয়ার প্রয়োগ করিয়াছেন। 'পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীন-তদবতারাপেক্ষয়া'।[১]

অথবা "বিরুদ্ধধর্ম্মসমবায়ে ভূয়সাং স্যাৎ সধর্ম্মকত্বম্"—বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট বহু

---

* ব্রহ্মসূত্র ১।১।৪; ১ তত্ত্বসন্দর্ভীয় সর্ব্বসম্বাদিনী ২।

ধর্ম্মীর একত্রে সমবায় হইলে বহুর যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মেরই প্রাধান্য হইবে। এই ন্যায়ে সত্য ও ত্রেতাযুগের অবতারগণের সহিত কলিযুগাবতারীর একত্রে বর্ণন-প্রসঙ্গে ভাবী কলিযুগাবতারীকে অতীত ক্রিয়ার দ্বারা নির্দ্দেশ শাস্ত্র-সম্মতই হইয়াছে। অথবা ছন্নাবতার ছন্নলক্ষণে বর্ণিত হইয়াছেন।

শ্রীমহাভারতোক্ত দ্বাপরযুগীয় পীতবর্ণ অবতারের সমাধান

পূর্ব্বপক্ষ : শ্রীমহাভারতে[২] শ্রীহনুমান শ্রীভীমের নিকট দ্বাপরযুগে পীতবর্ণ অবতার এবং অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ অবতারের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণ যে দ্বাপরে অবতীর্ণ সেই বিশেষ দ্বাপর ও তৎপরবর্ত্তী বিশেষ কলিই হইবে। তাহা হইলে বিশেষ দ্বাপরেও পীতবর্ণ এবং বিশেষ কলিতেও কৃষ্ণবর্ণ অবতারই অবতীর্ণ হন, এইরূপ মীমাংসিত হয়।

সিদ্ধান্ত :—যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলা করিয়াছিলেন এবং পঞ্চপাণ্ডবগণ তাঁহার লীলাসঙ্গী ছিলেন, সেই বিশেষ দ্বাপরের কথা শ্রীহনুমান শ্রীভীমের নিকট বলেন নাই। কারণ শ্রীভীমাদি লীলাসহচরগণ সকলেই প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে জানেন, শ্রীবাসুদেবের বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ, পীতবর্ণ নহে—সুতরাং তৎপরবর্ত্তী কলির কথাও হইবে বিশেষ কলির অবতারের কথা। শ্রীহনুমান সাধারণ ৯৯৯টি দ্বাপরযুগ ও কলিযুগে যথাক্রমে যে পীতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ যুগাবতার হয়, তাহারই কথা বর্ণন করেন। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে পৃথগ্‌ভাবে দ্বাপরযুগে স্বয়ং ভগবান শ্রীবসুদেব-নন্দনের অবতারের কথা বর্ণিত আছে, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।[৩]

শ্রীগর্গাচার্য্যের রহস্যগর্ভ নানাতাৎপর্য্যবাচক উক্তি

শ্রীনন্দমহারাজের উক্তি[৪] হইতে জানা যায়, শ্রীগর্গাচার্য্যপাদ ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বার্থসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। সুতরাং তাঁহার উক্তি বহুরহস্যগর্ভ ও নানাতাৎপর্য্যবাচক। শ্রীপাদ গর্গাচার্যের এই উক্তিটিতে জগতের বিভিন্ন চিন্তাশীল পণ্ডিত ব্যক্তির হৃদয়ে যে সকল সংশয়ের উদয় হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ

---

২ ম ভা বনপর্ব্ব ১২৩।।২৮ ও ৩৪ শ্লোক, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ-সং ;

৩ ঐ শান্তিপর্ব্ব ৩২৫।৮৬ ; ৪ ভা ১০।৮।৫-৬।

মীমাংসা করিয়া শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ যে সকল সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীগর্গাচার্য্য শ্রীনন্দমহারাজকে পূর্ব্বে শ্রীবসুদেব-নন্দন শ্রীবলদেবের নাম ও গুণের কথা বলিয়া এখন শ্রীনন্দাত্মজ সম্বন্ধে বলিতেছেন,—হে গোপরাজ! তোমার এই পুত্রকে কিন্তু কোন এক মহাপুরুষ বলিয়াই দেখিতেছি। এই বালকটি প্রতিযুগে দেহ ধারণ করিয়াছিল এবং ইঁহার শুক্ল, রক্ত ও পীত তিনটি বর্ণ ছিল, 'ইদানীং' —এখন এই দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা জানা যায়, ইহার যোগপ্রভাব আছে; কারণ মহাযোগিগণের ন্যায় ইচ্ছামত নানাবর্ণ ধারণ করিতে পারে। আর তোমার পুত্র সত্যাদি চারি যুগাবতারের উপাসনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া সেই সেই অবতারের সারূপ্য লাভ করিয়াছে। শুদ্ধ বাৎসল্য-রসিক শ্রীনন্দমহারাজকে তাঁহার ভাবানুকূলে বুঝাইবার ইচ্ছায় শ্রীগর্গাচার্য্য এই ভাবেই বলিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শ্রীগর্গাচার্য্যের হৃদ্গত ভাব এই—শুক্লাদিবর্ণবিশিষ্ট অবতারসমূহ সর্ব্বাবতারী শ্রীনন্দনন্দনেরই অংশ এবং ইদানীং দ্বাপরান্তে (দ্বাপরের শেষভাগে) এই অবতারী (পূর্ণ) কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অথবা যে যে শুক্লবর্ণ, যে যে রক্তবর্ণ, যে যে পীতবর্ণ আবির্ভাব এবং উপলক্ষণে অন্যান্য বর্ণবিশিষ্ট যে সকল মন্বন্তরাবতার, লীলাবতার ও পুরুষাবতারাদিরূপ আবির্ভাব, সেই সকলই 'ইদানীং' (এই অংশীর অবতার-সময়ে) কৃষ্ণতা অর্থাৎ কৃষ্ণরূপতা—কৃষ্ণের অন্তর্ভুক্তা প্রাপ্ত হইয়াছেন—অংশী অবতীর্ণ হওয়ায় তন্মধ্যে সকলেই প্রবিষ্ট আছেন। সর্ব্বাকর্ষক কৃষ্ণ সকলকেই তন্মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন। শ্রীগর্গাচার্য্য শ্রীভগবানের যুগাবতারসমূহের বর্ণভেদের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীনন্দাত্মজের পরিপূর্ণতা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের যতপ্রকার বর্ণ-নামাদি সকলই একাধারে প্রকাশিত হইয়া কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

বিভিন্ন মত-কল্পনা

সম্ভাব্য পূর্ব্বপক্ষ :—(১) গর্গাচার্য্যের উক্তিতে 'আসন্' এই অতীতকালীয় ক্রিয়ার নির্দ্দেশ থাকায় এবং সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে যথাক্রমানুসারে শুক্ল, রক্ত ও

তৎপরে পীতবর্ণের অবতার হওয়াই স্বাভাবিক। শ্রীকরভাজনের উক্তিতে পাওয়া যায়—'দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ'; সুতরাং গর্গাচার্য্য ও করভাজন উভয়ের বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষার্থ দ্বাপরযুগে শ্যামবর্ণের ন্যায় পীতবর্ণের অবতার হয়, সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

(২) অপর কেহ বলিতে পারেন,—পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ করিলে চারিযুগে ৫টি বর্ণের (শুক্ল, রক্ত, শ্যাম, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ) যুগাবতার স্বীকার করিতে হয়। 'যুগ' যখন চারিটি তখন বর্ণও চারিটি হওয়া উচিত এবং একই শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি-দ্বয়ের (শ্রীগর্গাচার্য্যের ও শ্রীকরভাজনের) সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে শ্রীকরভাজনের দ্বাপরযুগীয় 'শ্যাম' পদের অর্থ 'পীত' অথবা শ্রীগর্গাচার্য্যের কথিত 'পীত' পদের অর্থ 'শ্যামবর্ণ' বলিয়া কল্পনা করাই কর্ত্তব্য।

(৩) অপর কেহ বলিতে পারেন, কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া 'তথা পীতঃ স্থলে 'তথাপীতঃ' ('তথা+অপীতঃ') এইরূপ সন্ধি করিয়া 'পীত'-শব্দের পূর্ব্বে 'অ'কার স্থাপনপূর্ব্বক 'অপীত' শব্দের অর্থ শ্যামবর্ণ করিলে দুই উক্তিরই সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়।

উত্তর-মীমাংসা

শ্রীগর্গাচার্য্যের বাক্যে 'অনুযুগং' এই পদের প্রয়োগ থাকায় এবং 'তনূঃ' এই পদটি বহুবচনান্ত হওয়ায় অনুযুগে অর্থাৎ প্রতিযুগে—প্রত্যেক যুগেই (প্রত্যেক সত্য, প্রত্যেক ত্রেতা, প্রত্যেক দ্বাপর ও প্রত্যেক কলিতে) শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিন তিন বর্ণের অবতার-সমূহ স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার যুক্তি-বাদিগণেরই স্ব-স্ব অভিমতানুযায়ী অর্থলাভ হয় না। কারণ তাঁহারা তিন যুগে যথাক্রমে তিন প্রকার বর্ণের অবতারই প্রতিপাদন করিতে চাহেন, প্রত্যেক যুগেই তিন প্রকার বর্ণ প্রতিপাদন করিতে চাহেন না। এতদ্ব্যতীত 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং' শ্লোকের 'ত্বিষা অকৃষ্ণং' এইরূপ পদবিভাগ করিলে 'অকৃষ্ণ' শব্দে পীতবর্ণই নিশ্চিত হয়। কারণ 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং' প্রভৃতি শ্লোকের পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণ ত্রিবিধ বর্ণের উল্লেখ থাকায় **'অকৃষ্ণ'** বলিলেই 'শুক্লো রক্তস্তথা

পীতঃ[৫] শ্লোকস্থ পীতবর্ণের কথাই স্বাভাবিকভাবে হৃদয়ে উদিত হয়, কিন্তু 'অপীত' বলিলে শ্যামবর্ণ কিরূপে বুঝা যাইবে ?

'ইদানীং' পদের দ্বারা এই কলিযুগের প্রথমভাগে 'কৃষ্ণতাং গতঃ' অর্থাৎ 'শ্রীনন্দ-নন্দন কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন'—এইরূপ অর্থ করিলে শ্রীকরভাজন ঋষির "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ" এই বাক্যের সহিত বিরোধ হয়। সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ও শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তিত শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অবতার দ্বাপরের শেষ ভাগেই হইয়াছিল এবং তাঁহার অপ্রকটের দিন হইতেই কলিযুগের প্রবৃত্তির কথা শ্রীমদ্ভাগবতে[৬] শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদি[৭] শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত থাকায় অপ্রসিদ্ধ-কল্পনার আশ্রয় করিতে হয়।

'অনু' শব্দ' বীপ্সা' (পুনঃ পুনঃ ঘটন) এবং 'অনুক্রম' (ক্রমান্বয়) দুই অর্থে প্রযুক্ত হয়। বীপ্সা অর্থে হইলে 'অনুযুগ' শব্দের অর্থ হয় 'যুগে যুগে' বা প্রতিযুগে, আর অনুক্রম অর্থে হইলে 'অনুযুগ' শব্দের অর্থ হয় 'যুগের ক্রমানুসারে'। এইস্থানে যদি 'যুগক্রমানুসারে' অর্থ ধরা যায়, তাহা হইলে সত্যযুগে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে পীত ও কলিতে এই নন্দনন্দন কৃষ্ণ অবতীর্ণ হ'ন—এইরূপ অর্থ হয়। কিন্তু 'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য'[৮] শ্রীগর্গাচার্য্য-পাদের এই উক্তি নামকরণপ্রকরণে কথিত হইয়াছে; যুগাবতারপ্রকরণে উক্ত হয় নাই। 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং'[৯] শ্রীকরভাজনপাদের এই উক্তিই যুগাবতার-প্রকরণে পঠিত। সুতরাং শ্রীগর্গোক্তির মধ্যে যুগক্রমের কোন প্রসঙ্গই উঠিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ শ্রীনন্দনন্দন দ্বাপরযুগে অবতীর্ণ বলিয়াই শ্রীমহাভারত, শ্রীহরিবংশ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমৎস্যপুরাণ, শ্রীস্কন্দপুরাণ, শ্রীগরুড়পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে। অতএব এইস্থানে 'যুগানুক্রমে'অর্থ হইতে পারে না। 'বীপ্সা'অর্থ গ্রহণ করিলে প্রতিযুগেই (প্রত্যেক সত্য, প্রত্যেক ত্রেতা ও প্রত্যেক দ্বাপরে শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিন তিন বর্ণেরই যুগাবতার স্বীকার করিতে হয়। তাহাও শাস্ত্রে কোথাও নাই। অতএব এই স্থানে 'তথা' শব্দের সমুচ্চয় (অনেক পদার্থের এক ক্রিয়াতে অন্বয়) অর্থে প্রয়োগ হইতে পারে না। 'যৎ'শব্দের সহিত

---

৫ ভা ১০।৮।১৩ ; ৬ ঐ ১।১৫।৩৬, ১।১৮।৬, ১২।২।২৯ ;
৭ ব পু ৫।৩৮।৮ ; ৮ ভা ১০।৮।১৩ ; ৯ ঐ ১১।৫।৩২।

অন্বিত করিয়া 'তাদৃশ' বা 'সেইপ্রকার' অর্থ করাই সমীচীন। শ্রীগর্গাচার্য্যের উক্ত বাক্যের এইরূপ অন্বয় হইবে—[যথা] ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ, **তথা** [ইদানীং] পীতঃ, অস্য অনুযুগং তনূ গৃহ্নতঃ শুক্লঃ রক্তঃ পীতঃ ত্রয়ঃ হি (অপি বর্ণাঃ) আসন্ [এব]।

যে স্থানে 'তদ্'শব্দ থাকে, সেখানে 'যদ্' শব্দের উল্লেখ না থাকিলেও তাহা উহ্য থাকে। অতএব এই শ্লোকে 'তথা' এই পদ থাকায় 'যথা ইদানীং' যেরূপ এই দ্বাপরযুগের শেষভাগে স্বয়ং অবতারী এই শ্রীনন্দনন্দন 'কৃষ্ণতাং গতঃ' কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন (কৃষ্ণবর্ণ প্রকাশ করিয়াছেন), 'তথা' সেই প্রকারই 'ইদানীং' আসন্নপ্রায় এই কলিযুগের প্রথমভাগে পীততা প্রাপ্ত হইবেন। এইরূপ 'ইদানীং' পদে কিঞ্চিৎ স্থূলকালকে (এই দ্বাপরের শেষভাগ ও এই কলির প্রথমভাগকে) অবলম্বন করিয়া 'কৃষ্ণ' ও 'পীত' এই উভয় বর্ণের অবতারের সহিত অন্বয় করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে,—এই শ্রীনন্দনন্দনের 'কৃষ্ণবর্ণ' কি কেবল ইদানীন্তন কালীয় অথবা পূর্ব্বেই ছিল, তাহাই এখন প্রকট করিয়াছেন? তদুত্তরে বলিতেছেন —'অনুযুগং'—যুগে যুগে বা প্রতিযুগে 'তনূঃ' অর্থাৎ অবতারসমূহ গ্রহণকারী এই শ্রীনন্দনন্দনের কেবল কৃষ্ণবর্ণ-ই যে পূর্ব্বে ছিল তাহা নহে, পরন্তু অন্য বর্ণ সকলও ছিল। 'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ'—শুক্লাদি তিনটি বর্ণও যথাসম্ভব পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও তৎপূর্ব্বেও ছিলই অর্থাৎ নিত্য বিরাজিত (নিত্যসিদ্ধ) ; সেই বর্ণসকলকে যথাযোগ্য সেই সেই কালে (যুগযোগ্যরূপে) প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ তাহা পূর্ব্বে ছিল না, কেবল তখন প্রকাশ করিয়াছেন, এরূপ নহে।

অতএব বৈবস্বত মন্বন্তরের অন্তর্গত অষ্টাবিংশ দ্বাপরে ও কলিযুগে স্বয়ং অবতারী (শ্রীনন্দনন্দন) যথাক্রমে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-বর্ণে ও পীত-বর্ণে আবির্ভূত হ'ন। আর দ্বাপরের ও কলিযুগের শ্যাম ও কৃষ্ণ বর্ণ সাধারণ যুগাবতারদ্বয় তখন অবতারীর অন্তর্ভূতরূপে অবস্থান করেন।

তন্মধ্যে বৈবস্বত মন্বন্তরের অন্তর্গত অষ্টাবিংশ কলিযুগের পীতবর্ণ স্বয়ং অবতারী 'সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।' 'সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ'

ইত্যাদি শ্রীমহাভারতাদি শাস্ত্রের উক্তিতে প্রকাশ থাকিলেও অতিরহস্যময় বলিয়া বিশেষরূপে স্পষ্ট করিয়া অন্য কোথাও প্রকাশ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও এই অবতারকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্"[১০] ইত্যাদি। 'ছন্ন' বলিতে নিজবর্ণ ও ভাবকে অন্যের বর্ণ ও ভাবের দ্বারা আবৃত করিয়া তদানীন্তন প্রায় অধিকাংশ জনগণের দুর্লক্ষ্য করা। এখানে শ্রীভগবানের নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার ইচ্ছাটিও হইতেছে তাঁহার রহস্য বস্তুসমূহের প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই। উক্ত কারণেই পীতবর্ণ স্বয়ং অবতারীর জ্ঞাপক একাদশ স্কন্ধোক্ত শ্রীকরভাজন ঋষির বাক্যেরও[১১] সেইরূপ অর্থান্তরের দ্বারা প্রকৃত অর্থ ছন্ন রহিয়াছে। উক্ত শ্লোকের অন্বয় হইবে এইরূপ,—

[হে] উর্ব্বীশ (ভূপতে) ইতি (এবং) দ্বাপরে জগদীশ্বরং [যথা] স্তুবন্তি ; নানা কলৌ তথা অপি (বৈবস্বতাষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়দ্বাপরোত্তরকলাবপি) তন্ত্রবিধানেন (তন্ত্রাখ্যন্যায়বিধিনা—একদৈবার্থদ্বয়-বোধকেন শব্দেনেত্যর্থঃ)।

[অতএব] শৃণু—'নানা কলৌ' অর্থাৎ সাধারণ সর্ব্বকলিযুগে এবং 'অপি'শব্দ দ্বারা সমুচ্চয়ে বৈবস্বতমন্বন্তরের অষ্টাবিংশচতুর্যুগীয় বিশেষ কলিতেও 'তন্ত্রবিধানেন' তন্ত্র-নামক ন্যায়ের রীতি অনুসারে যুগপৎ দুইটি অর্থকে একই শব্দের দ্বারা বলা হইতেছে। অভিধানে 'তন্ত্র' শব্দের একটি অর্থ হইতেছে 'উভয় কার্য্যার্থ সকৃৎপ্রবৃত্তি-হেতু' অর্থাৎ একই শব্দে একবার উচ্চারণের দ্বারা একইকালে দুইটি অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া ; যেমন 'শ্বেত ধাবিত হইতেছে' বলিলে একই শ্বেতশব্দে শ্বেতবর্ণের ছত্র ও শ্বেতছত্রধারী মনুষ্য অথবা শ্বেতবর্ণ ও শ্বেতবর্ণের ঘোটক উভয়েরই ধারণা একবার উচ্চারণেই উদ্দিষ্ট হয়, সেই রীতিতেই এখন বলিতেছি—'শৃণু' শ্রবণ কর অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতেই শ্রবণকারী নিমি মহারাজকে তন্ত্রোক্ত রীতিতে (সাধারণ কলি ও বিশিষ্ট কলির অবতারের কথা একই শব্দের দ্বারা) রহস্যবস্তু শ্রবণ করাইবার জন্য পুনরায় বিশেষ মনোযোগসহকারে শ্রবণার্থ প্রেরণা দিতেছেন। আর শ্রীধরস্বামিপাদ যে 'নানাতন্ত্র-বিধানেন"—এই বাক্য-স্থলে বলিয়াছেন,—'ইহা-দ্বারা কলিযুগে তন্ত্রের

---

১০ ভা ৭।৯।৩৮ ; ১১ ঐ ১১।৫।৩১-৩২।

প্রাধান্য দেখান হইয়াছে'—ইহাই এ স্থলে অর্থান্তর অর্থাৎ প্রকৃত অর্থকে ইহাদ্বারা আচ্ছাদিত করা হইয়াছে ; কারণ 'তন্ত্র' শব্দের আর একটি অর্থ পরিচ্ছদ অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে আচ্ছাদন। অতএব 'কৃষ্ণবর্ণ' অর্থাৎ (১) সাধারণ সর্ব্বকলিযুগপক্ষে কৃষ্ণবর্ণদেহবিশিষ্ট এবং এই বিগ্রহের 'রূক্ষ কৃষ্ণতা' (খস্‌খসে কালবর্ণ) নিষেধ করিয়া চিক্কন কৃষ্ণতা বলিতেছেন,—'ত্বিষা' অর্থাৎ কান্তিতে 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ নীলকান্ত-মণির ন্যায় উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণদেহবিশিষ্ট। (২) বিশেষ কলিযুগপক্ষে বলিতেছেন, কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু 'ত্বিষা'—কান্তিতে 'অকৃষ্ণ'। এখন এই 'অকৃষ্ণ' বলিতে কোন্ বর্ণ ? পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে চারি যুগের চারি বর্ণের মধ্যে শুক্ল, রক্ত ও শ্যাম বর্ণ উক্ত হইয়াছে, অবশিষ্ট আছে 'পীত'। সুতরাং এখানে 'অকৃষ্ণ' পদের অন্যবর্ণ না হইয়া পীতবর্ণই হইবে অর্থাৎ 'অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর'—যিনি ভিতরে কৃষ্ণবর্ণ বাহিরে পীত কান্তিতে অবস্থিত। অথবা যিনি কৃষ্ণাবতারের নামরূপগুণলীলাদি বর্ণন করেন—তিনি কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণনকারী এবং কান্তিতে গৌর। অনন্তর সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র-পার্ষদ ইত্যাদি সাধারণ কলি ও বিশেষ কলি উভয়পক্ষেই তুল্যার্থ, কেবলমাত্র সাধারণ কলিতে স্পষ্ট এবং বিশেষ কলিতে প্রচ্ছন্নার্থ।

বিষ্ণুসহস্রনামোক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামের বিশ্লেষণ

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তৎকৃত সহস্র-নাম-ভাষ্যে[১২] এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—সুবর্ণস্য বর্ণ ইব বর্ণোঽস্য যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণমিতি শ্রুতেঃ[১৩] অর্থাৎ মুণ্ডকশ্রুতি কথিত সুবর্ণবৎ বর্ণ-বিশিষ্ট ব্রহ্মযোনি, সর্ব্বনিয়ামক, পরমেশ্বর পুরুষোত্তমই এস্থানে সুবর্ণবর্ণরূপে উক্ত হইয়াছেন। সুবর্ণের ন্যায় ইহার বর্ণ। হেম অর্থাৎ স্বর্ণের ন্যায় যাঁহার বপু তিনি হেমাঙ্গ ইহা মৈত্রায়ণী উপনিষৎ[১৪] হইতে জানা যায়। 'বর' অর্থাৎ শোভন অঙ্গসমূহ যাঁহার, তিনি বরাঙ্গ ; চন্দনের কেয়ুরসমূহে (বাহুভূষণ-সমূহে) ভূষিত বলিয়া চন্দনাঙ্গদী।

দ্বিতীয় চরণের বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থ শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের মতে এই—যিনি জীবের সংসার মোচনের জন্য সন্ন্যাসরূপ আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসকৃৎ,

---

১২ শ্রীবিষ্ণুসহস্র নাম শ্রীশঙ্করভাষ্য—৯২ ও ৭৫ ; ১৩ মুণ্ডক ৩।১।৩; ১৪ মৈ উ ৬।১।

যিনি সর্ব্বভূতের শময়িতা তিনি শম, বিষয়সুখে অনাসক্তি-হেতু শান্ত, প্রলয়-কালে ভূতসমূহের নিশ্চিত স্থিতিস্থানই নিষ্ঠা, সমস্ত অবিদ্যা-নিবৃত্তিই শান্তি, পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট আশ্রয় বা স্থানই পরায়ণ।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণশ্রীবিষ্ণুসহস্রনামের 'নামার্থ-সুধা'নামক ভাষ্যে বলেন,—সুবর্ণের ন্যায় বর্ণ অর্থাৎ রূপবিশিষ্ট যিনি তিনি সুবর্ণ-বর্ণ। যাঁহার অন্যান্য অঙ্গও সুবর্ণের ন্যায় স্পৃহনীয়, যাঁহার অঙ্গসমূহ বর অর্থাৎ সৌন্দর্য্যবন্ত তিনিই বরাঙ্গ। যিনি চন্দন অর্থাৎ ভক্তচিত্তাহ্লাদক বাহুভূষণদ্বয়বিশিষ্ট, তিনি চন্দনাঙ্গদী। যিনি পরিব্রাজকের ধর্ম্মাচরণ করেন, তিনি সন্ন্যাসকৃৎ; যিনি হরির অতিরহস্য (কৃষ্ণনাম-প্রেম) আলোচনা করেন,—তিনি শম (রুধাদিগণীয় 'শম্'ধাতু আলোচনার্থে ব্যবহৃত) যিনি কৃষ্ণের বিষয় হইতে উপরত (নিবৃত্ত) তিনিই শান্ত, যাঁহাতে হরির কীর্ত্তন-প্রধান ভক্তি-যজ্ঞসমূহ নিরন্তর অবস্থান করে—তাহাই নিষ্ঠা; যাঁহার দ্বারা ভক্তি-বিরোধী কেবলাদ্বৈতবাদিপ্রমুখ ব্যক্তিগণ প্রশমিত হয়, তাহাই শান্তি; মহাভাব-সমূহের পরম আশ্রয়ই পরায়ণ। অর্থাৎ যিনি হরিকীর্ত্তন-প্রধান যজ্ঞের নিরন্তর স্থিতি-স্থানরূপ নিষ্ঠা, ভক্তিবিরোধী মতবাদিগণের উপশমকারিণী শান্তির ও মহাভাবসমূহের পরমাশ্রয়। সুবর্ণ=সুন্দরবর্ণ=কৃষ্ণবর্ণ, তৎবর্ণনকারী (চক্রবর্ত্তী)।

আদি ও শেষ লীলার চারিটি করিয়া আটটি নাম

শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে,[১৫] শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীক্রমসন্দর্ভে[১৬] এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে[১৭] শ্রীমন্মহা-ভারত অনুশাসনপর্ব্বোক্ত দানধর্ম্মের শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদি ও শেষ লীলার চারিটি চারিটি করিয়া আটটি স্বরূপানুবন্ধী নিত্যসিদ্ধ নাম প্রকাশ করিয়াছেন যথা—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥ *

---

১৫ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৪।৩৯ এবং ৮।১৯; ১৬ ক্রমসন্দর্ভ ১১।৫।৩২; ১৭ চৈ চ ১।৩।৪৮; * শ্রীমহাভারত ১৩। অনুশাসনপর্ব্ব, দানধর্ম্ম ১৪৯ অধ্যায়ে শ্রীভীষ্ম-যুধিষ্ঠির-সংবাদে শ্রীবিষ্ণু-সহস্রনামস্তোত্রে ৯২ ও ৭৫ সংখ্যা (বঙ্গবাসী সং ১৮২১ শকাব্দ)।

'সু' অর্থাৎ উত্তম ও সুন্দর যে 'কৃষ্ণ' অক্ষর, তাহা যিনি বর্ণন করেন, তিনিই 'সুবর্ণবর্ণ' ('কৃষ্ণবর্ণ'), স্বর্ণের ন্যায় যাঁহার শ্রীঅঙ্গের বর্ণ, তিনি 'হেমাঙ্গ' ('ত্বিষাকৃষ্ণ') অর্থাৎ গৌরাঙ্গ; যিনি শ্রেষ্ঠ অঙ্গবিশিষ্ট ('ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলতনু'), যিনি চন্দনের বাহুভূষণধারী, (নটবরবেশ), যিনি সন্ন্যাসলীলাকারী, যাঁহার বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত, যিনি অচঞ্চল-চিত্ত ও নিবৃত্তিপরায়ণ।[১৮]

এই স্থানে শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রের দুইটি পৃথক্ (৯২ ও ৭৫ সংখ্যক) শ্লোক হইতে পরের (৯২) শ্লোকটির প্রথমার্দ্ধ এবং পূর্ব্ব (৭৫) শ্লোকটির দ্বিতীয়ার্দ্ধ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টনাম-ব্যঞ্জক পদরূপে গ্রহণ করিয়া একটি শ্লোক গ্রথিত হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, ইহাতে আর্যবাক্যের বিপর্য্যয় করা হইয়াছে। বস্তুতঃ নিত্যসিদ্ধ শ্রীভগবন্নামের বা নামাত্মক শ্লোকের ক্রমবিপর্য্যয়ে, এমন কি অশুদ্ধ বর্ণ এবং ব্যবহিত হইলেও যখন শ্রীনাম নিজ প্রভাব পরিত্যাগ করেন না, তখন স্বতন্ত্রগুণলীলাগর্ভ-নামাত্মকশ্লোকের পরের শ্লোকের চরণ পূর্ব্বে এবং পূর্ব্ব শ্লোকের চরণ পরে বলায় তাহাতে শ্রীভীষ্মোক্ত নামমালার অমর্য্যাদা করা দূ'রে থাকুক, বরং স্বরূপসিদ্ধ শ্রীনামের মহিমা এবং শ্রীনামতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুভবসিদ্ধির মাহাত্ম্যই প্রকাশিত হইয়াছে। সহস্রনামে কৃষ্ণের বিভিন্ন স্বরূপের ভিন্ন ভিন্ন লীলাগুণানুরূপ স্বতন্ত্র নামাবলীর উল্লেখ থাকায় 'সুবর্ণবর্ণ' ইত্যাদি পদ শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামের পরবর্ত্তী শ্লোকে থাকিলেও ঐ সকল নাম শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদিলীলা-সম্বন্ধীয় হওয়ায় তাহা পূর্ব্ব চরণে গ্রথিত হইয়াছে এবং অন্ত্যলীলার নামসমূহ পরবর্ত্তী চরণে গুম্ফিত হইয়াছে। "সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন যুজ্যতে"—এই জৈমিনী ন্যায়ের অনুশাসনে উভয় শাস্ত্রের একবাক্যতা সম্ভব হইলে বাক্যভেদ করা উচিত নহে। শ্রীভীষ্মদেব পরোক্ষপ্রিয় প্রচ্ছন্নাবতারী শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষকে প্রচ্ছন্নভাবে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নামে স্তব করিলেও বিদ্বদনুভবে ইঁহাদের একবাক্যতা সাধিত হইয়াছে।

---

১৮ চৈ চ ১।৩।৪৯ সংখ্যা-ধৃত শ্লোকের শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-কৃত টীকা।

শ্রীকরভাজন-কর্ত্তৃক বিশেষ কলিযুগের কথা কীর্ত্তন কি অস্বাভাবিক?

কেহ বলিয়াছেন, "শ্রীনবযোগেন্দ্রের প্রতি শ্রীনিমি মহারাজের প্রশ্নের ভাষা বিচার করিলে উক্ত প্রশ্ন কোনও বিশেষ মহাযুগকে লক্ষ্য করিয়া করা হইয়াছে তাহা বোধগম্য হয় না। আর নিমিরাজা নিজের বিশেষ মহাযুগের কথা জানিতেন না, তাহাও অস্বাভাবিক। লোকে বর্ত্তমান কালের কথাই অধিক জানে, যুগান্তরের সম্বন্ধে বরং অনভিজ্ঞ হয়।"

উত্তর—শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীশৌনকের প্রশ্ন, শ্রীবসুদেবের প্রশ্ন বা শ্রীউদ্ধবের প্রশ্ন বা শ্রীপরীক্ষিতের প্রশ্ন বা শ্রীপৃথুমহারাজের, শ্রীনিমি মহারাজাদির প্রশ্নসমূহ সমস্তই অজ্ঞ জীবের জন্য। শ্রীশৌনক, শ্রীবলদেব, শ্রীউদ্ধবাদি সর্ব্বার্থসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও সাধারণ জীবের জন্যই পরিপ্রশ্নের ছলে ভক্তিরহস্যসমূহ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। শ্রীকরভাজন ঋষির উত্তরের ভাষায় যে দ্বাপর ও কলিযুগের কথিত বিষয়ের বিশেষত্ব আছে—বিশেষত্ব মাত্র নহে, দ্বাপরযুগের অবতার-বর্ণন-প্রসঙ্গে বিশেষতঃ কলিযুগের অবতার-বর্ণনপ্রসঙ্গে যে ভাষায় 'তন্ত্রাখ্য-ন্যায়'বিধি (একই শব্দের একবার উচ্চারণ-দ্বারা একই কালে দুইটি তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দেওয়ার রীতি) অবলম্বিত হইয়াছে এবং শ্রবণশীল রাজাকেও পুনরায় বিশেষরূপে অবধান করিবার জন্য "শৃণু" —'শ্রবণ করুন' বলিয়া তাঁহার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে, তাহা শ্রীকরভাজন ঋষির শ্রীমুখোদ্গীর্ণ বাক্য হইতেই সুস্পষ্টভাবে জানা যায়,—

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা **শৃণু**॥[১৯]

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা হইতে পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষ মহাযুগের কথা না হইলে ঐরূপ তন্ত্রাখ্যন্যায়-বিধির আশ্রয়ে রাজার বিশেষ মনোযোগাকর্ষণ করাইবার প্রয়োজন হইত না। সাধারণ সত্যযুগের ও সাধারণ ত্রেতাযুগের ভগবদবতারের বর্ণ, আকার, নাম ও উপাসকের প্রকৃতি

১৯ ভা ১১।৫।৩১।

ও পূজাবিধির বর্ণন যথাক্রমে (১১।৫।২১—২৩ ; ১১।৫।২৪-২৬) মাত্র তিনটি শ্লোকে শ্রীকরভাজন সম্পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত দ্বাপরের ও কলির বিশেষত্ব আছে বলিয়াই সেই যুগদ্বয়ের ভগবদবতারের বর্ণাদির কথা যথাক্রমে (১১।৫।২৭—৩১ ; ১১।৫।৩১—৪০) সাড়ে চারটি ও সাড়ে নয়টি শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন। দ্বাপরে ভগবানের বর্ণ, আকার, নাম ও পূজাবিধি কতকটা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। কিন্তু কলিযুগে ভগবানের বর্ণ, আকার, নাম ও পূজাবিধি তন্ত্রাখ্যন্যায়-বিধির দ্বারা ছন্ন লক্ষণে বর্ণন করিয়াছেন। কারণ যেখানে কোনও বিশেষ রহস্য বা সুদুর্লভ বস্তুর সন্ধান বেদাদি-শাস্ত্র ও শাস্ত্রদ্রষ্টা মহদ্গণ প্রদান করেন, সেখানেই শ্রীভগবানের সন্তোষের জন্য তাঁহারা পরোক্ষ-ভাবেই বর্ণন করেন। 'পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষং মম চ প্রিয়ম্॥'[২০] 'যত্রান্যথা স্থিতোঽর্থঃ সঙ্গোপয়িতুমন্যথা কৃত্বোচ্যতে স পরোক্ষবাদঃ'[২১]—অন্যরূপে স্থিত অর্থকে সম্যগ্‌রূপে গোপন করিবার জন্য যেখানে অন্যরূপে বলা হয়, তাহাই পরোক্ষ-বাদ। ভগবদভিজ্ঞ ঋষিগণ সেইরূপ পরোক্ষভাবেই গুহ্য কথা বলেন। কারণ সেইরূপভাবে উক্তিতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেবও ব্যঞ্জনা-বৃত্তির দ্বারাই শ্রীরাধার নাম ও অসমোর্দ্ধ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীত্বের কথা অপ্রাকৃত রসজ্ঞ সুধীগণের জন্য বর্ণন করিয়াছেন।

ছন্নলক্ষণে কীর্ত্তিত শ্লোক একমাত্র শ্রীগৌরাবতার-বিষয়ক কেন?

শ্রীপাদ করভাজন যোগীন্দ্র দ্বাপরযুগের ভগবদবতারের নাম (বাসুদেবাদি) বলিয়াছেন, বর্ণও (শ্যাম) স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন। কিন্তু কলির ভগবদবতারের নাম একেবারে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন, অথচ বলিয়াছেনও। বর্ণের কথাও 'ত্বিষাকৃষ্ণং' বাক্যে ছন্নলক্ষণে প্রকাশ করিয়াছেন। কলিযুগের পূজাবিধি বলিয়াছেন—'নাম-সংকীর্ত্তন-প্রধান যজ্ঞ'। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ব্যতীত কলিযুগে আর কে তাঁহার আবির্ভাবের মুহূর্ত্ত হইতে জগতে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনকে প্রধানতম উপাসনা-প্রণালীরূপে আচারে-প্রচারে বিস্তার ও সর্ব্বজীবে সর্ব্বত্র সঞ্চার করিয়াছেন? যিনি নাম-

২০ ভাঃ ১১।২১।৩৫ ; ২১ ভাবার্থদীপিকা ১১।৩।৪৪।

সংকীর্ত্তনের সহিত জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাঁহার সর্ব্ববিধ লীলায় ও আচরণে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-মহোৎসব সর্ব্ববিধ লোক প্রকটকালে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তি-কালে যাঁহার শ্রীমুখোদ্গীর্ণ নাম-সংকীর্ত্তন-বন্যায় জগৎ প্লাবিত হইয়াছে ও হইতেছে, সেই 'স্বনামামৃতসেবী', 'নিজনামবিনোদাচার্য্য-'লীল 'অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর' শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব ব্যতীত আর কে বিশেষ কলিযুগের আরাধ্যদেবতা হইবেন? একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও তৎচরণানুচরগণের ভজনপদ্ধতি ব্যতীত কলিকালে অন্যকোনও সম্প্রদায়ের ভজন-পদ্ধতিতে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনকে অঙ্গিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে কি? অন্যান্য সম্প্রদায়ে নাম-সংকীর্ত্তনকে বহুবিধ ভজনাঙ্গ বা সাধনাঙ্গের একতমরূপে স্বীকৃত হয়—নাম-সংকীর্ত্তন অন্যান্য ভজনের অন্যতম, কোথাও বা গৌণ বা সহকারী সাধনমাত্র। কোথায়ও কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি সাধনের অঙ্গবিশেষ-রূপে বিবেচিত ও স্বীকৃত হয়।

পূর্ব্বাবতারে শ্রীব্যাস,শ্রীশুক, শ্রীনারদ, শ্রীচতুঃসন, শ্রীব্রহ্মা, শ্রীশিবাদি দেবতার, এমনকি শ্রীলক্ষ্মীরও দুষ্প্রবেশ্য, অধিক কি দ্বারকা ও মথুরালীলার মহিষীগণের—যাবতীয়া স্বকীয়া কৃষ্ণবল্লভাগণের, শ্রীরাধার যূথ ব্যতীত অন্য ব্রজগোপীগণের অলভ্য শ্রীরাধামাধবসেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জনরূপ শ্রীব্রজপ্রেমাস্বাদন একমাত্র কৃষ্ণ-নাম-সংকীর্ত্তন-মহারাসে আবিষ্কার করিয়া 'অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অনর্পিতচরী উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী স্বভক্তিসম্পত্তির অদ্বিতীয় মহাদাতা বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন।

শ্রীকরভাজনের উক্তি বিশেষ দ্বাপর ও কলিপর বলিয়া স্বীকার্য্য কেন?

কেহ কেহ প্রশ্ন করেন,শ্রীকরভাজন-যোগীন্দ্র যে বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ-চতুর্যুগীয় দ্বাপর ও উহার অব্যবহিত পরের কলির উপাস্যেরই কথা শ্রীনিমি মহারাজকে বলিয়াছিলেন, উহা কিরূপে বুঝা যায়?

উত্তর—শ্রীভগবান যুগে যুগে তত্তদ্‌যুগের উপযোগী পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহের সঙ্কলন করেন। প্রতি চতুর্যুগের দ্বাপরে পুরাণসকল সঙ্কলিত হয়।

কালেনাগ্রহণং দৃষ্ট্বা পুরাণস্য ততো নৃপ।
ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে ॥
চতুর্লক্ষপ্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা ॥[২২]

হে নৃপ! কালক্রমে লোকে পুরাণ-প্রস্তাব গ্রহণ করে না দেখিয়া আমি ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া প্রতি দ্বাপরে তত্তদ্ যুগোপযোগী চতুর্লক্ষশ্লোকসমন্বিত পুরাণ এই ভূর্লোকে সংকলন করি। এই স্থানে "দ্বাপরে দ্বাপরে" শব্দের উল্লেখ থাকায় সাধারণ দ্বাপরযুগ-সমূহের এবং 'ব্যাসরূপং' শব্দের দ্বারা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যতীত অন্যান্য বেদ-বিভাগ-কর্ত্তারূপ ব্যাসের কথা উদ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের (৩।৪।২-৫ শ্লোক তত্ত্বসন্দর্ভ-ধৃত) পরাশর-বাক্য হইতে জানা যায়—কৃষ্ণ দ্বৈপায়নব্যাস প্রভু নারায়ণ; কিন্তু সাধারণ দ্বাপরের ব্যাসগণ নারায়ণের বিভূতি। কৃষ্ণদ্বৈপায়নই বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীনারদের উপদেশে সেই বিশেষ যুগোপযোগী শ্রীমহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত সঙ্কলন করেন। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতে যে সকল উপাস্যের কথা শ্রীনারদ শ্রীকরভাজন ঋষির বাক্যোদ্ধার করিয়া শ্রীবসুদেবের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহারা বর্ত্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত বিশেষ দ্বাপর ও বিশেষ কলিযুগেরই উপাস্য। পূর্ব্বোদ্ধৃত মৎস্যপুরাণের (৬৯।৬৮) এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের (১।৭৪। ২২-২৩) উক্তি অনুসারেও বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ-চতুর্যুগের অন্তর্গত দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান কংসারি শ্রীবাসুদেব, শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস অবতীর্ণ হয়েন। অষ্টাবিংশচতুর্যুগীয় দ্বাপরে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীকরভাজন ঋষির উক্ত "নমস্তে বাসুদেবায়" ইত্যাদি শ্লোকের প্রতিপাদ্য উপাস্য, তাহা পূর্ব্বোক্ত শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমৎস্যপুরাণের উক্তির একবাক্যতা-দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে।

একমাত্র কলিযুগাবতারীই ছন্নলক্ষণে কীর্ত্তিত

শ্রীকরভাজন-যোগীন্দ্রের কথিত অবতারাবলীর বর্ণ, আকার, নাম ও পূজাবিধির জ্ঞাপক শ্লোকসমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায়,—তাহাতে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর

২২ শ্রীমৎস্যপুরাণ ৫৩।৮-৯ বঙ্গবাসী-সং।

যুগের নামাবলীর উল্লেখ সুস্পষ্টভাবেই আছে। কিন্তু কলিযুগের অবতারের নাম সেরূপ সুস্পষ্টভাবে নাই—"সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু'হংসসুপর্ণে'তি 'বিষ্ণুর্যজ্ঞে'তি 'বাসুদেব-সঙ্কর্ষণেত্যা'দি কীর্ত্তনীয়া ভগবন্নামাবলী যথোক্তা তথা কলৌ সা বর্ত্তমানাপি নোক্তা রহস্যোদ্ঘাটনাভাবার্থমিতি জ্ঞেয়ম্।"[২৩]

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে হংস-সুপর্ণ, বিষ্ণু-যজ্ঞ-বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি কীর্ত্তনীয় ভগবন্নামাবলী যেরূপভাবে উক্ত হইয়াছে, কলিতে ভগবন্নামসমূহ বর্ত্তমান থাকা-সত্ত্বেও (যে কলিতে নাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞই পূজাবিধি) তাহা সেইরূপ বলা হইল না কেন? প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত না হয়, এ জন্যই ঐরূপ স্পষ্টভাবে কলিযুগাবতারীর নামাবলী প্রকাশ করা হয় নাই। অথচ "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং"[২৪] 'ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নম্'[২৫] "ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং"[২৬]শ্লোকে কলিযুগপাবনাবতারীর পূজাবিধি যে সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান যজ্ঞ ইহা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। "সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈঃ"—সঙ্কীর্ত্তনং নামোচ্চারণং স্তুতিশ্চ তৎপ্রধানৈঃ[২৭] 'নামোচ্চারণ' বা '**নামসঙ্কীর্ত্তনপ্রধান**' শব্দের দ্বারা নামসঙ্কীর্ত্তনই অঙ্গী, অন্যান্য সমস্ত সাধনভক্তি অঙ্গ—ইহাই দ্যোতিত হইতেছে। কিন্তু এই নামসঙ্কীর্ত্তন-বিধি-দ্বারা যিনি উপাসিত হইবেন, সেই উপাস্যবস্তুর নামটি কি? পরবর্ত্তী স্তুতি-নতিপর দুইটি শ্লোকে দেখা যায় যে, তথায় '**মহাপুরুষ**' এই নামটি দুইবার আবৃত্তি করা হইয়াছে। 'মহাপুরুষ' এই নামে সেই কলিযুগের উপাস্যবস্তুকে পুনঃ পুনঃ দুইবার আহ্বান করা হইয়াছে। অতএব "মহাপুরুষ" শব্দটি তদাহ্বায়ক নাম।

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি-[২৮] মন্ত্রে 'মহাপুরুষ' নামের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ—মহাপ্রভুই মহাপুরুষ; তাৎপর্য্য হইতেছে "মহাপুরুষ" ও "মহাপ্রভু" একই ভগবন্নাম। 'বৈ' শব্দটি অবধারণে ব্যবহৃত। শ্রুতি বা বেদান্তের অর্থজ্ঞাপক বা ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবতে নাম-সঙ্কীর্তন-সদোপাস্য কলিযুগপাবনাবতারী যে শ্রীভগবান "মহাপুরুষ" নামে আহূত হইয়াছেন, তিনিই "মহাপ্রভু"। 'অনুবাদ-

---

২৩ সারার্থদর্শিনী ১১।৫।৩৫; ২৪ ভা ১১।৫।৩২; ২৫ ঐ ১১।৫।৩৩; ২৬ ঐ ১১।৫।৩৪; ২৭ শ্রীধরস্বামী, ভাবার্থ-দীপিকা ১১।৫।৩২; ২৮ শ্বেতাশ্বতর ৩।১২।

মনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ"—অনুবাদ (জ্ঞাতবস্তু) না বলিয়া বিধেয় (অজ্ঞাতবস্তু) বলা উচিত নহে—এই নীতি অনুসারে যেমন "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই শ্রীমদ্ভাগবতের পরিভাষা-বাক্যধৃত অনুবাদ (সর্ব্বজ্ঞাত 'শ্রীকৃষ্ণ'শব্দ) পূর্ব্বে বলিয়া পরে 'স্বয়ং ভগবান্' বলায় তাঁহার স্বয়ংভগবত্তা বিজ্ঞাপিত হয়, তদ্রূপ 'মহান্ প্রভুঃ' বা 'মহাপ্রভু'—এই নামটি অনুবাদ (সর্ব্ববিদিত বস্তু) ; কিন্তু মহাপ্রভুই যে 'মহাপুরুষ' (পরমপুরুষ বা স্বয়ং অবতারী, স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ) তাহা অজ্ঞাত। শ্রুতি-পরিভাষা-বাক্যে জ্ঞাতবস্তু মহাপ্রভুর নাম পূর্ব্বে অনুবাদরূপে উল্লেখ করিয়া পরে বিধেয়ের (অজ্ঞাত নামের) উল্লেখ থাকায় শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'মহাপুরুষ' নামটি 'মহাপ্রভু' বাচক ইহাই নিশ্চিত হইতেছে। "মহাপ্রভু" নামটি স্পষ্টভাবে না বলিয়া "মহাপুরুষ" শব্দের দ্বারা প্রকাশ করায় শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষকে ছন্ন-লক্ষণেও প্রকাশ করা হইল। সত্য ও ত্রেতাযুগের অবতারের আকার **'চতুর্বাহু'** শব্দের দ্বারা সুস্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে, আর দ্বাপরযুগে অবতীর্ণ ভগবান শ্যাম **'নিজায়ুধ'** শব্দের দ্বারা ব্যক্ত হওয়ায় এবং **চতুর্ব্যূহাত্মক নামের** দ্বারা বন্দিত হওয়ায় **কখনও দ্বিভুজ কখনও চতুর্ভুজ** ইহা জানা যায়। "এষ মাতরি দেবক্যাং পিতুরানকদুন্দুভেঃ। প্রাদুর্ভূতো ঘনশ্যামো দ্বিভুজোঽপি চতুর্ভুজঃ॥"[২৯] স্বয়ংরূপে দ্বিভুজ এবং প্রাভববিলাসরূপে চতুর্ভুজ।

কলিযুগে অবতীর্ণ **শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষের** বন্দনায় তাঁহাকে **নরলীল দ্বিভুজরূপেই** জানা যায়। এখন সেই বন্দনা দুইটি আলোচিত হইতেছে। প্রকরণ ও প্রসঙ্গনিষ্ঠ হইয়া উক্ত শ্লোকদ্বয়[৩০] আলোচনা না করিলে, (বিশেষতঃ) দ্বিতীয় শ্লোকটি (ভা ১১।৫।৩৪) দাশরথী শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতিনতিপর বলিয়াই মনে হয় ; কিন্তু এখানে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় বিশেষ বিবেচ্য।

শ্রীপাদ করভাজন যথাক্রমে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের ভগবদবতারের নাম-রূপ-স্তুতি-নতি সমাপ্ত করিয়া তৎপরে কলিযুগের অবতারের নাম-রূপ-স্তুতি-নতি বর্ণন করিতেছেন। সুতরাং তথায় বৈবস্বত মন্বন্তরীয় চতুর্ব্বিংশ চতুর্যুগের ত্রেতায় যে

---

২৯ সং ভা ১।১৮১ ও চৈ চ ২।২০।১৭৫-১৭৭, ১৮৬, ১৮৯-৯০ ; ৩০ ভা ১১।৫।৩৩-৩৪।

শ্রীরামচন্দ্রাবির্ভাব, তাঁহার কথা আসিবে কিরূপে? কেহ বলেন, 'শাস্ত্রবাক্য হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরামাদি অবতারের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন; এই জন্য এই স্থানে দাশরথী শ্রীরামচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি-নতি করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে বিচার্য্য এই যে, প্রথমতঃ শ্রীবাসুদেব কলিযুগের অবতারই নহেন, দ্বিতীয়তঃ অবতারী শ্রীকৃষ্ণ কেবল দাশরথী শ্রীরামের মূর্ত্তি কেন, অন্যান্য অংশ অবতারগণেরও মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতাদি সমস্ত শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়। সুতরাং শ্রীবামন-শ্রীনৃসিংহাদি অন্যান্য অবতারের স্তুতি-নতির পরিবর্ত্তে কেবল শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতি-নতিই বা এখানে করিবেন কেন? প্রাসঙ্গিক কলিযুগের (অর্থাৎ শ্রীবাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ যে দ্বাপরযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার অব্যবহিত পরের কলিযুগের) অবতারের স্তুতি-নতি পরিত্যাগ করিয়া এখানে চতুর্ব্বিংশতি চতুর্যুগীয় ত্রেতায় অবতীর্ণ শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতি-নতি অপ্রাসঙ্গিকই মনে হয়। মহদ্-গণের বাক্যে এইরূপ অপ্রাসঙ্গিকতা-দোষ থাকিতে পারে না।

কলিযুগে অবতীর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরিতে দৃষ্ট হয়, তিনিও সমস্ত তদেকাত্মস্বরূপ অবতারের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যলীলাপরিকর শ্রীহনুমদবতার শ্রীমুরারিগুপ্তপাদ প্রত্যক্ষভাবে শ্রীগৌরহরিকে শ্রীরাম-মূর্ত্তিতে দর্শন করিয়াছেন। অতএব পূর্ব্বোক্ত যুক্তি গ্রহণ করিলে এই স্তুতি-নতি কলিযুগে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুতেই অধিক সমীচীন হয়। বিশেষতঃ দ্বিরাবৃত্ত 'মহাপুরুষ' নামটি 'মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ' এই শ্রুতি-প্রমাণ হইতে 'মহাপ্রভু'-নামেরই নির্দ্দেশক। এইস্থানে শ্রীরামচন্দ্রের নামোল্লেখও নাই, কেবল তদ্রূপ লীলার বর্ণন মাত্র আছে। সুতরাং প্রসঙ্গ ও প্রকরণগত বিচারে 'মহাপুরুষ' নাম ও লীলা কলিযুগের কৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষেরই অর্থাৎ মহাপ্রভুর নাম ও লীলা-বাচক হইতেছে। এখানেও শ্রীকরভাজনপাদ তন্ত্রাখা-ন্যায় অবলম্বন করিয়াছেন এবং ছন্ন-লক্ষণেই ছন্নাবতারীকে বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীচমস যোগীন্দ্রপাদের শ্রীমুখে 'বাসুদেব-পরাঙ্মুখ'গণের[৩১] গতির কথা শ্রবণ করিয়াই সেই ভগবান শ্রীবাসুদেবের কোন্ কালে কি বর্ণ, কি আকার, কি নাম,

৩১ ভা ১১।৫।১৮।

কি পূজাবিধি জানিবার জন্য শ্রীনিমি মহারাজ প্রশ্ন করেন। তখন শ্রীকরভাজন যোগীন্দ্রপাদ যথাক্রমে চতুর্যুগের অবতারের কথা বলেন। এই প্রসঙ্গ শ্রীনারদ বৈবস্বতমন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে শ্রীবসুদেবের নিকট কীর্ত্তন করেন; সুতরাং এ স্থানে শ্রীবসুদেব নিজ পুত্রকে স্বয়ং ভগবান ও অন্যান্য অবতারের অবতারী বলিয়া বাৎসল্য-প্রেমমুগ্ধতাবশতঃ স্মরণে না রাখিতে পারিলে[৩২] শ্রীনারদ কৌশলে শ্রীকরভাজন-বাক্য উদ্ধার করিয়া বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় বিশেষ দ্বাপর ও তাহার অব্যবহিত পরের বিশেষ কলিযুগের অবতারী শ্রীবাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষেরই স্তুতি-নতি যথাক্রমে প্রকাশ করিয়াছেন।

এখন কলিযুগে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষের নাম-সংকীর্ত্তনময় স্তুতি বলিতেছেন—

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥[৩৩]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাসঙ্গী ও পার্ষদ শ্রীশিবানন্দ সেন ও তদাত্মজ শ্রীপুরীদাস-কবি-কর্ণপূর গোস্বামিপাদের দীক্ষা-গুরুদেব শ্রীগৌরপরিকর শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাচার্য্য শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিপাদ এই মহাজনদ্বয়ের আশয়ানুসারে উক্ত শ্লোকের অন্বয়ানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাক্ষাদ্ভাবে দর্শন করিয়া 'শ্রীশ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা'য় শ্রীগৌরহরির স্তুতি-নতিসূচক শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অন্বয়—[হে] মহাপুরুষ! (হে মহাপ্রভো!) [হে] প্রণতপাল! ('মহাপ্রভু'-নামে প্রকৃষ্ট নত অর্থাৎ শ্রীনামের সম্যক্ আশ্রিত ব্যক্তির পালন-কর্ত্তা!) সদা (নিরন্তর) ধ্যেয়ং ('ধীমহি' এই গায়ত্রী-মন্ত্রোক্ত শব্দের প্রতিপাদ্য বিষয়—ধ্যানযোগ্য) পরিভবঘ্নং (সংসার-জন্য-তিরস্কার-নাশক) অভীষ্টদোহং (অভীষ্ট বা প্রয়োজন যে কৃষ্ণপ্রেম, তাহার দোহনকারী—প্রকাশকারী—কৃষ্ণপ্রেমদ) তীর্থাস্পদং (শ্রীনবদ্বীপ-শ্রীপুরুষোত্তম-শ্রীবৃন্দাবনাদি মহাতীর্থের আশ্রয়স্বরূপ অথবা শ্রীপুরুষোত্তমতীর্থাশ্রয়ী অথবা মহাতীর্থরূপ নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবতোত্তম পরিকরবর্গের আশ্রয়স্বরূপ)

---

৩২ ঐ ১১।২।৮; ৩৩ ভা ১১।৫।৩৩।

শিববিরিঞ্চিনুতং (শ্রীসদাশিবাবতার শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভু ও শ্রীব্রহ্মাবতার শ্রীব্রহ্ম-হরিদাস ঠাকুরের স্তুত) শরণ্য (সকল আশ্রিতবর্গের আশ্রয়যোগ্য—সুখসেব্য) ভৃত্যার্ত্তিহং (স্বভক্তগণের দুঃখ-শোক-তমোনুদ [ভা ৯।২৪।৬১] শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যাদি স্বভক্তবৃন্দের আর্ত্তি-হরণকারী) ভবাব্ধিপোতং (সংসার-সমুদ্রের ভেলাস্বরূপ) তে (আপনার) চরণারবিন্দং (শ্রীপাদপদ্মকে) বন্দে (বন্দনা করি)।

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্ বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥ [৩৪]

[হে] মহাপুরুষ! (হে মহাপ্রভো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য!) যৎ (যিনি) ধর্ম্মিষ্ঠঃ (ধর্ম্মে স্থিত অর্থাৎ ধর্ম্মমর্য্যাদা-স্থাপক অথবা ধার্ম্মিকগণের মধ্যে অতিশয় শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বাক্যের সত্যতা রক্ষার্থ যিনি স্বয়ং সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান হইয়াও ব্রাহ্মণের প্রদত্ত অভিশাপ বরণ করিয়াছেন—শ্রীবিশ্বনাথ) (অসু-) দুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং (অসু অর্থাৎ প্রাণ হইতেও 'দুস্ত্যজ্যা' অথবা 'সুদুস্ত্যজ্যা'—সাধারণের পক্ষে যাহা একান্ত দুষ্পরিহার্য্যা, সেইরূপ 'সুরেপ্সিতরাজ্যা' [সুরেষপি ঈপ্সিতং বাঞ্ছিতং রাজ্যং শোভমানত্বং যস্যা সা সুরেপ্সিতরাজ্যা সা চ সা লক্ষ্মী-নাম-পত্নী তাং, রাজতীতি রাট্ তস্য ভাবো রাজ্যং শোভমানত্বং যস্যাঃ সা সুরেপ্সিত-রাজ্যা—শ্রীনাথচক্রবর্ত্তিপাদ] অর্থাৎ দেবতাগণেরও বাঞ্ছিত শোভাশালিনী শ্রীলক্ষ্মীস্বরূপিণী সহধর্ম্মিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-ঠাকুরাণীকে) ত্যক্ত্বা (নবদ্বীপে রাখিয়া) আর্য্যবচসা (আর্য্য অর্থাৎ বিপ্রের অভিশাপ-বাক্যে 'পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ—সংসার-সুখ তোমার হউক বিনাশ)' [৩৫] অরণ্যম্ ('সন্ন্যাসকৃৎ' শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামের প্রতিপাদ্য সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণলীলা প্রকাশ করিয়া শ্রীবৃন্দারণ্যাভিমুখে [প্রথমসূত্র—প্রভুর সন্ন্যাসকরণ। সন্ন্যাস করি চলিলা প্রভু শ্রীবৃন্দাবন [৩৬]॥]) অগাৎ (গমন করিয়াছিলেন), মায়ামৃগং (মায়া অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্রাদিরূপা জড়মায়ার অন্বেষণকারী—সেইরূপ সংসারাবিষ্ট-বক্তিই মায়ামৃগ, তৎপ্রতি) দয়িতয়া (দয়া অতিশয়রূপে বর্ত্তমান—দয়ী, উহার ভাব—দয়িতা, সেই দয়াতিশয্যের ভাববশতঃ [হেতৌ তৃতীয়া বিভক্তি] অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধ নিরুপাধিক মহাবদান্যতা-

---

৩৪ ভা ১১।৫।৩৪ ; ৩৫ চৈ চ ১।১৭।৬২-৬৩ ; ৩৬ ঐ ২।১।৯১।

স্বভাব-বশতঃ) ঈপ্সিতং ([মনোভিলষিতং নীলাদ্রিং—শ্রীনাথচক্রবর্ত্তিপাদ] নিজ-বাঞ্ছিত নীলাচলে অথবা অভিলষিত আলিঙ্গন-ছলে নিজ-স্পর্শদান করিয়া সংসার-সমুদ্রে পতিত মায়ান্বেষক জীবকেও প্রেমসমুদ্রে নিমজ্জিত করাইবার জন্য জীবের প্রতি [শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-পাদ]) অন্বধাবৎ (ধাবিত হইয়াছিলেন) অথবা [স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও যিনি] দয়িতয়া (প্রেষ্ঠা শ্রীরাধার ভাবহেতু) ঈপ্সিত (অভিলষিত) মায়ামৃগং (স্বরূপশক্তির নিত্য অন্বেষণীয় শ্রীশ্যামসুন্দরের প্রতি) অন্বধাবৎ (ধাবনলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ শ্রীরাধাভাববিভাবিত হইয়া "কাঁহা যাও কাঁহা পাও মুরলীবদন" ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ-লীলা প্রকট করিয়াছিলেন) [সেই] তে (আপনার) চরণারবিন্দং (শ্রীপাদপদ্ম) বন্দে (আমি বন্দনা করি)।

যাঁহার যোগমায়া-সমাবৃত-স্বরূপ একমাত্র তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে একান্ত শরণাগতি ও তাঁহার অকপট কৃপা ব্যতীত ব্রহ্মাদি দেবতাগণের নিকটও সুদুর্গম, বরং তাঁহাদেরও মোহজনক, সেই ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে তাঁহারই কৃপাপ্রার্থনামুখে একান্ত শরণাগত হওয়া আবশ্যক। শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণের বাণী—'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগ-মায়াসমাবৃতঃ মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্'॥ [৩৭] শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বপ্রথমেই উক্ত হইয়াছে—'মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ * * ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥'[৩৮]

শ্রীপ্রহ্লাদ-কথিত কলির ছন্নাবতারী 'মহাপুরুষ' ও শ্রীকরভাজন-কথিত ছন্নলক্ষণযুক্ত 'মহাপুরুষ' মহাপ্রভুর বাচক

শ্রীকরভাজনপাদের শ্লোকে[৩৯] যেরূপ **মহাপুরুষ** এই নামে আহ্বান করিয়া কৃষ্ণা-বতারের অব্যবহিত কলিযুগের আবির্ভাব-বিশেষকে স্তব করা হইয়াছে, তদ্রূপ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের শ্লোকেও [৪০] 'মহাপুরুষ' এই নামেই আহ্বান করিয়া শ্রীভগ-বানের কলিকালে ছন্নত্ব খ্যাপনপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করা হইয়াছে। এই 'মহাপুরুষ' নামটি উভয় স্থলেই ছন্ন-লক্ষণে ছন্নাবতারী মহাপ্রভুরই আহ্বায়ক নাম। আপাত-

৩৭ গীতা ৭।২৫; ৩৮ ভা ১।১।১; ৩৯ ভা ১১।৫।৩৩-৩৪; ৪০ ঐ ৭।৯।৩৮।

দৃষ্টিতে শ্রীকরভাজন-কথিত শ্লোক শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতিপর এবং শ্রীপ্রহ্লাদোক্ত শ্লোক শ্রীনৃসিংহদেবের স্তুতিপর মনে হয়, কিন্তু উভয় শ্লোকেই তন্ত্রাখ্যন্যায়ে, পরোক্ষভাবে, ছন্নলক্ষণে ও ব্যঞ্জনাবৃত্তিতে যে উক্ত পরাবস্থ ভগবৎ-স্বরূপদ্বয়ের অংশী শ্রীমন্মহাপ্রভুরই নাম-রূপ-গুণ-পরিকর ও লীলা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নিরপেক্ষ সুমেধোগণ উপলব্ধি করিতে পারেন।

যদি শ্রীকরভাজনপাদের 'ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং'[৪১] ইত্যাদি শ্লোককে অপ্রাসঙ্গিকভাবে কেহ বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতিতম চতুর্যুগের কলির উপাস্যের স্তবের পরিবর্ত্তে বৈবস্বতমন্বন্তরীয় চতুর্ব্বিংশতিতম চতুর্যুগের ত্রেতার শ্রীরাম-চন্দ্রের স্তবই মনে করেন, তাহা হইলেও উহাতে ব্যঞ্জনাবৃত্তিতে কলিযুগাবতারীরই পারম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, দেখা যায়। কারণ এইস্থানে মহাপুরুষকে আহ্বান করিয়া তাঁহার চরণারবিন্দকে বন্দনা করা হইয়াছে ('বন্দে মহাপুরুষ! তে চরণার-বিন্দম্') এবং সেই চরণের লীলাই তথায় বর্ণিত হইয়াছে। 'চরণ' বা 'পাদ'শব্দ বিশেষ পূজ্যার্থে এবং অংশ বা কলা বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। **শ্রীকরভাজন অন্যান্য অবতারের বন্দনায় এইরূপ 'চরণ' শব্দ ব্যবহার করেন নাই**। শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীব্রহ্মসংহিতা[৪৩] শাস্ত্রের প্রমাণানুসারে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের কলা ('রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্' ইত্যাদি) বা অংশের অংশ হইলেন শ্রীরামচন্দ্র। সুতরাং শ্রীকরভাজনপাদোক্ত শ্লোকের[৪৪] অর্থ এইরূপ হয়—হে মহাপুরুষ (মহাপ্রভো!) [কলিকালে সুমেধোবৃন্দ-কর্ত্তৃক সঙ্কীর্ত্তনবহুলযজ্ঞোপাস্য] আপনার যে শ্রীচরণপদ্ম-কলাস্বরূপ শ্রীরাম-কমল সুদুস্ত্যজরাজ্যলক্ষ্মী ত্যাগ করিয়া পিতৃসত্য পালনের জন্য অরণ্যে বিচরণ করিয়াছেন ইত্যাদি। অতএব এই স্তবের প্রকরণগত তাৎপর্য্যে পরাবস্থ **শ্রীরামচন্দ্রের-অংশী পরতত্ত্বসীমাই** যে কলিযুগাবতারী **শ্রীমন্মহাপ্রভু** তাহাই পাওয়া যায়।

পরাবস্থের ক্রমানুসারে শ্রীরামচন্দ্রের পরই শ্রীনৃসিংহের স্থান। সেই শ্রীনৃসিংহও শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ লীলাবতার। অবতারী শ্রীকৃষ্ণের তদেকাত্মরূপ অবতারগণই

৪১ ঐ ১১।৫।৩৪; ৪২ ঐ ১৩।২৮; ৪৩ ব্রহ্মসহিতা ৫।৩৯ ৪৪ ভা ১১।৫।৩৪।

লোক-সমূহ পালন, জগৎপ্রতীপ-গণকে সংহারাদি করেন। কলিযুগে ভগবান লীলাবতার করেন না। সেই সময় ভগবানের ঐরূপ লোকপালন ও অস্ত্রধারণাদি কার্য্যও হয় না। তখন নরাকৃতি পরব্রহ্ম স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ ছন্নরূপে (স্ব-স্বরূপশক্তির ভাব-কান্তিতে ছন্ন হইয়া) অবতীর্ণ হয়েন। তাঁহাকেই শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ 'মহাপুরুষ' নামে আহবান করিয়া সেই 'মহাপুরুষ' বা লীলাপুরুষোত্তম যে শ্রীনৃসিংহদেবের অংশী নরাকৃতি-পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ—পরতত্ত্বসীমা তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীকৃষ্ণকেই অংশী তত্ত্ব জানিতেন, ইহা 'মতির্ন **কৃষ্ণে** পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্'[৪৫] শ্রীপ্রহ্লাদের এই উক্তি হইতে জানা যায়। 'মহাপুরুষ' ও 'নৃসিংহ' নাম মুখ্যতঃ স্বয়ংভগবানেরই বাচক। শ্রীকৃষ্ণ লীলাপুরুষোত্তম বলিয়া তিনিই 'মহা-পুরুষ' এবং নরাকৃতিপরব্রহ্ম বলিয়া তিনিই মুখ্যবৃত্তিতে নৃসিংহ। শ্রীরুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণকে 'নৃসিংহ'[৪৬]নামে আহবান করিয়াছেন। শ্রীনৃসিংহদেব-ভক্ত শ্রীশ্রীধর স্বামিপাদ সেই নৃসিংহ নামের অর্থ করিয়াছেন—নরশ্রেষ্ঠ। 'কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ।' স্বয়ংরূপে যিনি নিত্যই নরাকৃতি—যাঁহার স্বরূপ বা স্বকীয় রূপই নরাকৃতি, তিনিই যথার্থ নরশ্রেষ্ঠ। আবার ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে যে সকল নিত্যসিদ্ধ নররূপ (শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকপিলাদি) আছেন, তন্মধ্যেও 'সকলসুন্দরসন্নিবেশতনু' নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণরূপটি স্বয়ং ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণেরও চমৎকারজনক; অতএব শ্রীকৃষ্ণই যথার্থ নৃসিংহ। সেই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাববিশেষ শ্রীগৌরাঙ্গ—নৃসিংহ—নরাকৃতি-পরব্রহ্ম। অতএব শ্রীপ্রহ্লাদোক্ত শ্রীনৃসিংহস্তবে যে মহাপুরুষ তিনিই ছন্নাবতারী মহাপ্রভু এবং শ্রীনৃসিংহদেবের অংশী পরতত্ত্বসীমা শ্রীগৌরহরি।

'কেহ মানে, কেহ না মানে সব তাঁর দাস'

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

এক কৃষ্ণ—সর্ব্বসেব্য, জগৎ-ঈশ্বর।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য-ঈশ্বর॥

---

৪৫ ভা ৭।৫।৩০; ৪৬ ঐ ১০।৫২।৩৮।

কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস।
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ॥[৪৭]
দ্বিবিধো ভূতসর্গোঽয়ং দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥[৪৮]

এই নরলোকে 'দৈব' ও 'আসুর' ভেদে দুই প্রকার প্রাণী-সৃষ্টি আছে। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ 'দৈব' এবং তদ্বিপরীত ব্যক্তি 'অসুরস্বভাব'। 'বিষ্ণু' বলিতে পরতত্ত্ব বা সমস্ত ভগবৎস্বরূপকেই বুঝায়; সুতরাং যাহারা ভগবানের যে কোন স্বরূপকেই স্বীকার করেন, তাঁহারাই দৈবসৃষ্টির অন্তর্গত। কিন্তু যাহারা ভগবানকেই মানেন না, তাহারাই অসুরস্বভাব একই স্বয়ং ভগবান তদেকাত্মরূপে বহুস্বরূপে প্রকাশ হয়েন বলিয়া সেই সকল স্বরূপই এক হইতে ভিন্ন নহেন। অতএব যাহারা ভগবানের কোন স্বরূপই মানে না, তাহারা স্পষ্টতঃই অসুর; কিন্তু যাহারা কোন স্বরূপ মানে, কোন স্বরূপ মানে না,—'অর্দ্ধকুক্কুটিন্যায়ে,' তদেকাত্ম-পরতত্ত্বের এককে মানা ও এককে না মানায়, তাহাদের পক্ষে 'দুই-ই হয় নাশ'—অর্থাৎ দুই পক্ষই না মানা হয়। এই হেতু জরাসন্ধ প্রভৃতির 'বিষ্ণু' মানিয়া—'কৃষ্ণ' না মানায় অসুরত্বই ঘটিয়াছে। একাত্ম পরতত্ত্বের একই স্বরূপে আদর ও অন্যস্বরূপে উপেক্ষা—ইহা দ্বারা উভয়ের অনাদর ও উপেক্ষা ঘটায় অসুরত্বই সিদ্ধ হয়। বিষ্ণুর বিদ্বেষ বা বিপক্ষতার দ্বারা অসুরত্ব সিদ্ধ হয়—(১) সর্ব্বভাবেই বিপক্ষ, অথবা (২) পরতত্ত্বের এক স্বরূপের পক্ষ ও অপরের বিপক্ষতা দ্বারা।

পরতত্ত্বের কোনও এক স্বরূপের আনুগত্যে তদুপাসনা ও অন্যস্বরূপ-সম্বন্ধে নিরপেক্ষ অর্থাৎ মানা বা না মানার, কোনও সন্ধান না থাকিলে সে ক্ষেত্রে নিজ অভীষ্ট স্বরূপের উপাসনা দ্বারা তদনুরূপ ফল লাভ হইতে পারে। অপর স্বরূপের বিরুদ্ধতা না থাকায়, অসুরস্বভাবও বলা যায় না। আর সকল স্বরূপেই আদরবুদ্ধি

---

৪৭ চৈ চ ১।৬।৮১-৮৩; ৪৮ শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৪।৩৯৬ ধৃত এবং শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১১১ অনুচ্ছেদ-ধৃত শ্রীঅগ্নিপুরাণোক্ত ৩৮৩।১২ (বঙ্গবাসী-সং) ও শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোক্ত শ্লোক।

ও নিজ উপাস্য-স্বরূপে ঐকান্তিকতা থাকিলে, তাহাকে ভক্তই জানিতে হইবে। তদীয় উপাস্যের মহিমার সীমা অবধি ফল তদুপাসক প্রাপ্ত হইতে পারেন—যেমন হনুমান প্রভৃতি।

শ্রীগৌরাঙ্গের **আবির্ভাবের পূর্ব্বে** মহর্ষি প্রভৃতি বিশেষ কাহারও পক্ষে তাঁহাকে জানিতে বা বুঝিতে পারিবার সম্ভাবনা ছিল না। বিশেষতঃ তিনি ছন্ন অবতারী ও শাস্ত্রে নিগূঢ়ভাবে কথিত হওয়ায় তিনি নিজে না জানাইলে তাঁহাকে জানা বা বুঝা সম্ভব ছিল না। এরূপক্ষেত্রে তাঁহাকে না বুঝিয়া (বিদ্বেষ বা বিপক্ষতা করিয়া নহে) যাঁহারা পরতত্ত্বের যে কোন স্বরূপের উপাসনা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের তদনুরূপ ফল-লাভের পক্ষে কোন বাধা হয় নাই। তাঁহাদেরও নিশ্চয়ই 'অসুরস্বভাব' বলা যায় না।

শ্রীগৌরাঙ্গের **আবির্ভাবের পরই** শাস্ত্রে নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত তদীয় স্বরূপ ও উপাসনাদি বিষয়, তদীয় নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ-কর্তৃক জগতে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। তখন শাস্ত্র ও তৎপরিকরগণের উক্তির ঐক্য দেখিয়া,—তাঁহাকে লোকে 'পরতত্ত্বের সীমা' বলিয়া জানিতে পারেন এবং তৎপ্রবর্ত্তিত প্রেম-ভক্তিকেই 'পরম লাভ' অর্থাৎ পুরুষার্থের পরম সীমা, যাহা অন্যের অদেয় সেই রাগানুগা 'ব্রজপ্রীতি' বলিয়া বুঝিতে পারেন। যাহার উপর আর কোন উপাস্য, উপাসনা ও তৎফল নাই তাহাও আবার এই কলির অবস্থানকালপর্য্যন্ত 'সুমেধা' যাঁহারা তাঁহারাই বুঝিতে পারেন; কুমেধা—সর্ব্বসাধারণে নহে। তবে কলির প্রভাব অন্তর্হিত হইলে, তখন তাঁহার অচিন্ত্যকৃপায়—এই যুগের সকলেই (সর্ব্ব জগতের লোকই) 'সুমেধা'* হইবেন।

অতএব শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর—তিনি সর্ব্বশাস্ত্র ও বিদ্বদনুভবাদি প্রমাণ-দ্বারা সীমাপ্রাপ্ত পরতত্ত্বরূপে প্রতিপন্ন হইলেও, যাহারা তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ বা বিপক্ষতা করিয়া—অন্য পরতত্ত্বের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবেন,—তাহাদিগকেই

---

*শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষায় (১১।৫।৩২) শ্রীগৌরপরিকর শ্রীশ্রীনাথচক্রবর্ত্তিপাদ 'সুমেধা' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'সুমেধস ইতি যেষাং হি মেধায়াং তদ্‌যশোগানং ভবতি।'

'অসুরস্বভাব' বলা যায়। আর যাহারা শ্রীগৌরাঙ্গে ভগবদ্‌বুদ্ধি রাখিয়া, নিজ উপাস্য পরতত্ত্বে ঐকান্তিক হইয়া উপাসনা করিবেন, তাঁহারা তদনুরূপ ফল লাভ করিবেন এবং তাঁহারা 'অসুরস্বভাব' নহেন।

একই পরতত্ত্বের একাত্ম (অভিন্ন) বহু স্বরূপে বহু প্রকাশ থাকিলেও, তটস্থ বিচারদ্বারা তাঁহাদিগের মধ্যে শক্তিপ্রকাশের তারতম্য আছে। তন্মধ্যে সর্ব্বশক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশক যিনি, তিনিই স্বয়ংরূপ পরতত্ত্ব বা স্বয়ং ভগবান—শ্রীকৃষ্ণ। সেই শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভাব-বিশেষে শ্রীগৌরকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু। অতএব পরতত্ত্বস্বরূপ-সকলের উপাসনার ফলেরও এইস্থানে—এই সীমাপ্রাপ্ত পরতত্ত্বেই পূর্ণতম অভিব্যক্তি। 'আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে' সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্বরূপেও যাহা ইচ্ছা করিলেও দিতে পারেন নাই,—সেই ভব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ব্রজপ্রেম—কুঞ্জসেবা অবধি—অযাচকে যাচিয়া দান করার সংবাদ, পারমার্থিক জগতের ইতিহাসে—এক শ্রীগৌরকৃষ্ণস্বরূপ ছাড়া অন্য কোথাও কেহ দেখাইতে পারিবেন না। যদি কুত্রাপি সেই প্রেম দেখা যায়, জানিতে হইবে, সেই অতিভাগ্য পূর্ব্বের কোনও গৌরপ্রকটিত কলিযুগে সঞ্চারিত। অতএব—

(১) যাহারা 'বিষ্ণু' বা পরতত্ত্বের সকল স্বরূপের বা কোনও এক স্বরূপেরও বিদ্বেষ বা বিপক্ষতা করিবে, তাহারাই অসুরস্বভাব।

(২) যাঁহারা পরতত্ত্বের—সকল স্বরূপে **নিরপেক্ষ** থাকিয়া, (কোনরূপ বিদ্বেষ পোষণ না করিয়া) কোনও স্বরূপের উপাসনারত হয়, তাঁহারা তদুপাসনা-দ্বারা যথোপযুক্ত ফললাভে বঞ্চিত হন না বা 'অসুরস্বভাব' হন না।

(৩) যাঁহারা পরতত্ত্বের সকল স্বরূপে **সাপেক্ষ** সম্বন্ধ বা ভক্তি রাখিয়া নিজ উপাস্য-স্বরূপে ঐকান্তিক হইয়া ভজন করেন, তাঁহারা 'ভজনানুরূপ' ফললাভে কৃতার্থ হয়েন ও 'ভক্ত' আখ্যায় অভিহিত হইবার যোগ্য হয়েন।

(৪) যাহারা পরতত্ত্বের সকল স্বরূপে সাপেক্ষ সম্বন্ধ বা ভক্তি রাখিয়া পরতত্ত্বের

যতই পূর্ণতর স্বরূপের উপাসনায় ঐকান্তিক হয়েন, তাহারা ততই অধিক ফল লাভে কৃতার্থ ও শ্রেষ্ঠতর ভক্তরূপে গণ্য হইবার যোগ্য হয়েন।

(৫) যাঁহারা পরতত্ত্বের সকল স্বরূপে সাপেক্ষ-সম্বন্ধ বা ভক্তি রাখিয়া স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহারই আবির্ভাববিশেষ শ্রীগৌরকৃষ্ণকে অভিন্ন জানিয়া—শ্রীগৌরানুগত্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বা শ্রীগৌরের উপাসনায় ঐকান্তিক হয়েন, কেবল তাঁহারাই সর্ব্বোত্তম সাধ্য শ্রীব্রজপ্রেম—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা প্রাপ্ত হয়েন। অন্য উপাস্যের উপাসনা-দ্বারা এই পরম লভ্য বস্তু —লাভ করিবার কোনও সম্ভাবনা নাই —ইহা সর্ব্ব প্রমাণসিদ্ধ। তাঁহারা পুনরায় শ্রীগৌরপরিকর ও শ্রীব্রজপরিকরত্ব প্রাপ্ত হয়েন। এই চরম সাধ্য অন্য কোন ভগবৎস্বরূপের উপাসনাদ্বারা হইতে পারে না। একমাত্র শ্রীগৌরকৃষ্ণ ভিন্ন ব্রজপ্রেম দিবার অধিকার অপর কোন স্বরূপেই নাই।

অহমেব কলৌ বিপ্র! নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বথা ॥[৪৯]

ভগবান কলিতে নিত্য প্রচ্ছন্নবিগ্রহরূপেই অবস্থান করেন এবং ভগবদ্ভক্তরূপেই লোকসকলকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করেন—ইহা শ্রীবৃহন্নারদীয়পুরাণে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং যাঁহারা কলিপাবনাবতারীর প্রচ্ছন্নতাহেতু ভগবদ্‌বুদ্ধি করিতে না পারিয়া কেবল ভক্তবুদ্ধিতে তৎপ্রতি ভক্তিমান হ'ন, কিন্তু অপরে ভগবদ্‌বুদ্ধিতে তাঁহাতে প্রপন্ন হইতেছেন জানিয়া তাহাতে কোনরূপ কুতর্ক বা বিদ্বেষাদি পোষণ না করেন, আপনাদিগকে অজ্ঞ মনে করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হয়েন, শ্রীগৌরহরি কৃপাপূর্ব্বক সেই প্রপন্ন জনগণের নিকট স্বরূপ প্রকাশ করেন। তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরেরই কৃপায় তাঁহাকে পরতত্ত্বসীমা বলিয়া প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারেন।

---

৪৯ শ্রীবৃহন্নারদীয় পুরাণ ৫।৩৫ (সুপ্রাচীন একাধিক পুঁথির এবং শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃত-টীকায় (উপক্রম ২য় শ্লোক) শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-ধৃত পাঠ।

সপ্তম প্রকাশ

একীভূত রসরাজ-মহাভাব ও পরতত্ত্বসীমা *

'তবে হাসি তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ॥'

*　　　*　　　*

'সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥
অতএব চৈতন্যগোসাঞি পরতত্ত্বসীমা।'[১]

পরতত্ত্বের স্বরূপ-প্রকাশে শ্রুতির ব্যাকুলতা

কস্তুরীমৃগ যেরূপ তাহার অন্তরসঞ্জাত মদকে (কস্তুরীকে) বহির্নির্গত করিবার প্রয়াসে ব্যাকুলভাবে বন হইতে বনান্তরে, দিক্ হইতে দিগন্তরে গতাগতি করে, সেইরূপ শ্রুতিগণও পরতত্ত্ব বস্তুকে মরজগতে পরিব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে নানাভাবে ব্যাকুল-প্রয়াস করিয়াছেন। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রুতি পরতত্ত্বকে কখনও 'অন্ন' (তৈত্তিরীয় ৩।২) কখনও 'প্রাণ,' (ঐ ৩।৩) কখনও 'মন' (ঐ৩।৪) নামে নির্দ্দেশ করিয়া, তাহাতে অতৃপ্ত হইয়া 'বিজ্ঞান' (ঐ ৩।৫) বলিয়া ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাতেও পূর্ণতৃষ্ণ না হইয়া পরিশেষে সেই পর-তত্ত্বকে 'আনন্দ' (ঐ ৩।৬) নামে নির্দ্দেশপূর্ব্বক যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন।

---

* এই প্রকরণটি পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎকানুপ্রিয় গোস্বামিপ্রভু-লিখিত 'পরতত্ত্বের সীমা' প্রবন্ধের বিভিন্ন অংশের ('শ্রীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গ' মাসিক পত্র, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ; আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ) উদ্ধৃতি, ভাব ও ভাষাদি অবলম্বনে অনুলিখিত ও প্রকাশিত হইল। এজন্য প্রভুবরের শ্রীচরণে অশেষ ঋণ স্বীকার করিতেছি।

১ চৈ চ ২।৮।২৮১, ও ১।২।১০৯—১১০।

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।'[২] আনন্দকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া জানিলেন। আনন্দস্বরূপ-পরতত্ত্ব হইতেই এই সকল ভূত উৎপন্ন হয়; উৎপন্ন হইয়া আনন্দ-দ্বারাই জীবন ধারণ করে, প্রলয়ে সেই আনন্দ-স্বরূপেই লীন হয়।

'আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্'[৩] আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ। 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচন॥ আত্মানন্দময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।'[৪]

ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপকে জানিয়া কখনও ভয়গ্রস্ত হইতে হয় না। সেই এই প্রসিদ্ধ পুরুষ অন্নরসময়—এই বাক্যে স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অন্নরসের দ্বারা গঠিত দেহকে 'পুরুষ' বলিয়া মনে করে। এই অন্নরসময় পুরুষের অভ্যন্তরে আর একটি আত্মা আছেন, তিনি—'প্রাণময়'। প্রাণময় আত্মার অভ্যন্তরে আর একটি আত্মা আছেন, তিনি 'মনোময়'। মনোময় আত্মার অভ্যন্তরে আর একটি আত্মা আছেন, তিনি—'বিজ্ঞানময়'। বিজ্ঞানময় আত্মার অভ্যন্তরে আর একটি আত্মা আছেন তিনি—'আনন্দময়'। সেই আনন্দময় হইতেছেন পুরুষাকৃতি। তাঁহার 'শির' হইতেছেন 'প্রিয়,' 'দক্ষিণপক্ষ' হইতেছেন 'মোদ', 'উত্তরপক্ষ' হইতেছেন 'প্রমোদ', 'আত্মা' হইতেছেন 'আনন্দ', আর 'পুচ্ছ' হইতেছেন 'ব্রহ্ম'। *

'রস' ব্রহ্ম

শ্রুতিগণ বহুলভাবে আনন্দব্রহ্মের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াও 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ'[৫] —তাহারও উপরে পরতত্ত্বের রসস্বরূপতা বা রসব্রহ্মের সংবাদ অন্তরের নিগূঢ় কথার ন্যায় মিত ও সার ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা,—'যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্।

---

২ তৈত্তিরীয় ৩।৬; ৩ শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণব-তোষণী ১০।১৩।৫৪ ধৃত শ্রুতি;

৪ তৈত্তিরীয় ২।৪ ও ২।৫; * 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' (১।১।১২) সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভে ৯২ অনুচ্ছেদ শ্রীজীবপাদ; ৫ ব্র সূ ১।১।১২।

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।'[৬] অর্থাৎ যিনি সেই স্বয়ংকর্ত্তা (অর্থাৎ স্বয়ংরূপতত্ত্ব বা স্বয়ং ভগবান) তিনিই পূর্ণ রসস্বরূপ। এই রসস্বরূপ-ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াই জীব আনন্দযুক্ত হয়েন।

রসব্রহ্মই 'রসিক' স্বয়ংরূপ

জগৎকারণ 'আনন্দ' যাঁহা হইতে বিকীর্ণ হইতেছে, সেই আনন্দব্রহ্মেরও কারণস্বরূপ হওয়ায় 'রসব্রহ্ম'কেই পরতত্ত্বের পরিপূর্ণস্বরূপ বলিয়া ঘোষণা করিবার পর শ্রুতিগণ বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। 'সুকৃত' শব্দে 'স্বয়ং কর্ত্তা' এবং 'রসো বৈ **সঃ**' মন্ত্রের '**সঃ**' পদের দ্বারা **পুরুষ-স্বরূপ** জ্ঞাপিত হওয়ায় সেই 'রসব্রহ্ম' যে লীলাপুরুষোত্তম ও রসিক-পরব্রহ্ম তাহাও জানা যায়। 'রসিক'-ব্রহ্ম স্বয়ং আনন্দ-প্রচুর বলিয়াই অপরকেও আনন্দ ও রস বিতরণের শক্তি ধারণ করেন।

রসিক পরতত্ত্ব

শ্রুতিতে 'ব্রহ্ম,' 'মোদ', 'প্রমোদ' ইত্যাদি-রূপে আনন্দের যে সকল বিশেষ-প্রকাশ উক্ত হইয়াছে, তদপেক্ষা আনন্দরূপ-প্রকাশেরই প্রাচুর্য্যহেতু 'আনন্দময়'-পদে প্রাচুর্য্যার্থে 'ময়ট্' প্রত্যয় সুসঙ্গতই হয়। অথবা 'আনন্দময়'-পদে স্বরূপার্থে 'ময়ট্' (অর্থাৎ তিনি আনন্দস্বরূপ)। তিনি জীবন্মুক্ত, সেবক, গুরুজন, বয়স্য ও প্রেয়সীরূপ পঞ্চবিধ উপাসকগণের সম্বন্ধে যথাক্রমে 'ব্রহ্ম', 'মোদ', 'প্রমোদ,' 'প্রিয়' ও 'আনন্দস্বরূপে' প্রকাশমান; আর ঐ পঞ্চবিধ স্বরূপ যথাক্রমে তাঁহার 'পুচ্ছ,' 'দক্ষিণপক্ষ', 'বামপক্ষ', 'শিরঃ' ও 'আত্ম'রূপে নিরূপিত হন।

শান্তরতির অধিকারীর নিকট তিনি 'ব্রহ্ম' এবং নির্ব্বিশেষত্ব-নিবন্ধন স্বাদবিশেষের অভাবহেতু অন্ত্যতম অঙ্গ বলিয়া তাঁহাকে 'পুচ্ছ' বলা হইয়াছে। এই ব্রহ্মই পুচ্ছরূপে 'প্রতিষ্ঠা' অর্থাৎ 'মোদ' প্রভৃতির আধার। যদিও আনন্দময়ই সকলের প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ, তথাপি সেই নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ তত্ত্বে বস্তুগত ঐক্যাভিপ্রায়েই ব্রহ্মতত্ত্বকে 'প্রতিষ্ঠা' বলা হইয়াছে।

---

৬ তৈত্তিরীয় ২।৭।

যাঁহারা শ্রীভগবানকে পরম কান্ত, কন্দর্পকোটি-রমণীয় এবং নিজ কোটি আত্মার ন্যায় প্রিয়জ্ঞানে উপাসনা করেন, সেই পরম প্রেয়সী স্বরূপশক্তিগণ সেই পঞ্চম শ্রেণীর উপাসক। তাঁহারা নিরন্তর অসমোর্দ্ধ-মাধুরী-পরিপূর্ণ অনুরাগরাশি সর্ব্বদা আস্বাদন করিলে, সেইরূপ মহাভাবের অনুকূল পরমপ্রেষ্ঠরূপে পরতত্ত্বের যে প্রকাশ-বিশেষ, তাহাই 'আনন্দ' নামে উক্ত হইয়াছে। 'মোদ' প্রভৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বহেতু এই 'আনন্দই' এইস্থলে 'আত্মা' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

এই রূপে শান্ত, প্রীত, বৎসল, প্রিয় ও উজ্জ্বল এই পঞ্চবিধ মুখ্যরসের বিষয়ীভূত শ্রীভগবান এক হইয়াও উপাসকগণের বৈচিত্র্য-হেতু 'ব্রহ্ম', 'মোদ', 'প্রমোদ', 'প্রিয়' ও 'আনন্দ'—এই পঞ্চ প্রকারে উক্ত হইয়াছেন; কিন্তু অতুলনীয় পরমঘনানন্দরূপে অনুভবহেতু উক্তস্বরূপ এই 'রস'ই স্বয়ং ভগবান। শ্রুত্যুক্ত 'প্রতিষ্ঠা'স্থানীয় এই যে আনন্দময়, তিনিই 'ঋত' অর্থাৎ পরব্রহ্ম, পরমসত্য, পরমারাধ্য—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত সর্ব্ববিধ প্রকাশের প্রতিষ্ঠা—আশ্রয় বা পর্য্যাপ্তিস্বরূপ।*

রসেই আনন্দের প্রতিষ্ঠা ও পর্য্যাপ্তি

সবিশেষ বা সমূর্ত্ত ধূপ, যেমন নির্ব্বিশেষ বা অমূর্ত্ত সৌরভরাশি বিস্তার করিয়া থাকে, তেমনি এক সবিশেষ রসতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া নির্ব্বিশেষ আনন্দের বিকাশ হয়। সুতরাং ধূপেই যেমন সৌরভ প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেইরূপ রসেই আনন্দের প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ সবিশেষ রসব্রহ্মেই নির্ব্বিশেষ আনন্দ-ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত—'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' [৭]—আমি (লীলাপুরুষোত্তম) শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়)। অতএব পরতত্ত্বের আনন্দস্বরূপতাই যে শেষ সীমা নহে, ইহারও উপর রসস্বরূপতাই পরতত্ত্বের পরিপূর্ণস্বরূপ—এই কথা ব্যক্ত করাই শ্রুতির ব্যাকুল অভিপ্রায়।

'ভাব'গ্রাহ্য 'রস'-ব্রহ্ম

শ্রুতি ইহাও ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, নির্ব্বিশেষ বা অমূর্ত্ত আনন্দব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ এই সমূর্ত্ত রসব্রহ্ম কেবল 'ভাব' নামক চিদানন্দময়ী বৃত্তি-

---

* শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীতে (১০।৮৭।১৭) শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য;

৭ গীতা ১৪।২৭।

বিশেষ দ্বারা গ্রাহ্য হয়েন বলিয়া এবং সচ্চিদানন্দরূপময় তিনি প্রাকৃতশরীর-বর্জ্জিত বলিয়া, সৃষ্টি-প্রলয়কর—মঙ্গলপ্রদ সেই দেবকে অশরীরী বা অমূর্ত্ত বলা হয়। **'ভাবগ্রাহ্যম**নীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্' ।[৮]

অতএব পরতত্ত্বের পরিপূর্ণতা রসতত্ত্বেই পর্য্যবসান হইলেও, উহা একমাত্র **ভাবগ্রাহ্য** বস্তু বলিয়া সর্ব্বকারণেরও কারণ বা সকলের মূলে 'রস' ও 'ভাব'রূপে অবস্থিত—পরতত্ত্বের এক পূর্ণতম স্বরূপের সংবাদ অন্তরে বহন করিয়া, সেই কথাই জগতে সম্যকরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শ্রুতিসকলের যে ব্যাকুলতা, ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তই সেই ব্যাকুলতার প্রতিমূর্ত্তি। ইহাতে 'নেতি নেতি' করিয়া বিচারপূর্ব্বক শ্রুতিপ্রতিপাদ্য পরতত্ত্বের পরিপূর্ণ স্বরূপেরই সন্ধান প্রদান করা হইয়াছে। শ্রুতির তাৎপর্য্যসকল নিগূঢ় সূত্ররূপে কথিত হওয়ায়, বেদান্তের যথার্থ অর্থ প্রকৃষ্টরূপে মানবসমাজের গ্রহণযোগ্য হয় নাই। কেবল শ্রুতিসকলের সেই ব্যাকুলতামাত্রই ব্রহ্মসূত্রে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

সর্ব্ববেদান্তসার রসনিলয় শ্রীমদ্ভাবগত

কস্তুরী-মৃগ হইতে তাহার অন্তর-সঞ্চারিত মৃগমদ যখন বিগলিত হইয়া বন-ভূমিতে পতিত হয়, তখনই যেমন সে সুপ্রসন্ন ও শান্ত হয় এবং সেই মৃগমদের সৌরভ হইতে তখনই যেমন দশদিক্ সম্যকরূপে আমোদিত হইয়া উঠে, সেই প্রকার শ্রুতিরূপ মৃগ হইতে ক্ষরিত মৃগমদের মত, যাহা জগতের ভাগ্যের উপর বিগলিত হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহারই নাম "শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত"। ব্যাকুল শ্রুতিসকলের ইহাই শান্ত ও সুপ্রসন্ন মূর্ত্তি। এই শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই জীব-জগতে সম্যকরূপে পরতত্ত্বের সন্ধান ঘোষণা করা হইয়াছে এবং যাঁহার অফুরন্ত মাধুর্য্যামৃতে, কস্তুরী-বাসিত বনভূমির ন্যায় সকল ভুবন ভরিয়া উঠিয়াছে।

এই সুস্পষ্ট শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাবের পর, পরতত্ত্বের পূর্ণস্বরূপ অবগত হইবার নিমিত্ত কাহারও পক্ষে আর বেদান্ত কিম্বা উপনিষদের গহন-রাজ্যে প্রবেশ করিবার

---

৮ শ্বেতাশ্ব ৫।১৪।

কোন আবশ্যকতা থাকিতে পারে না। যেহেতু নিগূঢ় বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ প্রভৃতির ইহাই স্বতঃসিদ্ধ—স্বাভাবিক সুস্পষ্ট ও সার অর্থ।

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥"[৯]

অধিক কথা কি;—'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্,[১০] সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতম্'[১১] এই সকল নিজোক্তি-দ্বারা তিনি যে, বেদবল্লীবিগলিত অমৃতময় ফল, একথা নিজ-পরিচয়-ঘোষণায় শ্রীমদ্ভাগবত নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। তাই দেখা যায়, যে 'রসব্রহ্ম' বা পরতত্ত্বের রসস্বরূপতাকে সর্ব্বোপরি ব্যক্ত করিতে যাইয়াও শ্রুতি সম্যগ্‌রূপে বলিয়া উঠিতে পারেন নাই, সেই রসতত্ত্বেরই শ্রীমদ্ভাগবত হইতেছেন আকরস্বরূপ। রসের সেই অমৃতময়ী কথা প্রাণ ভরিয়া ভাগ্যবান জীব-সকলকে পান করাইবার জন্যই, শ্রীমদ্ভাগবত ডাকিয়া বলিতেছেন,—

'পিবত ভাগবতং রসমালয়ম্'

'রসিক' ও 'ভাবুক'

আবার সেই রসের অধিকারী হইতে হইলে ভাবের অধিকার থাকা চাই। 'ভাবুক' না হইতে পারিলে 'রসিক' হওয়া যায় না। 'ভাব' ব্যতীত 'ভাবগ্রাহ্য' সেই রসের প্রকাশ হয় না বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে কেবল যে রসতত্ত্বই সম্যগ্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে তাহা নহে,—তৎসহ ভাবের মিলনে পরতত্ত্বের এমন এক পরিপূর্ণতা প্রদর্শিত হইয়াছে,—আধ্যাত্মিক জগতে যাহার অধিক কিম্বা সমান আর কোন সংবাদ জানিবার অবশেষ থাকে না। **'রসিকা (ভুবি) ভাবুকাঃ'**[১২] এই শ্রীমদ্ভাগবতোক্তি হইতে 'রস' ও 'ভাব' যুগপৎ উভয়ই যে এই গ্রন্থের মূল উপকরণ, —গ্রন্থের উপক্রমেই সে কথার উল্লেখ করা হইয়াছে।

---

৯ শ্রীমধ্বাচার্য্য-কৃত শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যে ১।১।১ ধৃত শ্রীগরুড়পুরাণ-বাক্য;
১০ ভা ১।১।৩; ১১ ঐ ১২।১৩।১৫; ১২ ঐ ১।১।৩।

অতএব যে সর্ব্বকারণ পরতত্ত্ব ভাব-পরিরম্ভিত রসরূপে সৃষ্টির মূলে নিত্য অবস্থিত,—ভাব-দ্বারা আলিঙ্গিত যে রসের উৎস হইতে নিখিল আনন্দধারা উৎসারিত—যে ভাব ও রসের আবর্ত্তন ও নর্ত্তনছন্দ হইতে সমস্ত বিশ্ববৈচিত্র্য বিকসিত, যাহা সকল ভাব ও সকল রসের আদি বা মূল, সেই এক 'মহাভাব'-পরিরম্ভিত 'রসরাজ' বা আনন্দ-রাস-মণ্ডল-বিলসিত—শ্রীরাধিকাদি গোপরামাগণ-পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণই যে বেদাদি সর্ব্ব শাস্ত্রের অন্বেষণীয় পরিপূর্ণ পরতত্ত্ব, একথা স্থিরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়। শ্রুতি "সর্ব্বরসঃ" নামে এই অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি রসরাজ-স্বরূপকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।*

মহাভাব ও রসরাজ

সৃষ্টির মূলে যদি মহাভাব ও রসরাজরূপে পরতত্ত্বের এই পরিপূর্ণ স্বরূপ বিদ্যমান না থাকিতেন,—যদি মহাভাবরূপা স্বরূপশক্তির সহিত রসভূপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য রাসাদিবিলাসের বিচ্ছেদ ঘটিত, তাহা হইলে সেই রসের উৎস হইতে উৎসারিত পরমানন্দধারা বা আনন্দব্রহ্মেরও সত্তা সম্ভব হইত না এবং কায়া না থাকিলে ছায়াও যেমন মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়া যায়,—তেমনি যে পরমানন্দের ছায়া বা 'আভাস' মাত্রকে অবলম্বন করিয়া এই বিশ্ব-সংসার বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহাও চক্ষের নিমেষকালমধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইত; —জগতের সমস্ত আনন্দ—সকল ভাব ও রস মুহূর্ত্তে বিলীন হইত।

যখন ভাব ও রসের যুগপৎ বিদ্যমানতা ভিন্ন একের অভাবে অপরের সত্তা সম্ভব হয় না,—সুতরাং উহা হইতে আনন্দেরও বিকাশ হয় না, তখন সর্ব্বানন্দের সকল ভাব ও সকল রসের মূলে অবস্থিত যাহা, সেই মহাভাবরূপা শ্রীরাধিকা ব্যতীত রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের এবং রসভূপ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন মহাভাব শ্রীরাধিকা ও তদীয়া কায়-ব্যূহরূপা সখীগণের এবং এই উভয় ব্যতীত পরমানন্দের সত্তাই সিদ্ধ হইতে পারে না।

* ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ আষাঢ় 'শ্রীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গ' মাসিক পত্রে শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামিপ্রভু-লিখিত 'পরতত্ত্বের সীমা' প্রবন্ধের অংশ।

শ্রীপাদ কবিকর্ণপূরকৃত একটি শ্লোকের সুন্দর দৃষ্টান্তে এই কথারই ইঙ্গিত পাওয়া যায় ; যথা—

বিনা রাধাং কৃষ্ণো ন খলু সুখদঃ সা ন সুখদা।
বিনা কৃষ্ণং দ্বাভ্যামপি বত বিনান্যা ন সরসাঃ॥
বিনা রাত্রিং নেন্দুস্তমপি ন বিনা সা চ রুচিভাক্।
বিনা তাভ্যাং জৃম্ভাং দধতি কুমুদিন্যোঽপি নতরাম্॥[১৩]

অর্থাৎ শ্রীরাধিকা বিনা কৃষ্ণ সুখদ নহেন ও কৃষ্ণ বিনা রাধিকাও সুখদা নহেন ; এবং উভয় বিনা সখীগণও সরসিতা নহেন। যেমন, রজনী বিনা নিশাকর শোভাকর নহে, নিশাকর বিনা বিভাবরী শোভাকরী নহে এবং উভয় বিনা কুমুদিনী প্রমোদিনী নহে।

পরতত্ত্বান্বেষণপর বেদাদি শাস্ত্রের ইহাই বিশ্রামস্থল। বেদব্যাসের সমাধির ইহাই হইতেছে পরিপূর্ণ ফল। শ্রীমদ্‌ভাগবতের রাসলীলায় সম্যকরূপে ইহাই পরিগীত হইয়াছে। শ্রুতিরূপ কস্তুরী-মৃগ হইতে বিগলিত মৃগমদের ন্যায়, এই পূর্ণতম পরতত্ত্বের সংবাদরূপ সৌরভ বহন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত জগতের উপর নামিয়া আসিয়াছেন।*

'ভাব' শব্দের তাৎপর্য্য

'ভাব' এই শব্দটীর প্রসিদ্ধ অর্থ হইতেছে 'ভক্তি' ; সুতরাং 'ভাবগ্রাহ্য' বলিতে 'ভক্তিগ্রাহ্য'। শ্রীভগবান নিজেও বলিয়াছেন—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" [১৪] অর্থাৎ আমি একমাত্র ভক্তিগ্রাহ্য বস্তু। ভক্তিই পরতত্ত্বের রসস্বরূপতা উপলব্ধি করাইয়া থাকেন। 'ভক্তি' পরতত্ত্বের স্বরূপভূতা শক্তির বৃত্তিবিশেষ ; 'স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বেনৈব গম্যতে।'[১৫] একই বৈদূর্য্যমণি যেমন নীল-পীতাদিবর্ণভেদে প্রতিভাত হয়, তেমনি

---

১৩ অলঙ্কার-কৌস্তুভ ৮।১৯৩ (শ্রীমৎপুরী দাস-সং)।

* ১৩৪৭ শ্রাবণ, শ্রীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গ পত্রে, পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধের অংশ বিশেষ।

১৪ ভা ১১।১৪।২১ ; ১৫ তত্ত্বসন্দর্ভ ৩১ অনু।

এক স্বরূপশক্তিই সন্ধিনী, সম্বিদ্ ও হ্লাদিনী-ভেদে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতররূপে প্রকাশিত হয়েন। তদীয় সেই স্বরূপান্তর্গত হ্লাদিনী ও সম্বিৎশক্তির সমবেত-সাররূপাই হইতেছেন—'ভক্তি'। "হ্লাদসম্বিদোঃ সমবেতয়োঃ সারো ভক্তিরিতি"[১৬] শ্রীভগবান স্বয়ং আনন্দময় হইয়াও এই হ্লাদিনী শক্তি দ্বারাই আনন্দিত হয়েন ও ভক্তগণকে আনন্দ প্রদান করেন; যথা—'হ্লাদরূপোঽপি যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনীতি'[১৭]।

অমূর্ত্ত ও সমূর্ত্ত ভগবচ্ছক্তি

শ্রীভগবানের শক্তিসকল অমূর্ত্ত অর্থাৎ কেবল ভাবরূপে এবং সমূর্ত্ত অর্থাৎ মূর্ত্তিরূপে,—এই দুই প্রকারে অবস্থিত। তদীয় সমস্ত শক্তিই ভাবরূপে তাঁহাতে নিত্য বিদ্যমান থাকিয়াও আবার মূর্ত্তিরূপে তদীয় ধামে নিত্যই বিরাজমানা। হ্লাদিনী শক্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ জানিতে হইবে শক্তি ও শক্তিমানে অভেদরূপে 'শক্তিশক্তিমতোরভিন্নঃ'[১৮]। ভাবরূপা বা অমূর্ত্তা নিষ্ক্রিয়া হ্লাদিনী শক্তি, শক্তিমান্ পরতত্ত্বে নিত্যই অবস্থিত আছেন; সুতরাং তদবস্থায় পরতত্ত্ব কেবল 'হ্লাদাত্মা' অর্থাৎ 'সুখরূপ' আর যেখানে সেই হ্লাদিনী শক্তি সক্রিয় ও সমূর্ত্ত এবং পরতত্ত্ব হইতে পৃথকরূপে প্রকাশিত,—তদবস্থায় তিনি কেবল 'হ্লাদাত্মা' বা সুখরূপই নহেন,—সেই মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনীসার দ্বারা নিরন্তর অভিষিক্ত বা সেব্যমান হওয়ায়, সেখানে তিনি "হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ"; অর্থাৎ 'সুখরূপ' হইয়াও সুখাস্বাদন ও সুখপ্রদান করেন। যেখানে মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনী-সার বা সমূর্ত্ত-মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধিকাদি ব্রজাঙ্গনাগণসহ শ্রীকৃষ্ণ লীলাপরায়ণ—"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা"[১৯]—ইত্যাদি।—সেই রাস-মণ্ডলে "সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখাস্বাদন"[২০]—ইহাই জানিতে হইবে; নচেৎ অমূর্ত্ত হ্লাদিনী-সহ-একাত্ম অর্থাৎ কেবল 'হ্লাদাত্ম' যেখানে, তদবস্থায় তিনি শুধু 'সুখরূপ কৃষ্ণ'।

---

১৬ শ্রীসিদ্ধান্তরত্ন (শ্রীবলদেব) ১।৪০; ১৭ শ্রীভগবৎসন্দর্ভ ৯৮ অনু; ১৮ সর্ব্বসম্বাদিনী ১৫০ পৃষ্ঠা (ব স প); ১৯ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ উপসংহার ও শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চন-দীপিকা উপসংহার-ধৃত ঋকপরিশিষ্ট মন্ত্র; ২০ চৈ চ ২।৮।১৫৭।

পরতত্ত্বের পরিপূর্ণ স্বরূপ

সর্ব্বকারণকারণ শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্বের পরিপূর্ণ স্বরূপ হইতেছেন,—'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়'[২১]। "তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবঃ।"[২২] অতএব এক স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই বিভিন্ন অধিকারীর অধিকারভেদে কোথাও শ্রীমন্নারায়ণাদি বিলাস-পরতত্ত্বরূপে, কোথাও শ্রীরাম-নৃসিংহাদি স্বাংশ-পরতত্ত্বরূপে, কোথাও বা অন্তর্যামী পরমাত্মা-পরতত্ত্বরূপে, আবার কোথাও বা নির্ভেদব্রহ্ম-পরতত্ত্বরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন; সুতরাং কেবল হ্লাদাত্মা অর্থাৎ কেবল সুখরূপ কৃষ্ণ হইতেছেন—নির্ব্বিশেষ 'আনন্দ ব্রহ্ম'। আর যে অবস্থায় তিনি "হ্লাদাত্মাপি হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ" অর্থাৎ যেখানে 'সুখরূপ কৃষ্ণ করেন সুখাস্বাদন ও বিতরণ',—সেই কৃষ্ণই হইতেছেন—আনন্দ-ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ পূর্ণ 'রস-ব্রহ্ম' অর্থাৎ সমূর্ত্ত রসরাজ; আর "যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ" অর্থাৎ তাঁহা হইতে পৃথকরূপে প্রতিভাত তদীয় স্বরূপভূতা যে হ্লাদিনী শক্তিসার দ্বারা তিনি পরম রসতা প্রাপ্ত হইয়া নিখিল আনন্দের কারণ হয়েন, তদীয় সেই শক্তিই হইতেছেন,—মূর্ত্তিমতী পরিপূর্ণ 'ভাব' অর্থাৎ মহাভাবরূপা শ্রীরাধিকা।

'ভক্তি'

চাবি যেমন বদ্ধ পেটিকাকে মুক্ত করিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ ধন-রত্নাদি গ্রাহ্য করাইবার যন্ত্রস্বরূপ হয়, তেমনি বিষয়ের রসতাকে মুক্ত করিয়া তন্নিহিত আনন্দকে গ্রাহ্য করাইবার যন্ত্রবিশেষ হইতেছে 'ভক্তি'। ভক্তিহীন বা ভাবশূন্য হইয়া কেহ কোন বিষয় হইতে আনন্দিত হইতে পারে না,—ইহা সুনিশ্চয়। তাই হরিভক্তের ভক্তি দ্বারা শ্রীহরি রসতা প্রাপ্ত হইয়া যেমন হরিভক্তকে আনন্দিত করেন, তেমনি সঙ্গীতভক্তি দ্বারা সঙ্গীত রসতাপ্রাপ্ত হইয়া সঙ্গীত-ভক্তকে আমোদিত করে, নৃত্য-ভক্তি দ্বারা নৃত্য রসতা প্রাপ্ত হইয়া নৃত্য-ভক্তকে আমোদিত করে, কাব্যভক্তের ভক্তি দ্বারা কাব্য রসতা প্রাপ্ত হইয়া কাব্যামোদীকে আনন্দিত করে; নাট্যভক্তের

---

২১ গীতা ৭।৭; ২২ শ্রীগোপালতাপনী পূর্ব্ব ৫০।

ভক্তি দ্বারা গ্রাহ্য হইয়া নাট্যরস নাট্যামোদীর আনন্দের কারণ হয়, বিদ্যাভক্তি দ্বারা গ্রাহ্য হইয়া বিদ্যারস বিদ্যাভক্তকে আনন্দিত করে ;—ইত্যাদি প্রকারে অপর সমস্ত আনন্দ-বিষয়েই জানিতে হইবে।

শ্রীরাধা হইতে সর্ব্বভক্তির বিস্তার

সাধারণতঃ সহজ বোধের জন্য ভক্তির পরিচয়ে রাধিকাকে পরিচিত করা হইলেও জানিতে হইবে রাধিকাই যখন সকল ভক্তির মূল, তখন রাধিকার পরিচয়ে ভক্তির সকল অবস্থাকে পরিচিত করাই অধিক সমীচীন। এক সমূর্ত্ত-রসভূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে যেমন সকল রসের প্রকাশ, তেমনি এক মূর্ত্তিমতী মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধারাণী হইতে অমূর্ত্ত ও সমূর্ত্ত সকল ভাব—সর্ব্বভক্তির বিস্তার হইয়া তদনুরূপ রসতত্ত্বকে গ্রাহ্য করাইয়া থাকেন। **'হ্লাদিনী','প্রেম', 'ভাব', 'মহাভাব'প্রভৃতি সমস্ত এক বৃষভানুনন্দিনীরই অমূর্ত্ত ভাববৈশিষ্ট্য** ভিন্ন অপর কিছুই নহে। একই আলোক-শিখা, নীল, পীত, লোহিতাদি বিবিধ বর্ণের বিভিন্ন স্ফটিকাধারে সংস্থাপিত হইয়া যেমন বর্ণভেদে পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি ভক্তিরূপে প্রকাশিত শ্রীরাধিকারই অমূর্ত্ত ভাববিশেষ,যখন দাস্য-সখ্যাদি ভাবযুক্ত বিভিন্নভক্তাধারে সন্নিহিত হয়েন, তখন উহা সেই সেই স্বরূপে প্রকাশ পাইয়া তদুপযোগী রসতত্ত্বকে গ্রাহ্য করাইয়া থাকেন। গোপীরূপা, মহিষীরূপা ও লক্ষ্মীরূপা শ্রীভগবৎকান্তাগণ সকলেই শ্রীবৃষভানুনন্দিনীরই সমূর্ত্ত অবস্থা-বিশেষ ; অর্থাৎ পরতত্ত্বের রসস্বরূপতা গ্রহণোপযোগী অমূর্ত্ত ও সমূর্ত্ত সকল ভাবই মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধিকারই বিভিন্ন প্রকাশ।

'ভাব', 'রস' ও 'আনন্দে'র অবিচ্ছিন্নতা

ভাব ভিন্ন রস নাই, রস ভিন্ন ভাব নাই এবং রস ও ভাব ভিন্ন আনন্দ নাই—এই কথাটির যথার্থ তাৎপর্য্য যদি আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা হইলে তৎসহ ইহাও বুঝিতে পারিব যে, জগৎকারণ ও সর্ব্বকারণের মূলে, মহাভাবপরিরম্ভিত মহারসের যে উৎস হইতে পরমানন্দধারা নিরন্তর উদ্গীরিত হইতেছে, যাহার

আভাস বা প্রতিবিম্ব-মাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক নিখিল বিশ্বসংসার বিদ্যমান রহিয়াছে,—বেদাদি শাস্ত্রের সেই মুখ্যতম প্রতিপাদ্য বস্তু শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলায় যাহা পরিস্ফুটরূপে বর্ণিত হইয়াছে,—তাহাই পরতত্ত্বের পরিপূর্ণস্বরূপ।

এই "সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়"।[২৩] বাস্তবিক পক্ষে পরিপূর্ণতা এই খানেই—রাসলীলায় মহাভাবরূপা গোপীর প্রেমের মধ্যেই সুনিশ্চিতরূপে অবধি প্রাপ্ত হইয়াছে ; যাহার পর তৎসম্বন্ধে মানব-মনীষার পক্ষে আর অধিক অগ্রসর হইবার সামর্থ্য বা জানিবার অবশেষ থাকে না। ইহার পরেও যদি আর কিছু, কেহ জানাইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অপর কেহ নহেন—তিনি যে সেই পূর্ণতম পরতত্ত্ব স্বয়ং—ইহাও সুনিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারা যায়।*

প্রেমবিলাসের চরমসীমায় পরতত্ত্বের পূর্ণতমতা সীমাপ্রাপ্ত

পরতত্ত্বের পূর্ণতা রাসলীলা-স্থলেই অবধি প্রাপ্ত হইলেও সেই রাসলীলারূপ প্রেমবিলাসের অবধি বা সীমা যেখানে পর্য্যবসিত, তদ্বিষয়ে জগৎ এযাবৎ অচৈতন্য ছিল। জীবজগৎকে সে বিষয়ে সচৈতন্য করিতে সেই সীমাপ্রাপ্ত পরতত্ত্বই স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া প্রশ্নচ্ছলে শ্রীল রায়রামানন্দের মুখ দিয়া সেই কথাই প্রকাশ করিলেন।

যে অবস্থায় প্রেমবিলাসে নিমগ্ন শ্রীশ্রীরাধামাধবের মধ্যে পরস্পর কে 'রমণ' কে 'রমণী'—এই ভেদবুদ্ধি পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া আবার উভয়ে মিলিত বা একীভূত হইয়া থাকেন,—প্রেমবিলাসের অবধি অর্থাৎ সীমা এইখানেই। কান্ত ও কান্তার পরস্পর মিলনজনিত এইরূপ একটি একীভূততা বা অভেদাবস্থার কথা উল্লেখপূর্ব্বক শ্রুতিও পরতত্ত্বসম্বন্ধীয় উক্ত প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তেরই কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়াছেন ; 'তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্॥'[২৪]

---

২৩ চৈ চ ২।৮।৯৫ ; * ১৩৪৭ ভাদ্র 'শ্রীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গে' প্রকাশিত 'পরতত্ত্বের সীমা' প্রবন্ধের অংশবিশেষ। ২৪ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪।৩।২১।

যেমন লোকে প্রিয়তমা রমণীদ্বারা আলিঙ্গিত হইলে বাহ্য বা অন্তর কিছুই অনুভব করে না, তদ্রূপ জীব প্রাজ্ঞ-পরমাত্মা দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া কি বাহ্য কি অন্তর কিছুই জানিতে পারে না।

(১) শক্তি ও শক্তিমানের অভেদে—যেখানে পরতত্ত্ব কেবল 'হ্লাদাত্মা'-রূপে হ্লাদিন্যাদি-শক্তির সহিত নির্ভেদও নির্ব্বিশেষভাবে অবস্থিত, সেই অদ্বৈত বা অভেদত্ব, লীলাবিলাসাদিবিহীন কেবল তত্ত্বাবস্থা। (২) যেখানে পরতত্ত্ব নিজ স্বরূপভূতা হ্লাদিনীর সহিত পৃথক মূর্ত্তিতে ভিন্ন হইয়া 'রসরাজ' ও 'মহাভাব' রূপে প্রেমবিলাসে রাসলীলায় নিমগ্ন, সেখানে তিনি কেবল 'হ্লাদাত্মা' বা আনন্দস্বরূপই নহেন,—সে অবস্থায় তিনি আনন্দিত হয়েন এবং ভক্তগণকে আনন্দ দান করেন ; এই জন্য ইহাই পরতত্ত্বের পরিপূর্ণ স্বরূপ বা পরমাবস্থা (৩) আবার এই প্রেমবিলাসী পরিপূর্ণ পরতত্ত্বই যখন সেই প্রেমবিলাসের অবধি বা চরম সীমাকে প্রাপ্ত হয়েন, তদবস্থায় সেই সমূর্ত্ত মহাভাব ও রসরাজ বা শ্রীশ্রীরাধামাধব উভয়ে পুনরায় মিলিত বা এক-রূপতা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-রূপে আবির্ভূত হয়েন।

মহাভাববিজড়িত রসরাজরূপে পূর্ণতম পরতত্ত্ব যখন প্রেমবিলাসের চরমাবস্থায় বিলসিত হয়েন, তখন শ্রীকৃষ্ণ রাধায়িত ও শ্রীরাধিকা কৃষ্ণায়িত এবং ক্রমে উভয়ের সেই বিবর্ত্তিত পৃথকরূপতা নিবিড়তাপ্রাপ্তিতে শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রে একরূপায়িত হইয়া থাকে। প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের এই পরিণতিই প্রেম-বিলাসের অবধি অর্থাৎ সীমা। অতএব এইখানেই এই স্বর্ণগৌরাঙ্গরূপেই পরতত্ত্বের পূর্ণতমতা ও সীমাপ্রাপ্তি হইয়াছে।

শ্রীগৌরলীলা

বেদাদিশাস্ত্র যাঁহাকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতের রাস-লীলারূপ প্রেমবিলাসে যাঁহাকে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে, সেই পূর্ণতম-পরতত্ত্ব প্রেমবিলাসবিবর্ত্তের পরিণতিতে সীমাপ্রাপ্ত হইলে যে লীলার প্রকাশ হয়, তাহারই নাম **"শ্রীগৌরাঙ্গলীলা" বা স্ব-প্রেমানন্দ-আস্বাদন ও বিতরণ লীলা**—যে লীলা হইতে জীবেরও সৌভাগ্য চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রুতিরূপ কস্তুরীমৃগ হইতে বিগলিত মৃগমদের ন্যায়, যে শ্রীমদ্ভাগবত জগতের ভাগ্যে নামিয়া আসিয়া পূর্ণতম পরতত্ত্বের সংবাদরূপ সৌরভদ্বারা জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন—জীবের বক্ষ ও ললাটের—সেই মৃগ-মদাঙ্কিত তিলক-স্বরূপ যাহা, তাহাই হইতেছেন—"শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" *

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রতিপাদ্য বস্তু

শ্রীশ্রীরাধামাধবরূপে ভিন্ন হইয়া প্রেমবিলাসকালে পূর্ণতম পরতত্ত্ব তদীয় মহামাধুর্য্যাদির কেবল 'বিষয়ালম্বন' হওয়ায় উহার 'আশ্রয়ালম্বনের' আশ্রয় গ্রহণ না করা অবধি তদবস্থায় তিনি অনুভব করিতে পারেন না যে— (১) নিজ অসমোর্দ্ধ সেই মহা-মাধুর্য্যরাশি কি প্রকার ? (২) 'মহাভাব' রূপ যে প্রেমদ্বারা তাঁহার মহা-রসতা সম্পাদনপূর্ব্বক শ্রীরাধিকা উহা আস্বাদন করিতে সমর্থা হয়েন সেই প্রেমই বা কি প্রকার ? (৩) তদীয় 'রসরাজ' স্বরূপের মহা-মাধুর্য্যাদি আস্বাদনপূর্ব্বক সেই মহারসোদ্গিরিত আনন্দের আশ্রয়স্বরূপা শ্রীরাধিকা যে সুখাতিশয় অনুভব করেন, সেই সুখের পরিসীমাই বা কি প্রকার ?

উক্ত ত্রিবিধ বিষয়ের পরিপূর্ণ অনুভব —উহার পরমাশ্রয়স্বরূপা শ্রীরাধিকাতেই সম্ভব হইয়া থাকে। তাই মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকারই শরণ লইয়া—রাধিকার সহিত একীভূত শ্রীকৃষ্ণ—রাধাভাব-দ্যুতি-প্রধান শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-রূপ নিজ আবির্ভাব-বিশেষ দ্বারা উক্ত অপূর্ণ বাঞ্ছাত্রয় প্রকৃষ্টরূপে নিত্যই পূর্ণ করিতেছেন। বেদাদি শাস্ত্রের এই নিগূঢ়তম অভিপ্রায়ই বিস্তৃতভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-কর্ত্তৃক জীব-জগতে প্রচারিত হইয়াছে।

প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে পরিণতিতেই যেমন প্রেম-বিলাস সীমাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তেমনি পূর্ণতম পরতত্ত্বও সেইখানেই সীমাপ্রাপ্ত বুঝিতে হইবে। তাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হইয়াছে,—"অতএব চৈতন্য গোসাঞি পরতত্ত্বসীমা"[২৫]।

---

* ১৩৪৭ আশ্বিন 'শ্রীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গ' পত্রে প্রকাশিত 'পরতত্ত্বের সীমা' প্রবন্ধের অংশ-বিশেষ ; ২৫ চৈ চ ১।২।১১০।

যথা তথা স্বপ্রেমসম্পত্তি-বিতরণে ঔদার্য্যসীমা

প্রেমবিলাসবিবর্ত্তে যেখানে পৃথগ্‌ভূত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলের পরস্পর ভাব-বিপর্য্যয়ে শ্রীরাধা কৃষ্ণভাবে এবং শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাবে বিভোর, তদবস্থায় নিজ-মাধুর্য্যাদি সুখের 'বিষয়'-রূপ শ্রীকৃষ্ণ, তদাশ্রয় শ্রীরাধিকার ভাবে বিবর্ত্তিত হওয়ায়, সেই মহাভাব-দ্বারা নিজ মহামাধুর্য্যাদি বিষয়ের মহা-রসতা অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন ; কিন্তু তন্ময়তার আবেশে তৎকালেও সেই প্রেম দান করা হয় না। অনন্তর প্রেম-বিলাসের পরিণতিতে মহাভাব-বিভাবিত রসরাজ ও রসরাজ-বিভাবিত মহাভাব যখন উভয়ের নিত্যযুক্ত একরূপতায় প্রেম-বিলাসের চরমসীমা প্রাপ্ত হয়েন, তখন রাধাভাব-কান্তি-প্রধান মূর্ত্তিমান্ প্রেমস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়া শ্রীনবদ্বীপ-লীলার প্রকাশ করেন।

পূর্ণতম পরতত্ত্ব এখানেই সীমা-প্রাপ্ত হইয়া 'বিষয়'ও 'আশ্রয়ে' একরূপায়িত হইয়া পূর্ব্বোক্ত অপূর্ণ বাঞ্ছাত্রয় প্রকৃষ্টরূপে পূর্ণ করিয়া থাকেন। এই আনন্দবিশেষ পরিপূর্ণরূপে আস্বাদনপূর্ব্বক অপরিসীম আনন্দের আতিশয্যে উহার আনুষঙ্গিক কার্য্যস্বরূপ নিজ রসস্বরূপতা গ্রহণোপযোগী সেই 'প্রেম'—যাহা পূর্ব্বাবস্থায় দান করা হয় নাই, তাহাই এখন অবাধে ও বিপুলভাবে তৎকর্ত্তৃক জীবজগতে বিতরণ করা সহজ হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতেই আমরা এ সকল কথা সুস্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারি :—

> "কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
> কভু প্রেমভক্তি না দেয়, রাখে লুকাইয়া॥
> হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথাতথা।
> জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা॥
> স্বতন্ত্র-ঈশ্বর—প্রেম-নিগূঢ়-ভাণ্ডার।
> বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার॥"[২৬]

---

২৬ চৈ চ ১৷৮৷১৮—২১।

অতএব এখানেই এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বিশ্বম্ভর-রূপেই পরতত্ত্বসীমা-প্রাপ্ত। কেবল এই অবস্থাতেই পূর্ণতম পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ, নিজ অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যরাশির আস্বাদন-সুখ নিজে অনুভব করিয়া, সে বিষয়ে অচৈতন্য জগতকে পূর্ণ চৈতন্য প্রদান করেন এবং নিজ-পূর্ণরস-স্বরূপতা গ্রহণ করিবার উপযোগী পূর্ণ প্রেম, শ্রাবণের ধারার মত তৎকালে এমন বিপুলভাবে বিতরণ করেন, যাহাতে বিশ্ব ভরিয়া উঠে। মঞ্জরীদেহ লাভ করিয়া প্রেম-বিলসিত ব্রজকিশোর-যুগলের সুদুর্লভ প্রেম-সেবা-প্রাপ্তিরূপ যে চরম সৌভাগ্য, জীবের ভাগ্যে কদাচিৎ উদিত হইয়া থাকে, সেই মহাভাগ্যেরও সীমা এইখানে এই শ্রীনবদ্বীপ-লীলার সম্পূর্ণ আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন উহা লাভ করিবার উপায়ান্তর নাই। এই জন্য শ্রীনবদ্বীপ-লীলার মধ্যেই জীবের সৌভাগ্যও যে সীমাপ্রাপ্ত, ইহাও বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়।

একই পূর্ণতম পরতত্ত্ব বা 'স্বয়ং ভগবানে'র বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর—এই ত্রিবিধ বয়সের মধ্যে, কৈশোরেই তদীয় বয়োমাধুর্য্য সীমাপ্রাপ্ত [২৭] হইলেও বাল্য ও পৌগণ্ডেও তাঁহার সেই পূর্ণতমতা বা স্বয়ংভগবত্তা যেমন অণুমাত্রও হ্রাসবৃদ্ধি না হইয়া পরিপূর্ণই থাকে, সেইরূপ, সেই এক পূর্ণতম-পরতত্ত্বই প্রেমবিলাস, প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত ও উহার চরমসীমা বা প্রেমবিলাসের পরিণতি—এই ত্রিবিধ অবস্থায় নিত্য অবস্থিত হইলেও, প্রেমবিলাসের পরিণতিতেই প্রেমবিলাস সীমাপ্রাপ্ত বলিয়া পূর্ণতম-পরতত্ত্বও এই অবস্থাতেই সীমাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।*

শ্রীবৃন্দাবন-লীলা ও শ্রীনবদ্বীপ-লীলা

একই স্বয়ং ভগবানের 'প্রেমবিলাস' বা শ্রীবৃন্দাবন-লীলা এবং 'প্রেম-বিলাসের পরিণতি' বা শ্রীনবদ্বীপ-লীলা—এই উভয় অবস্থাই প্রপঞ্চাতীত ধামে যুগপৎ ও নিত্য বিদ্যমান থাকিয়া, সেই লীলাই আবার আলাতচক্রের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন

---

২৭ 'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ম্' পদ্যাবলী ৮২ ও চৈ চ ২।১৯।১০৩ধৃত শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়-বাক্য।

* ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ কার্ত্তিক 'শ্রীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গে' প্রকাশিত 'পরতত্ত্বের সীমা' প্রবন্ধের অংশ-বিশেষ।

প্রবাহে এক ব্রহ্মাণ্ড হইতে অপর ব্রহ্মাণ্ডে পর্য্যায়ক্রমে যুগপৎ সংঘটিত হইতেছে। শ্রীভগবানের সকল লীলাই কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ড অবলম্বনে সর্ব্বকালেই বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব একই পূর্ণতম পরতত্ত্বের পক্ষে বাঞ্ছাত্রয়ের অপূর্ণতা ও পূর্ণতা এবং প্রেম অপ্রদান ও প্রদান যুগপৎ সংঘটিত হইতেছে বলিয়া, ইহা দ্বারা তদীয় অচিন্ত্য বিরুদ্ধ ধর্ম্মরূপ মহামহিমাই বিঘোষিত হইতেছে; সুতরাং উহা দূষণ না হইয়া ভূষণ-স্বরূপই হইয়াছে।

শ্রীনবদ্বীপ-লীলার আনুগত্যে জীব, প্রেমলাভ করিয়া, মঞ্জরীরূপে কেবল যে শ্রীব্রজলীলারই অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকেন তাহা নহে;—স্বরূপতঃ একই স্বয়ংরূপ-তত্ত্ব বা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীগৌরচন্দ্ররূপে প্রেম-বিলাসের অবস্থা-ভেদে নিত্যই লীলাপরায়ণ রহিয়াছেন বলিয়া, তাই সিদ্ধদশা-প্রাপ্ত জীবের পক্ষে যুগপৎ উভয় লীলাতেই নিত্যস্থিতির কথা মহাভাগবতগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন,—

'হেথায় চৈতন্য মিলে, সেথা রাধাকৃষ্ণ'[২৮]

একই স্বয়ংরূপ-তত্ত্ব বা স্বয়ং ভগবানের স্বরূপ-ভেদে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীগৌর-চন্দ্ররূপে দ্বিবিধ লীলাই অনাদি, অপরিচ্ছিন্ন ও নিত্য; সুতরাং যুগপৎ সংঘটিত হইতেছে। কেবল পূর্ণতম পরতত্ত্ব অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণ ও গৌর-লীলাই নহে,—পরতত্ত্বের অপরাপর স্বরূপের সকল লীলাই অনাদি, অনন্ত বা নিত্য এবং অপরিচ্ছিন্ন। পূর্ব্বে ছিল না, পরে হইল, কিম্বা আবার পরে থাকিবে না এরূপ নহে। শ্রীব্রজলীলা ও শ্রীনবদ্বীপ-লীলা অনাদিকাল হইতে যুগপৎ চলিতেছে ও অনন্তকাল ধরিয়াই চলিবে। এক স্বয়ংরূপ পরতত্ত্ব শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপে পৃথক হইয়া যেমন প্রেম-বিলাসে নিত্যই বিলসিত হইতেছেন, তেমনিই আবার নিজ অবিচিন্ত্য-শক্তি দ্বারা, প্রেমবিলাসের পরিণতিতে সেই উভয়ের এক নিত্যযুক্ত অবস্থায়—সেই একই স্বয়ংভগবান নিত্যই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে শ্রীনবদ্বীপলীলার বিস্তার করিতেছেন।

---

২৮ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা।

উভয় লীলাই অনাদি, নিত্যসিদ্ধ, অগ্রপশ্চাদ্রহিত

'বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ দুইরূপে ছিলেন, পরে উভয়ে মিলিয়া নবদ্বীপে গৌর হইয়াছেন,' কিম্বা 'রাধাকৃষ্ণই প্রেমবিলাসের চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া গৌরাঙ্গ হয়েন' অথবা 'কৃষ্ণই আবির্ভাব-বিশেষে গৌরাঙ্গ হইয়াছেন'—ইত্যাদি প্রকারে কালগত পরিচ্ছেদ-বোধক পূর্ব্ব-পরক্রমে, শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়ে শ্রীগৌরাঙ্গকে যে পরিচিত করান হইয়া থাকে তাহার প্রধান দুইটি কারণ—প্রথমতঃ কালাদি পরিচ্ছেদ ভিন্ন, আমরা কোন অপরিচ্ছিন্ন বিষয়ের ধারণা করিতে পারি না বলিয়া। দ্বিতীয়তঃ—শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম পরতত্ত্ব বা 'স্বয়ং ভগবান' বলিয়া, এবং পরতত্ত্বের অন্যান্য স্বরূপসকল সেই শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ, বিলাস ও স্বাংশাদিরূপে প্রসিদ্ধ রহিয়াছেন। স্বয়ং ভগবানের যে বিশেষ আবির্ভাবটি প্রেম-বিলাসের পরিণতি বা সীমাপ্রাপ্ত অবস্থায় অবস্থিত, তাহা অত্যন্ত নিগূঢ় বলিয়া, সেই একই স্বয়ং ভগবানের প্রসিদ্ধ যে প্রেম-বিলাসাবস্থা, সেই প্রেমবিলাসী—শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের পরিচয়ে তৎস্বরূপাভিন্ন নিগূঢ় শ্রীগৌরচন্দ্রকে 'সেই কৃষ্ণ', বলিয়া প্রথমে পরিচিত করাইয়া লওয়া একান্তই আবশ্যকবোধে, তাই সাধু ও শাস্ত্রসকল-কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত প্রকারের নির্দ্দেশ দেখা যায়।

অদ্বিতীয় স্বতন্ত্র স্বয়ংরূপ-পরতত্ত্বের যুগপৎ 'গৌর' ও 'গোবিন্দ'রূপ

শ্রীবৃন্দাবনের প্রেমবিলাসী শ্রীগোবিন্দই শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া, শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌররূপে প্রেমবিলাসের চরমাবস্থায় যেমন নিত্যই লীলায়িত রহিয়াছেন, তেমনি আবার শ্রীনবদ্বীপের সেই গৌরাঙ্গই শ্রীশ্রীরাধামাধব-রূপে পৃথক্ হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যই প্রেমবিলাস বিস্তার করিতেছেন।

গোবিন্দে ও গৌরাঙ্গে স্বরূপাভিন্নতাবশতঃ অর্থাৎ যুগপৎ 'গোবিন্দই গৌর' এবং 'গৌরই গোবিন্দ' বলিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের মতই গৌরচন্দ্রকেও সেই এক স্বতন্ত্রই "গৌরচন্দ্রে স্বতন্ত্রে"[২৯] বলা হইয়াছে, যুগপৎ এক স্বতন্ত্র স্বয়ংরূপ পরতত্ত্বের

২৯ শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু-কৃতং শ্রীশ্রীমন্নরহরিঠক্কুরাষ্টকম্ ফলশ্রুতি (৯ম শ্লোক)।

গোবিন্দ ও গৌররূপে আবির্ভাবভেদ মাত্র ; সুতরাং স্বরূপতঃ যিনি কৃষ্ণ তিনিই গৌর, যিনি গৌর তিনিই কৃষ্ণ।

এক স্বয়ংরূপ—পরতত্ত্বেরই লীলা-রস-পাথারে রসিকভক্তমরালগণ নিরন্তর সন্তরণশীল হইয়া থাকেন। সেই রসসাগরে উজাইয়া যাইলে, উহা ক্রমশঃ নিবিড়-তর হইয়া গৌরলীলায় সীমাপ্রাপ্ত হয় ; আবার তথা হইতে ভাসিয়া আসিলে, উহাই শত শত ধারায় প্রবাহিত হইয়া বিচিত্র তরঙ্গরঙ্গরূপ শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রেমবিলাস বিস্তার করে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অমৃতময়ী ভাষায় সে কথা নিম্নোক্ত প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে ; যথা ঃ—

"কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার,
দশদিগে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্য-লীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মন-হংস চরাহ তাহাতে" ॥৩০ (ইত্যাদি)

অর্থাৎ, শত শত ধারায় কৃষ্ণ-লীলামৃতসার যাহা হইতে দশদিকে প্রবাহিত হইতেছে,—সেই গৌরলীলারূপ অক্ষয় সরোবরে মনোহংসকে বিহার করাও।

এখানে গৌরাঙ্গ-লীলারূপ পরতত্ত্বের সীমাস্থল হইতেই তদভিন্ন-স্বরূপ প্রেম-বিলাসী পূর্ণতম পরতত্ত্বেরও পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে।

সেইরূপ, পূর্ণতম পরতত্ত্ব বা স্বয়ং ভগবান বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই যেমন 'ব্রহ্ম' 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান' প্রভৃতি 'তদেকাত্ম' নিখিল পরতত্ত্বস্বরূপের মূল অর্থাৎ স্বতঃ-সিদ্ধ বা স্বয়ংরূপ-পরতত্ত্ব বলা হয়, তেমনি সেই পূর্ণতম পরতত্ত্বের অভিন্নস্বরূপ ও বিশেষতঃ সীমাপ্রাপ্তাবস্থা বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ সেই সীমাস্থল হইতেই উক্ত পরতত্ত্বসকলের পরিচয় ঘোষণা করিতে দেখা যায়। আশ্রয়ে ও বিষয়ে এক-রূপায়িত শ্রীগৌরচন্দ্রেই পরতত্ত্বসীমাপ্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহাতেই যুগপৎ ভক্তভাবের ও ভগবদ্‌ভাবের পূর্ণতম সমাবেশ পরিদৃষ্ট হইয়াছে।

রাধাভাব হইতে আরম্ভ করিয়া কখন সখীভাব, কখন মঞ্জরীভাব ইত্যাদি

৩০ চৈ চ ২।২৫।২৬৪।

সর্ব্ব ভক্তি-লক্ষণের প্রকাশ এবং প্রধানরূপে মহাভাবলক্ষণের অত্যদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকার-সকল-দ্বারা একদিকে যেমন তদীয় স্বরূপের 'পরমাশ্রয়ত্ব' প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, তেমনি অপরদিকে আবার 'বিষয়ত্বের' পূর্ণতম অবস্থা অর্থাৎ সর্ব্বাবতারি-স্বয়ংরূপ-পরতত্ত্বেরও 'সীমা' বলিয়া তাই শ্রীগৌর-রূপে, তদীয় অভিন্নস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, মহাভাবময়ী শ্রীরাধার সহিত যেমন পরিদৃষ্ট হইয়াছেন, তেমনই সেই তাঁহাতেই বিলাস ও স্বাংশাদি-তদেকাত্ম-স্বরূপসকল মহাভাগবতগণের দর্শনে প্রতিভাত হইয়াছেন ; মহদ্গণের বর্ণনা হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায় ;—

"গৌরাঙ্গী কালিয়া, মিশাল হইয়া, গৌরাঙ্গী সরস ভেল ।
কালিয়া ঢাকিয়া, ব্যাপক হইয়া, নিজরূপ প্রকাশিল ॥
নবদ্বীপে আসি, গৌর-রূপরাশি, গণের সহিত নাচে ।
সে রূপ-রতনে, যে দেখে নয়নে, সে কি পরাণেতে বাঁচে ॥
সে নৃত্য সে প্রেম, সে বরণ হেম, সে সব সঙ্গিয়া সনে ।
দেখিল নয়নে, তখন যে জনে, সে আনন্দ সেই জানে ॥

* * *

কিবা চমৎকার, প্রেমের বিকার, নাহি লোক বেদে শুনি ।
কভু হেমতনু, মল্লিপুষ্পজনু, কভু পদ্মরাগমণি ॥
কভু হেমপিণ্ড, কভু খণ্ড খণ্ড, অস্থি-সন্ধি ছুটি যায় ।
কভু লোমকূপে, রক্তধারা ব্যাপে, অশ্রু পিচকারী-প্রায় ॥
বুঝি প্রেমরস, হইয়া সরস, উপছি বহিয়া যায় ।
মণিমুক্তা যথা, অনুভব তথা, সুভগ সোণার গায় ॥
প্রকাশি ঐশ্বর্য্য—মাধুর্য্যের ধৃর্য্য দেখায় ভক্তগণেরে ।
কভু চতুর্ভুজ, কভু ষড়্ভুজ, নিজ নানা রূপ ধরে ॥
কভু রাধা সহ, নীলকান্তি দেহ, মুরলীবদন-রূপে ।
সঙ্কীর্ত্তন-মাঝে, কীর্ত্তনে বিরাজে, কভু বহুরূপে ব্যাপে ॥"† ইত্যাদি । *

† শ্রীভক্তমাল-গ্রন্থ—শ্রীলালদাস ১০-১১ পৃষ্ঠা শ্রীবলাই চাঁদ গোস্বামী, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ ;

* ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ অগ্রহায়ণ 'শ্রীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গে' প্রকাশিত 'পরতত্ত্বের সীমা' প্রবন্ধের অংশ ।

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামরায়ের প্রত্যক্ষ দর্শনে

শ্রীকৃষ্ণের পারতম্য-বিষয়ক সমস্ত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত যেরূপ শ্রীকৃষ্ণকৃপায় শ্রীঅর্জ্জুনের বিশ্বরূপ-দর্শনকালে ও তৎপরে নিত্যসিদ্ধ স্বয়ংরূপ—মানুষরূপ দর্শনে প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছিল, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ শ্রীগৌরহরির পরতত্ত্বসীমা-বিষয়ক শাস্ত্র ও মহাজনানুভবসমূহ শ্রীগৌরহরির ইচ্ছায় তৎপরিকর শ্রীস্বরূপ-রামরায়াদির প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল। * শ্রীস্বরূপগোস্বামিপাদের উপলব্ধিটি শ্রীরাম রায়ের প্রত্যক্ষ প্রেমদৃষ্টিতে যথাক্রমে এইরূপ প্রতিভাত হয়—(১) প্রথম দর্শনে স্ফূর্ত্তি হইল **সন্ন্যাসিমূর্ত্তির স্থলে** গোপরূপ **শ্যামসুন্দর** শ্রীকৃষ্ণ; (২) দ্বিতীয় দর্শনে সেই **শ্যাম-সুন্দরের সন্নিকটে পৃথগ্‌রূপে** অবস্থিত হেমাঙ্গী **শ্রীরাধা**; (৩) তৃতীয় দর্শনে স্বর্ণ-গৌরাঙ্গী **শ্রীরাধার গৌরকান্তিতে আচ্ছন্ন** বংশীবদন **শ্যামরূপ** এবং সর্ব্বশেষে (৪) সাক্ষাৎ রসরাজমূর্ত্তি শ্রীনন্দনন্দন এবং সাক্ষাৎ মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী **উভয়ের সম্পূর্ণ একীভূত-তনু** তপ্তকাঞ্চন-সমুজ্জ্বল **শ্রীগৌরস্বরূপ**। উভয়ে এরূপ নিবিড়ভাবে সম্মিলিত যে—এখন কে রাধা, কে-ই বা কৃষ্ণ—কোন ভেদ পরিলক্ষিত হয় না, **কেবল রাধার কান্তিটি এবং মহাভাবটি রূপে ও ভাবে পরিব্যক্ত, তদ্ভিন্ন সমস্তই একাকার**। সুশীতল সলিল নিবিড়তা প্রাপ্ত হইয়া বরফে পরিণত হইলে যেরূপ অধিকতর শৈত্যানুভব হয়, তদ্রূপ পূর্ব্ব-প্রদর্শিত বিষয়ের আনন্দানুভব হইতেও এই গৌররূপ-দর্শনে সমধিক আনন্দানুভূতিতে শ্রীরামরায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীকরস্পর্শে চৈতন্য লাভ করিয়া পুনরায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসন্ন্যাসিরূপ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। এইখানেই—শ্রীকৃষ্ণের এই বিশেষ আবির্ভাব শ্রীগৌরস্বরূপেই পরতত্ত্বের সকল

---

* শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর-কৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ২য় দর্শন ৫৬-৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য—‘এবে হএ প্রভু সঙ্গে রামানন্দ রায়। পূর্ব্বাভ্যাস-কথা যেই চৈতন্য-সঙ্গে কয়॥ হাসি কথা কহেন গৌর রামানন্দ আগে। গীতাশ্রিতা পূর্ব্বকথা কহিলা অনুরাগে॥ একথা কহিলা যখন গৌর প্রেমনিধি। নিজরূপ ধরি ভাব প্রকাশিলা সুধী॥’

উৎকর্ষের বিশ্রাম বা সীমাপ্রাপ্ত অবস্থা। ইহাকেই শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ 'পরতত্ত্বসীমা' বলিয়াছেন।* 'ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ'[৩১]।

স্বয়ং ভগবান বা স্বয়ংরূপ-পরতত্ত্ব কখনো একাধিক হইতে পারেন না কিম্বা তাঁহার মধ্যে তত্ত্বতঃ ন্যূনাধিক্যও থাকিতে পারে না। এই হেতু সীমাপ্রাপ্ত পরতত্ত্বই হইতেছেন স্বয়ংরূপ পরতত্ত্ব বা শ্রীকৃষ্ণ; অতএব তিনিই অনন্যাপেক্ষী। তাঁহাতে তত্ত্বতঃ কিঞ্চিৎ ন্যূনতা ঘটিলেই—তাঁহাকে 'তদেকাত্মরূপ' বলা হয়। তখন তিনি আর স্বয়ংরূপতত্ত্ব নহেন। তখন তিনি হয়েন 'স্বয়ংরূপাপেক্ষী,—কিন্তু **স্বয়ংরূপতত্ত্ব** হইতেছেন **সর্ব্বভাবে** সর্ব্বদা '**অনন্যাপেক্ষী**'। তিনিই স্বয়ং ভগবান বা পরতত্ত্বের সীমা।

পরতত্ত্বসীমায় একাধিক্য বা ন্যূনাধিক্য নাই

শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ব প্রমাণ দ্বারা অনন্যাপেক্ষিস্বয়ংরূপ বা 'স্বয়ংভগবান'রূপেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। যদি তত্ত্বতঃ তাঁহা অপেক্ষা কাহাকেও অধিক বলা হয়, তাহা হইলে স্বয়ংরূপ বলিয়া সর্ব্বভাবে প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ—তদেকাত্মতত্ত্ব হইয়া পড়েন। ইহাতে সমস্ত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শিথিল হইয়া পড়ে এবং যিনি নবপ্রতিষ্ঠিত স্বয়ংরূপ হয়েন, কালে তর্ক-বিচার-দ্বারা তদ্রূপ আবার তাঁহার 'স্বয়ংরূপতা অপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পুনরায় নবপ্রতিষ্ঠিত কোন স্বয়ংরূপেরও তদেকাত্মরূপতা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং স্বয়ংরূপ পরতত্ত্বের কোনক্ষেত্রেই আধিক্য স্বীকার করা যায় না।

স্বয়ংরূপের আবির্ভাববিশেষ সম্ভব হয়। ইহা, প্রকাশ বা বিলাস ও স্বাংশাদির ন্যায় স্বয়ংরূপাপেক্ষী নহে। **ইহা এক স্বয়ংরূপ বা স্বয়ং-ভগবানেরই ভাবান্তরিত স্বরূপমাত্র—কিন্তু তত্ত্বান্তরিত নহে**; তত্ত্বতঃ সম্পূর্ণ অভিন্ন স্বয়ংরূপই। শ্রীযশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভাববিশেষে শ্রীশচীনন্দন শ্রীগৌর। সুতরাং তিনি স্বয়ংরূপের প্রকাশ বা তদেকাত্ম নহেন। ভাবান্তরিত সেই

---

* শ্রীমৎকানুপ্রিয় গোস্বামি-প্রভু-কৃত শ্রীশ্রীভক্তিরহস্য-কণিকার (২৬৮-২৭১ পৃষ্ঠা) ভাব ও ভাষা অবলম্বনে অনুলিখিত; ৩১ চৈ চ ১।১।৩।

এক পরতত্ত্বের সীমা বা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই। উভয়ে তত্ত্বতঃ একই। **'ভাবান্তর'টি** কি ? তাহা **হইতেছে মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধারাণীর সহিত একীভূতত্ব। শ্রীব্রজলীলায় স্বয়ংরূপতত্ত্ব ও মহাভাব পৃথক প্রকাশিত ;** আর **শ্রীগৌর-লীলায় স্বয়ংরূপতত্ত্ব-সহ মহাভাব একীভূত। ইহা ব্যতীত তত্ত্বতঃ শ্রীগৌরে, শ্রীকৃষ্ণ হইতে কোনরূপ বৈশিষ্ট্য দেখাইতে গেলেই শ্রীকৃষ্ণকে 'প্রকাশ' বা 'তদেকাত্মরূপ' স্বীকার করিতে হয়।** তাহা হইলে সমস্ত পরতত্ত্ব-সিদ্ধান্তই ভাঙ্গিয়া পড়ে।

গৌর ও কৃষ্ণ উভয় স্বরূপই পরতত্ত্বসীমা

'কৃষ্ণ হইতে গৌর কিম্বা গৌর হইতে কৃষ্ণ'—এরূপ বলিলে একটিকে স্বয়ং-রূপ ও অপরটিকে তদেকাত্ম বা তৎপ্রকাশ স্বীকার করিতে হয়। একটি অনন্যা-পেক্ষী অপরটি সাপেক্ষী হইয়া পড়েন। কিন্তু 'আবির্ভাব-বিশেষ' বলিলে, সেই এক পরতত্ত্বই ভাববিশেষে প্রতিভাত—ইহাই বুঝিতে হয়। তাই 'কৃষ্ণ হইতে গৌর বা গৌর হইতে কৃষ্ণ' এইরূপ না বলিয়া,—'নন্দসুত বলি' যাঁরে ভাগবতে গাই। **সেই কৃষ্ণ** অবতীর্ণ **চৈতন্য গোসাই**॥'[৩২] 'এই **গৌরচন্দ্র** যবে জন্মিলা **গোকুলে**'[৩৩] ইত্যাদি বলা হইয়াছে॥ কৃষ্ণস্বরূপ হইতে তাঁহাকে (গৌরকে) সম্পূর্ণ অভিন্নরূপেই 'নৌমি **কৃষ্ণস্বরূপম্**' উক্ত হইয়াছে। সুতরাং তত্ত্বতঃ অভিন্ন অর্থাৎ উভয়ে পরতত্ত্বসীমা বা স্বয়ংরূপতত্ত্বই। তবে ভাববিশেষটি কি ? তাহাই বলিয়াছেন—'**রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতম্**'[৩৪]—ইত্যাদি।

সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীস্বরূপদামোদর, যিনি মহাপ্রভুর অন্তর-ভাববেত্তা, যাঁহা হইতে সর্ব্বত্র মহাপ্রভুর স্বরূপ-তত্ত্ব প্রচারিত এবং রায় শ্রীরামানন্দপাদ, যিনি শ্রীমদ্ভাগবতীয় 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং' শ্লোকের মূর্ত্তবিগ্রহের প্রত্যক্ষদর্শনানুভব-কারী ; যে দুইজন ব্রজলীলায় শ্রীরাধার প্রধানা পরমপ্রেষ্ঠা শ্রীললিতা ও শ্রীবিশাখা-

---

৩২ চৈ চ ১।২।৯ ; ৩৩ চৈ ভা ১।৭।৪৭ ; ৩৪ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।১।৫ ধৃত শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিপাদের কড়চা।

সখী, আর শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, যিনি ব্রজলীলায় শ্রীরাধার প্রাণসখী শ্রীমধুমতী ; শ্রীসদাশিব কবিরাজ, যিনি ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা শ্রীচন্দ্রাবলী ; শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ, যিনি ব্রজলীলায় শ্রীরাধার পরমপ্রেষ্ঠা তুঙ্গবিদ্যা সখী ; শ্রীরূপগোস্বামী, যিনি ব্রজলীলায় শ্রীরূপমঞ্জরী-স্বরূপে নিগূঢ়কুঞ্জসেবায় অধিকারিণী এবং শ্রীগৌরলীলার যাবতীয় নিত্যসিদ্ধ পরিকরবৃন্দ সকলেই শ্রীকৃষ্ণকেই পরতত্ত্বসীমারূপে নির্দ্ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই যে ভাবান্তরিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ—ইহা অন্তঃসাক্ষাৎকার ও বহিঃ-সাক্ষাৎকারের দ্বারা সার্ব্বভৌম সিদ্ধান্তরূপে স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীস্বরূপদামোদরপাদের উক্তি 'চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্,' শ্রীরামরায়ের সাক্ষাদ্ দর্শনে—'এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যামগোপরূপ॥ তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন-পঞ্চালিকা। তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব-অঙ্গ ঢাকা[৩৫] —তার পর 'তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইল স্বরূপ—। রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥'[৩৬] শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের উক্তি,—'চৈতন্যং ভক্তিনৈপুণ্যং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। তয়োঃ প্রকাশাদেকত্র কৃষ্ণচৈতন্য উচ্যতে॥ ভক্তীশয়োরভেদেন কৃষ্ণচৈতন্য উচ্যতে॥'[৩৭] কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান—পরতত্ত্বসীমা, আর 'চৈতন্য' বলিতে ভক্তিনৈপুণ্য। ভক্তি বা ভগবৎপ্রীতি, তাহার নৈপুণ্য বা পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ হ্লাদিনীসার যে মহাভাব এবং রসরাজ যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—এই উভয়ের একীভূত আবির্ভাব-হেতু 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে উক্ত হয়েন।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদও বলিয়াছেন,—'একীভূতং বপুরবতু বো রাধয়া মাধবস্য'[৩৮]—রাধার সহিত মাধবের একীভূত তনু তোমাদিগকে রক্ষা করুন। অন্যত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিয়াছেন,—"শ্রীগৌরাকৃতিমদনগোপালঃ"[৩৯] 'শ্রিয়া রাধিকায়াঃ কান্ত্যা গৌরাকৃতির্যো মদনগোপালঃ[৪০]—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব হইতেছেন শ্রী অর্থাৎ রাধিকার কান্তিদ্বারা গৌরাকৃতি মদনগোপাল। অন্যত্র বলিয়াছেন—'সাক্ষাদ্রাধা-মধুরিপু-

---

৩৫ চৈ চ ২।৮।২৬৭-২৬৮ ; ৩৬ ২।৮।২৮১ ; ৩৭ শ্রীশ্রীভক্তিচন্দ্রিকা ২৪ পৃষ্ঠা ; 'ভক্তিশব্দেনাত্র ভগবৎপ্রীতিরুচ্যতে'—টীকা শ্রীমদ্ রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী ; ৩৮ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৩ ;

৩৯ ঐ ২৩ ; ৪০ ঐ শ্রীপাদ আনন্দীকৃত রসিকাস্বাদিনী টীকা।

বপুর্ভাতি গৌরাঙ্গচন্দ্রঃ'[৪১] —সাক্ষাৎ শ্রীরাধা ও শ্রীমাধবের একীভূত-তনু শ্রীগৌরাঙ্গ-চন্দ্র শোভা পাইতেছেন। 'গৌরঃ' কোঽপি ব্রজবিরহিণী-ভাবমগ্নশ্চকাস্তি'[৪২] —ব্রজবিরহিণী রাধারাণীর ভাবে মগ্ন কোন এক অনির্ব্বচনীয় গৌরাঙ্গ পুরুষ শোভা পাইতেছেন।

শ্রীসদাশিব কবিরাজ মহাশয় যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণই যে ভাবান্তরিত ও রূপান্তরিত হইয়া শ্রীশচীনন্দনরূপে অবতীর্ণ তাহা শ্রীশচীনন্দন-বিলক্ষণ-চতুর্দ্দশকে চতুর্দ্দশটি শ্লোকের দ্বারাই সনিপুণভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। 'দধাবরুণমম্বরং পরিজহার পীতাংশুকং স্বুবর্ণমুরলীং জহাবকৃতবংশদণ্ডগ্রহম্। স্থিতোঽসিতকলেবরঃ কনকগৌরদেহোঽভবদ্ বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ'॥'[৪৩] পীতবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কাষায় বস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, স্বর্ণ মুরলীত্যাগ করিয়া বংশদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। নিত্যকৃষ্ণবর্ণ দেহযুক্ত হইয়াও স্বুবর্ণগৌরাঙ্গ হইয়াছেন। যশোদানন্দন এইরূপ শচীনন্দনরূপে লীলাবৈশিষ্ট্যে বিহার করিতেছেন। 'চুচুম্ব পরিরভ্য যো ব্রজবধূসহস্রং পুরা সুধাংশু-রুচিরাটবী-রচিত-রাস-চক্রোৎসব। অহো! নয়ন-গোচরং ন কুরুতে স নারীজনং বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ॥'[৪৪] শারদোৎফুল্লরাকেশ-কররঞ্জিত মনোরম শ্রীবৃন্দাবনে রচিত-রাসমণ্ডলোৎসবে যে শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরযুগে অসংখ্য ব্রজ-গোপীকে দৃঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাদের অধর-সুধা পান করিয়াছিলেন, অহো! সেই শ্রীকৃষ্ণই শচীনন্দনরূপে স্ত্রীলোকমাত্রকে নয়নগোচর করিতেছেন না। শ্রীনরহরি-ঠাকুরও শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতে এই কথাই বলিয়াছেন—'রাধা' এই মোহন নাম ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণকে শৃঙ্গারসম্পত্তিসমূহের দ্বারা ক্রীতদাসের ন্যায় ক্রয় করিয়াছেন, কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্ব্বাবতারের শক্তিপ্রকাশে সমর্থ হইয়াও এবং সর্ব্বাবতারের পরিকরগণের সহিত যুক্ত থাকিয়াও বাহে রাধার সঙ্গ (সম্ভোগ-ভাব) প্রকাশ করেন নাই। তিনি কৌপীনধারী, দীনবেশ ও সন্ন্যাসাশ্রমালঙ্কৃত

---

৪১ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১০৯; ৪২ ঐ ১০৮; ৪৩ শ্রীশচীনন্দন-বিলক্ষণ-চতুর্দ্দশকম্ ৩য় শ্লোক; ৪৪ ঐ ১১শ শ্লোক।

হইয়া কেবল প্রেমধারার দ্বারাই সকলের চিত্ত শোধন করিয়া সকলকে প্রেমসিন্ধুতে নিমজ্জিত করিয়াছেন।[৪৫]

শ্রীশ্রীগৌরপরিকর শ্রীশ্রীনাথচক্রবর্ত্তিপাদ তৎকৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষায় শ্রীকুন্তী-দেবীর (ভা ১।৮।৩৫) এবং শ্রীশুকদেবের (ভা ৯।২৪।৬১) উক্তির একবাক্যতা দ্বারা দ্বাপরের শেষে অবতীর্ণ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই যে কলির সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ পরতত্ত্বসীমা তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীরাধার ঋণ পরিশোধার্থ (ভা ১০।৩২।২২) কৃষ্ণের গৌররূপে আবির্ভাব—ইহাই মহাজনগণের কথিত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। সুতরাং পরতত্ত্বসীমা অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনই কলিতে আবির্ভাব-বিশেষে শ্রীশচীনন্দনরূপে অবতীর্ণ—'ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই'।[৪৬]

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ ক্রমসন্দর্ভে ও তত্ত্বসন্দর্ভীয় সর্ব্বসম্বাদিনীর প্রারম্ভে শ্রীমদ্ভাগবতের 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং' শ্লোকের ব্যাখ্যায় বহু নিত্যসিদ্ধ পরমমুক্ত পুরুষ যে তাঁহার অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌররূপ অন্তঃসাক্ষাৎকার ও বহিঃসাক্ষাৎকারের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্যবর শ্রীলোচনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে বলিয়াছেন,—'বৈবস্বত মন্বন্তরে শ্যাম গৌর হঞা। দ্বাপরে পূজা, কলি কীর্ত্তন করিয়া॥ রাধার বরণে অঙ্গ গৌর-অঙ্গ হঞা। **রাধিকার ভাবরস অন্তরে** করিয়া॥ **সেই ভাবে কান্দে এই রসিকশেখর**॥ বিকসিত পুলক-কদম্ব-কলেবর॥ * * আপনেই কৃষ্ণ—কৃষ্ণ বুঝায়ে সভারে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তেঞি বলিয়ে ইহারে'॥[৪৭]

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় গাহিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, রতিমতিভাবে সেব', প্রেম-কলপতরু-দাতা-
ব্রজরাজনন্দন, রাধিকাজীবন-ধন, অপরূপ এই সব কথা॥

---

৪৫ শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্ ১০-১১ অনুচ্ছেদ, ৩৫-৩৭ পৃষ্ঠা (শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রকাশিত সংস্করণ); ৪৬ শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা; ৪৭ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল—শ্রীঅতুল কৃষ্ণ গোস্বামি সম্পাদিত বঙ্গবাসী সং ৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা ও ১৪২ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপে অবতরি, রাধাভাব অঙ্গীকরি, তাঁর কান্তি অঙ্গের ভূষণ।
তিন বাঞ্ছা অভিলাষী, শচীগর্ভে পরকাশি, সঙ্গে লঞা পারিষদগণ॥
গৌরহরি অবতরি, প্রেমের বাদর করি, সাধিলা মনের নিজ কাজ।
রাধিকার প্রাণপতি, কিভাবে কান্দয়ে নিতি, ইহা বুঝে ভকত-সমাঝ॥

পরতত্ত্বসীমা যেমন কৃষ্ণ তেমনি গৌর

অতএব 'অধুনা, (কলির প্রথম সন্ধ্যায়) প্রকটিত শ্রীগৌর হইতেছেন—পূর্ব্ববর্ত্তী (দ্বাপরের শেষে) ব্রজলীলাপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ। ব্যবহারিক জগতের পূর্ব্বাপর কালের পরিচয়েই 'অধুনা', 'পুরা' ইত্যাদি উক্তি। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে বীজাঙ্কুর-ন্যায়ে অর্থাৎ বৃক্ষ পূর্ব্বে কি বীজ পূর্ব্বে ইহার যেমন নির্ণয় হয় না, তেমনি নিত্য শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরলীলার পূর্ব্বাপর নির্ণীত হইতে পারে না। সুতরাং 'উভয়ের মধ্যে কাহা হইতে কে'—এই প্রশ্নই উঠে না। এক হইতে আর—ইহা হইলেই,—স্বয়ংরূপতার হানি হয়; আবার স্বয়ংরূপও দুই নহে। অতএব, পরতত্ত্বের সীমা—যেমন শ্রীকৃষ্ণ, তেমনি শ্রীগৌর। এখানে তত্ত্বতঃ কোন ভেদই নাই। কেবল ভাবভেদে প্রতিভাত হওয়াকেই '**আবির্ভাববিশেষ**' বলা হয়। এই হিসাবে **শ্রীগৌর যেমন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাববিশেষ, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরের আবির্ভাববিশেষ** হইতেছেন। **কিন্তু কৃষ্ণ হইতে যেমন গৌর নহেন, তেমনি গৌর হইতেও কৃষ্ণ নহেন; কৃষ্ণই গৌর এবং গৌরই কৃষ্ণ;** সুতরাং "আবির্ভাববিশেষে" **তত্ত্বতঃ উভয়েই এক পরতত্ত্বসীমা বা স্বয়ং ভগবান। উভয় আবির্ভাবই অন্যান্যাপেক্ষ্য।**

তবে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা **ভাবান্তরিত শ্রীগৌর-আবির্ভাববিশেষে কৃপাধিক্য-বৈশিষ্ট্য ও আস্বাদনবিশেষ** অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যেমন **শ্রীনামী** ও শ্রীনাম তত্ত্বতঃ সম্পূর্ণ অভিন্ন হইয়াও '**পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং**' বলা **হয়,** তদ্রূপ তত্ত্বতঃ উভয় আবির্ভাব অভিন্ন হইলেও ভাববৈশিষ্ট্যে শ্রীগৌরাবির্ভাবে, কৃপাবৈশিষ্ট্য ও আস্বাদনবৈশিষ্ট্য বিশেষরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ক্ব সা নিরঙ্কুশকৃপা ক্ব তদ্বৈভবমদ্ভুতম্ ।
ক্ব সা বৎসলতা শৌরে যাদৃক্ গৌরে তবাত্মনি ॥[৪৮]

হে শূরবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ ! তোমার গৌরাঙ্গস্বরূপে যেরূপ অহৈতুকী কৃপা, সেইরূপ কৃপার নিদর্শন আর কোথায় ? সেইরূপ চমৎকারক বৈভবই বা আর কোথায় ? সেইরূপ ভক্তবাৎসল্যই বা আর কোথায় ?

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যাষ্টকে বলিতেছেন—

ন যৎ কথমপি শ্রুতাবুপনিষদ্ভিরপ্যাহিতং ।
স্বয়ঞ্চ বিবৃতং ন যদ্গুরুতরাবতারান্তরে ॥
ক্ষিপন্নসি রসাম্বুধে তদিহ ভক্তিরত্নং ক্ষিতৌ ।
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্[৪৯] ॥

যাহা বেদে, বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ-সমূহে ভক্তিস্বরূপ-প্রকাশক কোন প্রকারেই বর্ণিত হয় নাই (যদিও শ্রুতিতে স্থানে স্থানে ভক্তির কথা সূত্রাকারে উক্ত হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃ মুদ্রিতাবস্থায়ই রহিয়াছে—শ্রীবলদেব), সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণাবতারেও শ্রীরাধাপ্রেম-মাধুর্য্যসীমার কথা এইরূপভাবে এবং শ্রীকপিল-শ্রীব্যাসাদি অবতারেও তাহা এইরূপ বিবৃত হয় নাই। হে রসসাগর ! তুমি সেই ভক্তিরত্নকে এই পৃথিবীতে ধান্যরাশির ন্যায় যথাতথা অনবরত নিঃক্ষেপ করিতেছ।

অতএব পরতত্ত্বসীমা শ্রীকৃষ্ণ হইতেও শ্রীগৌরে ঔদার্য্যসীমা পরিব্যক্ত হইয়াছে।

---

৪৮ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৫৬ ; ৪৯ শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্ ৩।৩।

তটস্থ ও স্বরূপলক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা নিত্যসিদ্ধ

অসুরগণকেও মুক্তিপ্রদান, স্বীয় ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যাদি বৈভবে সকল ভগবৎস্বরূপকে অতিক্রমণ এবং পরমাদ্ভুত স্ব-প্রেম-মহাসুখপর্য্যন্ত বিতরণ—এই তটস্থ (কার্য্যগত) লক্ষণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

স্বয়ং অখিলরসের (শান্তাদি দ্বাদশ রস বা সর্ব্বরসের) পরমানন্দঘনমূর্ত্তি (বাল্যাদি বিবিধ প্রকাশ থাকিলেও কিশোরস্বরূপই ধর্ম্ম [নিখিলগুণোৎকর্ষবিকাশী], তন্মধ্যে আবার মধুররসবিশেষ-বৈশিষ্ট্যে পরিকর-বৈশিষ্ট্যে তাঁহার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের বিকাশ, যাহা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সেই স্বরূপ-(আকৃতি-প্রকৃতি-গত) লক্ষণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা স্বতঃসিদ্ধভাবেই প্রকাশমান।*

যত যত নায়ক, অবতারাদি নিত্যধামে নিজ নিজ লোকে বা প্রপঞ্চে স্বয়ং বা পরিকর-সম্বন্ধে স্ব স্ব গুণাবলীর প্রকটনকারী আছেন, তাঁহাদের অপেক্ষাও যিনি ক্রমশঃ উৎকর্ষাবিষ্কারে দ্বারকাদিতে পূর্ণরূপে, মথুরাদিতে পূর্ণতর-রূপে এবং গোকুলে পূর্ণতমরূপে প্রকাশিত হইয়া নিত্য বিরাজমান, তাঁহারই স্বয়ংভগবত্তা শ্রীমদ্ভাগবতের পরিভাষা-বাক্যে নির্ণীত হইয়াছে।†

স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণে বস্তুজ্ঞান

আকৃতি প্রকৃতি এই—স্বরূপ-লক্ষণ।
কার্য্যদ্বারায় জ্ঞান এই—তটস্থ-লক্ষণ॥
অবতার-কালে হয় জগতে গোচর।
এই দুই লক্ষণে কেহ জানয়ে ঈশ্বর॥৩

বস্তুমাত্রেরই বিশেষ আকৃতি ও বিশেষ প্রকৃতি (স্বভাব) এবং বিশেষ কার্য্যের দ্বারা সেই বস্তুবিষয়ে জ্ঞান লাভ হয়। যেরূপ সূর্য্যের তেজোময়াদি আকার ও তাপকর স্বভাবের দ্বারা এবং আলোকদানরূপ কার্য্যের দ্বারা সূর্য্যকে জানা যায়।

---

* শ্রীজীবপাদের শ্রীদুর্গমসঙ্গমনী ১।১।১ ভাবাবলম্বনে; † শ্রীমুকুন্দগোস্বামিপাদের অর্থরত্নাল্প-দীপিকার ১।১।১ ভাবানুসরণে; ৩ চৈ চ ২।২০।৩৫৫, ৩৬১।

কিন্তু অন্ধ ব্যক্তি বা লৌহযবনিকার অন্তরালে অবস্থিত ব্যক্তি কিংবা স্বভাবতঃ সূর্য্যালোকাসহিষ্ণু পেচকাদি প্রাণীবিশেষ সূর্য্যের সেই অসাধারণ স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ থাকা সত্ত্বেও সূর্য্যদর্শনের সাক্ষাৎ জ্ঞান-লাভ এবং তজ্জনিত আনন্দের অনুভব করিতে পারে না—ব্যতিরেকভাবে সূর্য্যের তাপাদি-মাত্র অনুভব করে। নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ স্বতঃসিদ্ধভাবে এবং ভগবৎ-কৃপাশক্তি-সঞ্চারিত জনগণ তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হৃদয়ে স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণের দ্বারা পরতত্ত্ব-বিষয়ক সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ এবং আনন্দানুভব করেন। পরতত্ত্ব যখন স্বয়ং স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ (প্রকটিত) হয়েন, তখন উক্ত দুই লক্ষণে কেহ(ভগবদনুগৃহীত ব্যক্তিমাত্র) পরমেশ্বরকে জানিতে পারেন।

কলিযুগাবতারীর স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ

শ্রীমদ্ভাগবতে[৪] বৈবস্বতমন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপরের অব্যবহিত পরের কলিতে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষের যে স্বরূপলক্ষণ ('কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্') এবং তটস্থ লক্ষণ ('যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ') উক্ত হইয়াছে, তাহাতে পীতবর্ণ হইতেছে স্বরূপলক্ষণ আর নামসঙ্কীর্ত্তন-প্রেমদানরূপ কার্য্য তটস্থ লক্ষণ। শ্রীমহাভারতেও 'সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গঃ'[৫] ইত্যাদি বাক্যে কৃষ্ণের তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণের কথা শ্রুত হয়।

'সনাতন কহে—যাতে ঈশ্বরলক্ষণ।
পীতবর্ণ, কার্য্য—প্রেমদান-সঙ্কীর্ত্তন॥
কলিকালে সে-ই '**কৃষ্ণাবতার**' নিশ্চয়'।[৬]

নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবতকোটি বহিঃসাক্ষাৎকার (বাহিরে প্রত্যক্ষদর্শন) এবং অন্তঃসাক্ষাৎকার (অন্তরে প্রত্যক্ষানুভব) দ্বারা যাঁহাকে পরতত্ত্বসীমা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, স্বয়ং ভগবত্তাই যাঁহার নিজস্বরূপ, যে স্বয়ংভগবদ্বিগ্রহের শ্রীচরণকমল হইতে অন্যত্র অলভ্যা প্রেমপীযূষবাহিনী সুরধুনী-সহস্র-ধারা তাঁহার নিজ অবতার প্রকটনে প্রচারিত হইয়াছে, যিনি স্ব-সম্প্রদায়-সহস্রের অধিদেবতা,

---

৪ ভা ১১।৫।৩২ ; ৫ অনুশাসন, দানধর্ম্ম ১২৭।৯২ ও ৭৫ (সিদ্ধান্তবাগীশ-সং) ;
৬ চৈ চ ২।২০।৩৬২-৩৬৩ ;

সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নামক শ্রীভগবানকেই শ্রীমদ্ভাগবত এই কলিযুগে নাম-সংকীর্ত্তন-পরায়ণ বৈষ্ণবজনের পরমোপাস্যরূপে নির্ণয় করিয়াছেন।[৭]

শ্রীচৈতন্যের নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবত-পার্ষদকোটি যেরূপ বাহিরের প্রত্যক্ষ দর্শনে ও অন্তরের সমাধিতে মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহার প্রত্যক্ষদর্শনোদ্ভাসিত জনতাও স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণে তাঁহার স্বয়ং-ভগবত্তার উপলব্ধি করিয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবনে যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন—

'কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবেন কলিকালে ? নিজ-ভ্রমে মূর্খ লোক করে কোলাহলে।'[৮] তখন জনতার হৃদয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু যাহা স্ফূর্ত্তি করাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা মুখে প্রকাশ করিয়া শ্রীচৈতন্যকে বলিয়াছিলেন—'বৃন্দাবনে হইলা তুমি কৃষ্ণ-অবতার। তোমা দেখি' সর্ব্বলোক হইল নিস্তার॥ আকৃত্যে তোমারে দেখি ব্রজেন্দ্রনন্দন। দেহ-কান্তি পীতাম্বর কৈল আচ্ছাদন॥ মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধে, তবু না লুকায়। ঈশ্বর-স্বভাব তোমার ঢাকা নাহি যায়॥ অলৌকিক প্রকৃতি তোমার—বুদ্ধি-অগোচর। তোমা দেখি কৃষ্ণপ্রেমে জগৎ পাগল॥ স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধ আর চণ্ডাল, যবন। যেই তোমার একবার পায় দরশন॥ কৃষ্ণ নাম লয়, নাচে হঞা উন্মত্ত। আচার্য্য হইল সেই, তারিল জগৎ॥ দর্শনের কার্য্য আছুক, যে তোমার নাম শুনে। সেই কৃষ্ণ-প্রেমে মত্ত, তারে' ত্রিভুবনে॥ তোমার নাম শুনি হয় শ্বপচ পাবন। অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কথন॥ এই মত মহিমা—তোমার তটস্থ-লক্ষণ। **স্বরূপ-লক্ষণে তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন**'॥[৯]

শ্রীবৃন্দাবনের জনসাধারণের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আকৃতি বা প্রত্যক্ষরূপ দর্শনেই তিনি যে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষ, অন্য কেহ নহেন, এই উপলব্ধি হইয়াছিল।

পরতত্ত্ব-বিষয়ক স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ উভয়ই হইবে অসাধারণ। প্রদীপের বা জোনাকীপোকার তেজোময়াদি আকার এবং আলোকদানরূপ যে ধর্ম্ম দেখা যায়, তাহা সূর্য্যের ন্যায় অন্যনিরপেক্ষ ও অসাধারণ নহে। শক্ত্যাবিষ্ট যুগাবতার এবং সিদ্ধ-

৭ শ্রীসর্ব্বসম্বাদিনীর উপক্রম ; ৮ চৈ চ ২।১৮।১০১ ; ৯ ঐ ২।১৮।১১০, ১১৮—১২৬।

মহাপুরুষগণের মধ্যেও পীতবর্ণ, দীর্ঘাকার, সন্ন্যাস, ভগবন্নিষ্ঠাদি আকৃতি-প্রকৃতিগত লক্ষণ এবং হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনাদি কার্য্য দেখা যায়; কিন্তু তাহা অন্যনিরপেক্ষ ও অসাধারণ নহে।

আকৃতি-গত অসাধারণ লক্ষণ

শ্রীশচীমাতার ক্রোড়শায়ী শ্রীগৌরাঙ্গের হস্তপদ-চিহ্ন দেখিয়াই জ্যোতির্ব্বিৎ-প্রবর শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী বলিয়াছিলেন,—'নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত-চরণ। এই শিশু সব লোকের করিবে তারণ॥'[১০] শ্রীনারায়ণের চিহ্ন-সমূহ জীবতত্ত্বে বা কোনও শক্তিতত্ত্বে থাকে না। ইহা ভগবানের আকৃতিগত একটি অসাধারণ লক্ষণ।

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—সত্যযুগে দেবমনুষ্যাদির দেহের বিস্তার ও উচ্চতা তুল্য-রূপ হয়—'পরিণাহোচ্ছ্রয়ে তুল্যা জায়ন্তে হ **কৃতে যুগে**।'[১১] 'সংহৃত্যাজানুবাহুশ্চ দৈবতৈরভিপূজ্যতে'।[১২] আজানুলম্বিতবাহু মানব দেবতাবৃন্দেরও পূজনীয়।

'প্রসারিত-ভুজস্যেহ মধ্যমাগ্রদ্বয়ান্তরম্। উচ্ছ্রায়েণ সমং যস্য ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলঃ॥'[১৩] ভুজদ্বয় প্রসারিত করিলে যাহার মধ্যমাঙ্গুলি-দ্বয়ের শেষসীমা উচ্চতার (দৈর্ঘ্যের) সহিত সমান হয়, তাহার নাম 'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল'। দুই বাহু বিস্তারিত করিলে যে পরিমাণ হয়, তাহাকে 'ব্যাম' বলে। 'পরিমণ্ডল' শব্দের অর্থ বিস্তার বা বিশালতা। অতএব যাঁহার আকার দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান এবং নিজের হাতের চারি হাত, তিনি 'ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল' নামে খ্যাত। 'দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাথে। চারিহস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে॥ ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল হয় তাঁর নাম। ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডলতনু চৈতন্যগুণধাম'॥[১৪] লোকপিতামহ সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীব্রহ্মা পর্য্যন্ত 'সপ্তবিতস্তিকায়ঃ'[১৫] নিজের হাতের সাত বিঘত অর্থাৎ সাড়ে তিন হাত। ত্রেতায় নরলীল ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এবং দ্বাপরে নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে নিজের হাতের চারিহাত বা সাড়ে চারিহাত ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডলতনুরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন।

---

১০ চৈ চ ১।১৪।১৬; ১১ মৎস্যপুরাণ ১৪৫ অধ্যায় ৭ম শ্লোক, বঙ্গবাসী-সং; ১২ ঐ ১৪৫।১১; ১৩ অগ্নিপুরাণ ২৪৩।২২ (বঙ্গবাসী) এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ২।৮।৩৬; ১৪ চৈ চ ১।৩।৪২-৪৩; ১৫ ভা ১০।১৪।১১।

কলিতে শ্রীচৈতন্য ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলতনু ও আজানুলম্বিতভুজরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা প্রত্যক্ষদর্শিগণের বাক্য হইতে প্রমাণিত হয়।

নরাকৃতি পরব্রহ্ম স্বরূপেই নরবপু—স্বয়ংরূপে তিনি নিত্যই নরাকৃতি। সুতরাং তাঁহার সেই নরাকৃতি—সেই ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলস্বরূপ আগন্তুক বা সাময়িক নহে। ইহা তাঁহার অসাধারণ মাধুর্য্য। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ তৎকৃত 'শ্রীচৈতন্যাষ্টকে' বলিয়াছেন,—'শ্রীশচীসুত—চৈতন্যাকৃতি'। তাঁহার আকৃতি চৈতন্য, কেবল স্বরূপে চৈতন্য নহেন, আকারেই চৈতন্য। তাঁহার আকৃতি বা শ্রীবিগ্রহ—ভাব ও রসময় বলিয়া তাহা সাক্ষাৎচৈতন্যস্বরূপ। অতএব আকৃতিতে তিনি অনন্যসাধারণ। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম—নিরাকৃতি চৈতন্যস্বরূপ। কিন্তু **শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ—নরাকৃতি পরব্রহ্মচৈতন্য-স্বরূপ। স্বরূপেই স্বয়ংরূপেই 'নরাকৃতি-চৈতন্যস্বরূপ'।**

বর্ণগত অসাধারণ লক্ষণ

ভগবত্তত্ত্বের স্বরূপানুবন্ধী ভাব ও রসের জ্ঞাপক যে বর্ণ তাহা যেরূপ স্বরূপসিদ্ধ তেমনি অসাধারণ। শ্রীভরতমুনি-প্রমুখ আলঙ্কারিক আচার্য্যগণ বলেন, শৃঙ্গার রসের দেবতা—বিষ্ণু এবং বর্ণ—শ্যাম। 'শ্যামো ভবতি শৃঙ্গারঃ' 'শৃঙ্গারো বিষ্ণুদৈবত্যোঃ' [১৬] নিখিল বিষ্ণুস্বরূপই শ্যামবর্ণ, বিষ্ণুপরতত্ত্ব শৃঙ্গাররসরাজ-মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ—নবঘনশ্যাম। শ্রীভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রে বীর-রসের বর্ণ 'গৌর' এবং অদ্ভুত রসের বর্ণ 'পীত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন[১৭]। শ্রীরূপগোস্বামি-পাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে[১৮] বীররসের বর্ণ 'গৌর' বলিয়াছেন বটে, কিন্তু পীতবর্ণের কোন উল্লেখ করেন নাই। পীতস্থানে অদ্ভুতরসের বর্ণ পিঙ্গল বলিয়াছেন। পাণিনি-সূত্রানুসারে* 'পিঙ্গো বর্ণোঽস্যাস্তীতি পিঙ্গ ইতি ল চ=পিঙ্গলঃ'। 'পিঙ্গো দীপশিখাভঃ স্যাৎ'—অমরটীকা-ভরত। হেমচন্দ্রের নাম-মালাতে 'পিঙ্গল' শব্দের পর্য্যায় শব্দরূপে 'কনকপিঙ্গল' শব্দ দৃষ্ট হয়। দীপশিখাভ বর্ণকে 'পিঙ্গ' বর্ণ বলে। সেই বর্ণযুক্ত বস্তুই পিঙ্গল। দীপশিখার

---

১৬ ভরতনাট্যশাস্ত্র ৬।৪৩ ও ৬।৪৫ ; ১৭ ঐ ৬।৪৪ ;
১৮ ভ র সি ২।৫।১১৮-১১৯ ; * পাণিনি ৫।২।৯৭।

মহাপুরুষগণের মধ্যেও পীতবর্ণ, দীর্ঘাকার, সন্ন্যাস, ভগবন্নিষ্ঠাদি আকৃতি-প্রকৃতিগত লক্ষণ এবং হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনাদি কার্য্য দেখা যায়; কিন্তু তাহা অন্যনিরপেক্ষ ও অসাধারণ নহে।

আকৃতি-গত অসাধারণ লক্ষণ

শ্রীশচীমাতার ক্রোড়শায়ী শ্রীগৌরাঙ্গের হস্তপদ-চিহ্ন দেখিয়াই জ্যোতির্বিৎ-প্রবর শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী বলিয়াছিলেন,—'নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত-চরণ। এই শিশু সব লোকের করিবে তারণ॥'[১০] শ্রীনারায়ণের চিহ্ন-সমূহ জীবতত্ত্বে বা কোনও শক্তিতত্ত্বে থাকে না। ইহা ভগবানের আকৃতিগত একটি অসাধারণ লক্ষণ।

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—সত্যযুগে দেবমনুষ্যাদির দেহের বিস্তার ও উচ্চতা তুল্য-রূপ হয়—'পরিণাহোচ্ছ্রয়ে তুল্যা জায়ন্তে হ **কৃতে যুগে**।'[১১] 'সংহৃত্যাজানুবাহুশ্চ দৈবতৈরভিপূজ্যতে'।[১২] আজানুলম্বিতবাহু মানব দেবতাবৃন্দেরও পূজনীয়।

'প্রসারিত-ভুজস্যেহ মধ্যমাগ্রদ্বয়ান্তরম্। উচ্ছ্রায়েণ সমং যস্য ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলঃ॥'[১৩] ভুজদ্বয় প্রসারিত করিলে যাহার মধ্যমাঙ্গুলি-দ্বয়ের শেষসীমা উচ্চতার (দৈর্ঘ্যের) সহিত সমান হয়, তাহার নাম 'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল'। দুই বাহু বিস্তারিত করিলে যে পরিমাণ হয়, তাহাকে 'ব্যাম' বলে। 'পরিমণ্ডল' শব্দের অর্থ বিস্তার বা বিশালতা। অতএব যাঁহার আকার দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান এবং নিজের হাতের চারি হাত, তিনি 'ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল' নামে খ্যাত। 'দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাথে। চারিহস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে॥ ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল হয় তাঁর নাম। ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডলতনু চৈতন্যগুণধাম'॥[১৪] লোকপিতামহ সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীব্রহ্মা পর্য্যন্ত 'সপ্তবিতস্তিকায়ঃ'[১৫] নিজের হাতের সাত বিঘত অর্থাৎ সাড়ে তিন হাত। ত্রেতায় নরলীল ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এবং দ্বাপরে নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে নিজের হাতের চারিহাত বা সাড়ে চারিহাত ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডলতনুরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন।

---

১০ চৈ চ ১।১৪।১৬; ১১ মৎস্যপুরাণ ১৪৫ অধ্যায় ৭ম শ্লোক, বঙ্গবাসী-সং; ১২ ঐ ১৪৫।১১; ১৩ অগ্নিপুরাণ ২৪৩।২২ (বঙ্গবাসী) এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ২।৮।৩৬; ১৪ চৈ চ ১।৩।৪২-৪৩; ১৫ ভা ১০।১৪।১১।

অভ্যন্তরে নীল ও উপরে পীত আভা থাকে। এজন্য পীতের আভাযুক্ত গাঢ় নীলকে 'পিঙ্গল' বলা হয়। 'কনকপিঙ্গল' শব্দটি যখন পিঙ্গলের পর্য্যায় শব্দ, তখন যে বর্ণের অভ্যন্তরে গাঢ় নীলবর্ণ এবং বাহিরে স্বর্ণের মত পীত বর্ণ আছে, তাহারই নির্দ্দেশ করিতেছে। ভরতমুনি-কথিত 'পীত' স্থানে অদ্ভুত রসের বর্ণ 'পিঙ্গল' বলিয়া শ্রীরূপ-পাদের শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে দৃষ্ট হয়।

শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ অখিলরসামৃতসিন্ধু, তাঁহার স্বরূপশক্তি মাদনাখ্যমহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাও তদ্রূপ অখিলভাবামৃতসিন্ধু। সেই শ্রীরাধার স্বরূপানুবন্ধী মহাভাব ও শ্রীরাধার স্বরূপসিদ্ধ স্বর্ণকান্তিতে রসরাজের নবঘনশ্যাম-কান্তিও আবৃত হয়—মহাভাবের এমনই অদ্ভুত প্রভাব! আবৃত ও আবরকের মধ্যে আবরকেরই প্রাধান্য। রসরাজ স্বরূপটি মাদনাখ্যমহাভাবের দ্বারা আবৃত হওয়ায় সেই মহাভাবের ও তাহার বর্ণ টিই প্রধান হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ এইভাবে প্রেয়সীর ভাব ও বর্ণের দ্বারা আবৃত (ছন্ন) হইয়া শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষ শ্রীগৌরহরিরূপে নিত্য প্রকাশিত আছেন। শ্রীলোচন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে বলেন,—'কলি পীত সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম শাস্ত্রে কহে'।[১৯] শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-ধৃত[২০] 'শুক্লো রক্তস্তথা পীতঃ'[২১] শ্লোকের টীকায় নামসঙ্কীর্ত্তনের বর্ণ 'পীত' বলিয়াছেন—'শুক্লো নাম ধ্যানধর্ম্ম-রক্তবর্ণ-যজ্ঞধর্ম্ম-নামসঙ্কীর্ত্তন-গৌরবর্ণঃ'। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, ভরতমুনি অদ্ভুতরসের বর্ণ 'পীত' বলিয়াছেন—'পীতশ্চৈবাদ্ভুতঃ স্মৃতঃ'[২২]। অতএব শ্রীগৌরহরির পীতবর্ণটি সর্ব্বতোভাবে অদ্ভুত বা অসাধারণ চমৎকারিতাপূর্ণ রস ও ভাবের (মহাভাবের) দ্যোতক। শ্রুতিতে যিনি "যদা পশ্যঃ পশ্যতে **রুক্মবর্ণং** কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি"[২৩] এই মন্ত্রে উদ্দিষ্ট হইয়াছেন, তিনি 'নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম' হইতে পারেন না। কারণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম—'ব্রহ্মযোনি' নহেন; 'পুরুষ,' 'কর্ত্তা', 'ঈশ', 'রুক্মবর্ণ'ও (স্বর্ণবর্ণযুক্ত) নহেন। তাঁহার দ্রষ্টা নাই, তিনি দর্শনীয় নহেন। 'ব্রহ্ম' শব্দে বেদ, ব্রহ্মা ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বুঝায়। এই তিনেরই কারণ বা

---

১৯ চৈ ম আদিখণ্ড ৫৫ পৃষ্ঠা (বঙ্গবাসী সং); ২০ চৈ চ ১।৩।৩৬ সংখ্যাধৃত; ২১ ভা ১০।৮।১৩; ২২ নাট্যশাস্ত্র ৬।৪৪; ২৩ মুণ্ডক ৩।১।৩।

উৎপত্তিস্থল অথবা প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় শ্রীগীতার শ্রীকৃষ্ণবাক্যানুসারে[২৪] স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরাধা-ভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেই তিনি 'রুক্মবর্ণ' বা 'হেমাঙ্গ'। তাঁহার দর্শনে পুণ্যপাপবিধৌত হইয়া পরম-সাম্য অর্থাৎ প্রেমলাভ হয়—'শ্রীঅঙ্গ, শ্রীমুখ যেই করে দরশন। তার পাপক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন'॥ [২৫] স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌররূপে স্বনামামৃতসেবী হইয়া যে নাম-প্রেমরস আস্বাদন করেন, সেই নিজ আস্বাদিত নাম ও প্রেম অপরকেও আস্বাদনের অধিকারী করেন। তটস্থা-শক্তিস্থানীয় অণুচৈতন্যজীবও নিত্যসিদ্ধ স্বরূপশক্তির আনুগত্যময় ভাবের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া অপ্রাকৃত মঞ্জরীভাবে যুগলকিশোরের সেবারস আস্বাদন করেন (পরমং সাম্যমুপৈতি)। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপসিদ্ধ পীতবর্ণটি সর্ব্বতোভাবে অসাধারণ।*

নামের অসাধারণত্ব

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপের ন্যায় নামেরও অসাধারণত্ব পরিলক্ষিত হয়। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

প্রথমলীলায় তাঁর 'বিশ্বম্ভর' নাম।
ভক্তিরসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম॥
'ডুভৃঙ' ধাতুর অর্থ—পোষণ ধারণ।
পুষিল ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন॥
শেষ-লীলায় নাম ধরে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।'
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥ [২৬]

'বিশ্বম্ভর' নাম

শ্রীনন্দনন্দন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বভক্তিসম্পত্তি বিতরণ করিবার জন্য কলিতে যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন তাঁহার প্রথমলীলার স্বরূপানুবন্ধী নাম—'বিশ্বম্ভর'। ব্রজ-ভক্তিরস প্রদান করিয়া তিনি ত্রিভুবনকে পোষণ ও ধারণ করিলেন। "প্রভু কহে, আমি 'বিশ্বম্ভর' নাম ধরি। নাম সার্থক হয়—যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি॥" [২৭] ইহাই

---

২৪ গীতা ১৪।২৭; ২৫ চৈ চ ১।৩।৬৩; * শ্রীভক্তিরহস্যকণিকার ছায়া;
২৬ চৈ চ ১।৩।৩২-৩৪; ২৭ ঐ ১।৯।৭।

ভাবী প্রেমযুগের অভ্যুদয়েরও মহাপ্রভুর প্রতিজ্ঞা বা বাণী। অথর্ব্ববেদে 'বিশ্বম্ভর বিশ্বেন মা ভরসা পাহি স্বাহা'[২৮]—মন্ত্রে তাহা উদ্গীত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের নাম-করণ-কালে শ্রীগর্গাচার্য্যপাদ শ্রীযশোদানন্দনের গুণকর্ম্মানুসারে বহু নাম আছে বলিয়াছিলেন।[২৯] শ্রীযশোদানন্দনই যখন শ্রীশচীনন্দনরূপে অবতীর্ণ হইলেন, তখনও তাঁহার গুণকর্ম্মানুসারে বহু নাম প্রকাশিত হইলেন। 'বিশ্বম্ভর', 'সঙ্কীর্ত্তন-পিতা', 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' এই সকল মহাপ্রভুর কর্ম্মানুরূপ (লীলানুরূপ) নাম। শ্রীমহাভারতান্তর্গত শ্রীবিষ্ণুসহস্র-নামে (যানি নামানি **গৌণানি** বিখ্যাতানি মহাত্মনঃ[৩০]) মহাপ্রভুর 'সুবর্ণবর্ণ', 'হেমাঙ্গ', 'বরাঙ্গ' ও 'চন্দনাঙ্গদী'—এই চারিটি আদি লীলার নাম এবং 'সন্ন্যাসকৃৎ', 'শম', 'শান্ত' ও 'নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ'—শেষলীলার (সন্ন্যাসলীলার পরের) নাম। 'মহাপ্রভু', 'মহাবদান্য' 'হীনার্থাধিকসাধক' ইত্যাদি গুণানুরূপ নাম; 'গৌরাঙ্গ' 'গৌরসুন্দর' ইত্যাদি রূপানুরূপ নাম; 'শচীসুত', 'বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ,' 'নিত্যানন্দজীবন', 'গদাধরপ্রাণনাথ', 'নবদ্বীপচন্দ্র' ইত্যাদি পরিকরানুরূপ নাম।

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক পূর্ণ জ্ঞান বা পূর্ণ চেতনা এবং তৎপ্রাপ্তির উপায় শাস্ত্রে নিহিত থাকিলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম মাধুর্য্যস্বরূপ-বিজ্ঞান জগতে প্রবর্ত্তিত হয় না। কারণ শ্রীগীতা[৩১] ও শ্রীমদ্ভাগবত[৩২] শাস্ত্রপ্রমাণে জানা যায়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহই তাঁহার স্বরূপ পূর্ণতমরূপে সর্ব্বতোভাবে বিদিত নহেন এবং আপামর জগৎকেও অপর কেহ তাহা জানাইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবন-লীলায় তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ব্রজ-পরিকরবর্গই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম মাধুর্য্য স্বরূপটি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন, অপরে করেন নাই। কিন্তু বিশেষ কলিতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপশক্তির সহিত একীভূততনু হইয়া প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলে এবং নিজ পূর্ণতম স্বরূপের প্রকৃষ্ট জ্ঞান এবং প্রকৃষ্টরূপে প্রাপ্তির উপায় স্বয়ং

---

২৮ অথর্ব্ববেদ ২।৩।৪।৫; ২৯ ভা ১০।৮।১৫; ৩০ বিষ্ণুসহস্রনাম ১৩; ৩১ গীতা ৭।২৬; ৩২ ভা ১১।২১।৪ ।

আচরণ করিয়া (যাহা শ্রীব্রজলীলায় করেন নাই) প্রদর্শন করিলে আপামর সাধারণের কৃষ্ণবিষয়ক পূর্ণতম জ্ঞান এবং অপরের অদেয় ব্রজপ্রেম লাভ হইল। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' এই স্বরূপানুবন্ধী নামটিই তাঁহার কৃষ্ণস্বরূপের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিলেন।*

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বলিতেছেন—

কৃষ্ণস্বরূপং চৈতন্যং কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞিতঃ।
অতএব মহাবাক্যস্যার্থোঽপি ফলবানিহ॥

কেশবভারতী হি শ্রুতিরেব, তস্যাঃ কেশবস্য ভারতীত্বাৎ যথা (ভা ১১।১৪।৩) 'ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মক' ইতি। অতঃ কেশবভারতী-প্রতিপাদিতং শ্রুতি-প্রতিপাদ্যমেবেতি।[৩৩]

যিনি কৃষ্ণস্বরূপ চৈতন্য, তিনিই 'কৃষ্ণচৈতন্য' নামে কথিত। এই নামে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যটিও জহৎস্বার্থাদি-লক্ষণা ব্যতীতই মুখ্যার্থেই সার্থক হইয়াছে। (অস্মিন্নেব হি ভগবতি যথার্থমভবন্মহাবাক্যম্। মুখ্যার্থতয়া হি তয়া জহৎস্বার্থ-লক্ষণা নাত্র। [৩৪] 'তত্ত্বমসি'—তৎ (সেই ব্রহ্ম) ত্বম্ (তুমি) অসি (হও)। 'তৎ'পদে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-গুণযুক্ত চৈতন্যকে (ব্রহ্মকে) এবং 'ত্বম্' পদে অল্পজ্ঞ চৈতন্যকে (জীবকে) বুঝায়। এজন্য মায়াবাদিগণ 'তৎ' পদের মুখ্যার্থ 'সর্ব্বজ্ঞ চৈতন্য' হইতে এক অংশ 'সর্ব্বজ্ঞ' ত্যাগ করিয়া অপর অংশ 'চৈতন্য' গ্রহণ এবং 'ত্বম্' পদের মুখ্যার্থ 'অল্পজ্ঞ চৈতন্য' হইতে এক অংশ 'অল্পজ্ঞ' বর্জ্জন করিয়া অপর অংশ 'চৈতন্য' গ্রহণপূর্ব্বক জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণা দ্বারা 'তত্ত্বমসি' বাক্যে জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব প্রতিপাদন করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ হওয়ায় তিনি সর্ব্বজ্ঞচৈতন্য। জীবের ন্যায় অল্পজ্ঞ বা অণুচৈতন্য নহেন, কিংবা আবেশাবতারাদির ন্যায় অংশ-চৈতন্যও নহেন—তিনি পূর্ণতম চৈতন্য—শ্রীযুক্তচৈতন্য—সর্ব্বশক্তিমান্ চৈতন্য। অতএব "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য" নামে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যটি লক্ষণা ব্যতীতই একমাত্র মহাপ্রভুতেই সার্থকতামণ্ডিত হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামটি স্বরূপানুবন্ধী অসাধারণ নাম।

---

* শ্রীশ্রীভক্তিরহস্যকণিকার তাৎপর্য্য ; ৩৩ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৪।৪১ ; ৩৪ ঐ ৪।৪০।

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামটি শ্রীকেশবভারতীপাদের মুখে প্রকাশিত মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-লীলা-বাচক নাম। 'কেশব' শব্দে 'কৃষ্ণ'। ''কৃষ্ণ-কেশব! কৃষ্ণ-কেশব!'' ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীমুখ-সঙ্কীর্ত্তিত নাম এবং শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামে[৩৫] 'কেশব' নামটি শ্রীকৃষ্ণের নাম; শ্রীমৎস্যপুরাণেও 'কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ',[৩৬] বাক্যে শ্রীকৃষ্ণই লক্ষিত হইয়াছেন। 'ভারতী'শব্দের অর্থ বাণী। শ্রীকৃষ্ণের বাণীই বেদ—ইহা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি [৩৭] হইতেই জানা যায়। অতএব শ্রীকেশব-ভারতী-প্রকটিত নামটি ছন্ন-লক্ষণে বেদ-প্রতিপাদ্য নাম ব্যতীত আর কিছু নহে।

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর বলিয়াছেন,—

ভক্তীশয়োরভেদেন কৃষ্ণচৈতন্য উচ্যতে।
চৈতন্যং ভক্তিনৈপুণ্যং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
তয়োঃ প্রকাশাদেকত্র কৃষ্ণচৈতন্য উচ্যতে॥ *

ভক্তি ও ভগবত্তত্ত্বের অভেদাবলম্বনেই 'কৃষ্ণচৈতন্য' এই সংজ্ঞা সিদ্ধ হয়।

ভক্তিনিপুণতাই 'চৈতন্য', আর কৃষ্ণ 'স্বয়ং ভগবান'। ভক্তিনৈপুণ্যের ও স্বয়ং ভগত্তার একত্র প্রকাশ হেতু 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম। কৃষ্ণই নিজ ভক্তিতে (জীবজগৎকে) চেতনাদানকারী বলিয়া 'কৃষ্ণচৈতন্য' এইরূপ ব্যুৎপত্তিও এস্থানে অনুসন্ধান করা যাইতে পারে।

শ্রীল নরহরি-শিষ্য শ্রীলোচনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে বলেন,—'আপনেই কৃষ্ণ—কৃষ্ণ বুঝায় সবারে। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' তেঞিঃ বলিয়ে ইহারে॥'

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীগোপালচম্পূর মঙ্গলাচরণে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'শ্রী'শব্দেপরমকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের শ্রেয়সী (শ্রেষ্ঠা)হ্লাদিনীসারসর্ব্বস্বা 'রাধা' এবং 'কৃষ্ণ'শব্দে সর্ব্বাকর্ষক আনন্দঘনবিগ্রহ বুঝায়। সুতরাং 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিতে

৩৫ বিষ্ণুসহস্রনাম ১২১; ৩৬ মৎস্যপুরাণ ৬৯।৮; ৩৭ ভা ১১।১৪।৩।

* শ্রীনরহরিসরকার ঠাকুরের শ্রীমুখচন্দ্রবিনিঃসৃতা ও তদাশ্রিত শ্রীলোকানন্দাচার্য্যসমাহৃতা 'শ্রীশ্রীভক্তিচন্দ্রিকা' ১ম পটল ৩য় শ্লোক শ্রীরাখালানন্দঠাকুর-শাস্ত্রী-কৃত-টীকা ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য (২৪-২৫ পৃষ্ঠা)।

'রাধা'-যুক্ত কৃষ্ণ (মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সমাস)। 'চৈতন্য'শব্দে সর্ব্বপ্রকাশক, সর্ব্বাশ্রয়-স্বরূপ যিনি। অতএব 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'নাম কীর্ত্তনে একাধারে রাধা-সহিত কৃষ্ণের নাম এবং রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের নাম অর্থাৎ শ্রীগৌরের শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরলীলার নাম যুগপৎ কীর্ত্তিত হয়েন। এজন্য শ্রীনামাচার্য্যশ্রীহরিদাস ঠাকুর তাঁহার নির্য্যাণ-লীলা-কালে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামটি উচ্চারণ করেন।

ছন্ন লক্ষণ

স্বয়ং ভগবান পরোক্ষপ্রিয় ('পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষং মম চ প্রিয়ম্')[৩৮] বলিয়া স্বয়ং ভগবৎস্বরূপের নামরূপ-গুণলীলাদি পরোক্ষবাদের আবরণে শ্রুতি-শাস্ত্রাদিতে প্রচ্ছন্ন থাকে। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণাদি যেরূপ ঋগাদি বেদে, ছান্দোগ্যাদি শ্রুতিতে পরোক্ষভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ লীলাদিও শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রে পরোক্ষভাবে উক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্যশ্রুতিতে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের নাম[৩৯] শ্যামসুন্দর কৃষ্ণের নাম[৪০] যাহা পরোক্ষবাদে আবৃত করিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাই শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে অনাবৃতভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি শ্রীরাধার কথা যাহা ঋক্,[৪১] সাম[৪২] ও অথর্ব্ব[৪৩] বেদে, ঋক্‌পরিশিষ্টে, গোপালতাপনীতে,[৪৪] ব্রহ্মসূত্রে,[৪৫] শ্রীমদ্ভাগবতে[৪৬] কোথাও পরোক্ষবাদে, কোথাও কিঞ্চিৎ স্পষ্টভাবে ও কোথাও ব্যঞ্জনাবৃত্তিতে উক্ত হইয়াছে, তাহা শ্রীপদ্মপুরাণ, শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীনারদপঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। আর যিনি কলিতে একমাত্র ছন্নাবতারী-রূপে প্রখ্যাত,[৪৭] যাহাকে শ্রীপাদ করভাজন পরাবস্থ (ষড়ৈশ্বর্য্যবান ভগবত্তার পূর্ণপ্রকাশ) শ্রীরামচন্দ্রের অংশিরূপে —'মহাপুরুষ' (মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ[৪৮]) নামে এবং শ্রীপাদপ্রহ্লাদও পরাবস্থ শ্রীনৃসিংহের অংশিরূপে (অংশ ও অংশীকে অভিন্নভাবে) বর্ণন করিয়াছেন[৪৯] এবং যিনি নিত্যসিদ্ধ স্বরূপেই স্বরূপশক্তির ভাব ও কান্তির দ্বারা ছন্ন হইয়া এই

৩৮ ভা ১১।২১।৩৫; ৩৯ ছা ৩।১৭।৬; ৪০ ঐ ৮।১৩।১; ৪১ ঋকবেদ ১।৩০।৫; ৪২ সামবেদ ১৬০০; ৪৩ অথর্ব্ববেদ ২০।৪৫।২; ৪৪ গো তা উত্তর ৯; ৪৫ ব্র সূ ৩।২।২৪; ৪৬ ভা ১০।৩০।২৮, ২।৪।১৪ ইত্যাদি; ৪৭ ভা ৭।৯।৩৮; ৪৮ শ্বেতাশ্বতর ৩।১২; ৪৯ ভা ৭।৯।৩৮।

বিশেষ কলিযুগে অবতীর্ণ, সেই স্বমেধোগণের সংকীর্ত্তনসদোপাস্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রুতিতে,[৫০] স্মৃতিতে,[৫১] পুরাণে,[৫২] উপপুরাণে[৫৩] ও পঞ্চরাত্রে[৫৪] ছন্নলক্ষণে বর্ণিত হইলেও ক্রমশঃ অনাবৃতভাবে বিদ্বদনুভবে প্রকাশিত হইয়াছেন।

একদিকে ছন্নাবতারীর এইরূপ ছন্নলক্ষণ, অপরদিকে ছন্নলক্ষণযুক্ত এই 'মহা-পুরুষ' হইতে শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁহার স্বরূপশক্তি মাদনাখ্যমহাভাববতী শ্রীরাধার স্বরূপ-বিষয়ক জ্ঞান এবং তদভিন্ন নামবিষয়ক জ্ঞান প্রকৃষ্টভাবে সকলের অনুভব-বেদ্য ও তদ্‌বিষয়ে প্রকৃষ্ট চৈতন্যলাভ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই যে প্রেয়সীর ভাবকান্তির দ্বারা ছন্ন স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, তাহা শ্রীকৃষ্ণলীলার পরিকর মহানুভব-মহদ্‌গণের প্রত্যক্ষানুভবের বিষয় হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস বলিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম—সংসার-ভূষণ ॥
যাঁর মন্ত্রে সকল মূর্ত্তিতে বৈসে প্রাণ।
সেই প্রভু—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র' নাম ॥[৫৫]

শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ বলেন—

জগৎমঙ্গল তাঁর 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম।
নাম, রূপ, গুণ তাঁর, সব—অনুপম ॥[৫৬]

বিদ্বৎশিরোমণি শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য—

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।'
এই ধ্যান, এই জপ, লয় এই নাম ॥[৫৭]

শ্রীনামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর নির্য্যাণ-কালে—

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু' বলেন বার বার।
প্রভুমুখ-মাধুরী পিয়ে, নেত্রে জলধার ॥

---

৫০ মুণ্ডক ৩।১।৩, শ্বেতাশ্ব ৩।১২ ; ৫১ ম ভা অনুশাসনপর্ব্বে দানধর্ম্ম ১২৭ অধ্যায় ৯২ ও ৭৫ শ্লোক হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ-সং ; ৫২ ভা ১১।৫।৩২ ; ৫৩ চৈ চ ১।৩।৮২ ধৃত ; ৫৪ নারদপঞ্চরাত্রে গোপালসহস্রনাম-স্তোত্র ৪।৮।১১৬,১১৭,১৫৪ ইত্যাদি এসিয়াটিক সোসাইটি ১৮৬৫ খ্রীঃ ; ৫৫ চৈ ভা ১।১।৯৪ ও ৩।২।৩০৫ ; ৫৬ চৈ চ ২।১৭।১১৩ ; ৫৭ ঐ ২।৬।২৫৮।

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করিলা উৎক্রামণ॥[৫৮]

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের দৈন্যবোধিকা প্রার্থনায়—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, প্রভু মোর গৌরধাম,
নরোত্তম লইল শরণে॥

'সন্ন্যাস-কৃৎ'-নাম

শ্রীমহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে দানধর্ম্মের অন্তর্গত শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামে যে শ্রীকৃষ্ণের 'সন্ন্যাসকৃৎ' ইত্যাদি নাম তাহারও অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। 'সন্ন্যাসকৃৎ' ইত্যাদি নাম ছন্ন-লক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের ছন্নাবির্ভাব-বিশেষ শ্রীগৌরাঙ্গেরই শেষলীলার অসাধারণ নাম। শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভীষ্মদেব শ্রীবিষ্ণুর নামকীর্ত্তনকেই পরমধর্ম্ম বলিয়াছেন[৫৯]। শ্রীভীষ্মদেব শ্রীবিষ্ণুর গুণলীলাদি-বাচক ঋষিগণ-পরিগীত বিখ্যাত নামাবলী[৬০] কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং উপসংহারে ঐ সকল নাম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপেরই নাম ('কীর্ত্তনীয়স্য কেশবস্য মহাত্মনঃ')[৬১] বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে ঐ সকল নাম শ্রীকৃষ্ণপরই বলিয়াছেন। অতএব 'সন্ন্যাসকৃৎ', 'শম', 'শান্ত', 'নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ'—এই সকল নাম শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেরই নাম।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদেবকীনন্দনরূপে বহুবল্লভ—মহিষীবিলাসী, আর শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন-স্বরূপে —গোপবধূলম্পট। সুতরাং তিনি কখনও সন্ন্যাসী নহেন। তবে কি শ্রীকৃষ্ণের 'সন্ন্যাসকৃৎ' নামটি নিরর্থক? শ্রীভীষ্মদেবের কীর্ত্তিত নিত্যসিদ্ধ লীলাগর্ভ নামটি কখনও নিরর্থক হইতে পারে না। সেই নামটি শ্রীকৃষ্ণেরই নাম—শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষের নাম। সেই শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, শ্রীবিষ্ণুর লীলাবতারের অন্যতম শ্রীদত্তাত্রেয় "যতিবেশ-বিভূষিতঃ[৬২] বলিয়া কথিত হয়েন। শ্রীবুদ্ধদেবও সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ

---

৫৮ চৈ চ ৩।১১।৫৫-৫৬; ৫৯ শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম ৩য় ও ৮ম শ্লোক ৬০ ঐ ১৩শ শ্লোক; ৬১ ঐ ১২১ শ্লোক; ৬২ সং ভা ১।১৩৭ সংখ্যাধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বাক্য।

করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। অতএব শ্রীবিষ্ণুসহস্র-নাম-প্রতিপাদ্য "সন্ন্যাসকৃৎ" নামে বিষ্ণুর প্রসিদ্ধ অবতারগণই ত' লক্ষিত হওয়া অধিক সমীচীন।

উত্তর—শ্রীদত্তাত্রেয় স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে আবির্ভূত হয়েন। তিনি বিষ্ণুর অবতার হইলেও শ্রীবুদ্ধদেবের ন্যায় বেদ-বিরোধী স্বতন্ত্র মত প্রচার করেন। শ্রীদত্তাত্রেয়, শ্রীঋষভদেব ও শ্রীবুদ্ধদেবকে যে সকল বেদানুগশাস্ত্রে শ্রীবিষ্ণুর অবতার বলা হইয়াছে, সেই সকল শাস্ত্রই তাঁহাদিগের দৈত্যমোহনপর শাস্ত্রাদি রচনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন—"যেন শাস্ত্রেণ তস্যেশ্বরত্বং মন্যামহে, তেনৈব তস্য দৈত্যমোহন-শাস্ত্র-কারিত্বেনোক্তত্বাৎ।[৬৩] বিশেষতঃ শ্রীদত্তাত্রেয় বা শ্রীবুদ্ধদেব বেদশাস্ত্রানুসারে সন্ন্যাস বা পরিব্রজ্যা গ্রহণ করেন নাই। এজন্য শ্রীদত্তাত্রেয় 'অবধূত' নামেই কথিত হয়েন। শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীদত্তাত্রেয়কে 'অবধূত' বলিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তৎকৃত শ্রীবিষ্ণুসহস্র-নাম-ভাষ্যে "সন্ন্যাসকৃৎ" শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—'চতুর্থমাশ্রমং কৃতবানিতি সন্ন্যাসকৃৎ'। শ্রীদত্তাত্রেয় বা শ্রীবুদ্ধ বেদবিহিত চতুর্থাশ্রম স্বীকার করেন নাই বা বেদবিহিত চতুর্থাশ্রম রচনাও করেন নাই। আর তাঁহারা 'স্বয়ং ভগবান' নহেন। শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই সন্ন্যাস করিবার কথা উক্ত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার আবির্ভাব-বিশেষে শাস্ত্রোক্ত চতুর্থাশ্রম বা সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা ও পরিব্রাজকের ধর্ম্ম প্রকট করিয়া সর্ব্বতোভাবে সেই আশ্রম-মর্য্যাদা প্রদর্শন ও দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়া সর্ব্বজীবোদ্ধার ও স্ব-নাম-প্রেম প্রচার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষের এই সন্ন্যাস-করণ-লীলাটি সর্ব্বতোভাবে অসাধারণ। ব্রজ-ললনাবিলাসী নাগর স্বয়ং ভগবানের সন্ন্যাসী হওয়াটি যেরূপ অসাধারণ, (কারণ বিলাসী ও সন্ন্যাসী—দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ আর মোক্ষার্থী জীবের জন্যই সন্ন্যাস, নিত্যমুক্তকুলোপাস্য স্বয়ং ভগবানের জন্য সন্ন্যাসধর্ম্ম নহে) সন্ন্যাসী হইয়া মোক্ষধিকারী স্ব-নামপ্রেম আস্বাদন ও বিতরণ-লীলাও তেমনি অসাধারণ। যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে 'সন্ন্যাসকৃৎ' না হইলেও শ্রীশচীনন্দনরূপে আবির্ভাব-বিশেষে তিনিই 'সন্ন্যাসকৃৎ'।

---

৬৩ তত্ত্বসন্দর্ভীয় সর্ব্বসম্বাদিনী (৬ পৃষ্ঠা শ্রীমৎ পুরীদাস-সং)।

ভিক্ষুকের বেশে দাতা কৃষ্ণ

মুমুক্ষু আচার্য্যকোটি বা তটস্থাশক্তিস্থানীয় জীবকোটির সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের ন্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসকরণ-লীলা নহে। তাই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বলিয়াছেন,—"সর্ব্বমিদং প্রতারণমেব। কিন্তু 'সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণঃ 'ইত্যাদি নাম্নাং নিরুক্ত্যর্থমেবৈতৎ'। ৬৪ 'সর্ব্বত্যাগী না হইলে কৃষ্ণভজন হয় না' অথবা 'চঞ্চল মনের দণ্ড বিধানার্থ সন্ন্যাস ও দণ্ডগ্রহণ' ইত্যাদি উক্তি আপনার (মহাপ্রভুর) আত্মগোপনোদ্দেশক ছলমাত্র। (প্রচ্ছন্নলক্ষণযুক্ত সাক্ষাদ্ ভগবৎ-স্বরূপটি যাহাতে প্রকাশিত হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য আবরণ মাত্র)। বস্তুতঃ শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামোক্ত 'সন্ন্যাসকৃৎ' ইত্যাদি নাম সার্থক করিবার জন্যই আপনার সন্ন্যাস-লীলা। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্ন্যাস-করণ, ব্রজ-ললনা-নাগর শ্রীকৃষ্ণের সন্ন্যাস-করণ, একমাত্র স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষের দ্বারা প্রদর্শিত না হইলে শাস্ত্রের "সন্ন্যাসকৃৎ" নামটি অন্যান্য ভগবদবতারের দ্বারা সার্থকতামণ্ডিত হইত না। তাই শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল সদাশিব কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন—'স্বয়ং হি যতিনাং গতির্যতিরভূৎ স্বয়ং লীলয়া। ৬৫

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ 'নামার্থসুধাভিধ'-ভাষ্যে 'সন্ন্যাসকৃৎ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন, 'সন্ন্যাসং পরিব্রজ্যং করোতীতি সন্ন্যাসকৃৎ'— যিনি পরিব্রজ্যা অর্থাৎ ভিক্ষুধর্ম্ম স্বীকার করেন—শ্রীমন্মহাপ্রভুই ভিক্ষুধর্ম্ম স্বীকার করিয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণলীলায় কৃষ্ণনাম-প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। এরূপভাবে আর কোন ভগবৎস্বরূপই স্থাবর-জঙ্গম অরি পর্য্যন্ত আপামর সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়া ভিক্ষুকের বেষে স্ব-নাম-প্রেম মহারত্ন বিতরণ করেন নাই। সুতরাং স্বয়ং ভগবানের এই পরিব্রাজক-লীলাটিও সর্ব্বতোভাবে অসাধারণ।

সন্ন্যাসকরণ-লীলায় অসাধারণ কারুণ্য

শ্রীগৌরহরির সন্ন্যাসকরণ-লীলাটি তাঁহার অসাধারণ স্বরূপানুবন্ধী করুণার পরিচায়ক। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

---

৬৪ শ্রী চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৫।২২; ৬৫ শ্রীশচীনন্দনবিলক্ষণচতুর্দ্দশকম্ ১২।

"পূর্ব্বে যেন জরাসন্ধ-আদি রাজগণ। বেদধর্ম্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন॥ 'কৃষ্ণ' নাহি মানে, তাতে দৈত্য করি মানি। 'চৈতন্য' না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি॥ মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ। এই লাগি **কৃপার্দ্র-প্রভু** করিলা সন্ন্যাস॥ সন্ন্যাসিবুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার। তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ, পাইবে নিস্তার।"[৬৬]

'মোর নিন্দা করে—যে না করে নমস্কার। এ সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার॥ অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব; সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব॥ প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ-ক্ষয়। নির্ম্মল-হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয়॥'[৬৭] 'আর এক বিপ্র আইল কীর্ত্তন দেখিতে। দ্বারে কবাট, না পাইল ভিতরে যাইতে॥ ফিরি গেলা ঘর বিপ্র মনে দুঃখ পাঞা। আর দিন প্রভুরে কহে গঙ্গায় লাগ পাঞা॥ শাপিব তোমারে মুঞি পাইঞাছি মনোদুঃখ। পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ—॥ সংসার-সুখ তোমার হউক বিনাশ। শাপ শুনি প্রভুর চিত্তে হইল উল্লাস॥'[৬৮]

শ্রীমহাভারতের 'শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামো'ক্ত এবং শ্রীনারদপঞ্চরাত্রের 'শ্রীগোপালসহস্র-নামো'ক্ত[৬৯] শ্রীকৃষ্ণের 'সন্ন্যাসকৃৎ'নামটি সার্থকতামণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তদাবির্ভাববিশেষ-স্বরূপের অসাধারণ করুণার পরিচয় প্রদান করিয়া সন্ন্যাস-লীলা আবিষ্কার করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্ * * বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্'[৭০]—এই বাক্যটিও মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-করণ-লীলায় সার্থক হইয়াছে। আর্য্যবাক্য বা ব্রাহ্মণের অভিশাপরূপ স্বেচ্ছাকৃত ছলকে উপলক্ষ্য করিয়া উক্তবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা এবং নিন্দক পাষণ্ডীগণের উদ্ধারের উপায়রূপ হেতুকে উপলক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রমর্য্যাদা-রক্ষা-কল্পে 'কৃপার্দ্র' প্রভু সন্ন্যাস-লীলা আবিষ্কার করিলেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের সন্ন্যাসগ্রহণের হেতু তাঁহার ব্যক্তিগত মোক্ষেচ্ছা এবং উপলক্ষ্য নিজ মৃত্যুচিন্তা, জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের ভবিষ্যৎকথন (অতি অল্পায়ু) ইত্যাদি; শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের সন্ন্যাসহেতু ও উপলক্ষ্য ব্যক্তিগত হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার বিঘ্নের অপসারণ ও পত্নীর দৌরাত্ম্য; শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের

---

৬৬ চৈ চ ১।৮।৮-১১; ৬৭ ঐ ১।১৭।২৬৪-২৬৬; ৬৮ ঐ ১।১৭।৬০-৬১; ৬৯ নারদপঞ্চরাত্র ৪।৮।৪৬; ৭০ ভা ১১।৫।৩৪।

সন্ন্যাসের হেতু ও উপলক্ষ্য মোক্ষস্পৃহা ও গুরুর অনুসন্ধান ইত্যাদি; কিন্তু যিনি স্বয়ং ভগবান, তাঁহার সন্ন্যাসলীলা ঐ জাতীয় 'হেতু' বা 'উপলক্ষ্য'-জাত নহে, তাহা সম্পূর্ণ নির্হেতুক অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ 'সন্ন্যাসকৃৎ'নামের সার্থকতা সম্পাদনার্থ লীলামাত্র।

'কৃপালোরসমর্থস্য দুঃখায়ৈব' অসমর্থ ব্যক্তির কৃপালুতা অধিক দুঃখের কারণ হয়। অসমর্থ জীব বা পরিমিতশক্তি দেবতাদি কিছুটা 'কৃপার্দ্র' হইলেও 'কৃপাময়' হইতে পারেন না। 'ময়ট্' প্রত্যয়টি স্বরূপবাচী। মহাপ্রভু করুণাস্বরূপ—করুণার মূর্ত্তবিগ্রহ—স্বয়ংই কৃপামূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণলীলাকালে প্রভু যে কৃপার পরিচয় দিয়াছেন, শ্রীগৌর-লীলায় তাহা অপেক্ষাও জীবে অধিক অহেতুকী স্বরূপানুবন্ধিনী করুণার পরিচয় তাঁহার 'সন্ন্যাসকৃৎ' নামে ও সন্ন্যাস-লীলার মধ্যে পাওয়া যায়।

শ্রীগৌরহরি এমনই অহৈতুক করুণাসিন্ধু যে—তিনি নিজ-চরণে অপরাধী এমন কি জিঘাংসুকে প্রাণে বিনাশ বা তাহার অঙ্গে অস্ত্রাদির স্পর্শমাত্রও না করাইয়া অপরাধীর অপরাধকেই সমূলে বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসলীলা আবিষ্কার করিলেন। দৈত্যের দেহকে দণ্ডিত না করিয়া স্বয়ংই দণ্ডগ্রহণ-লীলা করিলেন—স্বপ্রাণ-গ্রহণেচ্ছু অপরাধীর অঙ্গে কোনও প্রকার যাতনাদায়ক মারণাস্ত্র প্রয়োগ করিবার পরিবর্ত্তে স্বয়ংই দণ্ড গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে স্বচরণে স্বতঃ প্রণত করাইয়া তাঁহাদের কর্ণপুটে ও রসনায় স্বপ্রাণস্বরূপ পরমানন্দদায়ক হরিনাম-মহামন্ত্রের মধুর স্পর্শদানে তাহাদের পাপবৃত্তি ও অপরাধ চিরতরে সংহার করিয়া পরমানন্দসীমা ব্রজপ্রেমে বিভূষিত করিলেন। অতএব 'দৈত্যারি' নাম হইতেও 'সন্ন্যাসকৃৎ' নামটি অধিক কারুণ্যলীলা-বাচক নাম। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে তিনি পূতনাকে দেহত্যাগের পর ধাত্রীগতি, জরাব্যাধকে সশরীরে বৈকুণ্ঠগতি ইত্যাদি দান করিয়াছিলেন; সেই শ্রীকৃষ্ণই কলিতে আবির্ভাব-বিশেষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপে স্বীয় প্রাণঘাতনেচ্ছু সশিষ্য বৌদ্ধাচার্য্য প্রভৃতিকে যথাবস্থিত দেহে স্বপ্রাণ-স্বরূপ কৃষ্ণনামপ্রেমমহারত্ন প্রদান করিয়াছিলেন। এই অবতারে লীলাশক্তি অরিগণের অস্ত্রেই অরিগণকে বিভীষিকামাত্র দেখাইয়াছেন, কিন্তু কাহাকেও প্রাণে বধ করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ মল্লার দেশের ভট্টথারিগণ, সশিষ্য বৌদ্ধাচার্য্য প্রভৃতি। শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে মাধাই মুটকী নিক্ষেপ করিলে মহাপ্রভু যে 'চক্র চক্র চক্র'

বলিয়া সুদর্শন চক্রের আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাও 'ক্রোধ **ভক্তদ্বেষিজনে**', **স্ব-দ্বেষিজনে নহে**। এই শিক্ষা ভীতিপ্রদর্শন মাত্র, তাহা হিংসা-প্রবৃত্তি নহে, তাহার অন্তরালে মহাকারুণ্য নিহিত ছিল। 'মার খাঞা প্রেম যাচে' ইহাই এই আবির্ভাববিশেষের স্বরূপলক্ষণ। তাই জিঘাংসু মাধাইকেও স্বয়ং মহাপ্রভুই শ্রীনিত্যানন্দের দ্বারা কোল দেওয়াইয়া ব্রহ্মার দুর্লভ ব্রজপ্রেমপ্রদান ও স্বপরিকরের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। গৃহস্থলীলাকালে যিনি ঈশ্বরাবেশে বলিয়াছিলেন, 'সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে। মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভাল মতে',—তিনিই দণ্ড-গ্রহণ-লীলা প্রকট করিয়া নিজ শ্রীঅঙ্গ 'খণ্ড-খণ্ড-কারীকে' (?) নিজস্ব প্রেমসম্পত্তির দ্বারা পুরস্কৃত ও ভূষিত করিয়াছিলেন। ভগবান মোক্ষের জন্য চতুর্থাশ্রম করিয়াছেন, যাহা 'সন্ন্যাসকৃৎ' শব্দের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, তাহারও পূর্ণসার্থকতা শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসলীলায় দৃষ্ট হয়। মহাপ্রভু শ্রীপ্রকাশানন্দপ্রমুখ কাশীবাসী মায়া-বাদিগণকে মোক্ষাভিসন্ধিরূপা ব্যাঘ্রীর কবল হইতে চিরতরে মোক্ষপ্রদানের জন্য চতুর্থাশ্রম স্বীকার করিয়া 'সন্ন্যাসকৃৎ' নাম সার্থক করিয়াছেন। নতুবা নিজের মোক্ষের প্রয়োজনীয়তা বা অপরের মোক্ষার্থ চতুর্থাশ্রম রচনা কোনটিই কৃষ্ণে প্রযোজ্য নহে।

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষের সন্ন্যাস-লীলার বৈশিষ্ট্য

শ্রীবুদ্ধদেব—বিষ্ণুর আবেশ অবতার। তিনি যে সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাহা হইতে জানা যায়, রথে নগরভ্রমণকালে সিদ্ধার্থ জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, অন্যদিন ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি, অন্য সময় মৃত ব্যক্তি এবং আর একদিন শান্ত-দান্ত-সংযত ব্রহ্মচারী ভিক্ষুকের বিভিন্ন অবস্থা দেখিয়া শান্তিলাভার্থ সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণে উদ্‌গ্রীব হয়েন। বিষয়ভোগের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে সিদ্ধার্থের ঐরূপ প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণের পিপাসার উদয় হয়—'অপরিমিতানন্ত-কল্পা ময়া ছন্দক! ভুক্তা কামানিমাং রূপাশ্চ শব্দাশ্চ। গন্ধা রসা স্পর্শতা নানাবিধা দিব্যা যে মানুষা নো চ তৃপ্তিরভূৎ॥ (ললিতবিস্তর) —হে ছন্দক! আমি ইহ লোকে ও দেবলোকে অপরিমিত অনন্ত কল্পকাল রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ প্রভৃতি

বিচিত্র কাম্যবস্তুসমূহ ভোগ করিয়াছি, কিন্তু আমার কিছুতেই তৃপ্তি হয় নাই। এজন্য আমি গৃহত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং জীবহিতৈষণা-হেতু হইতে শ্রীসিদ্ধার্থের সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ। কিন্তু স্বয়ং ভগবান ব্রজনাগরীবল্লভ, রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারে যে সন্ন্যাসলীলা তাহা সেইরূপ নহে, তাহা এক অসমোর্দ্ধ রস-সীমার কক্ষায় অবস্থিত। যতিবর শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন, 'শ্রীচৈতন্যের অন্তরের অনুরাগই বাহিরে অরুণবর্ণ বসনাকারে প্রকাশিত। বিরহিণী রাই উন্মাদিনীর অনুভাবের অনুকরণ করিয়া শ্রীচৈতন্য সর্ব্ব-চিত্তে শ্রীরাধাপাদপদ্মের রতি বিধান করিতেছেন।[৭১] শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ তৎকৃত শ্রীচৈতন্যাষ্টকে শ্রীচৈতন্যদেবকে 'তরণি করবিদ্যোতিবসনঃ'[৭২] বলিয়াছেন, শ্রীরাধাষ্টকেও 'অরুণদুকূলাং রাধিকামর্চ্চয়ামি' [৭৩] ইত্যাদি বলিয়া কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধার অরুণবর্ণ বসনের কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া। বাহির হইলুঁ শিখাসূত্র মুড়াইয়া॥ 'সন্ন্যাসী'-করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি[৭৪]।" শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিতের নিকট বলিয়াছেন,—'কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজ ধন। যে কালে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন'[৭৫]॥ প্রথম উক্তির মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে বিরহিণী শ্রীরাধার ভাবে কৃষ্ণবিরহে সন্ন্যাসের বেষ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। দ্বিতীয় উক্তির মধ্যেও প্রেমই যাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি, সেই ব্রজনাগরী-বল্লভ কৃষ্ণের সন্ন্যাসের কোনই প্রয়োজন নাই, তিনি রাই উন্মাদিনীর ভাবাচ্ছন্ন হইয়াই সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিয়াছেন, জানা যায়। গৃহস্থলীলায় ছন্নাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গহরির **অঙ্গ**-কান্তিটি শ্রীরাধার (আশ্রয়বিগ্রহের) মতই পরিদৃষ্ট হইলেও সময় সময় ভগবদ্‌ভাব ব্যক্ত করিতেন (যেমন কখনও বা শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের ভাবে 'অপূর্ব্ব মুরলীধ্বনি লাগিলা করিতে,'[৭৬] কখনও বা "মুঞি সেই, মুঞি সেই' বলে বার বার,[৭৭]" কখনও বা শ্রীশ্রীবাসকে বলিয়াছেন, 'ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ, আইনু সর্ব্ব পরিবারে'[৭৮], "সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে

---

৭১ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৩৫ ; ৭২ শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্ ১।৪ ; ৭৩ শ্রীরাধাষ্টকম্ ৮ ; ৭৪ চৈ ভা ৩।৩।৬৭—৬৮ ; ৭৫ চৈ চ ২।১৫।৫১ ; ৭৬ চৈ ভা ১।১২।২১৬ ; ৭৭ ঐ ২।২।২৫৫ ; ৭৮ ঐ ২।২।২৬৪।

মোহার অবতার। 'ভক্তজন লাগি দুষ্ট করিমু সংহার ॥'[৭৯] ইত্যাদি) কিন্তু সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিবার পর মহাপ্রভুর **মনটিও** সর্ব্বক্ষণই ভক্তকোটিশিরোমণি শ্রীরাধার ও মঞ্জরীর (শ্রীরাধিকার দাসীর) ভাবে 'ছন্ন'—মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদে সর্ব্বদা বিভাবিত—'কৃষ্ণের বিয়োগ-দশা স্ফুরে নিরন্তর। হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দনন্দন! কাহাঁ যাঙ কাহাঁ পাঙ মুরলীবদন'[৮০] ইত্যাদি ভাব। অতএব শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষের সন্ন্যাসলীলা ও 'সন্ন্যাসকৃৎ' নামটি অসাধারণ।

শ্রীগৌরকৃষ্ণের অসাধারণ পরমানন্দময়—জগদানন্দময় স্বরূপ—হ্লাদিনী-(মহাভাব) মিলিত রসরাজ-স্বরূপ; অসমোর্দ্ধ ও অনন্ত স্বাভাবিক প্রভুতা—শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীঅদ্বৈতাদি-প্রভু-তত্ত্বসমূহেরও নিত্য-সিদ্ধ প্রভুরূপে মহাপ্রভুত্ব; বিস্মাপিতচরাচর শ্রীরাধাকান্তি-বিলসিত (যাহা ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণেরও মনোমুগ্ধকর) সর্ব্বমনোহর স্বরূপানুবন্ধী অসাধারণ রূপ; কারুণ্যাদি-পরাকাষ্ঠা স্বরূপানুবন্ধী অসাধারণ গুণ এবং আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বাকর্ষক শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন-রাসে ব্রজ-প্রেমরসাস্বাদন ও বিতরণাদি স্বাভাবিক অসাধারণ সৌষ্ঠব এবং রসবিশেষবৈশিষ্ট্যে তাঁহার অনন্যসাধারণ পরিকর-বৈশিষ্ট্যের বিকাশ প্রভৃতি তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তার স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ প্রমাণ।[৮১]

স্বাংশ-ভগবৎস্বরূপগণের মধ্যে কোথায়ও আংশিক ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ, কোথায়ও বা আংশিক ঐশ্বর্য্য ও আংশিক মাধুর্য্যের প্রকাশ, আর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণতম ঐশ্বর্য্য ও পূর্ণতম মাধুর্য্যের প্রকাশ এবং স্ব-গণ ও ভক্তজনের প্রতি ঔদার্য্যের প্রকাশ দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে কিন্তু সেই পূর্ণতম ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য পরমৌদার্য্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। শৃঙ্গার-রসমূর্ত্তিধর শ্রীশ্যামসুন্দরের বর্ণ যেরূপ মহাভাব-মূর্ত্তির হেমকান্তিতে সুবলিত হইয়াছে, তদ্রূপ স্বয়ংভগবত্তার পরিপূর্ণতম ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যও মাতৃকোটির বাৎসল্যে ও কল্পতরুকোটির ঔদার্য্যসারে পরিমণ্ডিত

---

৭৯ চৈ ভা ২।৩।৪৩; ৮০ চৈ চ ৩।১২।৪-৫; ৮১ সং বৈ তো ১০।১২।১১ ও দুর্গমসঙ্গমনী ১।১।১।

হইয়াছে। কারণ যিনি 'সর্ব্বপালিকা ও সর্ব্বজগতের মাতা' (চৈ চ ১।৪।৮৯) সেই মহাভাবস্বরূপিণীর ভাবে পূর্ণতম-মাধুর্য্যৈশ্বর্য্য-মূর্ত্তি স্বয়ং ভগবান বিভাবিত হইয়াছেন। তাই শ্রীকবিকর্ণপূর বলিয়াছেন,—

মাধুর্য্যৈর্মধুভিঃ সুগন্ধি ভজন-স্বর্ণাম্বুজানাং বনং
কারুণ্যামৃতনির্ঝরৈরুপচিতঃ সৎপ্রেমহেমাচলঃ।
ভক্তাম্ভোধরধোরণী-বিজয়িনী নিষ্কম্পশম্পাবলি-
র্দেবো নঃ কুলদৈবতং বিজয়তাং চৈতন্যকৃষ্ণো হরিঃ॥[৮২]

[যিনি] মাধুর্য্যৈঃ (মাধুর্য্যরূপ) মধুভিঃ (মধুরাশির দ্বারা) সুগন্ধি (সৌরভময়) ভজন-স্বর্ণাম্বুজানাং (ভক্তিরূপ সুবর্ণকমলরাজীর) বনং (বনস্বরূপ, [যিনি]) কারুণ্যামৃতনির্ঝরৈঃ (ঔদার্য্যরূপা অমৃতময়ী নিঝরিণী-মালার দ্বারা) উপচিতঃ (সুসমৃদ্ধ বা সুবলিত) সৎপ্রেমহেমাচলঃ (উজ্জ্বলপ্রেমরত্নরাশির আকর সুমেরু গিরিস্বরূপ, [যিনি]) ভক্তাম্বোধরধোরণী বিজয়িনী (ভক্তরূপ জলধরপরম্পরার মধ্যে উৎকর্ষবিস্তারকারী) নিষ্কম্পশম্পাবলিঃ (স্থিরসৌদামিনীপুঞ্জস্বরূপ [এবং যিনি]) নঃ (আমাদের) কুলদৈবতং (কুলদেবতাস্বরূপ [সেই]) চৈতন্যকৃষ্ণঃ (শ্রীচৈতন্যদেব নামক শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন) হরিঃ (আদ্যহরি) বিজয়তাং (জয়যুক্ত হউন)।

স্তমস্তং চৈতন্যাকৃতিমতিবিমর্য্যাদপরমা-
দ্ভুতৌদার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুম্।
বিশুদ্ধ-স্ব-প্রেমোন্মদমধুরপীযূষলহরীং
প্রদাতুং চান্যেভ্যঃ পরপদ-নবদ্বীপ-প্রকটম্॥[৮৩]

যিনি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনস্বরূপ আপনাকে স্বীয় অকৈতব প্রেমোত্থ হর্ষাদিরূপ মধুরামৃত-লহরী আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত এবং অন্যকে (জগৎকে) সেই অকৈতব ব্রজপ্রেম বিতরণ করিবার জন্য নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ 'শ্রীনবদ্বীপ' নামক পরম ধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সর্ব্বাবতার-শ্রেষ্ঠতম অসীম ও অত্যদ্ভুত ঔদার্য্যবিগ্রহ (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৭৭

---

৮২ আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ ১।৩; ৮৩ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১।১।

সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য) 'শ্রীচৈতন্য' নামক (অথবা সচ্চিদানন্দঘন নরাকৃতি-পরব্রহ্ম) [স্বসম্প্রদায়-সহস্রাধিদৈব শ্রীলীলাপুরুষোত্তমকে] আমরা সকলে স্তব করি।

সৌন্দর্য্যে কামকোটিঃ সকলজনসমাহ্লাদনে চন্দ্রকোটি-
র্বাৎসল্যে মাতৃকোটি-স্ত্রিদশবিটপিনাং কোটিরৌদার্য্যসারে।
গাম্ভীর্য্যেঽম্ভোধিকোটির্মধুরিমণি সুধাক্ষীরমাধ্বীককোটি-
র্গৌরো দেবঃ স জীয়াৎ প্রণয়রসপদে দর্শিতাশ্চর্য্যকোটিঃ ॥[৮৪]

যিনি সৌন্দর্য্যে অসংখ্য মদনকেও ধিক্কার করেন, সর্ব্বজনের পরিপূর্ণ আনন্দ-বিধানে কোটি কোটি চন্দ্রের স্নিগ্ধতাকেও তুচ্ছ করেন, যিনি বাৎসল্যে কোটি কোটি মাতার স্নেহকেও পরাজিত করেন, যিনি ঔদার্য্য-পরাকাষ্ঠায় কোটিকল্পতরুকেও লঘু করেন, যিনি গাম্ভীর্য্যে কোটি কোটি সমুদ্রের গম্ভীরতাকেও পরাভূত করেন, যিনি মাধুর্য্যে কোটি অমৃতসার, কোটি দুগ্ধসার ও কেটি মধুসারকেও তুচ্ছ করেন, যিনি প্রীতি-রস-বিষয়ে পরমচমৎকারিতা-কোটিকেও স্বল্প করিয়াছেন, সেই শ্রীলীলা-পুরুষোত্তম শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন।

(১) আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বাকর্ষক শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন-নিনাদ-মাধুর্য্যে পরতত্ত্বসীমা

শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ চারিটিগুণের মধ্যে (১) বেণুমাধুরী, (২) লীলামাধুরী, (৩) রূপমাধুরী ও (৪) প্রেমময়-প্রিয়জন-পরিবেষ্টিততা-মাধুরীর বিষয় শ্রীরূপগোস্বামিপাদ জানাইয়াছেন।[৮৫] শ্রীগৌরকৃষ্ণে সর্ব্বভগবৎস্বরূপাতিশায়ী উক্ত অসাধারণ মাধুর্য্য-চতুষ্টয় ঔদার্য্য-সীমায় পর্য্যবসিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রনন্দনের বেণুনাদে মেঘের গতি-স্তম্ভন, তুম্বুরু মুনির মুহুর্মুহু আশ্চর্য্যজনকতা, সনন্দাদির ধ্যানভঙ্গ, ব্রহ্মার বিস্ময়োৎপাদন, অনন্তদেবের শিরঃকম্পন সম্পাদনপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ড-কটাহের ভিত্তি ভেদ করিয়া সেই বংশীধ্বনি দশদিকে সঞ্চারিত হইত। শ্রীগৌরাঙ্গের আত্মপর্য্যন্ত

৮৪ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১০১; ৮৫ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২।১।২০৯—২১৭।

সর্ব্বাকর্ষক শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন-নিনাদ শ্রীঅনন্তদেবের অংশী শ্রীশ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ, নটরাজ শিবের অংশী শ্রীসদাশিব-অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীনারদাবতার শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত, শ্রীসনন্দস্বরূপ-শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ, শ্রীব্রহ্ম-হরিদাস-প্রমুখ পরিকরগণের এবং চরাচর সমস্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য-জনকতা ও মহামাদকতাবিধানপূর্ব্বক সমগ্র বিশ্বে ব্রজপ্রেম সঞ্চারের মহামাধুর্য্যময়ী ঔদার্য্যপরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন।*

নীলাচলে প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যাকৃতি পরতত্ত্বসীমার ঔদার্য্যসীমা বর্ণন করিয়া এইরূপ স্তব করিয়াছেন—

মুখেনাগ্রে পীত্বা মধুরমিহ নামামৃতরসং
দৃশোর্দ্বারা যস্তং বমতি ঘনবাষ্পাম্বুমিষতঃ।

---

* দ্বাপরের যে বংশীধ্বনি, চরাচর সমস্ত বিশ্বকে পুলকিত, বিমোহিত ও আকৃষ্ট ক'রে, দশদিক মধুময় ক'রে দিয়েছিল,—সেই কৃষ্ণের বংশীই বর্ত্তমান যুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রবর্ত্তিত 'প্রেমধর্ম্ম'; যে প্রেমের সুশীতল স্পর্শে পৃথিবীর সব তাপ প্রশমিত হবে,—যে প্রেম চরাচর সমস্ত বিশ্বকে অমৃত-ময় ক'রে দেবে। জীব-জগতের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দের দিন যে অবশ্যম্ভাবী, একথা পৃথিবীর কোন কোন সূক্ষ্মদর্শী মনীষিগণেরও মস্তিষ্কে উদিত না হ'য়েছে এমন নয়। ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত বিজ্ঞবর মহানুভব লর্ড হেলডেন (Lord Haldane) সম্প্রতি পরলোকগমন ক'রেছেন; তাহার কিছুদিন পূর্ব্বেও তিনি ব'লে গেছেন—"The Music of Krishna's Flute has not yet reached the West." ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে অমৃতময় বংশীরবে পৃথিবী পূর্ণ হবে শ্রীকৃষ্ণের সেই বংশীধ্বনি এখনও পাশ্চাত্য জগতে পৌঁছায় নাই। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের আচার্য্য ডাঃ ওয়ালটার (Rev. Dr. Walter Walsh, D. D.) কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের বংশী ('Krishna's Flute' নামক একটি ইংরেজী প্রবন্ধের একস্থানে লিখেছেন.—'I could almost think that Krishna's Flute is India's message to the world to-day'. ইহার তাৎপর্য্য এই যে. তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণের বংশীগান (শ্রীকৃষ্ণের গুণ-লীলা-শিক্ষাদি) বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত পৃথিবীর নিকট ভারতের শ্রেষ্ঠতম মঙ্গল-বার্ত্তা। দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণের সেই বংশীনিনাদই কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ শ্রীগৌরের নামসঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনি—যাহা সমগ্র বিশ্বে প্রেমসঞ্চার করিয়া প্রেমযুগান্তর আনয়ন করিবে।

—শ্রীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গ মাসিক পত্রিকায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ অগ্রহায়ণ ২৯৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত শ্রীমৎ কানুপ্রিয়-গোস্বামি প্রভু-লিখিত 'শ্রী ফাল্গুনী পূর্ণিমা' প্রবন্ধ।

ভুবি প্রেম্ণস্তত্ত্বং প্রকটয়িতুমুল্লাসিত-তনুঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥*৮৬

যিনি ভূলোকে গোলোকের প্রেমের স্বরূপ জ্ঞাপন করিবার জন্য—ভগবন্নাম-কীর্ত্তনই হইতেছে, সেই ব্রজপ্রেমের স্বরূপ, ইহা লোকে বুঝাইবার জন্য (ভগবন্নাম-কীর্ত্তনমেব তৎপ্রেমা ভবেদিতি বোধনায়েত্যর্থঃ—শ্রীবলদেব-ভাষ্য) প্রথমে শ্রীমুখের দ্বারা শ্রীনামামৃতরস পান করিয়া (পশ্চাৎ) নয়নযুগলের দ্বারা নিবিড় অশ্রুমোচনছলে সেই নামামৃতরস উদ্গীরণ করিতেছেন, সেই উল্লসিত-তনু শ্রীচৈতন্যাকৃতি দেব আমাদিগকে প্রচুরভাবে কৃপা করুন।

(২) সঙ্কীর্ত্তন-রাসলীলা-মাধুর্য্যে পরতত্ত্বসীমা

শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের লীলামুকুটমৌলি-রাসলীলারস শ্রীউদ্ধবের প্রভু শ্রীদ্বারকানাথেরও চমৎকার-রাশির বর্দ্ধনকারী, সুতরাং শ্রীউদ্ধবের হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়ের সম্পাদক। সেই উদ্ধব শ্রীগৌরাবতারে শ্রীপরমানন্দপুরীপাদরূপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্কীর্ত্তন-রাস-নৃত্য-লীলারস—যাহা দ্বারকানাথস্বরূপ নীলাচলনাথেরও বিস্ময়োৎপাদক [৮৭] এবং নটরাজ সদাশিবাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের ও শ্রীবলদেব-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দেরও হৃদয়ে চমৎকারকারী, সেই ব্রজনাম-সঙ্কীর্ত্তন-নৃত্যরস নিত্য আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীউদ্ধব ব্রজগোপীর পদরেণু আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, ব্যূহান্তরে শ্রীউদ্ধব-কর্ত্তৃক রাধাদাস্যলাভের কথা শ্রীজীবপাদ শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে[৮৮] ও শ্রীগোপালচম্পূতে[৮৯] প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীগৌরলীলায় তাহা সার্থক হইয়াছে। শ্রীরাধাভাবাঢ্য শ্রীগৌরহরির দিব্যোন্মাদময় মহা-সঙ্কীর্ত্তন-নৃত্য শ্রীপরমানন্দ-পুরীপাদের গুরুস্বভাব ও সন্ন্যাসি-স্বভাব পরিত্যাগ করাইয়া তাঁহাকে শ্রীযোগ-মায়াপুর শ্রীনবদ্বীপ-পুরীতে ও শ্রীপুরুষোত্তম-পুরীতে আকর্ষণ করিয়া মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গদান, মহাপ্রভুর সহিত গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনাদি সেবায় ও নরেন্দ্র-সরোবরে

---

৮৬ শ্রীরূপপাদকৃত শ্রীচৈতন্যাষ্টকে ২।৬ ;

৮৭ স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত যঃ। যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ ॥ চৈ চ ২।১৩।১ ; ৮৮ প্রীতিসন্দর্ভ ২১৭ অনু ; ৮৯ শ্রীগোপালচম্পূ উত্তর ৩৭।২৩।

জলকেলি-লীলায় যোগদান, মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-দশায় সিন্ধুতটে **অনুধাবন** করাইত[১০]।

সঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীশ্রীবাস-ভবনের অন্তরঙ্গ সংবাদ শ্রীশ্রীবাসের ঘরের লীলা-ব্যাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণন করিয়াছেন,—'পুণ্যবন্ত-শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ। উঠিল কীর্ত্তন-ধ্বনি 'গোপাল গোবিন্দ'॥ উষঃকাল হৈতে নৃত্য করে বিশ্বম্ভর। যূথ যূথ হৈল যত গায়ন সুন্দর॥ শ্রীবাসপণ্ডিত লঞা এক সম্প্রদায়। মুকুন্দ লইয়া আর জন-কথো গায়॥ লইয়া গোবিন্দঘোষ আর কথো-জন। গৌরচন্দ্র-নৃত্যে সবে করেন কীর্ত্তন॥ ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী। অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলি॥ গদাধর-আদি যত সজল নয়নে। আনন্দে বিহ্বল হৈলা প্রভুর কীর্ত্তনে॥ চৌদিগে **গোবিন্দ-ধ্বনি** শচীর নন্দন নাচে রঙ্গে। বিহ্বল হইলা সব পারিষদ সঙ্গে॥ ক্ষণে ক্ষণে **আপনে গাই উচ্চধ্বনি। ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি**॥ যখনে বা হয় প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত। কর্ণমূলে সবে 'হরি' বলে অতি ভীত॥ ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গে হয় মহা কম্প॥ মহা শীতে বাজে যেন বালকের দন্ত॥ ক্ষণে ক্ষণে মহাস্বেদ হয় কলেবরে। মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন আইলা শরীরে॥ কখনো বা হয় অঙ্গ জ্বলন্ত অনল। দিতে মাত্র মলয়জ শুখায় সকল॥ ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত বহে মহাশ্বাস। সম্মুখ ছাড়িয়া সবে হয় একপাশ॥ ক্ষণে যায় সবার চরণ ধরিবারে। পলায় বৈষ্ণবগণ চারিদিকে ডরে॥ যখন যে ভাব হয়, সেই অদ্ভুত। **নিজ-নামানন্দে নাচে** জগন্নাথ-সুত॥ ঘন ঘন হুঙ্কারয় সর্ব্ব অঙ্গ নড়ে। না পারে হইতে স্থির, পৃথিবীতে পড়ে॥ গৌরবর্ণ দেহ—ক্ষণে নানাবর্ণ দেখি। ক্ষণে ক্ষণে দুই গুণ হয় দুই আঁখি॥ **ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ধ্বনি পূরিয়া আকাশ। চৌদিগের অমঙ্গল যায় সব নাশ**॥ এ কোন্ অদ্ভুত—যা'র সেবকের নৃত্য। সর্ব্ববিঘ্ন নাশ হয়, জগত পবিত্র॥ সে প্রভু আপনে নাচে আপনার নামে। ইহার কি ফল—কিবা বলিব পুরাণে॥ যাহা নাহি দেখি শুনি শ্রীভাগবতে। হেন সব বিকার প্রকাশে শচী-সুতে॥ সকল বৈষ্ণবে প্রভু

---

১০ চৈ চ ২।১২।১০৯, ৩।১৪।১১৫।

দেখি' একে একে। **ভাবাবেশে পূর্ব্বনাম ধরি' ধরি' ডাকে॥ 'হলধর, শিব, শুক, নারদ, প্রহ্লাদ। রমা, অজ, উদ্ধব' বলিয়া করে নাদ॥** এই মত সবা দেখি' নানা-মত বলে। যেবা যেই বস্তু, তাহা প্রকাশয়ে ছলে॥ অপরূপ কৃষ্ণাবেশ, অপরূপ নৃত্য। আনন্দে নয়ন ভরি' দেখে সব ভৃত্য॥ 'জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী।' অহর্নিশ গায় সবে হই কুতূহলী॥ অহর্নিশ ভক্ত-সঙ্গে নাচে বিশ্বম্ভর। শ্রান্তি নাহি কারো, সবে সত্ত্ব কলেবর॥ **বৎসরেক নাম মাত্র কত যুগ গেল।** চৈতন্য-আনন্দে কেহ কিছু না জানিল॥ **যেন মহা-রাস-ক্রীড়া কত যুগ গেল। তিলার্দ্ধেক-হেন সব গোপিকা মানিল।**[৯১]

শ্রীগৌরসঙ্কীর্ত্তন-রাস

শ্রীবাস-অঙ্গনে, বিনোদ বন্ধনে, নাচত গৌরাঙ্গ রায়।
মনুজ দৈবত, পুরুষ যোষিত, সভাই দেখিবারে ধায়॥
ভকত-মণ্ডল, গাওত মঙ্গল, বাজত খোল করতাল।
মাঝে উনমত, নিতাই নাচত, ভাইয়ার ভাবে মাতোয়াল॥
গরজে পুন পুন, লম্ফ ঘন ঘন, মল্লবেশ ধরি নাচই।
অরুণ লোচনে, প্রেম বরিখয়ে, অবনি-মণ্ডল সিঞ্চই॥
ধরণি-মণ্ডল, প্রেমে বাদল, করল অবধৌত চান্দ।
না জানে নর নারী, ভুবন দশ চারি, সভাই রূপ হেরি কান্দ॥
শান্তিপুর-নাথ, গরজে অবিরত, দেখিয়া প্রেমের বিকার।
ধরিয়া শ্রীচরণ, করয়ে রোদন, পণ্ডিত শ্রীবাস উদার॥
মুকুন্দ কুতূহলি, কান্দয়ে ফুলি ফুলি, ধরিয়া গদাধর কোর।
নয়নে বহে প্রেম, ঠাকুর অভিরাম, সঘনে ভাইয়া ভাইয়া বোল॥
না জানে দিবানিশি, প্রেমরসে ভাসি. সকল সহচর-বৃন্দ।
বৃন্দাবনদাস, প্রেমপরকাশ. নিতাইচরণারবিন্দ॥[৯২]

---

৯১ চৈ ভা ২।৮।১৩৯—১৪৪. ১৪৬, ১৫০—১৬১, ১৮০—১৮২, ১৮৯—১৯১, ২১৯—২২৭, ২৭৬—২৭৯; ৯২ শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ২৬৬ ব সা প সং।

'ক্ষোভং ক্ষৌণীমৃগাক্ষ্যাঃ স্থগনমিহ রবেঃ কম্পমাশাবধূনাং
স্তম্ভং বা তস্য কুর্ব্বন্নমর-পরিবৃঢ়স্যাস্রমক্ষ্ণাং সহস্রে।
স্বেদং সপ্তর্ষিগোষ্ঠ্যাঃ পরমরসময়োল্লাসমৌত্তানপাদে-
র্ধ্যান-ধ্বংসং বিরিঞ্চেঃ স জয়তি **ভগবৎকীর্ত্তনানন্দনাদঃ**॥[৯৩]

যে সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণে অচলা ধরিত্রী দেবীরও চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, রবির গতি স্থগিত হয়, দিগ্‌বধূগণ কম্পিত হয়, সদাগতি পবনও গতিবিহীন হয় এবং অমরপতির (ইন্দ্রের) সহস্রনেত্র হইতে অশ্রুধারা নিঃসৃত হয়, ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গের সেই সঙ্কীর্ত্তনানন্দ-নিনাদ সপ্তর্ষিগণকেও প্রেমে ঘর্ম্মাক্তকলেবর, ধ্রুবকেও পরম-রসময় উল্লাসে উল্লসিত এবং ব্রহ্মার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছে। অধিক কি, আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বাকর্ষক সেই সঙ্কীর্ত্তনে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের অচৈতন্য ও চৈতন্য উভয়ই সম্পাদিত হয়—

যেনৈব গীতেন বভূব মূর্চ্ছা, তেনৈব ভূয়োঽজনি সংপ্রবোধঃ।
কিমেক এবৈষ স কোঽপি মন্ত্রঃ প্রয়োগ-সংহারবিধৌ স্বতন্ত্রঃ॥[৯৪]

যে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন-গীতে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের মূর্চ্ছা হয়, সেই শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনেই পুনরায় প্রবোধ হয়, অহো! এইটি কি অপূর্ব মন্ত্র, যাহাতে মূর্চ্ছা ও প্রবোধ— প্রেরণ ও বারণ উভয়ই সম্পাদিত হইতেছে!

ক্ষণমুৎপ্লবতে মৃগেন্দ্রকল্পং ক্ষণমাধাবতি মত্তনাগতুল্যম্।
ভ্রমতি ক্ষণমপ্যলাতচক্রপ্রভমানন্দ-তরঙ্গতো যতীন্দ্রঃ॥
অন্তর্ভাববিদামুদারমনসামাস্যঃ স্বরূপো যদা
যদ্‌গাতুং দিশতীদমেব সকলঃ প্রীত্যৈব তদ্‌গায়তি।
তস্যার্থস্তনুমানিব প্রতিফলন্ গৌরো নরীনৃত্যতে
স্তম্ভাশ্রু-স্বরভঙ্গ-কম্প-পুলক-প্রস্বেদ-মূর্চ্ছা-স্মিতৈঃ॥[৯৫]

সন্ন্যাসি-শিরোমণি শ্রীচৈতন্যচন্দ্র কখনও সিংহের ন্যায় লম্ফ-প্রদান, কখনও মত্ত-গজেন্দ্র-গতিতে ধাবন, কখনও বা প্রেমানন্দ-তরঙ্গে অলাতচক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ

৯৩ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ১০।৩৮; ৯৪ ঐ ১০।৫৪; ৯৫ ঐ ১০।৫০-৫১।

করিতেছেন। প্রভুর উদারমনা অন্তরঙ্গগণের অগ্রণী শ্রীস্বরূপদামোদরপাদ মহাপ্রভুর হৃদ্‌গত ভাবানুসারে গান করিবার আদেশ করিলে সকলে প্রীতি-সহকারে সেই গান করিতেছেন। তাঁহাদের সঙ্কীর্ত্তনের বাস্তব-তাৎপর্য্য যেন মূর্ত্ত হইয়া স্তম্ভ, অশ্রু, স্বরভঙ্গ, কম্প, পুলক, প্রস্বেদ-মূর্চ্ছা-হাস্যাদি-ভাবাবলী-বিভূষিত গৌররূপে নৃত্য করিতেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতীপাদও বলিয়াছেন—

> পূর্ণপ্রেমরসামৃতাব্ধিলহরী-লোলাঙ্গগৌরচ্ছটা
> কোট্যাচ্ছাদিত-বিশ্বমীশ্বর-বিধি-ব্যাসাদিভিঃ সংস্তুতম্।
> দুর্লক্ষ্যাং শ্রুতিকোটিভিঃ প্রকটয়ন্মূর্ত্তিং জগন্মোহিনী-
> মাশ্চর্য্যং লবণোদরোধসি পরং ব্রহ্ম স্বয়ং নৃত্যতি॥[৯৬]

লবণাম্বুধিতটে পরব্রহ্ম স্বয়ং নৃত্য করিতেছেন। পরিপূর্ণ প্রেমরসের অমৃত-সাগরের অবিশ্রান্ত তরঙ্গরঙ্গ-মালায় শ্রীঅঙ্গটি নৃত্য করিতেছেন। প্রেমরসসিক্ত গৌর-অঙ্গ হইতে যে অত্যদ্ভুত গৌরীচ্ছটা বিকীর্ণ হইতেছে, তাহাতে চতুর্দ্দশ ভুবন আচ্ছাদিত হইয়াছে। শ্রীশিব, বিরিঞ্চি, ব্যাসাদি মহদ্‌গণ নানাভাবে স্তব করিতেছেন। শ্রীগৌরহরি শ্রুতিকোটির দুর্লক্ষ্যা সেই জগন্মোহিনী নটনমূর্ত্তি প্রকট করিয়া পরমচমৎকারিতা আবিষ্কার করিতেছেন।

(৩) সর্ব্বসৌন্দর্য্যকান্তি-নিকেতন শ্রীরাধার কান্তি-বিমণ্ডিত রূপ-মাধুর্য্যে পরতত্ত্বসীমা

শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের রূপমাধুর্য্য তাঁহার শ্রীঅঙ্গস্থিত কৌস্তুভমণি ও কুণ্ডলাদি ভূষণেরও ভূষণস্বরূপ। মণিময়-ভিত্তিতে প্রতিবিম্বিত স্বমূর্ত্তি-দর্শনে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বিস্মিত ও লুব্ধচিত্ত হইয়া শ্রীরাধার ন্যায় ঔৎসুক্যসহকারে তাহা উপভোগ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন; কিন্তু বিষয়ালম্বনরূপে তাহা উপভোগ করিতে পারেন নাই।

---

৯৬ শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৩১।

শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধার ন্যায় প্রেমের আশ্রয়রূপে স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন শ্রীগৌররূপেই সম্ভব হইয়াছে। অতএব 'সর্ব্ব সৌন্দর্য্য-কান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে। সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে'[৯৭] সেই শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি-সুবলিত শ্রীচৈতন্যাকৃতিটি পরমমনোহর বলিয়াই তাঁহাতে শ্রীকরভাজনপাদ শ্রীমদ্ভাগবতে 'উপাঙ্গ' বা ভূষণস্বরূপ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীরাধাভাব-কান্তি-মণ্ডিত শ্রীগৌরতনু ভাবাবলীরূপ ভূষণকে ভূষিত করিয়াছেন। শ্রীগৌরের রূপমাধুর্য্য বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ, শ্রীকবিকর্ণপূরাদি অপ্রাকৃত মহাকবিগণের কাব্যালঙ্কার-সমূহ অলঙ্কৃত ও ভূষিত হইয়াছে। এই পরতত্ত্বসীমা যে মহাভাবস্বরূপার ভাব-কান্তিতে সুবলিত তাঁহার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—'সুদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিকভাব হর্ষাদি সঞ্চারী। এই সব ভাব-ভূষণ সব অঙ্গে ভরি॥ কিলকিঞ্চিতাদি-ভাব-বিংশতি-ভূষিত। গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত॥ সৌভাগ্য-তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল। প্রেমবৈচিত্ত্যরত্ন হৃদয়ে তরল॥ মধ্যবয়স্থিতা—সখীস্কন্ধে কর-ন্যাস। কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি সখী আশ-পাশ॥ নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্ক। তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণ-সঙ্গ॥ কৃষ্ণনাম-গুণ-যশ-অবতংস কাণে। কৃষ্ণনাম-গুণ-যশ-প্রবাহ বচনে॥ কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধুপান। নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্ব কাম॥ কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম-রত্নের আকর। অনুপম গুণগণ পূর্ণ-কলেবর॥[৯৮] মদনমোহন-মনোমোহিনী পরমা সুন্দরী শ্রীরাধার এইরূপ ভাবালঙ্কার-ভূষিত যে কৃষ্ণস্বরূপ তাহাই শ্রীগৌরতনু। অতএব এই রূপমাধুর্য্য—ঔদার্য্যের পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ জীবজগতেও ব্রজ-প্রীতি-মাধুর্য্য-রস-সঞ্চার ও বিতরণের ঔদার্য্যসীমা-স্বরূপ হইয়াছে। দূর হইতেও এই রূপরতন দর্শনে জনতার, এমন কি পশুপক্ষীর প্রেমাবির্ভাব হইয়াছে। 'দূরস্থৈ-স্মরণাত্তো বাদৃতো বা প্রেম্নঃ সারং দাতুমীশো য একঃ'[৯৯]—দূরস্থিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক স্মরণ, নমস্কার বা আদরের বিষয়ীভূত হইয়াও যিনি প্রেমসার প্রদানে একমাত্র সমর্থ।

---

৯৭ চৈ চ ১।৪।৯২ ; ৯৮ শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ-কৃত শ্রীপ্রেমাম্ভোজ-মরন্দাখ্য-স্তোত্র এবং চৈ চ ২।৮।১৭৩—১৮০ ; ৯৯ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৪।

(৪) অতুল্যমধুর-প্রেম-মণ্ডিত-প্রিয়মণ্ডল-মাধুর্য্যে পরতত্ত্বসীমা

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমময়-প্রিয়জন-পরিবেষ্টিততা-মাধুর্য্যের কথাও শ্রীকরভাজন 'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্' এই পদের মধ্যে সূত্ররূপে প্রকাশ করিয়াছেন। স্থানান্তরে তাহার বিবৃতি প্রকাশিত হইল। পরতত্ত্বসীমার এই অসাধারণ মাধুর্য্যচতুষ্টয় শ্রীগৌরাঙ্গে ঔদার্য্যসার-সীমায় প্রকটিত হইয়াছে।

নবম প্রকাশ

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন-রাসলীলা-মাধুর্য্যে পুরুষার্থসীমা-সঞ্চারক পরতত্ত্বসীমা

'জগৎপ্রবর্ত্তিত-স্বাদু-ভগবন্নাম-কীর্ত্তন।' *

'সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ বিশ্বম্ভরৌ যুগধর্ম্মপালৌ' †

প্রতিযুগে অনাদিকালসিদ্ধ হরিকীর্ত্তনের প্রচার

শ্রীভগবানের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তন অনাদিকাল হইতেই ভগবানের শক্ত্যাবিষ্ট শ্রীনারদাদি মহাজন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া যুগে যুগে সর্ব্বত্র প্রচারিত রহিয়াছে। বেদে, শ্রুতিতে, ব্রহ্মসূত্রে, রামায়ণে, মহাভারতে, হরিবংশে, বায়ুপুরাণে, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-পুরাণে এবং অন্যান্য বহু শাস্ত্রে তথা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবন্নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদির প্রচুর মহিমা ত' আছেই, এমন কি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বিভিন্ন অবৈদিক ধর্ম্মশাস্ত্রেও তত্তদ্ ধর্ম্মের ধারণানুযায়ী নির্ণীত তত্ত্ববস্তুর উদ্দেশ্যে সঙ্গীতানুশীলনের কথা দৃষ্ট হয়।

---

* শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবন্দনায় শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুপাদ; † চৈ ভা ১।১।১।

সঙ্কীর্ত্তন-রাসের আকরস্থান

ঋগ্‌বেদাদি শাস্ত্রের পরোক্ষবাদে বর্ণন এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের অপরোক্ষ বর্ণনানুসারে ব্রহ্মাণ্ডে সঙ্কীর্ত্তন-রাসের আকরস্থান শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলী শ্রীবৃন্দাবন। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন-রাসের অদ্বিতীয় মূল নায়ক। স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীসার মহাভাবস্বরূপা শ্রীকৃষ্ণমোহিনী শ্রীগান্ধর্ব্বা ও তাঁহার কায়ব্যূহ গোপীগণ নিত্যসিদ্ধা চতুঃষষ্টি-কলাভিজ্ঞারূপে সর্ব্বদা সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা রসরাজের নিত্য রাসোৎসব বিধান করিতেছেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"যদ্‌গীতেনেদমাবৃতম্"[১]

শ্রীবৃন্দাবনের রাসস্থলীস্থ কৃষ্ণপ্রিয়া গোপীগণের গানে এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইয়াছে অথবা সেই ব্রজগোপীগণের গান অদ্যাপি জগদ্‌বাসী লোক গান করেন। অদ্যাপি শ্রীব্রজসুন্দরীগণের সেই গীতাংশসমূহই বিশ্বে প্রচারিত হইতেছে। যেহেতু 'সঙ্গীত-সারের' প্রমাণ হইতে জানা যায়, যত জীবজাতি আছে, তত সংখ্যক রাগও বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে পুরাকালে ষোড়শসহস্র রাগ গোপীগণ রচনা করিয়াছিলেন। 'সঙ্গীতসারে'র শেষভাগে সেই সকল রাগের বিভাগ স্বর্গাদি লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে।

"অদ্যাপি যাসাং গীতাংশা এব জগতি প্রচরন্তীত্যর্থঃ, যদুক্তং সঙ্গীতসারে—'তাবন্ত এব রাগাঃ স্যুর্যাবত্যো জীবজাতয়ঃ। তেষু ষোড়শসাহস্রী পুরা গোপীকৃতা বরা' ইতি ; অন্তে চ তেষামেব বিভাগশ্চ তত্র স্বর্গাদিষু দর্শিত ইতি"[২]।

সুতরাং এই পৃথিবীতে, এমন কি স্বর্গাদি লোকেও ব্রজগোপীগণের গীতাংশ-মাত্রই অনুসৃত হইয়াছে। সেই গোপীগণের গানে স্বয়ং শ্রীনন্দনন্দন মুগ্ধ হইয়া রাসমণ্ডলে তাঁহাদিগকে সাধুবাদে সম্মানিত করিয়াছিলেন এবং **শ্রীকৃষ্ণের গানও গোপীগণের গানের নিকট অপ্রধান** হইয়াছিল। অথচ যে শ্রীযশোদানন্দন অন্যের নিকট বেণুবাদন শিক্ষা না করিয়াই যখন স্বরভেদ আবিষ্কারপূর্ব্বক অধরে বেণু

---

১ ভা ১০।৩৩।৮ ; ২ শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ ২৮৩ অনু ;

স্থাপন করিয়া গান করেন, তখন স্ব-স্ব স্থান হইতে ইন্দ্র সহিত লোকপালাদি দেবজাতি-সমূহ, শ্রীশিবের সহিত শিবানী, কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতি তাঁহার গণ, আর শ্রীব্রহ্মার সহিত শ্রীচতুঃসন, শ্রীনারদ, সপ্তর্ষি, প্রজাপতি প্রভৃতি গান-তালাদি সৃষ্টিকর্ত্তৃগণ মন্দ্র, মধ্য ও তারভেদে সেই স্বরভেদসমূহ শ্রবণ করিয়া পুলকিত-হৃদয়ে অবনত-মস্তকে সেই রাগ, তাল, তান ও স্বরাদির স্বরূপ নিশ্চয় করিতে না পারিয়া বিমুগ্ধ হয়েন।[৩] সেই ষোড়শ সহস্র ব্রজগোপীগণের শিরোমণি মুকুন্দমধুমাধবী গান্ধর্ব্বাই নিখিল-সঙ্গীত-বিদ্যার আকরস্বরূপা।

এই অনাদি সঙ্গীত-বিদ্যা শ্রীব্রহ্মা হইতে জগতে সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত হয়—

পুরা চতুর্ণাং বেদানাং সারমাকৃষ্য পদ্মভূঃ।
ইমন্তু পঞ্চমং বেদং সঙ্গীতাখ্যমকল্পয়ৎ ॥*

শ্রীগর্ভোদকশায়ীর নাভিপদ্মে আবির্ভূত ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে চারিবেদের সার সংগ্রহ করিয়া 'সঙ্গীত' নামক এই 'পঞ্চম বেদ' প্রকাশ করিয়াছেন।

নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনি ব্রহ্মার নিকট উক্ত পঞ্চম বেদ লাভ করিয়াছিলেন, ইহা নাট্যশাস্ত্রের প্রারম্ভেই মুনিপাদ স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, এই ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা নহেন, ইনি বৈদিক সঙ্গীতের উপাদানের দ্বারা আদি-নাট্যশাস্ত্র-রচয়িতা ব্রহ্ম-ভরত নামক জনৈক ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ব্রহ্ম-ভরতের পর 'সদাশিব-ভরত' নামেও একজন ঐতিহাসিক নাট্যশাস্ত্রীর অভ্যুদয় হয়। এই দুই জনকেই প্রসিদ্ধ ভরতমুনি বন্দনা করেন। শ্রীভক্তিরত্নাকরের[৪] উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে জানা যায়—ব্রহ্মা, শিব, নন্দী, ভরত, দুর্গা, নারদ, কোহল প্রভৃতি আচার্য্যগণ সঙ্গীত-বিদ্যার প্রচারক। এই দেবঋষি-প্রচারিত সঙ্গীতকলা এক সময় গ্রীস পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদের ছন্দঃ ও মাত্রাদি হইতে প্রতীত হয়, বৈদিক যুগে সঙ্গীত-বিদ্যার যথেষ্ট অনুশীলন ও প্রচার ছিল। গীতনিবন্ধ সামবেদে বহু প্রকার গীতের উপায়সমূহ নির্ণীত হইয়াছে।

৩ ভা ১০।৩৩।৯ এবং ১০।৩৩।১৫; * শ্রীভক্তিরত্নাকর ৫।২৪৮৯ ধৃত প্রমাণ-বাক্য;

৪ ভক্তিরত্নাকর ৫।২৪৯৩ 'ব্রহ্মেশ-নন্দি-ভরত-দুর্গা-নারদ কোহলাঃ। দশাস্য-বায়ু-রম্ভাদ্যাঃ সঙ্গীতস্য প্রচারকাঃ ॥

সাহিত্যদর্পণকারও [৫] শ্রীবিষ্ণুপুরাণের প্রমাণাবলম্বনে বলিয়াছেন,—

কাব্যালাপাশ্চ যে কেচিদ্গীতকান্যখিলানি চ।
শব্দমূর্ত্তিধরস্যৈতদ্বপুর্ব্বিষ্ণোর্ম্মহাত্মনঃ ॥[৬]

যে কোন কাব্যালাপ এবং অখিল গীতি-শাস্ত্র সমস্তই শব্দমূর্ত্তিধর মহাত্মা শ্রীবিষ্ণুর অঙ্গস্বরূপ।

শ্রীচৈতন্যপূর্ব্ব যুগে কীর্ত্তন

শ্রুতি বলেন, মুক্ত সূরিগণ অনুক্ষণ সামগানে নিরত আছেন—"সাম গায়ন্নাস্তে"।[৭] প্রেমবিহ্বল নটরাজ শ্রীশম্ভু, তুম্বুরু গন্ধর্ব্ব, দেবর্ষি শ্রীনারদ-প্রমুখ মহাজনগণ কৃষ্ণগান করিয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করেন। "মহাভাগবতা নিত্যং কলৌ কুর্ব্বন্তি কীর্ত্তনম্" [৮] কলিতে মহাভাগবতগণ সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও বাদ্যযন্ত্রাদি-সহযোগে সঙ্গীতের প্রচার-বার্ত্তার প্রমাণ মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা প্রভৃতির ধ্বংসস্তূপ হইতে পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগেও দক্ষিণ ভারতে আলোয়ার-সম্প্রদায়ে তিরুপ্পান (তিরু = শ্রী, পান = কণ্ঠসঙ্গীত) আলোয়ার, আণ্ডাল আলোয়ার প্রমুখ ভাব-বিভোর মহাভাগবতগণ, শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ে দাসকূট-শাখায় শ্রীকনকদাস, শ্রীপুরন্দর দাস প্রমুখ ভক্তগণ এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশেই বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে সাধু-মহাপুরুষগণ কীর্ত্তনের অনুশীলন ও আদর করিয়াছেন। এমন কি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে শূন্যবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেও নানা রাগ-রাগিণীতে কীর্ত্তনাদির প্রচলন ছিল বলিয়া কেহ কেহ প্রতিপাদন করেন। শূন্যবাদি-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের এই শ্রেণীর গান যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনজাতীয় নহে, তাহা উল্লেখ করাই বাহুল্য। শ্রীচৈতন্যভাগবতকারও বলিয়াছেন,—মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে 'মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।' বাহিরের আকারের সাদৃশ্য হইতে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নির্ণীত হয় না, স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ দেখিয়া বস্তু নির্ণয় করিতে হয়। বস্তুতঃ শূন্যবাদি-বৌদ্ধ প্রাকৃত সাহজিক গান, দোহা প্রভৃতি জন্মগত ও জাতিগত স্বরূপেই

---

৫ সাহিত্যদর্পণ প্রথম পরিচ্ছেদ ; ৬ বি পু ১।২২।৮৩ ; ৭ সর্ব্বসম্বাদিনী পরমাত্ম সন্দর্ভানুব্যাখ্যা-ধৃত তৈত্তিরীয় শ্রুতি ৩।১০।৫ ; ৮ ক্রমসন্দর্ভ ১১।৫।৩৭ ধৃত শ্রীস্কন্দপুরাণবাক্য।

অপ্রাকৃত বৈষ্ণবপদাবলী ও কীর্ত্তন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথমটির জন্মস্থান হইতেছে প্রাকৃত ক্ষেত্র ও বিলয়স্থান শূন্যমার্গ আর দ্বিতীয়টি সর্ব্বকারণকারণ সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ রসরাজমূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত আনন্দদায়িনী স্বরূপশক্তি হইতে প্রকটিত গোলোকের পূর্ণতম আনন্দস্বরূপ এবং তাহা সেই রসরাজ মূর্ত্তিধরের শ্রীরাসোৎসবেই পর্য্যবসিত।

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্ক্ষয়াঃ॥ [৯]

যে বাক্য বিচিত্র পদালঙ্কৃত হইয়াও শ্রীহরির জগৎপাবন নাম-রূপ-গুণলীলাদি কখনও কীর্ত্তন করে না, সাধুগণ সেই বাক্যকে কাকতুল্য কামিগণের ক্রীড়াস্থল আঁস্তাকুড়ের ন্যায় মনে করেন। তাহাতে পরব্রহ্মে বিচরণশীল ভক্তগণ, মনস্বিগণ, পরমহংস সাধুগণ নিশ্চয়ই রমণ করেন না। মানস-সরোবরের হংসগণ যেমন কাকের ক্রীড়াস্থান উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে কখনও ক্রীড়া করে না।

চারি যুগের যুগাবতার-প্রবর্ত্তিত তারকব্রহ্ম নাম

ভারতবর্ষে চারিযুগেই যুগাবতারগণের দ্বারা তত্তদ্ যুগোচিত তারকব্রহ্মনাম চির-কালই প্রবর্ত্তিত আছে। সর্ব্বযুগেই বিষ্ণুর নাম প্রচারিত থাকিলেও সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চন ও সাধারণ কলিতে হরি-কীর্ত্তনের প্রাধান্যের কথা শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ কলিতে হরিকীর্ত্তনই যুগধর্ম্ম; যেরূপ অন্যান্য যুগে ধ্যানাদি যুগধর্ম্ম। অন্যান্য যুগে যে তত্তদ্যুগাবতারের প্রবর্ত্তিত তারকব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন করা হয়, তাহা যথাক্রমে ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চনের ফলদায়ক অঙ্গরূপেই করা হয়। আর সাধারণ কলিতে যুগাবতারের প্রবর্ত্তিত হরিনাম যদি কদাচিৎ কোনও ব্যক্তি কীর্ত্তন করেন (কারণ সাধারণ কলিতে জীবের হরিনামে প্রবৃত্তিই হয় না), তাহাও পাপ-তাপ বা মোক্ষসাধক অঙ্গরূপেই কৃত হয়। সাধারণ কলির যুগাবতার-প্রবর্ত্তিত যুগধর্ম্মোচিত হরিনাম 'তারক' (সংসার-তারক বা মোক্ষদায়ক) মাত্র, তাহা 'পারক' (প্রেমভক্তিপ্রদ) রূপে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃকও গৃহীত হয় না। সত্যাদি

---

৯ ভা ১।৫।১০, ১২।১২।৫১।

তিন যুগে যেরূপ হরিনাম ধ্যানাদি সাধনের ফলদায়ক অঙ্গবিশেষ, সাধারণ কলিতেও হরিনাম তদ্রূপ মোক্ষ-প্রাপ্তির উপায়, সুতরাং সাধনাঙ্গ-বিশেষ। কলিমাত্রেরই যুগধর্ম্ম হরিকীর্ত্তন হওয়ায় বিশেষ এই যে, সত্যযুগে ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞের দ্বারা ও দ্বাপরে পরিচর্য্যার দ্বারা যে ফললাভ হয়, কলিতে হরিকীর্ত্তনের দ্বারাই সেই সকল ফল লাভ হয়।[১০] সত্য, ত্রেতা ও সাধারণ দ্বাপরে যথাক্রমে ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চনের ফল ব্রজপ্রেম-লাভ নহে, মোক্ষমাত্র ; অতএব সাধারণ কলিতে হরিকীর্ত্তনের দ্বারা সেই সকল যুগের পৃথক্ পৃথক্ ফল লাভই হউক, আর একযোগে সমস্ত ফল লাভই হউক, তাহাও মোক্ষমাত্র ফলই হইবে। আর সাধারণ কলিযুগে যুগাবতারের দ্বারা হরিনাম প্রচারিত থাকিলেও এবং হরিকীর্ত্তন সাধারণ কলিযুগেরও যুগধর্ম্ম হইলেও জনসাধারণ, এমন কি পণ্ডিত, জ্ঞানী, তপস্বী ব্যক্তিগণও হরিনাম করেন না। সাধারণ কলিযুগের লোকের অবস্থা বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বলেন,—

> যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
> বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ॥[১১]

মরণোন্মুখ আতুর ব্যক্তি শয্যাশায়ী শিথিলেন্দ্রিয় হইয়াও স্খলিত কণ্ঠস্বরে যে নাম গ্রহণ করিয়া কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া উত্তমা গতি লাভ করে, কলিতে জনগণ সেই ভগবন্নাম গ্রহণ করে না।

বিশেষ কলিযুগ

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেবের এই উক্তি সাধারণ কলিপর। অন্যথা শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নোদ্ধৃত উক্তির সহিত সঙ্গতি রক্ষা হয় না।

> কলৌ জনিষ্যমাণানাং দুঃখশোকতমোনুদম্।
> অনুগ্রহায় ভক্তানাং সুপুণ্যং ব্যতনোদ্ যশঃ॥
> কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
> কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ॥ [১২] ইত্যাদি

---

১০ বি পু ৬।২।১৭ ; ভা ১২।৩।৫২ ; ১১ ভা ১২।৩।৪৪ ; ১২ ভা ৯।২৪।৬১, ১১।৫।৩৮।

যাঁহারা ভবিষ্যতে কলিতে জন্মগ্রহণ করিবেন, এইরূপ ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুঃখ, শোক ও অন্ধকার-বিনাশক সুপবিত্র যশঃ অর্থাৎ নাম ('যস্য **নাম** মহদ্‌যশঃ', শ্বেতাশ্বতর ৪।১৯ যাঁহার নাম পরম যশঃস্বরূপ) বিস্তার করিয়াছিলেন। সত্যাদি যুগে জাত ব্যক্তিগণও সেই বিশেষ কলিতে জন্ম আকাঙ্ক্ষা করেন। সেই বিশেষ কলিতেই নারায়ণপরায়ণ মহাভাগবতগণ ভারতের কোনও কোনও দেশে ও দক্ষিণ-দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মগ্রহণ করিবেন।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীনামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত প্রমুখ কৃষ্ণভক্তগণের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবের পূর্ব্বে বহির্ম্মুখ জগতের অবস্থা দেখিয়া ও জীবের গতির কথা ভাবিয়া যে দুঃখ ও তৎসঙ্গে কৃষ্ণবিরহোদয় এবং সমগ্র জগতে যে অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা শ্রীগৌরকৃষ্ণের সুপবিত্র নামরূপ যশোরাশির ভাস্বর আলোকে বিদূরীত হয়। আর দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন আলোয়ারগণ, শ্রীযামুনাচার্য্যপাদ, শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ প্রমুখ বহু নারায়ণপরায়ণ মহাভাগবতগণ এবং শ্রীবিল্বমঙ্গল, শ্রীজয়দেব, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ, শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ, শ্রীপরমানন্দপুরীপাদ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত প্রমুখ শ্রীকৃষ্ণভক্ত ও শ্রীকৃষ্ণপরিকরগণও বিভিন্ন দেশে সেই গৌরকৃষ্ণাবতারের অগ্রদূত ও লীলাসঙ্গিরূপে অবতীর্ণ হয়েন।*

"কলৌ খলু **ভবিষ্যন্তি** নারায়ণপরায়ণাঃ"[১৩] এই স্থানে নারায়ণপরায়ণ ভক্তগণের ভবিষ্যৎকালে কলিতে আবির্ভাবের নিশ্চয়তার কথা বলিয়া শ্রীপাদ করভাজন অসাধারণ কলি—যে কলিতে সঙ্কীর্ত্তনসদোপাস্য সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদ শ্রীগৌরকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়, সেই কলির কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। নতুবা সাধারণ কলির কথা বলিলে "ভবন্তি" (আবির্ভূত হয়েন) এইরূপ নিত্য বর্ত্তমান কালবাচক ক্রিয়ারই ব্যবহার করিতেন। সাধারণ কলিযুগের জীবগণের বহুলভাবেই শ্রীভগবন্নাম-গ্রহণে প্রবৃত্তি

---

* শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ-কৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যমত-মঞ্জুষা, ভা ৯।২৪।৬১ শ্লোক এবং শ্রীকবিকর্ণপুর-পাদ-কৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকম্—১।২১-বহরমপুর সং দ্রষ্টব্য; ১৩ ভা ১১।৫।৩৮।

থাকে না, এজন্যই ভাগবত-(বৈষ্ণব) নামটি পর্য্যন্ত সাধারণ কলিতে দুর্লভ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'কলৌ ভাগবতং নাম দুর্লভং নৈব লভ্যতে'১৪। উত্তম ভাগবতের লক্ষণই হইতেছে—"যেঽভিনন্দন্তি নামানি হরেঃ শৃন্বন্তি হর্ষিতাঃ। রোমাঞ্চিতশরীরাশ্চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥ * * হরিনামপরা যে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ"১৫। অথচ শাস্ত্রেই অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—"মহাভাগবতা নিত্যং কলৌ কুর্ব্বন্তি কীর্ত্তনম্।"১৬ এই কলিই হইতেছে সেই অসাধারণ কলি—যেকালে মহাভাগবতগণ সর্ব্বকাল কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন। অতএব সাধারণ কলিতে প্রচুর পরিমাণে মহাভাগবতগণের আবির্ভাবের কথা উক্ত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে শ্রীগৌরকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে জগতের অবস্থার যে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়—"কৃষ্ণনাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার। প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥ যে বা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব। তাঁহারাহো না জানয়ে গ্রন্থ-অনুভব॥ **না বাখানে যুগধর্ম্ম—কৃষ্ণের কীর্ত্তন।** দোষ বহি গুণ কারো না করে কথন॥ **যে বা বিরক্ত তপস্বী অভিমানী। তা সভার মুখে-হ নাহিক হরিধ্বনি॥** অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়। গোবিন্দ, পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়। বলিলেও কেহো নাহি লয় কৃষ্ণনাম। নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান" ১৭

আলোয়ারগণের যুগেও কীর্ত্তন-বিমুখতা

এই সময়েরও বহু পূর্ব্বে এই কলিকালেই যখন তামিল আলোয়ারগণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনও অন্যযুগ-দুর্লভ শুদ্ধ ভক্তি সেই সকল নারায়ণপরায়ণ মহদ্গণের দ্বারা অর্চ্চন-বন্দন-দাস্যাদি-প্রধান ভক্ত্যঙ্গের সংযোগেই প্রচারিত হইয়াছিল—একমাত্র নাম-কীর্ত্তন-বহুল ভক্তির সংযোগে নহে। কারণ তখনও সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদসঙ্কীর্ত্তনৈক-পিতা—যাঁহাকে সুমেধোগণ সঙ্কীর্ত্তন-বহুল যজ্ঞে আরাধনা করেন, তাঁহার প্রপঞ্চে আবির্ভাব হয় নাই। তাই আলোয়ারগণের অন্যতম শ্রীপাদ কুলশেখর আলোয়ার স্বয়ং ব্যক্তিগত-ভাবে নারায়ণ-নামপরায়ণ থাকিলেও (তত্ত্বং ব্রুবাণানি পরং পরস্তান্মধু-

---

১৪ হ ভ বি ১০।৮৪ ধৃত সৌপর্ণ-পুরাণবাক্য ; ১৫ ঐ ১০।৪৪-৪৫ ধৃত শ্রীবৃহন্নারদীয়বাক্য ; ১৬ ক্রমসন্দর্ভ ১১।৫।৩৭ ধৃত স্কন্দপুরাণ-বাক্য ; ১৭ চৈ ভা ১।২ অধ্যায়।

ক্ষরন্তীব মুদাবহানি। প্রাবর্ত্তয় প্রাঞ্জলিরস্মি জিহ্বে নামানি নারায়ণগোচরাণি ॥[১৮]
হে রসনে! আমি করজোড়ে মিনতি করিয়া বলিতেছি—শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতত্ত্ব ঘোষণাকারী মধুবর্ষী পরমানন্দপ্রদ নারায়ণ-সম্বন্ধী নামসমূহ কীর্ত্তন কর) তাৎকালিক জনসাধারণের ভগবন্নামে একান্ত বিমুখতার কথাই জানাইয়াছেন—

অনন্ত বৈকুণ্ঠ মুকুন্দ কৃষ্ণ গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।
বক্তুং সমর্থোঽপি **ন বক্তি কশ্চিদহো** জনানাং ব্যসনাভিমুখ্যম্ ॥[১৯]

হে অনন্ত, বৈকুণ্ঠ, মুকুন্দ, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব বলিয়া ভগবানকে আহ্বানে সমর্থ হইয়াও কোনও লোকই সেই সকল নাম বলে না। অহো! জনতার কি বহির্ম্মুখতা!

সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবাচার্য্যগণের যুগে

আলোয়ার শ্রীপাদ কুলশেখরের এইরূপ একাধিক শ্লোকই প্রমাণ করিতেছে যে, আলোয়ারগণের অভ্যুদয়কালেও হরিনামে সর্ব্বসাধারণের প্রবৃত্তি ছিল না।

সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তিগণ দূরে থাকুক, লোকগুরুগণও হরিনামকে অন্যান্য শুভকর্ম্মের সহিত সমান মনে করিতেন, কেহ বা পাপ-তাপ-বিনাশক বা মোক্ষসাধকরূপেই সিদ্ধান্ত করিতেন। দ্বৈতবাদগুরু শ্রীমধ্বাচার্য্য[২০] হরিনামকে সংসারসিন্ধু তরণের (মুক্তির) উপায় এবং নামকীর্ত্তনে ভগবদর্চ্চনের ফল লাভ হয়—এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, কিন্তু নাম-সঙ্কীর্ত্তন যে নববিধা ভক্তির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা বলেন নাই। শ্রীমধ্বাচার্য্য মোক্ষলাভকেই নামসঙ্কীর্ত্তনের পরম ফল বলিয়াছেন। তাঁহার মতে নামাভাসে (অন্যত্র সঙ্কেতে) মুক্তি-ফল লাভ হয় না। ভক্তির সহিত নামী শ্রীনারায়ণের নামগ্রহণে ভগবানের স্মৃতির উদয়ে মুক্তি-ফল লাভ হয়[২১]। কিন্তু শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের উক্তি—

কেহো বলে—নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহো বলে—নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয় ॥

---

১৮ শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্র ২৬; ১৯ ঐ ২৯ শ্লোক;
২০ শ্রীকৃষ্ণামৃতমহার্ণব ৭০ শ্লোক ইত্যাদি; ২১ ভাগবত-তাৎপর্য্য ৬।২।১৪।

হরিদাস কহে—নামের এই দুই ফল নহে।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে॥

প্রমাণ—শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২।৪০) শ্লোক।

আনুষঙ্গিক ফল নামের—মুক্তি, পাপ-নাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে।
যেই **মুক্তি ভক্ত না লয়,** কৃষ্ণ চাহে দিতে॥[২২]

যেরূপ সূর্য্যের উদয়ের পূর্ব্বেই অরুণোদয় ভূমণ্ডলের অন্ধকাররাশি বিনাশ করিয়া সূর্য্যের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করে, সেইরূপ শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনৈকপিতা শ্রীশ্রীগৌরভাস্করের উদয়ের পূর্ব্বেই তাঁহারই ইচ্ছায় শ্রীনামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর অবতীর্ণ হইয়া শ্রীনামকীর্ত্তনের মুখ্যফল প্রেমের সংবাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন।*

শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনৈকপিতার প্রেরিত অগ্রদূত শ্রীনামাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণ হইতে কৃষ্ণপ্রেমকেই নামকীর্ত্তনের ফল এবং কৃষ্ণভক্তের পরিত্যাজ্য মুক্তিকে 'অন্যত্র সঙ্কেতে যে নামাভাস' হয়, তাহারই ফল (ভা ৬।২।৪৯) বলিয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যের মতে মুক্তি ভক্তের পরিত্যজ্য নহে, ভক্তিতুষ্ট হইয়াই ভগবান ভক্তকে মুক্তি-ফল প্রদান করেন এবং ভক্ত তাহা সাদরে গ্রহণ করেন। তাঁহার মতে ভগবদ্দ্বেষী অসুরেরা কোনও ক্রমেই কোনদিন মুক্তির অধিকারী নহে।[২৩] শ্রীমধ্বাচার্য্যের সমসাময়িক শ্রীবোপদেবাদি ভাগবতাচার্য্যগণের মতেও মুক্তিই নামকীর্ত্তনাদি ভক্তির চরম ফল।

শ্রীগৌরপ্রকটিত কলিযুগ ভিন্ন অন্যযুগে নামাশ্রয়ীর অধিকার-সীমা ঐশ্বর্য্যপ্রধান প্রেমভক্তি—বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তিই যাহার চরম ফল। শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের বা শ্রীরাম-নৃসিংহাদি স্বাংশাবতারগণের পার্ষদত্ব-প্রাপ্তিই পুরুষার্থের পরমসীমা। যাঁহারা পূর্ব্বে কৃষ্ণপ্রেমের কথা বলিয়াছেন বা মধুরভাবে কৃষ্ণের ভজন করিয়াছেন,

---

২২ চৈ চ ৩।৩;১৭৬-১৭৯, ১৮৫ ; ২৩ ভাগবত-তাৎপর্য্য ৩।২৫।৩৪, শ্রীমধ্বকৃত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ৩।৪।৪০ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।　　* শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ২।৩১ শ্রীচৈতন্যবাণী।

তাঁহারাও শ্রীরামনৃসিংহাদি স্বাংশাবতারের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং ঐশ্বর্য্যপ্রধান প্রেম-ভক্তির সহিত ব্রজপ্রেমকে নির্ব্বিশেষভাবে বিচার বা অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু এই অসাধারণ কলিযুগে—যে যুগে স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি লইয়া অবতীর্ণ হইয়া রসবিশেষ আস্বাদন করিয়াছেন, তিনি তখন জীবের প্রতি এমন কোন অনির্ব্বচনীয় অতিভাগ্যের বিস্তার করেন, যাহার প্রভাবে, সেই প্রেমদাতা-শিরোমণি শ্রীগৌরহরির অনুগত হইয়া তৎমুখোদ্গীর্ণ নাম গ্রহণ করিলে সেই নামের বিশেষ ফলে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের পরিজনের ন্যায় ব্রজপ্রেমলাভ করিয়া তাঁহার মাধুর্য্যময় অন্তঃপুর শ্রীব্রজধামে প্রবেশ করা যায়—তটস্থাশক্তিস্থানীয় জীব ব্রজজনের আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা বা রাগানুগা ভক্তি হইতে উত্থিত গোপীপ্রেম-লাভে ধন্য হইতে পারে। *

নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহারই ইচ্ছায় অগ্রদূতরূপে অবতীর্ণ শ্রীগৌরপরিকর শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনকে সমস্ত ভক্ত্যঙ্গের অঙ্গীরূপে অনুশীলন করিয়া (স্বয়ং আচরণমুখে) প্রচার করেন। তখন স্বল্পসংখ্যক বৈষ্ণব (যথা শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিতাদি) 'আপনা-আপনি সব সাধুগণ মেলি। গায়েন শ্রীকৃষ্ণনাম দিয়া করতালি॥'[২৪] তখন শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণও **উচ্চ নাম-সঙ্কীর্ত্তনের** এবং সার্ব্বকালিক নামসঙ্কীর্ত্তনের বিরোধিতা করিতেন। অতি সুকৃতিসম্পন্ন কেহ কেহ নাম-গ্রহণের ফল চিত্তশুদ্ধি ও চরম ফল সাযুজ্যাদি মুক্তি—ইহাই জানিতেন। হরিনদী গ্রামের এক ব্রাহ্মণের উক্তি 'অয়ে হরিদাস, একি ব্যভার তোমার? **ডাকিয়া যে নাম লহ,** কি হেতু ইহার? কার শিক্ষা—হরিনাম ডাকিয়া লইতে? এই ত' পণ্ডিত সভা বলহ ইহাতে॥'[২৫] কেহ বা বলিতেন—"গোসাঞিির শয়ন বরিষা চারি মাস। ইহাতে কি যুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক॥ নিদ্রাভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞিি। দুর্ভিক্ষ করিবে দেশে ইথে দ্বিধা নাই॥ কেহ

* 'শ্রীসোণার গৌরাঙ্গ' মাসিক পত্রিকায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ ভাদ্র 'ফাল্গুনী-পূর্ণিমা' প্রবন্ধ ৭৬—৭৭ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্য। ২৪ চৈ ভা ১।১৬।২৫৪; ২৫ ঐ ১।১৬।২৬৮, ২৭০।

বলে,—একাদশী নিশি-জাগরণে। করিবে গোবিন্দ-নাম করি উচ্চারণে॥ প্রতিদিন উচ্চারণ করিয়া কি কাজ? এইরূপে বলে যত মধ্যস্থ সমাজ॥"২৬ গোপাল চক্রবর্ত্তী মান এক ব্রাহ্মণ। 'নামাভাসে মুক্তি' শুনি না হৈল সহন॥ ক্রুদ্ধ হঞা বলে সেই সরোষ বচন। ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন, পণ্ডিতের গণ॥ কোটি জন্মে ব্রহ্ম-জ্ঞানে যেই মুক্তি নয়। এই কহে—নামাভাসে সেই মুক্তি হয়॥"২৭ ইত্যাদি।

নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর তাঁহার একান্ত কৃষ্ণনাম-নিষ্ঠার জন্য তদানীন্তন বিধর্ম্মী শাসকগণের দ্বারা বাইশ বাজারে প্রহৃত, গঙ্গাস্রোতে নিক্ষিপ্ত, নানাভাবে অত্যাচারিত হইয়াছিলেন; এমন কি, হিন্দু-সম্প্রদায়ের রামচন্দ্র খাঁ প্রমুখ প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তিগণও নানাভাবে নামাচার্য্যের ভজনে বিঘ্ন উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

শ্রীগৌর-প্রবর্ত্তিত শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন

কিন্তু যিনি স্ব-নামবিনোদাচার্য্য স্বয়ং নামী এবং যিনি শ্রীব্রহ্ম-নারদ-প্রহ্লাদের সদোপাস্য স্বয়ং ভগবান, তিনি আপামরের হৃদয়ে নামগ্রহণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সঞ্চার ও সকলের মুখে নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশিত করাইয়া জগতে আবির্ভূত হইলেন। 'ফাল্গুনপূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়। সেইকালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয়॥ 'হরি হরি' বলে লোক হরষিত হঞা। **জন্মিলা চৈতন্যপ্রভু নাম জন্মাইয়া**॥২৮

পূর্ব্বেও বহু চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে জন-সাধারণ দান-ব্রতাদি-শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই রত থাকিতেন, কিন্তু জগজ্জীবকে নিজ নাম গ্রহণ-করাইবার জন্য স্বয়ং নামী চন্দ্রগ্রহণের সময়টিকে উপলক্ষ করিয়া জন্ম-গ্রহণলীলা করিলেন; তখন কি জন-সাধারণ, কি ভাগবতগণ সকলের হৃদয়েই **স্বতঃই নাম গ্রহণের প্রবৃত্তি হইল**—সকলেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত নাম-সঙ্কীর্ত্তনে প্রমত্ত হইলেন। অধিক কি, তখন "কৃষ্ণ-কৃষ্ণ হরিনামে ভাসে ত্রিভুবন। 'হরি' বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন॥" ২৯

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীমুখেও সেই সাক্ষ্যই পাওয়া যায়—'সঙ্কীর্ত্তন-সহিত

---

২৬ ঐ ১।১৬।২৬১-২৬২; ২৭ চৈ ৩।৩।১৮৮, ১৯০ ১৯২;

২৮ ঐ চ ১।১৩।২০-২১; ২৯ ঐ ১।১৩।৯২, ৯৫।

প্রভুর অবতার। গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার॥ গঙ্গাস্নানে চলিলা সকল ভক্তগণ। নিরবধি চতুর্দ্দিকে হরিসঙ্কীর্ত্তন॥ কিবা শিশু, বৃদ্ধ, নারী, সজ্জন, দুর্জ্জন। সবে হরি হরি বলে দেখিয়া গ্রহণ॥ হরিবোল হরিবোল সবে এই শুনি। সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধ্বনি॥"[৩০] 'কলিযুগে সর্ব্বধর্ম্ম—হরিসঙ্কীর্ত্তন। সব প্রকাশিলেন চৈতন্য নারায়ণ' ॥[৩১]'জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর-যুবাকালে। হরিনাম লওয়াইলা প্রভু নানা ছলে॥ বাল্য-ভাবচ্ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন। কৃষ্ণ হরিনাম শুনি রহয়ে রোদন॥ বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন। সর্ব্বত্র লওয়াইলা প্রভু নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥ পৌগণ্ড-বয়সে পড়েন, পড়ান শিষ্যগণে। সর্ব্বত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যানে॥ সূত্র, বৃত্তি, টীকায় কৃষ্ণনামের তাৎপর্য্য। শিষ্যের প্রতীত হয়—সবার আশ্চর্য্য॥ যারে দেখে, তারে কহে—কহ কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপ গ্রাম॥ কিশোর বয়সে আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন। রাত্রদিনে প্রেমে নৃত্য, সঙ্গে ভক্তগণ॥ নগরে নগরে ভ্রমে কীর্ত্তন করিয়া। ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া॥ সেতুবন্ধ, আর গৌড়-ব্যাপি বৃন্দাবন। প্রেম-নাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ' ॥[৩২] 'এই মত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে। রজনী দিবসে কৃষ্ণবিরহ-বিহ্বলে॥ হর্ষে প্রভু কহেন, শুন স্বরূপ রামরায়। নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন। সেইত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥ নামসঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ। সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥'[৩৩] সঙ্কীর্ত্তন-পিতা স্বয়ং নামী ব্যতীত আর কে ঐরূপ সর্ব্বধর্ম্মে, সর্ব্বকর্ত্তায় সর্ব্বক্রিয়ায়, সর্ব্বস্থান-কাল-পাত্রে, সমস্ত ভুবনে ও করণে, সমস্ত কার্য্যে ও কারণে, সমস্ত সাধনে ও ফলে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনের অঙ্গিরূপে অধিষ্ঠান সপরিকরে আচার ও প্রচার করিয়া জগৎকে সেই ব্রজপ্রেম-সাধ্য নাম গ্রহণ করাইতে পারেন?

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসভবনে ভগবন্মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন, সেই মন্দিরের দক্ষিণ ভাগে সূচিকর্ম্মজীবী, মদ্যপায়ী এক বিধর্ম্মী তাঁহার সেলাইর কাজ করিতে করিতে মহাপ্রভুর নিরুপম রূপ-মাধুরীদর্শনে প্রেমানন্দে নিমগ্ন হইল, তাহার

৩০ চৈ ভা ১।২।১৯৭, ২০৪-২০৬; ৩১ ঐ ১।২।২৬; ৩২ চৈ চ ১।১৩।২২-৩২,৩৬; ৩৩ ঐ ৩।২০।৩, ৮-১১।

দেহে প্রেমের বিকারসমূহ প্রকাশিত হইল। তৎক্ষণাৎ সে সূচিকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিল এবং সেই অবধি একমাত্র শ্রীহরিনামাশ্রয় করিয়া স্বজন ও পুত্র-পরিবারাদি ত্যাগ করিয়া সিদ্ধের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। একমাত্র বিশ্বম্ভরই পরমেশ্বর ইহা বলিতে লাগিল। * জগতের কোনও স্থান-কাল-পাত্রে এইরূপ ব্রজপ্রেমসাধ্য নাম-সঙ্কীর্ত্তন সঞ্চারের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য আর পাওয়া যায় না। এজন্যই শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীকরভাজনপাদের উক্তির সহিত সমস্বরে বলিয়াছেন—

সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য ॥[৩৪]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কারুণ্যশক্তি

মহাপ্রভু জগতে নাম জন্মাইয়া জন্ম-লীলা আবিষ্কারের পর হইতে বিশেষ কলি-যুগের ধর্ম্ম যে ব্রজপ্রেমসাধ্য নামসঙ্কীর্ত্তন, তাহা তাঁহার সমগ্র লীলার মধ্যে প্রকাশ ও প্রচার করিলেও তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী মাধুর্য্যের পূর্ণ বিকাশের জন্য সর্ব্বত্র কারুণ্য-শক্তিরই পরিচয় দিয়াছেন। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, নামাচার্য্য ঠাকুর শ্রীহরিদাস, শ্রীবাস পণ্ডিতাদি কতিপয় পরিকর-অগ্রদূতও নির্ব্বাধ-ভাবে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে পারেন নাই; বরং তজ্জন্য নানাভাবে নির্য্যাতিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌরহরি বিশেষ যুগধর্ম্মরূপে নামসঙ্কীর্ত্তন প্রকাশ করিবার পরও লীলাশক্তির নিগূঢ় ইচ্ছায় নবদ্বীপের কাজি ও স্থানীয় একশ্রেণীর হিন্দু সঙ্কীর্ত্তনের বিরোধিতা করেন।[৩৫] কিন্তু শ্রীগৌরকৃষ্ণ এই অবতারে শত্রুকেও অস্ত্রাদি প্রয়োগে সংহার করিবেন না,—কারুণ্যদ্বারা—প্রেমদ্বারা আত্মসাৎ করিবেন, ইহাই তাঁহার লীলা-শক্তির প্রতিজ্ঞা। তাঁহার পরমমাধুর্য্যময়ী স্বরূপানুবন্ধিনী নামপ্রেমবিতরণময়ী করুণাশক্তির স্পর্শমাত্রে বিরোধী ও বিধর্ম্মী কাজির মুখেও কৃষ্ণনাম প্রকাশিত হইল এবং কাজি প্রেমাশ্রুতে সিক্ত ও গৌরভক্ত

---

* শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ২।১৮; ৩৪ চৈ চ ১।৩।৭৬; ৩৫ ঐ ১।১৭।১২১-১২৯,২০৩-২১৩।

হইলেন। তাঁহার বংশের কেহ যেন ভবিষ্যতে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের বিরোধিতা করিতে না পারেন, এজন্য তিনি বংশের মধ্যে 'তালাক' (দিব্য) দিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ-লীলার কংস শ্রীগৌর-লীলায় কাজীরূপে আবির্ভূত হইয়া শ্রীগৌর-মুখ-নিঃসৃত শ্রীকৃষ্ণ-নামের গ্রহণে প্রেম লাভ করেন। এই অবতারে সারূপ্য-মুক্তি-মাত্র নহে, সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী 'মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ, কুতার্কিকগণ। নিন্দক, পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম' ॥[৩৬] —তখনও সেই নাম-প্রেম-বন্যার স্পর্শ-লাভে বঞ্চিত থাকায় পরম করুণ শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে কৃপা এবং শ্রীমহাভারতোক্ত 'সন্ন্যাসকৃৎ' নামটি সার্থক করিবার জন্য সন্ন্যাস-লীলা আবিষ্কার করিলেন। ম্লেচ্ছাদি, পড়ুয়া, পাষণ্ডী, কর্ম্মী, নিন্দকাদি সকলেই মহাপ্রভুর পরম কারুণ্য-লীলার বন্যায় অভিষিক্ত হইল, কিন্তু 'সবে এড়াইল মাত্র কাশীর মায়াবাদী'[৩৭]। কাশীর মায়াবাদি-সন্ন্যাসিগণ তাঁহাদের প্রধান আচার্য্য শ্রীপাদ প্রকাশানন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নামসঙ্কীর্ত্তনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন,—

> 'সন্ন্যাসী হইয়া করেন গায়ন, নাচন।
> না করে বেদান্ত শ্রবণ, করে সঙ্কীর্ত্তন।
> মূর্খ সন্ন্যাসী নিজধর্ম্ম নাহি জানে।
> ভাবুক হঞা ফেরে ভাবুকের সনে ॥'[৩৮]
> "সন্ন্যাসী' নাম-মাত্র মহা ইন্দ্রজালি ॥
> কাশীপুরে না বিকাবে তাঁর ভাব-কেলি" ॥[৩৯]

মহাপ্রভু তাঁহার প্রকটলীলা-কালে কাহাকেও কৃষ্ণনাম-প্রেম হইতে বঞ্চিত রাখিবেন না। এজন্যই তিনি স্বয়ং নামী হইয়াও 'স্বনামামৃত-সেবী' 'নিজ-নাম-বিনোদাচার্য্য'রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই স্বরূপানুবন্ধী করুণার মহা-প্লাবনে কাশীবাসী মায়াবাদি-সন্ন্যাসিগণেরও মায়াবাদ তৃণের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গেল! তাঁহারাও বলিতে লাগিলেন,—

৩৬ চৈ চ ১।৭।২৯ ; ৩৭ ঐ ১।৭।৩৯ . ৩৮ ঐ ১।৭।৪১-৪২, ৩৯ ঐ ২।১৭।১২০ ।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাক্য দৃঢ় সত্য মানি।
কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি॥
'হরের্নাম'-শ্লোকের যেই করিলা ব্যাখ্যান।
সেই সত্য সুখদার্থ পরম প্রমাণ॥

*　　　*　　　*

সব কাশীবাসী করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
প্রেমে হাসে, কান্দে, গায় করয়ে নর্ত্তন॥
বারাণসী গ্রামে যদি কোলাহল হৈল।
শুনি গ্রামী দেশী লোক আসিতে লাগিল॥
লক্ষ কোটি লোক আইসে,—নাহিক গণন।
সঙ্কীর্ণ স্থানে প্রভুর না পায় দর্শন॥
প্রভু যবে স্নানে যান বিশ্বেশ্বর-দর্শনে।
দুই দিগে লোক করে প্রভু-বিলোকনে॥
বাহু তুলি প্রভু কহে,—'বল কৃষ্ণ হরি।'
দণ্ডবৎ পড়ে লোক হরিধ্বনি করি॥"[৪০]

স্বয়ংরূপ নামী স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া ব্রজপ্রেম-সাধ্য নিজ-নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক না হইলে এরূপ নামসঙ্কীর্ত্তনের সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বত্রিক সঞ্চার—সঙ্গে সঙ্গে সদ্য সদ্য ব্রজপ্রেম-সঞ্চার অন্য কোনও প্রতিনিধির দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে না। প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

অভূদ্ গেহে গেহে তুমুল-হরি-সঙ্কীর্ত্তন-রবো
বভৌ দেহে দেহে বিপুলপুলকাশ্রুব্যতিকরঃ।
অপি স্নেহে স্নেহে পরমমধুরোৎকর্ষপদবী
দবীয়স্যাম্নায়াদপি জগতি গৌরেঽবতরতি॥[৪১]

---

৪০ চৈ চ ২।২৫।২৮-২৯, ১৫৮-, ১৬৬-১৬৯ ; ৪১ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১১৪।

শ্রীগৌরকৃষ্ণ জগতে অবতীর্ণ হইলে প্রতি গৃহে তুমুল হরিসঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি উত্থিত হইল, প্রত্যেক ব্যক্তির অঙ্গে বিপুল পুলকাশ্রু প্রভৃতি প্রেমবিকার-সমূহ শোভা পাইতে লাগিল, প্রেমভক্তির গাঢ়ত্বের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ-হেতু শ্রুতির অগোচরা পরমা ও মধুরা শ্রেষ্ঠা পদবীও প্রকাশিত হইল।

শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতে "যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ", অন্যান্য পুরাণাদি শাস্ত্রও "কলৌ ভাগবতং নাম দুর্লভং নৈব লভ্যতে" বলিলেন; শ্রীপাদ কুলশেখর আলোয়ার "ন বক্তি কশ্চিদহো"! কেহই কৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করে না বলিয়া আক্ষেপ করিলেন; শ্রীগৌরাবির্ভাবের পূর্ব্বক্ষণেও স্বয়ং নামাচার্য্য শ্রীব্রহ্ম-হরিদাস নাম-সঙ্কীর্ত্তনের অনুশীলন করিতে গিয়া নানাভাবে নির্য্যাতিত ও লাঞ্ছিত হইবার লীলা প্রকাশ করিলেন, আর শ্রীগৌরকৃষ্ণের আবির্ভাবে নবদ্বীপের কাজীর মুখে, শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিতের প্রতিবেশী মদ্যপায়ী যবন দর্জ্জির মুখে, গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের মুখে, মৌলানা, পীর, বৌদ্ধাচার্য্য সকলের মুখে, ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে, পথে ঘাটে, নাম-প্রেমের অদ্ভুত প্রকাশ এবং নাম-পরায়ণ ভাগবতগণের সঙ্কীর্ত্তন-বিলাস আরম্ভ হইল! একমাত্র শ্রীগৌরকৃষ্ণই যে নাম-সঙ্কীর্ত্তনের স্রষ্টা—নামসঙ্কীর্ত্তনৈকপিতা মহামন্ত্রমূর্ত্তি, ইহা বিদ্বদনুভবে ও শাস্ত্রের প্রমাণে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইল।

শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত নাম-সঙ্কীর্ত্তনই 'প্রেমসঙ্কীর্ত্তন'

"ইয়মিয়ং ভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যসৃষ্টিঃ[৪২]।" শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিতেছেন—এই সংকীর্ত্তন-কৌশল ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের সৃষ্টি।

চৈতন্যের সৃষ্টি—এই প্রেম-সঙ্কীর্ত্তন।[৪৩]

শ্রীচৈতন্য প্রেমসঙ্কীর্ত্তনের—যে নামসঙ্কীর্ত্তন ব্রজ-প্রেমোদয়ের কারণ, সেই নাম-সঙ্কীর্ত্তনের স্রষ্টা। শ্রীচৈতন্যপ্রবর্ত্তিত শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও প্রেম পৃথক বস্তু নহে বলিয়া সেই নামসঙ্কীর্ত্তনকেই 'প্রেমসঙ্কীর্ত্তন' বলা হইয়াছে।

---

৪২ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৮।৩২, শ্রীমৎপুরীদাস সং ; ৪৩ চৈ চ ২।১১।৯৭।

"এক এব ভগবানাস্বাদ্যাস্বাদকভাবেন দ্বিধাভূত এব"।[৪৪] একই ভগবান আস্বাদ্য ও আস্বাদক-ভাবে দুই (শ্রীশ্যাম ও শ্রীগৌর) রূপ হইয়াছেন।'আপনেই উপাসক, উপাস্য আপনে'। একীভূত-রসরাজ-মহাভাব-তনুর শ্রেষ্ঠ যে নাম-প্রেম-রস-আস্বাদন এবং তাঁহার দান-লীলাময় যে সঙ্কীর্ত্তন-রাস, তাহারই একমাত্র পিতা বা স্রষ্টা গৌরাঙ্গদেব।

যে প্রেম-সঙ্কীর্ত্তনে দ্বারকানাথ-স্বরূপে শ্রীনীলাচলচন্দ্র[৪৫] এবং শ্রীশ্যামসুন্দর-স্বরূপে শ্রীসুন্দরাচলচন্দ্র বিস্মিত হয়েন, যে প্রেমসঙ্কীর্ত্তনের মহা-নৃত্যে প্রেমোন্মাদী নটরাজ শ্রীসদাশিবও বিমুগ্ধ হন, শ্রীগৌরাঙ্গদেব সেই প্রেম-সঙ্কীর্ত্তনের স্রষ্টা। যে প্রেম-সঙ্কীর্ত্তনে অখিল জগতে জাগ্রত মনোজ্ঞ নৃত্য-গীতাদি-কলার প্রথম গুরু, 'ব্রহ্মাদি-জয়-সংরূঢ়-দর্প-কন্দর্প-দর্পহা শ্রীপতি'ও বশীভূত হয়েন,—'মন্মথ-মন্মথে'র মনও মথিত হয়, শ্রীগৌরাঙ্গ সেই মাদনাখ্য-মহাভবাময় প্রেমসঙ্কীর্ত্তনের স্রষ্টা। যে প্রেমসঙ্কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইয়া—'ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া॥ কৃষ্ণ নাম লয় নাচে প্রেম-বন্যায় ভাসে। নারদ প্রহ্লাদ আসি মনুষ্যে প্রকাশে॥ লক্ষ্মী-আদি সভে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা। নাম-প্রেম আস্বাদয়ে মনুষ্যে জন্মিয়া॥ অন্যের কা কথা, আপনে ব্রজেন্দ্র-নন্দন। অবতরি করে প্রেম-রস-আস্বাদন' ॥[৪৬] শ্রীগৌরাঙ্গই সেই প্রেমরসময়-সঙ্কীর্ত্তনের অদ্বিতীয় স্রষ্টা।

যে সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে স্বনামামৃতরসাকৃষ্ট এবং স্বনামপ্রেমদানবিনোদী কলিযুগ-পাবনাবতারী সুমেধোগণের দ্বারা সর্ব্বকাল সেবিত হয়েন, শ্রীগৌরাঙ্গ সেই প্রেম-সঙ্কীর্ত্তনের অদ্বিতীয় স্রষ্টা। পুত্রগণ যেরূপ পিতার সৃষ্ট বা প্রদত্ত উপকরণের দ্বারাই পিতার সেবা করিয়া পিতৃসন্তোষোৎপাদন করে, তদ্রূপ বিশেষ কলিযুগের সুমেধোগণ কলিযুগপাবনাবতারীর সৃষ্ট সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের দ্বারাই সদা-সংকীর্ত্তনৈকোপাস্য শ্রীগৌরহরির অনুক্ষণ উপাসনা করেন। শ্রীগৌরহরির সেবোপকরণস্বরূপ যে সঙ্কীর্ত্তন, তাহা কোনও যুগাবতার বা শক্ত্যাবেশাবতারাদি বা শ্রীশিব-ব্রহ্মা-নারদ-ব্যাসাদি বা তৎকল্প মহাপুরুষগণের প্রবর্ত্তিত বস্তু হইতে পারে না। গঙ্গা-জলেই গঙ্গার

---

৪৪ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৬।২৪: ৪৫ ঐ ১০।৫৯ ; ৪৬ চৈ চ ৩।৩।২৬০-২৬৩।

পূজা হয়, অন্ত কোনও জলাশয়ের জলের দ্বারা হয় না ; যে সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে সঙ্কীর্ত্তন-লীলা-পুরুষোত্তমের পূজা হয়, তাহাও তাঁহার লীলাশক্তি-প্রকটিত বস্তু ব্যতীত বস্তন্তর হইতে পারে না। যে সঙ্কীর্ত্তনে অখিল সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের পূর্ণপ্রাপ্তি হয়—"সাধ্য-সাধনতত্ত্ব যে কিছু সকল। হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥"[৪৭] শ্রীগৌরাঙ্গ সেই সঙ্কীর্ত্তনের স্রষ্টা। যে নাম-সঙ্কীর্ত্তনে বনের সিংহ-ব্যাঘ্র-ভল্লুক-হস্তি-মৃগাদি-পশু-পক্ষি-সর্পাদি প্রাণীও পরস্পর হিংসা ভুলিয়া ব্রজপ্রেমে নৃত্য আলিঙ্গনাদি করে, যে সঙ্কীর্ত্তনে তৃণ-গুল্ম-বৃক্ষ-লতার প্রেমবিকার উপস্থিত হয়, পর্ব্বতাদি স্থাবরও নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি-স্পর্শে প্রেমে পুলকিত হয়, যে নামসঙ্কীর্ত্তনে যবন-বৌদ্ধ-নাস্তিক-মদ্যপ-মায়াবাদি-জ্ঞানি-কর্ম্মি-যোগী,নানাবিধর্ম্মী স্ব-স্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনামোচ্চারণে প্রেমে নৃত্য ও সাত্ত্বিক-বিকারে বিভূষিত হয়, সেই প্রেম-সঙ্কীর্ত্তনের একমাত্র স্রষ্টাই শ্রীগৌর-কৃষ্ণ। "বাহুতুলি' 'হরি' বলি প্রেমদৃষ্টে চায়। করিয়া কল্মষনাশ প্রেমেতে ভাসায়॥"[৪৮] "হরের্নামৈব কেবলম্", "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্," "বিরমিত-নিজ-ধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদি-দুঃখম্"—শ্রীমুরারি-নামানন্দের পরম উৎকর্ষের নিকট বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, ধ্যান, অর্চ্চনাদি ভক্ত্যঙ্গের দুঃখ বিরমিত হয়—'নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়'। 'সঙ্কীর্ত্তন-হৈতে সর্ব্বভক্তি-সাধন-উদ্গম, কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন, কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন'—এইরূপ অঙ্গী নাম-সঙ্কীর্ত্তনের-প্রবর্ত্তক কোনও যুগে আর কেহ হন নাই—একমাত্র শ্রীগৌর-কৃষ্ণই তাহার স্রষ্টা।

বিশ্বব্যাপী বিশ্বম্ভরের নামসঙ্কীর্ত্তন-সঞ্চার

আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য বহু ভক্ত ও সিদ্ধ মহাপুরুষ তথা সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণের আবির্ভাব-ভূমি ও লীলাক্ষেত্র। শ্রীপদ্মপুরাণে[৪৯] দৃষ্ট হয়, শ্রীনারদের নিকট শ্রীভক্তিদেবী বলিতেছেন,—তাঁহার (শ্রীভক্তিদেবীর) দুই পুত্র জ্ঞান ও বৈরাগ্য কালক্রমে শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীভক্তি দ্রাবিড় দেশে আবির্ভূত হইয়া কর্ণাট

৪৭ চৈ ভা ১।১৪।১৪৩ ; ৪৮ চৈ চ ১।৩।৩১ ; ৪৯ পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড ৩৩ অধ্যায়।

ও মহারাষ্ট্র দেশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু গুজরাটে জীর্ণতা লাভ করেন। শ্রীভক্তি শ্রীবৃন্দাবনে পুনরায় আগমন করিয়া নবযৌবনসম্পন্না (উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী) কৃষ্ণপ্রিয়তমা ও স্বরূপিণী হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দৃষ্ট হয়, শ্রীচৈতন্য-প্রেমকল্পবৃক্ষের দুই শাখা শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন হিমালয় ও পাঞ্জাবের সিন্ধু নদীর তীর পর্য্যন্ত শ্রীগৌরপ্রবর্ত্তিত নাম-প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন। 'আ-সিন্ধু নদীতীর আর হিমালয়। বৃন্দাবন-মথুরাদি যত তীর্থ হয়॥ দুই শাখার প্রেম-ফলে সকল ভাসিল। প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল'॥[৫০]

দক্ষিণ দেশের অবস্থাও শ্রীকবিকর্ণপূর[৫১]ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়—'দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার। কেহো জ্ঞানী, কেহো কর্ম্মী, পাষণ্ডী অপার॥ সেই সব লোক প্রভুর দর্শন-প্রভাবে। নিজ নিজ মত ছাড়ি হৈল বৈষ্ণবে'॥ আর যাঁহারা বৈষ্ণব ছিলেন, সেই সকল 'বৈষ্ণবের মধ্যে রাম-উপাসক সব। কেহ তত্ত্ববাদী, কেহো হয় শ্রীবৈষ্ণব॥ সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে। কৃষ্ণ-উপাসক হৈল—**লয় কৃষ্ণনামে**'॥[৫২]

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণোপাসক শ্রীবৈষ্ণব, বিভিন্ন বিষ্ণুস্বরূপের (শ্রীনৃসিংহ, শ্রীভূবরাহ, শ্রীবিট্‌ঠল, একল কৃষ্ণ ইত্যাদি) উপাসক তত্ত্ববাদী, শ্রীরামোপাসক শ্রীরামানন্দী-প্রমুখ বৈষ্ণবগণেরও যাঁহার দর্শনমাত্রে হৃদয়ে কৃষ্ণোপাসনা ও 'কৃষ্ণ' নাম গ্রহণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সঞ্চার হইয়াছিল, সেই স্বয়ং ভগবান পরতত্ত্বসীমা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত যে অন্য কেহ স্বনামের ও স্বনাম-সঙ্কীর্ত্তনের পিতা নহেন, ইহাই প্রমাণিত হয়।

অধিক কি, যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য 'কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!' ইত্যাদি নাম-শ্লোক পড়িয়া দক্ষিণদেশের পথে চলিতে লাগিলেন এবং "লোক দেখি পথে কহে—বল 'হরি' 'হরি'॥ সেই লোক প্রেমমত্ত হঞা বলে 'হরি' 'কৃষ্ণ'। প্রভুর পাছে সঙ্গে যায়—দর্শনে সতৃষ্ণ॥ সেই জন নিজ গ্রামে করিয়া গমন। কৃষ্ণ বোলে হাসে, কান্দে, নাচে অনুক্ষণ॥ যারে দেখে, তারে কহে,—কহ 'কৃষ্ণ' নাম। এই মত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম॥ গ্রামান্তর হৈতে দেবে আইসে যত জন। তাহার দর্শনকৃপায় হয় তার সম॥ সেই

---

৫০ চৈ চ ১।১০।৮৭-৮৮; ৫১ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৮।২; ৫২ চৈ চ ২।৯।৯-১২।

যাই, নিজ গ্রাম বৈষ্ণব করয়। অন্যগ্রামী আসি তাঁরে দেখি বৈষ্ণব হয়॥ সেই-যাই আর-গ্রামে করে উপদেশ। এই মত বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণ দেশ। এই মত পথে যাইতে শত শত জন। বৈষ্ণব করেন—তারে করি আলিঙ্গন॥ যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা করেন যার ঘরে। সেই গ্রামের যত লোক আইসে দেখিবারে॥ প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত। সেই সব আচার্য্য হঞা তারিলা জগত॥ এই মত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে। সর্ব্বদেশ বৈষ্ণব হৈলা প্রভুর সম্বন্ধে"। [৫৩]

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কে-ই বা লতাতে পর্য্যন্ত প্রেম সঞ্চার করিতে পারেন? শ্রীগৌরকৃষ্ণ ব্যতীত আর কে-ই বা সর্ব্বত্র স্থাবরজঙ্গমকে নাম-প্রেমে নৃত্য করাইয়াছেন? কৃষ্ণের মোহন বেণু-ধ্বনিতে স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণিবর্গ পরমানন্দে নিমগ্ন হওয়ায় তাহাদের ধর্ম্ম-বিপর্য্যয় অর্থাৎ স্থাবরে জঙ্গমের ধর্ম্ম ও জঙ্গমে স্থাবরের ধর্ম্ম প্রকাশিত হইত। তদ্রূপ রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপের নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনিতে স্থাবর-জঙ্গমে ব্রজপ্রেম-সঞ্চার ও ধর্ম্ম-বিপর্য্যাস প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল। ইহা কি কোন ভগবৎপার্ষদের কার্য্য? অথবা লোকোত্তর মহাপুরুষগণের শক্তি-সাধ্য? শ্রীবল্লভাচার্য্যপাদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বলিয়াছিলেন,—'কলিকালে ধর্ম্ম—কৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন। কৃষ্ণশক্তি বিনে নহে তার প্রবর্ত্তন॥ জগতে করিলে কৃষ্ণনাম প্রকাশে। যেই তোমা দেখে, সে-ই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে॥ প্রেম-পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে। কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা—শাস্ত্র-প্রমাণে॥ [৫৪]

'যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে' এবং 'যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম-সঙ্কীর্ত্তন" বা 'কলিকালে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার। যুগধর্ম্ম নাম-প্রেম কৈল পরচার' ইত্যাদি বাক্যের একবাক্যতা করিলে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের অংশাদি যুগাবতারগণ যে যুগধর্ম্ম হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করেন, তাহা ব্রজপ্রেম-সজাতীয় সাধন ও সাধ্য নহে। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত (১১।৫।৩২) যে কলিযুগ-ধর্ম্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তন—যদ্দ্বারা কলিযুগপাবনাবতারী আরাধিত হন, তাহা স্বয়ং পীতবর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারের দ্বারাই প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত হয়; ইহা কোন অংশাদি

৫৩ চৈ চ ২।৭।৯৭-১০৮। ৫৪ ঐ ৩।৭।১১, ১৩-১৪।

যুগাবতারের বা শ্রীনারদাদি শক্ত্যাবেশাবতারগণের দ্বারা প্রচারিত হইতে পারে না। এইজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচরিতামৃতে আদিলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম-সঙ্কীর্ত্তন' যাহা বলিয়াছেন, তাহা সাক্ষাৎ শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের সঙ্কল্প বলিয়াই জানাইয়াছেন—তাহা আংশিক যুগাবতারের কার্য্য নহে। সাধারণ কলিযুগে আংশিক যুগাবতার সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ ; 'তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার' অর্থাৎ বিশেষ কলিকালের যুগধর্ম্ম নামসঙ্কীর্ত্তন প্রচারের জন্য পীতবর্ণ শ্রীচৈতন্যাবতারের আবির্ভাবের নিয়মই আছে। বিশেষ দ্বাপর ও বিশেষ কলিতে স্বতন্ত্র যুগাবতার নাই বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন-শিক্ষায় উক্ত দ্বাপর ও কলিতে যথাক্রমে কৃষ্ণ ও পীতবর্ণ অবতারের উল্লেখ করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনই যে ব্রজপ্রেমদ নামসঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক ও আস্বাদক, তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। *

মহাপ্রভু নামসঙ্কীর্ত্তনৈকপিতা কেন ?

পদকর্ত্তা মহাজন গাহিয়াছেন,—

অযাচিত বিতরই কাহুঁ না উপেখি।
ঐছন সদয় হৃদয় নাহি দেখি॥
নাচি নাচাওয়ে বধির জড় অন্ধে।
কাঁদিতে অখিল ভুবন-জন কান্দে॥
হরি হরি বোলইতে মুখরিত রোল।
দিশি দিশি বোলই 'হরি হরি বোল'॥
তেঁই অনুমানিয়ে ইহ পরমেশ।
প্রতি দরপণে যৈছে রবির আবেশ॥[৫৫]

'ঈশিত্বং সর্ব্ববশীকারিত্বং'—যিনি কাহাকেও উপেক্ষা না করিয়া আপামর সকলকে—সকল প্রাণীকে নিজ-নামে ও প্রেমে নাচাইয়া সকলকে বশীকৃত ও নিজে সকলের বশীভূত হইয়াছেন, সকলকে প্রেমিক করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়াছেন, তিনিই স্বয়ং নামী নামসঙ্কীর্ত্তন-পিতা—পরতত্ত্বসীমা।

---

* চৈ চ ২।২০।৩৩০-৩৩৯ দ্রষ্টব্য ; ৫৫ শ্রীগোবিন্দদাস-কৃত পদ।

ব্রহ্মসূত্রে উক্ত হইয়াছে—"জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাৎ অসন্নিহিতত্বাচ্চ"[৫৬]—মুক্ত পুরুষগণ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেও তাঁহাদের জগৎ সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা নাই—এবিষয়ে একমাত্র পরমেশ্বরেরই মূলতঃ অধিকার। অন্য সকলে এবিষয়ে অসন্নিহিত। তদ্রূপ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের স্বরূপাভিন্ন কৃষ্ণ-নাম এবং সর্ব্বানন্দস্বরূপ শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনসহ ব্রজপ্রেমবিতরণে পরতত্ত্বসীমা শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতীত অপর সকলেরই মূলতঃ অনধিকার। অপর কেহই কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের মূল স্রষ্টা, সঞ্চারক ও দাতা নহেন।

'নাম্নামকারি বহুধা'—মহাপ্রভুর এই উক্তি অনুসারে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি স্বয়ং শ্রীনামী, তিনিই স্ব-নামের স্রষ্টা। তিনি তাঁহার তদেকাত্ম স্বাংশ-স্বরূপাদির নামেরও স্রষ্টা, কিন্তু তাঁহারা কেহই স্বয়ং ভগবানের নামের স্রষ্টা নহেন। শ্রীবরাহ-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—'শ্রীবিষ্ণোঃ সর্ব্বমন্ত্রাণাং কৃষ্ণমন্ত্রস্ত কারণম্'[৫৭] শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রই (কৃষ্ণনামই) শ্রীবিষ্ণুর সমস্ত মন্ত্রের (সমস্ত নামের) কারণ। যেমন সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাম-নৃসিংহাদি অবতারের কারণ—কারণ-গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণুরও কারণ, তদ্রূপ 'শ্রীকৃষ্ণ'-নাম অন্যান্য অবতারাবলীর নামেরও কারণ। সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভাববিশেষে অর্থাৎ শ্রীগৌরাবতারে ব্রজপ্রেমদ স্বনাম-সঙ্কীর্ত্তনের স্রষ্টা ও সঞ্চারক ; এজন্য শ্রীগৌরহরিই সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতা। ইহা একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণেও জানা যায়। স্বয়ংভগবৎস্বরূপ না হইলে অপর কেহই স্ব-নামসঙ্কীর্ত্তনের ফলপ্রাপ্তির একমাত্র প্রতিবন্ধক নামাপরাধ হইতে আপামর সর্ব্বজীবকে এককালে নিষ্কৃতিদান করিতে পারেন না। একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-কালেই নামাপরাধের কোন বিচার থাকে না। এমন কি, তাঁহার পরিকরবৃন্দের প্রকটকাল পর্য্যন্ত সেই বিশেষ অধিকার বা অসাধারণ সুযোগটি তাঁহারই কৃপায় ব্যাপ্ত হয়। সার্ব্বভৌম সম্রাটের রাজ্যাভিষেক-কালে তাঁহার বিশেষ প্রসন্নতা-হেতু যেরূপ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত জনসাধারণকেও একযোগে দণ্ডভোগ হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হয় এবং তাহা আনন্দোৎসবের অনুবৃত্তির কিছু কালপর্য্যন্তও স্থায়ী

৫৬ ব্র সূ ৪।৪।১৭ ; ৫৭ শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশ ৪।৭ অনুচ্ছেদ-ধৃত।

হইতে দেখা যায়, সেইরূপ শ্রীগৌরসুন্দর এবং তাঁহার পার্ষদবৃন্দের প্রকটলীলা পর্য্যন্ত নামাপরাধের বিচার হইতে আপামর সকলে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া **কৃপাসিদ্ধের রীতিতে** সঙ্গে সঙ্গেই ব্রজপ্রেম লাভ করিয়াছেন। এই কথাই শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"**অদ্যাপিহ** দেখ 'চৈতন্য' নাম যেই লয়। কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয়॥ 'নিত্যানন্দ' বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়। আউলায় সর্ব্ব অঙ্গ, অশ্রু-গঙ্গা বয়॥ কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার। 'কৃষ্ণ' বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥" 'চৈতন্যে নিত্যানন্দে নাহি এ-সব-বিচার। নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥'[৫৮] 'অদ্যাপিহ' বলিতে শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদের সময় পর্য্যন্তও জানা যায়। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরও বলিয়াছেন,—'পক্ষিমাত্র যদি বলে চৈতন্যের নাম। সেহ সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম'॥[৫৯]

গৌরনাম ও কৃষ্ণনাম

'নরোত্তম দাসে কহে, গোরা সম কেহ নহে, **না ভজিতে দেন প্রেমধন।**' শ্রীপ্রার্থনার এই উক্তি পাঠ করিয়া কেহ কেহ মন্তব্য করেন, ঠাকুর মহাশয় মহাপ্রভুর প্রকটকালের পরিকর নহেন, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সত্য হইলে ঠাকুর-মহাশয়ের কালেও ভজন ব্যতীত প্রেমোদয় হয় কিরূপে? অতএব কোন কালেই গৌরনামে অপরাধের বিচার নাই, কেবল কৃষ্ণনামেই অপরাধের বিচার আছে।

এইরূপ মত কল্পনা করিলে কিন্তু শ্রীপদ্মপুরাণে যে নামাপরাধের বিচার আছে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং এবং তাঁহার পরিকর শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীজীবাদি গোস্বামিবৃন্দের দ্বারা সর্ব্বত্র সাধকগণের জন্য যে উক্ত নামাপরাধের বিচার প্রচার করিয়াছেন, তাহা নিরর্থক হয়। অথবা ইহাতে কৃষ্ণনামে ও গৌরনামে ভেদবুদ্ধির প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। লোকে মনে করিবে 'কৃষ্ণনামে যখন অপরাধের বিচার আছে, তখন কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়া সময় নষ্ট করিবার কি প্রয়োজন? গৌরনামই গ্রহণ করিয়া সদ্য সদ্যই প্রেমলাভ করিব।' এইরূপ কল্পনার উদয়ে যখন গৌরনাম করা সত্ত্বেও

---

৫৮ চৈ চ ১।৮।২২—২৪, ৩১; ৫৯ চৈ ভা ২।১০।৩১৯।

প্রেমোদয় হইতেছে না দেখা যাইবে, তখন 'নামেরই কোন শক্তি নাই, ঐসকল প্রশংসাবাদ মাত্র'—এইরূপ ভীষণ অপরাধময় চিত্তবৃত্তিতে লোক ধাবিত হইবে। যদি কেহ বলেন, ইহাতে গৌরনামে ও কৃষ্ণনামে ভেদবুদ্ধি করা হয় না, গৌরকে যেরূপ কৃষ্ণ হইতে অধিক দয়ালু বলা হয়, তদ্রূপ 'গৌর'-নামও 'কৃষ্ণ'-নাম হইতে অধিক দয়ালু ইহাই প্রতিপাদিত হয়।

উত্তর—গৌরনাম পরম দয়ালু—ইহা পূর্ণ সত্য; গৌর-নামের শক্তিও নিত্য সত্য; মহাজনের উক্তিও সত্য। শ্রীকৃষ্ণের প্রকটকালে অপরাধী ও বিদ্বেষিগণ, যথা কংসশিশুপালাদি ব্যতিরেকভাবে বহুবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়াছে, তৎফলে তাহাদের সারূপ্য-সাযুজ্যাদি মুক্তিলাভ হইয়াছে, ব্রজেন্দ্রনন্দনে প্রেমলাভ হয় নাই। কিন্তু গৌরের প্রকটলীলাকালে নামসঙ্কীর্ত্তন-বিরোধী কাজী, মায়াবাদী, পড়ুয়া-পাষণ্ডী প্রভৃতি অপরাধিগণ গৌর-নিত্যানন্দের নাম উচ্চারণ করিয়া শ্রীগৌরকৃপায় যথাবস্থিত দেহেই সদ্য সদ্য **কৃষ্ণপ্রেমলাভ** করিয়াছেন। এই বিচারে কৃষ্ণনাম হইতে গৌর-নাম অধিক দয়ালু। সাযুজ্যাদি মুক্তি 'ভগবদ্‌বিমুখতার দণ্ড' বলিয়া ভক্তমহদ্‌গণ বলিয়াছেন। তাহা শুদ্ধ ভক্তের কাম্য নহে। নাম কেন, নামাভাসের দ্বারাও মুক্তিলাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলাকালে কংসাদি মুক্তি লাভ করিলেও ভক্তের দৃষ্টিতে তাহা অপরাধের দণ্ডরূপেই গণিত হয়। কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার গৌরাবতারে পূর্ব্বলীলার কংসের (নবদ্বীপের কাজীর *) মুখে 'নিমাই', 'গৌরহরি' ইত্যাদি নাম (চৈ চ ১।১৭।২১০) ব্যতিরেকভাবেও প্রকাশ করিয়া পূর্ব্ব লীলার কংসকে তাঁহার যথাবস্থিত দেহেই, কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়াছিলেন ('কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানি'—চৈ চ ১।১৭।২১৯)। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন 'যে তোমার নাম লয়। তার কোটি অপরাধ সব হয় ক্ষয়' ॥[৬০] গৌরনামে গৌর-চরণে সমস্ত অপরাধের ক্ষয় এবং কৃষ্ণপ্রেম হয়। শ্রীগৌর স্ব-বিদ্বেষীকে কোন অবস্থায়ই দণ্ড প্রদান করেন নাই—নামদানে, নামের ফলদানে, আদি-মধ্য-অন্তে সর্ব্বকালেই প্রেম দানই করিয়াছেন।

* কোন কোন মতে; ৬০ চৈ চ ১।১৭।৯৬।

গৌরনামে প্রেমোদয় নিত্যসত্য

কৃষ্ণ ভুক্তি-মুক্তি দিয়া অব্যাহতি পাইলে স্বীয় প্রেম লুকাইয়া রাখেন; কিন্তু সেই কৃষ্ণই গৌররূপে অবিচারে যথাতথা কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করেন।

'গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ, সে জানে ভকতিরসসার'; 'যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তাঁর হয় প্রেমোদয়'; 'গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তাঁর স্ফুরে॥' ইত্যাদি উক্তিগুলি সমস্তই **ত্রৈকালিক সত্য** বা নিত্য সত্য। ইহা কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের এবং তাঁহার পরিকরের প্রকটলীলা-কালে সত্য, পরবর্ত্তিকালে ইহার সত্যতা নাই, তাহা নহে। এখনও যিনি 'গৌরাঙ্গের নাম' লইবেন, তাঁহার নিশ্চয়ই ও সদ্য সদ্যই প্রেমোদয় হইবে। ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন গৌরাঙ্গের নাম সাধন-সিদ্ধের রীতিতে অর্থাৎ নামাপরাধ বর্জ্জন করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—ইহাই বিশেষ। 'গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ'—এই উক্তি হইতেই জানা যায় যে, এখানে সেরূপ কোন প্রসঙ্গই উপস্থিত হইতে পারে না। যিনি গৌরপদকে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ যে কালেই সম্পদ্ করিয়াছেন, করেন ও করিবেন, তিনিই ভক্তিরস-সারজ্ঞ—এ বিষয়ে সন্দেহ কি? এই পদে কোন কালবিচারের কথাই উঠিতে পারে না। কিন্তু সপার্ষদ-গৌরপ্রকটকাল ব্যতীত অন্য সময়ে **নামে অপরাধের বিচার আছে বলিয়াই 'যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তাঁর হয় প্রেমোদয়'** —এই উক্তিতে সপার্ষদ মহাপ্রভুর **লীলাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে অপরাধ বর্জ্জন** করিয়া নাম গ্রহণের সিদ্ধান্তটী বিচারের বিষয় হয়। শ্রীগৌরহরি অচিন্ত্য করুণাপ্রকাশে তাঁহার প্রকটলীলাকালেই সেই বিশেষ অধিকার বা সুযোগ দিয়াছিলেন। কেবল মনুষ্য নহে, সেই বিশেষ অধিকারে স্থাবরাদিরও সংসার-ক্ষয় ও কৃষ্ণপ্রেমলাভ হইয়াছিল। **'তোমার কৃপার এই অকথ্য কথন॥** সকল জগতে হয় **উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন**। শুনি **প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর-জঙ্গম'**॥[৬১] 'উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন তাতে করিলা প্রচার। স্থির-চর-জীবের সব খণ্ডাইলে সংসার॥ হরিদাস

[৬১] চৈ চ ৩৩।৭০—৭১।

কহে,—**তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি। তাঁহা-যত স্থাবর-জঙ্গম জীবজাতি॥ সব মুক্ত করি' তুমি বৈকুণ্ঠে** পাঠাইবে।[৬২] শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের এই উক্তি হইতেও জানা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলাকালেই তাঁহার ইচ্ছায় নামাপরাধের বিচার ছিল না বলিয়াই সেই উচ্চনাম-সঙ্কীর্ত্তন-শ্রবণে সর্ব্বজীব-জাতি মুক্ত হইয়া গোলোকে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রও তাঁহার প্রকটকালীয় সর্ব্বজীবকে লইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে গৌরনামের কীর্ত্তন বা শ্রবণমাত্র সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বজীবজাতির উদ্ধার এবং গোলোক-গমনের প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না, তাহা মহাজনগণ বলেন নাই, প্রত্যক্ষ প্রমাণেও দৃষ্ট হয় না। তদ্দ্বারা 'গৌর' নামের ফলের ত্রৈকালিক সত্যতা নাই, ইহাও বলা যায় না। এখন অপরাধের বিচার আছে—এই মাত্র বিশেষ। সপার্ষদ শ্রীগৌরের প্রকটলীলাকালে যাহা (প্রেম) কৃপাসিদ্ধের রীতিতে লভ্য হইত, এখন তাহা সাধনসিদ্ধের রীতিতে লাভ করিতে হইবে বলিয়াই অপরাধাদি বর্জ্জনের অনিবার্য্যতা রহিয়াছে। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ, তাঁহার লীলাসঙ্গী এবং শ্রীনরোত্তমঠাকুরমহাশয়াদি শ্রীগৌরের শক্ত্যাবেশাবতারগণের সময় পর্য্যন্ত সর্ব্বজীবজাতির মধ্যে যে কাহারও 'গৌরাঙ্গ'নাম শ্রবণ-কীর্ত্তন, এমন কি স্থাবরাদির দেহে নামধ্বনির স্পর্শমাত্রে সদ্য সদ্য প্রেমোদয় হইত—ভজন-সাধন ব্যতীতই ঐরূপ প্রেমবিকার দৃষ্ট হইত, তাহা সপরিকর শ্রীগৌরকারুণ্য-কটাক্ষেরই পরম বৈশিষ্ট্য। স্বয়ং ভগবানের হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি ভক্তি বা ভজন-প্রবৃত্তি ভগবৎ-করুণাশক্তির কটাক্ষপাতেই অবিলম্বে সমস্ত জগতের পাপপ্রবৃত্তির বিনাশ এবং তাহাদের হৃদয়ের অনাদিবহির্ম্মুখতার দৃঢ়সংস্কার ছেদনপূর্ব্বক জীবের অন্তঃকরণে অনির্ব্বচনীয় রস ও প্রেমের সঞ্চার করিতে পারেন।[৬৩] শ্রীগৌরলীলায় করুণা-শক্তির এই কটাক্ষবৈভবের অবধি পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরনিতাইর শক্ত্যাবেশাবতার

কোন কোন স্থলে ঠাকুর মহাশয় নিজের কথাও প্রার্থনায় দৈন্যভরে জ্ঞাপন করিয়াছেন। 'না ভজিতে দেন প্রেমধন' ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য নিত্যসিদ্ধ শ্রীঠাকুর

৬২ চৈ চ ৩।৩।৭৫,৭৭—৭৮; ৬৩ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক ২।১৫ (শ্রীমৎ পুরীদাস-সংস্করণ)।

মহাশয়ের জীবনে লোকপ্রতীতির জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল। কথিত হয়, শ্রীমন্মহাপ্রভু রামকেলিগ্রামে পদার্পণকালে শ্রীনরোত্তমের জন্য প্রেম-মহারত্ন, পদ্মাবতী নদীর নিকট গচ্ছিত রাখিয়া যান। শ্রীনরোত্তম স্বপ্নাদেশে পরবর্ত্তিকালে তাহা জানিয়া পদ্মাবতীতে অবগাহন-মাত্র সেই প্রেমে অভিষিক্ত হন। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শক্ত্যাবেশাবতার বলিয়া বিদিত।[৬৪] তাঁহাদের প্রকটকালে পুনরায় গৌরনাম-প্রেমসঙ্কীর্ত্তনের বন্যা চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হয়। এজন্য শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পুনরায় অবিলম্বে আবির্ভাবের যে উক্তি আছে, তাহা এই শক্ত্যাবেশাবতারের আবির্ভাবে সার্থকতামণ্ডিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে বিচার করেন।* সুতরাং শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় 'গৌরলীলা-পরিকর নহেন,' এই মতবাদটীও ভ্রান্ত। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীনরোত্তমাদির প্রকট-লীলাকালেও যিনি 'গৌরাঙ্গের নাম' লইয়াছেন, তাঁহারই প্রেমোদয় হইয়াছে এবং পরবর্ত্তিকালে সকলেরই 'গৌর' নামে সাধনসিদ্ধের রীতিতে (অপরাধ বর্জ্জন করিয়া নামানুশীলনে) অবশ্যই প্রেমোদয় হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। অতএব একমাত্র পরতত্ত্বসীমা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই যে নাম-সঙ্কীর্ত্তনের পিতা—ইহা প্রমাণিত হইতেছে। কারণ শ্রীগৌরই তাঁহার নাম-সঙ্কীর্ত্তনের একমাত্র প্রতিবন্ধক অপরাধ হইতে স্বেচ্ছায় জীবকে নিষ্কৃতি-দানে সমর্থ—অপরে নহে। তাই শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস পরতত্ত্বসীমা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে ও স্বয়ংপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দকে 'সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ' বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের ন্যায় শ্রীনিত্যানন্দেও প্রকটলীলাকালে অপরাধের বিচার ছিল না—'চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।'

---

৬৪ 'শক্ত্যাবেশাবতারৌ যৌ স্বভক্তিস্থিতয়ে ক্ষিতৌ। তৌ বন্দে গৌরচন্দ্রস্য শ্রীনিবাস-নরোত্তমৌ'॥ —শ্রীশ্রীভক্তিরসকল্লোলিনী—মঙ্গলাচরণ ৪; 'নরোত্তম শ্রীচৈতন্যের হয় প্রেমমূর্ত্তি। * * নিত্যানন্দপ্রভুর সে আবেশাবতার'—প্রেমবিলাস ৩২৫ পৃষ্ঠা, বহরমপুর।

* 'এই মত আছে আর দুই অবতার। কীর্ত্তন-আনন্দরূপ হইব আমার॥ আরো দুই জন্ম এই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে। হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥' শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য খণ্ড ২৬ অধ্যায় ৩৫৮—৩৫৯ পৃষ্ঠা (শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সং)।

শ্রীগৌর-নাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রেমদাতা শ্রীনিতাই

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর জানাইয়াছেন—'নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে সকল সংসার। অদ্যাপিহ গায় শ্রীচৈতন্য-অবতার॥ যে ভক্তি গোপিকাগণের কহে ভাগবতে। নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে॥ * * **নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন। করায়েন করেন লইয়া সর্ব্বগণ'** ॥ ৬৫

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন—'নিত্যানন্দ গোসাঞিরে পাঠাইল গৌড়দেশে। তেঁহো গৌড়দেশ ভাসাইল প্রেমরসে॥ সহজেই নিত্যানন্দ—কৃষ্ণ-প্রেমোদ্দাম। প্রভু-আজ্ঞায় কৈল যাঁহা তাঁহা প্রেমদান' ॥ ৬৬ " 'চৈতন্য সেব, চৈতন্য গাও, লও চৈতন্য-নাম। চৈতন্যে যে ভক্তি করে, সেই মোর প্রাণ॥' —এইমত লোকে চৈতন্যভক্তি লওয়াইল। দীনহীন নিন্দক সবারে নিস্তারিল"॥ ৬৭

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস 'নামসঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ'-বাক্যে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে যথার্থই বন্দনা করিয়াছেন—

জয় জয় নিজ-নাম-বিনোদ আচার্য্য।
জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের সর্ব্বকার্য্য॥ ৬৮

শ্রীগৌরাঙ্গ হইলেন—সর্ব্বজীবহৃদয়ে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রবৃত্তির সঞ্চারক-রূপে পিতা বা প্রেম-নাম-সঙ্কীর্ত্তনের স্রষ্টা, আর শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক ও শ্রীগৌর-কীর্ত্তনানন্দ-রস-সঞ্চারক-রূপে শ্রীগৌরকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতা। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ হইয়াও শ্রীরাধার ভাবে স্বীয় নাম (শ্রীকৃষ্ণনাম) আস্বাদনে ও বিতরণে স্বয়ং আনন্দলাভ এবং জগজ্জনকে আনন্দিত করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের মূলভক্তস্বরূপে শ্রীচৈতন্য-নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মূল প্রবর্ত্তক ও বিস্তারক। শ্রীচৈতন্য নিজ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের নাম-প্রেম জগৎকে গ্রহণ করাইয়াছেন, আর শ্রীনিত্যানন্দ সেই শ্রীকৃষ্ণনামপ্রেম-দাতার নামপ্রেম জগৎকে

---

৬৫ চৈ ভা ৩।৫।৪৫৩ ও ৪৫৭-৪৫৮ পৃষ্ঠা (শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সং); ৬৬ চৈ চ ২।১।২৪-২৫; ৬৭ ঐ ২।১।২৯-৩০; ৬৮ চৈ ভা ২।১৩।২৫১।

লওয়াইয়াছেন। তাই **শ্রীমুরারিগুপ্ত** বলিয়াছেন,—'নিত্যানন্দোঽপি গৌরাঙ্গ-কীর্ত্তনানন্দ-দায়কঃ। করোতি **কৃষ্ণচৈতন্য-নাম-সঙ্কীর্ত্তনং মহৎ** ॥ যথা সঙ্কীর্ত্তন-সুখং নবদ্বীপে ভবেৎ পুরা। নিত্যানন্দ-প্রসাদেন তদেবাত্র সুখং পরম্ ॥ কুর্ব্বন্ সর্ব্বজনান্ কৃষ্ণচৈতন্য-রস-ভাবিতান্। গৌরাঙ্গ-কীর্ত্তনানন্দো ননর্ত্ত স্বজনৈঃ সহ ॥ [৬৯]

শ্রীগৌরকীর্ত্তনানন্দপ্রদ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ত্রিবেণীতে গৃহে গৃহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহা-নামসঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিলেন। পূর্ব্বে শ্রীনবদ্বীপে যেরূপ নামসঙ্কীর্ত্তনানন্দ হইয়াছিল, শ্রীনিত্যানন্দ-প্রসাদে সেইরূপই পরমানন্দ **এখন** ত্রিবেণীগ্রামেও হইল। নবদ্বীপে গমন করিয়া তথায়ও শ্রীনিত্যানন্দ সকল লোককেই কৃষ্ণচৈতন্যরসের ভাবুক করিয়া স্বজনগণসহ গৌরকীর্ত্তনানন্দে নৃত্য করিলেন।

শ্রীগৌর-নাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীঅদ্বৈত

শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুও শ্রীচৈতন্যনাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক। "একদিন অদ্বৈত সকল ভক্তপ্রতি। বলিলেন পরানন্দে মত্ত হই' অতি ॥ 'শুন ভাই! সব! এক কর' সমবায়। মুখ ভরি গাই' আজি শ্রীচৈতন্যরায় ॥ আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাঞি। **সর্ব্ব-অবতারময়—চৈতন্য গোসাঞি ॥** যে প্রভু করিল সর্ব্বজগত-উদ্ধার। আমা' সভা' লাগি যে প্রভুর অবতার ॥ সর্ব্বত্র আমরা যাঁর প্রসাদে পূজিত। **সঙ্কীর্ত্তন হেন ধন যে কৈল বিদিত ॥** নাচি আমি, তোমরা চৈতন্য-যশ গাও। সিংহ হই' বোল, পাছে মনে ভয় পাও ॥' আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি। বোলাইয়া নাচে প্রভু জগত নিস্তারি ॥" "**শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ করুণাসাগর! দীন-দুঃখিতের বন্ধু! মোরে দয়া কর ॥**" অদ্বৈতসিংহের শ্রীমুখের এই পদ। ইহার কীর্ত্তনে বাঢ়ে সকল সম্পদ ॥

"জয় জয় শ্রীগৌর- সুন্দর করুণাসিন্ধু,
জয় জয় বৃন্দাবনরায়া রে।

---

৬৯ শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা বা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ ৪।২২।১৫, ২০,২১, ৪।২৩।১২ মৃণালকান্তি ঘোষ-সম্পাদিত ৪র্থ-সং।

জয় জয় সম্প্রতি, নবদ্বীপ-পুরন্দর,
চরণকমল দেহ' ছায়া রে ॥''

এই সব কীর্ত্তন করেন ভক্তগণ। নাচেন অদ্বৈত ভাবি চৈতন্যচরণ ॥ নব-অবতারের নূতন যশ শুনি। উল্লাসে বৈষ্ণব-সব করে জয়ধ্বনি ॥ কি অদ্ভুত হইল সে কীর্ত্তন-আনন্দ। সবে তাহা বর্ণিতে জানেন নিত্যানন্দ ॥"[৭০]

"হরিবোল" নামের সঞ্চারক স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরহরি

বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত ক্রিয়ায় ও অনুষ্ঠানে, কর্ম্মের আরম্ভে ও সমাপ্তিতে, আনন্দে ও বিষাদে, বিস্ময়ে ও খেদে—সর্ব্বব্যাপারে যে "হরিবোল" ধ্বনি বা নাম উচ্চারণ করা হয়, তাহার সঞ্চারক শ্রীগৌরহরি। স্বয়ং ভগবান অর্থাৎ যিনি সাক্ষাৎ শ্রীনামী, তিনি হরিনামোচ্চারণকে সার্ব্বকালিক কৃত্যরূপে সাক্ষাদ্‌ভাবে আদেশ না করিলে ইহার প্রামাণ্য স্বীকার করিতে লোকে কুণ্ঠিত হইতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, ধার্ম্মিক, বিরক্ত, তপস্বিগণের মুখেও হরিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইত না—'যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব। তাঁহারা-হো না জানয়ে গ্রন্থ-অনুভব ॥ না বাখানে যুগধর্ম্ম—কৃষ্ণের কীর্ত্তন ॥ * * যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী। তাঁ' সবার মুখে-হ নাহিক হরিধ্বনি ॥ * * বলিলেও কেহো নাহি লয় কৃষ্ণ নাম।'[৭১] অতিশয় সুকৃতিশালী দুই একজন ব্যক্তি স্নানের সময় 'স্তেয়ান্যথান্যানি হরেঃ প্রিয়েণ **গোবিন্দ**-নাম্না ন চ সন্তি ভদ্রে ॥ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ **পুণ্ডরীকাক্ষং** স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ'[৭২]—এইরূপ **পাপবিনাশক** নামের মাহাত্ম্যবাচক শ্লোক উচ্চারণ করিতেন। কিন্তু সর্ব্বকালে ও সর্ব্বকার্য্যে কেহই হরিনাম গ্রহণ করিতেন না। "কেহ বলে, হরিনাম লৈব মনে মনে। হুড়াহুড়ি বলিয়াছে, কোন্ বা পুরাণে ॥' * * ঘন ঘন 'হরি হরি' বলি ছাড় ডাক। ক্রুদ্ধ হয় গোসাঞি শুনিলে বড় ডাক' ॥[৭৩]

ইহার কারণ হইতেছে, কর্ম্মমীমাংসকগণের মতে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক

---

৭০ চৈ ভা ৩।১০।৫০৪-৫০৫ পৃষ্ঠা ; ৭১ ঐ ১।২।৬৭-৭৫ ; ৭২ শ্রীপদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ড ৪৯। ১১-১২ শ্লোক, ৪২৭-পৃষ্ঠা (বঙ্গবাসী-সং, ১৩১০ বঙ্গাব্দ) ; ৭৩ চৈ ভা ২।২৩।১১০ ও ১৭।২১।

পুরাণবাক্যসমূহের নিজ নিজ যথাশ্রুত অর্থে প্রামাণ্য নাই ; যে সকল বাক্যের অর্থ কর্ত্তব্যরূপে বেদবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি জাগাইয়া দেয়, কেবল সেই সকল বেদবাক্যেরই প্রামাণ্য ; তদ্ব্যতীত সিদ্ধার্থ-প্রতিপাদক বেদবাক্যের প্রামাণ্য নাই। যেমন, 'গাভীটি আন' 'অশ্বটি লইয়া যাও' এই সকল বাক্যেই 'গো'-প্রভৃতি শব্দের শক্তি এবং 'আনা, নেওয়াতে'ই বাক্যের তাৎপর্য্য আচার্য্য-কর্ত্তৃক অবধারিত হইয়াছে। সুতরাং ঐরূপ অর্থেই বাক্যের প্রামাণ্য ; তদ্ব্যতীত 'গাভী গলকম্বলযুক্ত', ইহা চতুষ্পদ, শৃঙ্গদ্বয়বিশিষ্ট, দুগ্ধদানকারী'—এই সকল সিদ্ধার্থপর বাক্যের প্রামাণ্য নাই। সেইরূপ বেদের মধ্যে কেবলমাত্র বিধিলিঙ্ বিভক্তিযুক্ত কর্ত্তব্যোপদেশপর বাক্যেরই প্রামাণ্য।

বেদে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য উচ্চ নির্ঘোষে কীর্ত্তিত থাকিলেও এবং শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ আচার্য্যগণ তাঁহাদের ভাষ্যাদিতে শ্রীনাম ও নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক বেদ-মন্ত্রসমূহ উদ্ধার করিলেও মীমাংসকগণ বলেন, 'যেমন স্বর্গকামী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে, পুত্রকামী পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবে' ইত্যাদি বিধিবাক্য বেদে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মুক্তি-ভক্তিকামী হরিনাম করিবে, এইরূপ স্পষ্ট বিধিবাক্য বেদে প্রায়শঃই দৃষ্ট হয় না। স্বয়ং শ্রীনামী শ্রীগৌরহরি যিনি সাক্ষাৎ সর্ব্ববেদময়মূর্ত্তি (গীতা ৯।১৭), বেদ যাঁহার নিঃশ্বাস (মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্' বৃহদা ২।৪।১০), যিনি বেদের উৎপত্তিস্থল ('তদ্‌ব্রহ্মযোনিম্'—শ্বেতাশ্ব ৫।৬), তিনি স্বয়ং শ্রীমুখে **'কীর্ত্তনীয়ঃ** সদা হরিঃ' * এই বিধিবাক্যে সর্ব্বকাল হরিকীর্ত্তনের বিধি প্রদান করিলেন এবং শ্রীনবদ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বত্র আপামর স্থাবর-জঙ্গম সকলের জন্য স্বয়ং পথে-ঘাটে সর্ব্বত্র 'হরি বল' বা 'হরি বোল' এইরূপ সাক্ষাৎ আদেশ বা বিধিবাক্যও প্রচার করিলেন।

নবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে স্বীয় আজ্ঞা প্রচারার্থ নিযুক্ত করিলেন,— 'শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস। সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥ প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা। **বল কৃষ্ণ** ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা ॥ **ইহা বই আর**

---

* 'অনীয়' কৃত্যপ্রত্যয়ের মধ্যে পরিগণিত। কৃত্যপ্রত্যয়সমূহ ঔচিত্য ও অনুজ্ঞা অর্থে ব্যবহৃত হয় ; (পাণিনী ৩।৩।১৬৩ ও শ্রীহরিনামামৃত ৫।১৪৯ সূত্র দ্রষ্টব্য) ;

না বলিবা, বলাইবা। দিন-অবসানে আসি আমারে কহিবা' ॥[৭৪] মহাপ্রভু স্বয়ং নবদ্বীপে নিজ পরিকর ও নবদ্বীপ-বাসিগণকে সঙ্গে লইয়া সঙ্কীর্ত্তন-বিরোধী কাজীকে দলন করিবার জন্য যেদিন নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা পরিচালনা করিলেন, সেই দিনও 'বোল বোল বলি' নাচে গৌরাঙ্গসুন্দর'।[৭৫] তাঁহার ভক্তগণও নৃত্যপরায়ণ মহাপ্রভুর অনুগমনে এই কীর্ত্তনের পদ গান করেন,—

হরি বোল মুগধা ! **হরি বোল রে**।
যাহে নাহি হয় শমন-ভয় রে[৭৬] ॥

এই নগর-সঙ্কীর্ত্তনে "অপূর্ব্ব কৌতুক, দেখি সর্ব্ব লোক, আনন্দে হইল ভোর। সভেই সভার, চাহিয়া বদন বোলে **'ভাই হরিবোল'**।[৭৭] লীলাব্যাস আরও লিখিয়াছেন,—'বাহ্য নহি প্রভুর পরম-ভক্তি-রসে। বাহু তুলি **হরি বোল হরি বোল** ঘোষে'॥ শ্রীমুখের বচন শুনিঞা একবারে। সর্ব্বলোকে **হরি বোল** বোলে উচ্চ-স্বরে'॥[৭৮] শ্রীগৌরহরি কাজীর মুখে হরিনাম বোলাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন-কালেও "নাচে গৌরচন্দ্র **ভক্তিরসের ঠাকুর**। চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি শুনিয়ে প্রচুর॥ সর্ব্বলোক জিনি' নবদ্বীপের শোভায়। " **'হরিবোল'** শুনি মাত্র সবার জিহ্বায়।"[৭৯] সন্ন্যাস-লীলাকালে-'বোল বোল' করি প্রভু করয়ে হুঙ্কার' (চৈ ভা ২।২৮।১৫১) সন্ন্যাসী হইয়া 'বোল বোল' বলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য (ঐ ৩।১।৯) গৌড়ে হুসেন শাহর রাজধানীতে 'বোল বোল' 'হরিবোল হরিবোল' বলি। এইমাত্র বলে প্রভু দুই বাহু তুলি॥ (ঐ ৩।৪।৯৭)। মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্যের পথে পরিব্রাজনলীলা করিয়াছিলেন, তখনও 'লোক দেখি **পথে কহে বোল হরি হরি**'॥[৮০] হিংস্রজন্তু-সঙ্কুল ঝারিখণ্ডের পথে চলিতে চলিতে "হরিবোল বলি' প্রভু করে উচ্চধ্বনি। বৃক্ষলতা—প্রফুল্লিত, সেই ধ্বনি শুনি"॥[৮১] এমন কি, দুঃখী-কাঙ্গাল-ভিখারীগণকে

---

৭৪ চৈ ভা ২।১৩।৮-১০ ; ৭৫ ঐ ২।২৩।৩২৯ পৃষ্ঠা (শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সং) ২।২৩।২৪৮ (গৌ-সং) ; ৭৬ ঐ ২।২৩।৩৩০ পৃষ্ঠা (অতুলকৃষ্ণ-সং) : ৭৭ ঐ ২।২৩।১৩ (৩৩১ পৃষ্ঠা ঐ সং); ৭৮ ঐ ২।২৩।৩৩৪ পৃষ্ঠা (ঐ সং) ; ৭৯ ঐ ২।২৩।৪৯৫-৯৬ ; ৮০ চৈ চ ২।৭।৯৭ ; ৮১ চৈ চ ২।১৭।৪৫।

পর্য্যন্ত মহাপ্রভু মহাপ্রসাদ ভোজন করাইয়া 'হরিবোল' উপদেশ করিতেন। 'প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীন-হীনজনে। দুঃখী কাঙ্গাল আনি করায় ভোজনে॥ কাঙ্গালের ভোজন-রঙ্গ দেখে গৌরহরি। **'হরিবোল'** বলি' তারে **উপদেশ করি**॥ **'হরিবোল' বলি' কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি' যায়।** ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌররায়॥"[৮২] শ্রীগৌরপার্ষদ প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীসদাশিব কবিরাজ মহাশয় 'শ্রীশচীনন্দন-বিলক্ষণ-চতুর্দ্দশকে' শ্রীশচীনন্দনের লীলাবৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে বলিয়াছেন, **'হরিং বদ হরিং বদেত্যবিরতং জনানাদিশস্ত-**রাবতরণে পুরা প্রথিত-গোপভাষাং জহৌ।[৮৩]—পৃথিবীর ভার অপসারণ করিবার জন্য, অথবা (ভবাব্ধিতরণে) ভব-সমুদ্র পারের জন্য লোকসমূহকে সর্ব্বক্ষণ 'হরি বল' 'হরি বল' এইরূপ আদেশ করিয়াছেন, দ্বাপর যুগের প্রথিত গোপভাষা (গূঢ় ভাষা) পরিত্যাগ করিয়া এখন সুস্পষ্ট ভাষায় 'হরি হরি বল' এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। অতএব অস্পষ্ট নিঃশ্বাসধ্বনির ন্যায় বেদমন্ত্রে যে নাম-মাহাত্ম্যাদি উক্ত হইয়াছে, তদপেক্ষা সুস্পষ্ট শ্রীমুখবাণীতে দ্বাপরযুগে শ্রীগীতা-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে যাহা পরোক্ষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অনাবৃত ভাষায় স্বয়ং আচরণ করিয়া সাক্ষাদ্ শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের আদেশবাণী বা অনুজ্ঞা 'হরি বল', 'হরিং বদ', 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' ইত্যাদি রূপে মূর্খ ও পণ্ডিত আপামর সকলের জন্য প্রচার একমাত্র শ্রীগৌরকৃষ্ণের দ্বারাই সাধিত হইয়াছে। আরও শ্রীগৌরহরি সর্ব্বজীবের সর্ব্বকার্য্যে, সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনের এই অনুজ্ঞা প্রচার করিয়া সদ্য সদ্য সকলকে ব্রজপ্রেমে অভিষিক্ত করেন। তাঁহার জন্মলীলা-কালে গ্রহণের ছলে সকলের হৃদয়ে প্রথমে এই 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বনির সঞ্চার করেন—**'হরিবোল' 'হরিবোল'** সবে এই শুনি। সকল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিলেক হরিধ্বনি॥ (চৈ ভা ১।২।২০৬)। তদবধি 'হরি বল' বা 'হরি বোল' শব্দ বঙ্গদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে সর্ব্ব-ব্যাপারে সর্ব্বত্র নিত্য কীর্ত্তনীয় হইয়া আসিয়াছে। এজন্য 'হরিবোল' শব্দটিও নামরূপেই গৃহীত হয়। ইহা সাক্ষাৎ শ্রীগৌর-হরির সৃষ্ট। 'নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।'

---

৮২ চৈ চ ২।১৪।৪৪-৪৬; ৮৩ শ্রীশচীনন্দনবিলক্ষণ-চতুর্দ্দশকম্ ৯ম শ্লোক।

‘পিতা’ শব্দের মুখ্য ও ঔপচারিক প্রয়োগ

শাস্ত্রে বিভিন্ন অর্থে ‘পিতা’ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—‘অহংবীজপ্রদঃ পিতা’[৮৪] —আমি বীজসঞ্চারক পিতা। শ্রীগৌরকৃষ্ণ সর্ব্বজীবের হৃদয়ে কৃষ্ণনাম-বীজ সঞ্চার করিয়াছেন,—‘সর্ব্বত্র **সঞ্চার** হইবেক মোর নাম।[৮৫] ‘**প্রচার**’ নহে ‘**সঞ্চার**’—স্বাভাবিকভাবে স্ফূর্ত্তি করাইয়া ব্রজপ্রেমে নিমজ্জন। শ্রীগীতায় আরও বলিয়াছেন,—‘পিতাহমস্য জগতঃ’[৮৬]—আমি এই জগতের পিতা অর্থাৎ স্রষ্টা, পালয়িতা। শ্রীগৌরকৃষ্ণ প্রেম-নাম-সঙ্কীর্ত্তনের একমাত্র স্রষ্টা, পালয়িতা। ‘স পিতা যস্ত পোষকঃ’ [৮৭] যিনি ‘পুষিল, ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন’—সেই শ্রীবিশ্বম্ভর গৌরাঙ্গই সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতা; ‘পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ’[৮৮] —জগতে তদাহ্বায়ক মহামন্ত্রের প্রকাশক মহাপ্রভুই সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতা।

অন্যান্য ভগবৎপার্ষদ, এমন কি, শ্রীসদাশিব, শ্রীনারদ, শ্রীতম্বুরু প্রমুখ ত্রিকাল-সিদ্ধ ভগবৎপরিকরগণকে বা বিভিন্ন যুগের মহদ্‌গণকেও ‘সংকীর্ত্তনৈকপিতা’ বলা যায় না। কারণ তাঁহারা কেহই (তাঁহারা কেন অন্যান্য ভগবৎস্বরূপগণও কেহই স্বয়ংভগবানের নামের স্রষ্টা) নহেন শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের একমাত্র প্রতিবন্ধক যে নামাপরাধ, তাহা হইতেও জীবকে চিরতরে নিষ্কৃতি দান করিতে পারেন না। যদি কেহ বলেন, বা ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে, প্রাচীন যুগেও নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রচার ছিল এবং ‘নাম-সঙ্কীর্ত্তন-পিতা’ বলিয়া কেহ কেহ বন্দিত হইতেন, তবে তাহা জানিতে হইবে ঔপচারিক প্রয়োগ। তাহা ব্রজ-প্রেমদ কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন নহে এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত উহার পিতাও আর কেহ নহেন। যেমন মণ্ডলেশ্বরগণকেও কোথায় কোথায়ও ‘সম্রাট্’, প্রদেশপালকে, এমন কি ভূম্যধিকারীকে ‘রাজা’, শচীপতিকে ‘ইন্দ্র’ বা ‘পরমেশ্বর’, শ্রীব্রহ্মাদিকে ‘ভগবান’, শ্রীব্রহ্মা-শ্রীবাল্মিকি-শ্রীব্যাস-শ্রীভরতমুনি প্রভৃতিকে ‘আদি-কবি’, ‘মহামুনি’ প্রভৃতি বলা হয়। বস্তুতঃ মূলনারায়ণ— সর্ব্বকারণকারণ পরতত্ত্ব-

---

৮৪ গীতা ১৪।৪; ৮৫ চৈ ভা ৩।৪।১২৬; ৮৬ গীতা ৯।১৭; ৮৭ রঘুবংশ ১।২৪ মল্লিনাথ; ৮৮ মনুসংহিতা ২।১৫৩।

সীমা শ্রীকৃষ্ণেই 'পরমেশ্বর', 'ভগবান','ইন্দ্র','সৃষ্টিকর্ত্তা', 'আদিকবি', 'মহামুনি' প্রভৃতি শব্দের মুখ্যা বৃত্তি। কারণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই নিখিল স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্যের মূল খনি এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীতও অপর কেহ ব্রজপ্রেমদাতা নহেন। সুতরাং যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলরাম 'পুষিল ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন' সেই দুইজনকেই লীলাব্যাস 'সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ বিশ্বম্ভরৌ যুগধর্ম্মপালৌ বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ' বাক্যে স্তব করিয়াছেন।

শ্রীমচ্চৈতন্যদেব ত্বাং বন্দে গৌরাঙ্গসুন্দর !
জগৎপ্রবর্ত্তিত-স্বাদু-ভগবন্নাম-কীর্ত্তন !![৮৯]

দশম প্রকাশ

রূপমাধুর্য্যে পরতত্ত্ব-সীমা

'কান্ত্যা নিন্দিতকোটিকোটি-মদনঃ' *

শ্রীগৌরের অসমোর্দ্ধ রূপ-মাধুরী

'বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥ পুরুষ-যোষিৎ কিবা স্থাবর-জঙ্গম। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন॥ শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর। অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর॥'[১] শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন হইতেছেন—আত্ম-পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর, মাধুর্য্যের পারাবার। এই মাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র উপায় হইতেছে ব্রজ-সজাতীয় প্রেম। হ্লাদিনীসারবিগ্রহা শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাবেই সেই প্রেমের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ। শ্রীরাধার সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যসিন্ধু

৮৯ শ্রীসনাতন-কৃত শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব ৪০৩-৪০৪।

* শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত—৭৪ ; ১ চৈ চ ২।৮।১৩৭—১৪২।

কিরূপ উদ্বেলিত ও বিচিত্র তরঙ্গায়িত হয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণই স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন—'মন্মাধুর্য্য, রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি'। ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে, কেহ নাহি হারি' ॥[2]—এইরূপ অচিন্ত্য-অনন্ত-বর্দ্ধমান মাধুর্য্যময় যে কৃষ্ণরূপ তাহাই মদন-মোহনরূপ—'রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ'।[3] আবার মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার প্রেমবিগলিত প্রতি অঙ্গদ্বারা রসরাজ সেই মদনমোহন শ্যামসুন্দরের প্রতি অঙ্গ নিবিড়তমরূপে সমালিঙ্গিত ও একীভূত যে গলিতকাঞ্চন-সমুজ্জ্বলমূর্ত্তি, যাহা প্রেমবিলাসবিবর্ত্তের চরম পরিণতি বা মূর্ত্তবিগ্রহস্বরূপ, তাহাই শ্রীগৌরাঙ্গরূপ বা শ্রীচৈতন্যাকৃতি। ব্রজলীলায় যিনি মন্মথমন্মথরূপে সমষ্টি-মদনকে স্ত্রীভাব প্রাপ্ত করাইয়া মোহিত করিয়াছিলেন এবং যিনি নানা চতুর্ব্যূহস্থ প্রদ্যুম্নগণেরও মনোমোহনকারী[4] সেই শৃঙ্গার-রসরাজের সহিত মাদনাখ্য-মহাভাবের একীভূত গৌরাঙ্গরূপটি ব্রজলীলার বিশাখা সখী শ্রীরামরায়কেও পরমানন্দ-পরাকাষ্ঠা-পারাবারে নিমজ্জিত করিয়া মূর্চ্ছিত করিয়াছিলেন।

শ্রীকবিকর্ণপূরগোস্বামিপাদ জানাইয়াছেন,—

মোহিন্যেষ বভূব যঃ স্বকলয়া দেবদ্বিষো মোহয়-
ন্নাত্মারামমপীশ্বরেশ্বরমপি শ্রীশঙ্করং লোভয়ন্।
তস্যাশ্চর্য্যমিদং ন কিঞ্চিদপি যৎ কৃষ্ণাবতারোঽপি সন্
শ্রীরাধাকৃতিমগ্রহীৎ স্ববপুষা দেবঃ স বিশ্বম্ভরঃ ॥ [5]

যিনি নিজ অংশাংশস্বরূপ-বিশেষের দ্বারা মোহিনীরূপ প্রকট করিয়া দেব-বৈরিদিগকে মুগ্ধ এবং আত্মারাম ও ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীশঙ্করকেও লুব্ধ করিয়া-ছিলেন, সেই এই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও স্ববপুদ্বারা যে স্বরূপশক্তি শ্রীরাধার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

শ্রীগৌরকৃষ্ণের স্বাংশস্বরূপের মহেশমোহিনী মোহিনীমূর্ত্তির ন্যায় (ভা ৮।১২।৪৩) শ্রীরাধাভাবকান্তিসুবলিত শ্রীগৌরের প্রেমরসময় মূর্ত্তি নহে। যতিবর শ্রীপ্রবোধানন্দ

২ চৈ চ ১।৪।১৪২; ৩ শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ৮।৩২ ও চৈ চ ২।১৭।২১৬;
৪ শ্রী সং বৈষ্ণবতোষণী ও সারার্থদর্শিনী ১০।৩২।২; ৫ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক ৩।৪০।

সরস্বতীপাদ বলিতেছেন—

সমুত্তুঙ্গ-প্রেমোন্মদ-রসতরঙ্গং **মৃগদৃশা-**
মনঙ্গং গৌরাঙ্গং স্মরতু **গতসঙ্গং** মম মনঃ[৬]

যে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি প্রেমানন্দের মহাসাগরস্বরূপ, যাহাতে মহাভাবরূপ পরম মহান্ প্রেমোত্থ হর্ষ-গর্ব্বাদি রসতরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, যিনি সৌন্দর্য্যে মৃগনয়নী-যুবতীগণের সাক্ষাৎ কন্দর্পস্বরূপ, আমার মন সমস্ত **বিষয়াসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক** সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে **স্মরণ** করুক।

কন্দর্পাদপি সুন্দরঃ সুরসরিৎপূরাদহোপাবনঃ
শীতাংশোরপি শীতলঃ সুমধুরোমাধ্বীকসারাদপি। [৭]

ব্রহ্মার দর্পকেও খর্ব্ব করিতে পারে যে কন্দর্প, সেই কন্দর্প হইতেও সুন্দর যাঁহার রূপ অর্থাৎ কন্দর্প উদ্বেগ ও মোহ উৎপাদন করে; গৌরহরির সৌন্দর্য্য কিন্তু সেই উদ্বেগ ও মোহকে নাশ করিয়া ব্রহ্মার সৃষ্ট সর্ব্বজীবজাতিকে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবানন্দ-সুখে নিমজ্জিত করায়, ইহাই শ্রীগৌররূপের চমৎকারিতা। সর্ব্বপাবন-শ্রেষ্ঠা গঙ্গার প্রবাহ হইতেও শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপ-মাধুরী অধিক পাবন। গঙ্গাপ্রবাহ পাপ নাশ করে; কিন্তু চিত্তের পাপবাসনা নাশ করিতে পারে না, আর শ্রীগৌরাকৃতি হৃদয় শোধন করিয়া পরম-প্রেমে (ব্রজপ্রেমে) স্থাপন করেন, ইহাই চমৎকারিতা। গৌর-রূপমাধুরী শীতাংশু হইতেও শীতল। হিমাংশু বাহ্য সন্তাপাদি নাশ করিতে পারে, কিন্তু অন্তর-সন্তাপ নাশ করিতে পারে না। আর শ্রীগৌরাঙ্গ অন্তরের সমস্ত সন্তাপ বিনাশপূর্ব্বক পরমানন্দ দান করেন। সেই শ্রীগৌরহরি ধ্যানের বিষয়ীভূত হইয়া আর কবে আমার হৃদয়ে পদ স্থাপন করিবেন?

শ্রীসরস্বতীপাদ আরও বলিয়াছেন,—

কান্ত্যা নিন্দিতকোটিকোটিমদনঃ শ্রীমন্মুখেন্দুচ্ছটা-
বিচ্ছায়ীকৃতকোটিকোটিশরদুন্মীলত্তু যারচ্ছবিঃ।

---

৬ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৭০; ৭ ঐ ৭২।

ঔদার্য্যেণ চ কোটিকোটিগুণিতং কল্পদ্রুমঃ হ্রাসয়ন্
গৌরো মে হৃদি কোটিকোটিজনুষাং ভাগ্যৈঃ পদং ধাস্যতি ॥[৮]

যিনি কান্তিতে কোটি কোটি মদনকে তিরস্কার করিতেছেন, যাঁহার পরম শোভাময় মুখচন্দ্রের শোভায় কোটি কোটি উদীয়মান শরদিন্দুর কান্তিও মলিন হইতেছে, যাঁহার ঔদার্য্যে কোটি কোটি কল্পবৃক্ষও লঘুতাপ্রাপ্ত হইতেছে, সেই গৌরসুন্দর কোটি কোটি জন্মের সুকৃতিফলে কি আমার হৃদয়ে পদার্পণ করিবেন ?

শ্রীরূপপাদ বলেন,—'শ্রীচৈতন্যাকৃতিটি' হইতেছে, 'ভক্তিরসিকাকৃতি'।[৯] আশ্রয়-শিরোমণির ভাবে কৃষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদনের মূর্ত্তবিগ্রহত্ব—ইহাই শ্রীগৌররূপের মাধুর্য্য এবং আনুষঙ্গিকভাবে স্বভক্তিরসবিতরণই হইতেছে তাঁহার ঔদার্য্য। **'শ্রীঅঙ্গ, শ্রীমুখ যেই করে দরশন। তার পাপক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন'** ॥[১০] 'এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে। কৃষ্ণপ্রেমা হয় যাঁর দূর-দরশনে' ॥[১১] মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের মহিষীগণ দূর হইতে অন্তরালে থাকিয়া 'প্রভুর দরশনে সব হৈল প্রেমময়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে, নেত্রে অশ্রু বরিষয়' ॥[১২] দূর হইতেও গৌররূপ-দর্শনে রাজ-মহিষীগণের মুখে 'কৃষ্ণ'-নাম এবং ব্রজপ্রেমেরই উদয় হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরের লীলা-বৈলক্ষণ্য

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—'**শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্তু স্ত্রীলম্পটঃ স্বেচ্ছাবিহারঃ।** * * যত্র যত্র বিলাসবিনোদং লাম্পট্যং বা শ্রীকৃষ্ণঃ করোতি, তত্র তত্রৈব রাধাধ্যানমেব জাগ্রদ্রূপম্, তেনৈব নিবৃত্তঃ। * * **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্তু কৌপীনধারী দীনবেশঃ সন্ন্যাসাশ্রমালঙ্কৃতঃ** * * কেবলং **প্রেমধারয়ৈব সর্ব্বেষামাশয়ং শোধিতবান্,** আসুরভাবঞ্চ চূর্ণিতবান, কিমন্যদ্বা বহু বক্তব্যং ? পুরুষান্ এব প্রকৃতিভাবং নিনায়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভাবকলা-মোহিতাঃ শ্রীগদাধর-পণ্ডিতভাবদর্শন-**সমুদিত-গোপীগণভাবা বেদান্তিনোঽপি** বিষয়িণোঽপি প্রকৃতি-ভাবৈর্নন্বৃতুঃ। বৈষ্ণবানাং কা কথা ? * * **ভাবৈস্তু রাধাকৃষ্ণমেব গীতবান্ ;**

---

৮ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৭৪ ; ৯ শ্রীচৈতন্যাষ্টক ১ ৬, ২।৩ ; ১০ চৈ চ ১।৩।৬৩ ; ১১ ঐ ২।১৬।১২১ ; ১২ ঐ ২।১৬।১২০।

রাধাকৃষ্ণং বিনা কিমন্যং ন বোধয়ামাস। রাধাকৃষ্ণভাবময়ং জগদেব কৃতং, তদেব সম্প্রকাশিতবান্। রাধানাম্নঃ শ্রবণাৎ স্মরণাদ্বিলপিতবান্, রুদিতবান্, প্রমুদিতবান্, নর্ত্তিতবান্'।[১৩]

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কিন্তু গোপসুন্দরীলম্পট স্বেচ্ছাবিহার। যেখানে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বিলাসানন্দ ভোগ বা লাম্পট্য প্রকাশ করেন, সেখানে সেখানে শ্রীরাধার ধ্যানই তাহাতে জাগ্রত থাকে। তাহাতেই তিনি সুখী। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কিন্তু কৌপীনধারী, দীনবেশ ও সন্ন্যাসাশ্রমে অলঙ্কৃত হইয়া কেবল প্রেমধারার (কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধার প্রেমাশ্রুধারার) দ্বারাই সকলের চিত্ত শোধন করিয়াছেন এবং আসুর-ভাবকেও বিচূর্ণ করিয়াছেন। অধিক কি আর বলা যাইতে পারে, তিনি পুরুষ-দিগকেও প্রকৃতির ভাব প্রাপ্ত করাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভাব ও নৃত্যে মোহিত এবং শ্রীগদাধর পণ্ডিতের ভাবদর্শনোত্থ গোপীগণোচিত ভাববিভাবিত হইয়া বেদান্তিগণও এবং বিষয়িগণও প্রকৃতিভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন; বৈষ্ণবগণের কথা আর কি! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভাবভরে কেবল রাধাকৃষ্ণেরই গান করিয়াছেন। তিনি রাধাকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোন তত্ত্বকে বুঝান নাই। সমগ্র জগৎকে তিনি রাধাকৃষ্ণের ভাবময় করিয়াছেন এবং তাঁহাই সম্যগ্‌রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। রাধার নাম শ্রবণে ও স্মরণে বিলাপ, রোদন, পরমানন্দ প্রকাশ ও নৃত্য করিয়াছেন।

স্বয়ংরূপ রাসরসিক শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন যেরূপ আবির্ভাববিশেষে (শ্রীগৌরাবতারে) রাধাভাব-বিভাবিত হইয়াও রাধার কিঙ্করী বা 'মঞ্জরী' অভিমান করিয়াছেন (চৈ চ ৩।১৮।৩২,৮০—৮২), স্বয়ংপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীবলদেবও আবির্ভাববিশেষে (শ্রীনিত্যানন্দা-বতারে) মাধুর্য্যরসাস্বাদনার্থ মঞ্জরী-আবেশে গোপীভাবে নৃত্য করিয়াছেন,—'ননর্ত্ত পরমানন্দং **গোপীভাবং প্রদর্শয়ন্**। নিত্যানন্দোঽপি গৌরাঙ্গ-কীর্ত্তনানন্দদায়কঃ'॥[১৪] শ্রীনিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে ত্রিবেণী-তীরে উপস্থিত হইয়া গৌরাঙ্গনামগুণকীর্ত্তনে নৃত্য করিলেন এবং তাহাতে সকলকেই পরমানন্দময় গোপীভাব দর্শন করাইলেন।

---

১৩ শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্ ২১—৩৮ পৃষ্ঠা; ১৪ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্—শ্রীমুরারিগুপ্ত ৪।২২।১৫।

'করোতি **কৃষ্ণচৈতন্যনামসঙ্কীর্ত্তনং মহৎ'**।[১৫] শ্রীনিত্যানন্দ ত্রিবেণীর বণিগ্-গণের গৃহে গৃহে 'কৃষ্ণচৈতন্য'-মহানাম-সঙ্কীর্ত্তন করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া যে গোপীভাবে নৃত্য করেন, তাহা অনঙ্গ-মঞ্জরীর ভাব। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' মহানামটি হইতেছে—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-একীভূত স্বরূপের নাম। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরও শ্রীনিত্যানন্দের 'গোপীভাবে'র কথা বলিয়াছেন,—'আপনে যে **গোপীভাবে** করেন ক্রন্দন'।[১৬]

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যেরও গোপীভাবে নৃত্য ও কীর্ত্তনের সংবাদ শ্রীলীলাব্যাস প্রদান করিয়াছেন—'একদিন **শ্রীঅদ্বৈত নাচেন গোপীভাবে।** কীর্ত্তন করেন সবে মহা-অনুরাগে॥ গড়াগড়ি যায়েন অদ্বৈত প্রেমরসে। চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ গায়েন উল্লাসে॥'[১৭]

শ্রীবলরামের রাস

শ্রীচৈতন্যলীলা-ব্যাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে (আদি, ১ম অধ্যায়ে) শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত (ভা ১০।৬৫।১৭—১৮, ২১—২২) শ্রীবলরামের স্বপরিগৃহীত গোপীবিশেষগণের সহিত শ্রীবৃন্দাবনে রাসক্রীড়ার কথা বর্ণন করিয়া শ্রীবলদেবস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ যে 'স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব' তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ[১৮], শ্রীহরিবংশ,[১৯] শ্রীমদ্ভাগবত[২০] ও 'অভিযুক্ত' (শাস্ত্রজ্ঞ) মহদ্গণ স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীবলদেবের শ্রীবৃন্দাবনে স্বপরিগৃহীতা গোপীগণসহ বিহার বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন—'স্বয়ংরূপের স্বয়ংপ্রকাশ দুইরূপে স্ফূর্ত্তি'।[২১] স্বয়ংরূপস্য স্বয়ংরূপেণ প্রকাশরূপেণ দ্বিধাস্ফূর্ত্তিরিত্যর্থঃ (টীকা চক্রবর্ত্তী)—স্বয়ংরূপের স্বয়ংরূপে ও প্রকাশ-রূপে—দুইপ্রকার স্ফূর্ত্তি। পাঠান্তরে পাওয়া যায়—'স্বয়ংরূপে স্বয়ংপ্রকাশ দুইরূপে স্ফূর্ত্তি'। ইহারও তাৎপর্য্য তাহাই—স্বয়ংরূপে স্বয়ং ও প্রকাশ দুইরূপে আবির্ভাব। (১) স্বয়ংরূপ—যিনি ব্রজে যশোদানন্দন এবং স্বয়ংপ্রকাশ—যিনি ব্রজে রোহিণীনন্দন।

---

১৫ কৃষ্ণ চৈ চ ৪।২২।২০; ১৬ চৈ ভা ১।৯।৩৬; ১৭ ঐ ২।২৪।৩২,৩৪; ১৮ বি পু ৫।২৫।১৭—১৮; ১৯ হ ব বিষ্ণুপর্ব্ব ৪৬ অধ্যায়; ২০ ভা ১০।৬৫।১৭—১৮; ২১ চৈ চ ২।২০।১৬৬।

এই রোহিণীনন্দন শ্রীবলদেব বৈভব-প্রকাশস্বরূপ। 'বৈভবপ্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম। বর্ণমাত্র ভেদ সব—কৃষ্ণের সমান'॥[২২] রাসলীলাকালে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন প্রকাশমূর্ত্তিসমূহ প্রকটিত করিয়া শত কোটি গোপীগণের সহিত বিহার করেন (ভা ১০।৩৩।৩)। এই সকল শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি হইতেছেন—'প্রাভবপ্রকাশ'।

শ্রীপরাশর শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীবলদেবের স্বগোপীগণসহ দুইমাস বিহারের উল্লেখ করিয়াছেন—'নীলাম্বরধরঃ স্রগ্বী শুশুভে কান্তিসংযুতঃ। ইত্থং বিভূষিতো রেমে তত্র রামস্তথা ব্রজে॥' (বি পু ৫।২৫।১৭-১৮)। এজন্য শ্রীলীলাব্যাস শ্রীবলদেবের রাস পুরাণ-প্রমাণ-মূলক বলিয়াছেন। অন্য সম্প্রদায়ের শ্রীধরস্বামিপাদ শাস্ত্র ও শাস্ত্রজ্ঞ (অভিযুক্ত) ব্যক্তিগণের মতের উল্লেখ করিয়া শ্রীবলদেব যে নিজস্ব গোপীযূথ-বিশেষের সহিত বিহার করিয়াছিলেন—ইহাই জ্ঞাপন করিয়াছেন। খিল হরিবংশের টীকাচার্য্য শ্রীনীল-কণ্ঠও 'রামস্য গোকুলাগমঃ ক্রীড়নং গোপনারীভিঃ' ইত্যাদি কারিকায় শ্রীবলরামের গোপনারীগণের সহিত বিহার স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীসনাতনও শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণীতে শ্রীধরস্বামিপাদের উক্তির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—'স্ত্রীগণৈঃ শ্রীকৃষ্ণরমিতেতরৈঃ তে চ তৈর্ব্যঞ্জিতা এব'।[২৩] তাৎপর্য্য হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ যে সকল গোপীগণের সহিত রমণ করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত অন্য গোপীযূথের সহিত শ্রীবলদেব ক্রীড়া করেন। শ্রীজীব-পাদ 'সংক্ষেপবৈষ্ণব-তোষণী'তে বলেন,—পৌগণ্ড বয়সে বৃন্দাবনে গোচারণকালে শ্রীবলদেবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ 'গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ'[২৪]—আপনার লক্ষ্মীবাঞ্ছিত বক্ষঃস্পর্শে গোপীগণ ধন্যা হইয়াছেন—এই পরিহাসবাক্যদ্বারা ব্রজে ভাবিকালে যে সকল গোপী শ্রীবলদেবের প্রিয়া হইবেন, সেই গোপীযূথবিশেষের সহিত শ্রীবলদেবের বিহারের (ভা ১০।৬৫ অধ্যায়োক্ত) সূচনা করিয়াছেন। 'তদেবং ভাবী যত্তস্য প্রিয়াত্বং প্রাপ্স্যন্তীভিঃ কাভিশ্চিদ্‌গোপীভিঃ সহ বিহারস্তস্য সূচনা কৃতা'[২৫]। শ্রীশ্রীনাথচক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষায় শ্রীবলদেবের পূর্ব্বপরিগৃহীত

---

২২ চৈ চ ২।২০।১৭৪; ২৩ শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী ১০।৬৫।১৮; ২৪ ভা ১০।১৫।৮; ২৫ সং তো ১০।১৫।৮, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের ব্যাখ্যাতা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীঅদ্বৈতবংশীয় শ্রীরাধাবিনোদ

গোপীগণের সহিত বিহার স্বীকার করিয়াছেন[২৬]। শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণও সেই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন।

শ্রীবলরাম যেরূপ স্বপরিগৃহীত পৃথক্ গোপীমণ্ডলীর সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেইরূপ স্ব-বিহারস্থল 'শ্রীরামঘট্ট' নামক স্থানেই বিহার করেন ।

শ্রীকর্ণপূর বলিয়াছেন,মঙ্গলরত নাট্য-শাস্ত্রকার ভরতমুনি (শ্রীকৃষ্ণশক্ত্যাবিষ্ট হইয়া) হল্লীশকনৃত্যরূপেই যাঁহার অভিনয় করাইয়াছিলেন, সম্প্রতি জগতের অদ্বিতীয় বিস্ময়জনক শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই আনন্দের মূলীভূত সেই নৃত্যবিশেষকে তালবন্ধন ও মণ্ডলভেদে সৃষ্টি করিয়া রাসরূপে আবিষ্কার করিয়াছেন,—'শুভরতেন ভরতেন মুনিনা নিনায়িতং হল্লীশকতয়ৈব যত্তদেব তদা তালবন্ধমণ্ডলভেদেন স্বয়মেব রাসত্বেন সৃজ্যমানমানন্দকন্দকমনাবিলাসলাস্যবিশেষম্'।[২৭] ইহার শ্রীসুখবর্ত্তিনী টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন,—'বহুস্ত্রীকর্ত্তৃকং নৃত্যং হল্লীশকমিতি স্মৃতম্'। বহুস্ত্রীগণকর্ত্তৃক নৃত্যকে 'হল্লীশ' বলে। শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদও (১০।৩৩।২) টীকায় বলিয়াছেন—'রাসো নাম বহুনর্ত্তকীযুক্তো নৃত্যবিশেষঃ'।

শ্রীসনাতন-গোস্বামিপাদ শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীতে সেই রাসক্রীড়ার লক্ষণ শাস্ত্র-প্রমাণ হইতে উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—'নটৈর্গৃহীতকণ্ঠীনামন্যোন্যাত্তকরশ্রিয়াম্। নর্ত্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয় নর্ত্তনম্'[২৮]॥ নট ও নর্ত্তকীগণ মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হইলে নটগণ নর্ত্তকীদিগের কণ্ঠদেশ ধারণ করিয়া যে নৃত্যবিলাস করেন এবং যাহাতে নর্ত্তকীবৃন্দ পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া অবস্থিত থাকেন, তাহার নাম 'রাস'।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।২,৩) ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৫।১৩।৪৭—৫০শ্লোক) স্পষ্টভাবে শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ রাসক্রীড়া উক্ত হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীবলরামের বিহারকালে তদ্রূপ 'রাস-ক্রীড়া' বা 'মণ্ডলীভূয় নর্ত্তনম্' ইত্যাদির বর্ণন দৃষ্ট হয় না।

গোস্বামি-প্রভু তৎকৃত (১০।১৫।৮ম শ্লোকের) ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ ৬৫ অধ্যায়ে গোপকন্যাগণ-সহ বলদেবের রাসক্রীড়া বর্ণিত আছে; কৃষ্ণের পরিহাসবাক্যে (১০।১৫।৮) তাহারই ভাবসূচনা পাওয়া যায়। ২৬ শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা ১০।৬৫।১৭,১৮;

২৭ শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূ ২০।২; ২৮ শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী—১০।৩৩।২।

চৌষট্টিগুণযুক্ত স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসই মুখ্য রাস। তাহাতে চতুর্ব্বিধা মাধুরী, বিশেষতঃ **বেণুমাধুরী** বর্ত্তমান। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের উক্তিতে যে শ্রীবলরামের রাসক্রীড়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে যে, শ্রীবলরাম স্বয়ংরূপের প্রকাশ, তৎসমশক্তিবিশিষ্ট এবং গোপিকাসমাজে স্বচ্ছন্দ-বিহারশীল। ইহাও একপ্রকার গৌণরাস এবং স্বয়ংরূপ-তত্ত্বের অব্যবহিত পরেই স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব ইত্যাদি জানাইবার জন্য।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্বরূপ হইতেছেন শ্রীবলরাম। মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহাতে শ্রীগৌরলীলায় শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর প্রবেশ। ইহার দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী হইয়া গিয়াছেন বা শ্রীবলদেব শ্রীগৌরলীলায় শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী হইয়াছেন, তাহা বুঝায় না। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে নিত্যসিদ্ধ বলদেবস্বরূপটি বিনষ্ট হয়। শ্রীবলদেব পৃথক ও শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী পৃথক স্বরূপ। শ্রীগৌরলীলায় শ্রীবলদেবই শ্রীনিত্যানন্দ ; তাঁহাতে শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর একরূপে প্রবেশ, আর একরূপে শ্রীজাহ্নবাতে প্রবেশ। শ্রীজাহ্নবার পূর্ব্ব স্বরূপ হইতেছেন শ্রীরেবতী। যেমন শ্রীসত্যভামার স্ত্রীমূর্ত্তিতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীতে এবং পুরুষমূর্ত্তিতে শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতে প্রবেশ ; তদ্রূপ শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীরও দুই মূর্ত্তিতে প্রবেশ। সিদ্ধপ্রণালীতে যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীস্বরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, সেখানে সেবাতে মঞ্জরীরূপেরই প্রয়োজন। সেইজন্য সেই অংশ ধরিয়া তাঁহাকে সেইরূপ বলা হয়।

শ্রীবলদেবস্বরূপে তাঁহার কুঞ্জে প্রবেশ নাই, শ্রীবলদেবের বাৎসল্যমিশ্রিত সখ্য ; বাৎসল্য—মধুরের বিরোধী। কিন্তু **শ্রীগৌরলীলায় পূর্ব্বের অপ্রাপ্ত রস আস্বাদনের জন্য তাঁহাতে শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর প্রবেশ**।

শ্রীনিত্যানন্দকে 'রাধা' বলিলে (১) শ্রীবলদেবতত্ত্ব উড়িয়া যায়, (২) 'শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের স্বরূপ কি ?'—এই প্রশ্ন উঠে, (৩) শ্রীগৌরকে শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিততনু বলা যায় না।

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও স্বয়ংরূপা শ্রীরাধা-একীভূত-তনু হইতেছেন—শ্রীগৌর। স্বয়ংরূপ

শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ, স্বয়ংরূপা শ্রীরাধার প্রকাশ শ্রীগদাধর পণ্ডিত। শ্রীরাধার বিভূতি—দাশ শ্রীগদাধর ইত্যাদি।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ব্রজলীলায় শ্রীবলদেবের গোপীসহ বিহারের কথা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের প্রমাণানুযায়ী বর্ণন করিলেও নবদ্বীপ-লীলায় যেখানে শ্রীগৌরকৃষ্ণ ও শ্রীনিত্যানন্দরাম এই স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব-দ্বয় আশ্রয়ের ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, বিশেষতঃ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'সেবাবিগ্রহ'স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তথায় তাঁহাদের উভয়েরই কোন আত্ম-সম্ভোগময় রাসক্রীড়ার কথা বর্ণন করেন নাই। নবদ্বীপে ব্রজের রাম-কৃষ্ণ নিতাই-গৌরস্বরূপে যে সঙ্কীর্ত্তন-রাস-নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীনবদ্বীপ-লীলায় শ্রীশ্রীগৌরনিতাইএর সঙ্কীর্ত্তন-রাস

শ্রীনবদ্বীপলীলায় শ্রীনিতাই-গৌরের সঙ্কীর্ত্তন-রাসনৃত্যের শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর রচিত একটি পদ নিম্নে প্রকাশিত হইল—

নাচেরে নাচেরে নিতাই গৌরদ্বিজমণিয়া।
বামে প্রিয় গদাধর, শ্রীবাস অদ্বৈত বর, পারিষদ তারাগণ জিনিয়া ॥ ধ্রু ॥
বাজে খোল করতাল, মধুর-সংগীত ভাল, গগন ভরিল হরি-ধ্বনিয়া।
চন্দন-চর্চ্চিত গায়, ফাগু বিন্দু বিন্দু তায়, বনমালা দোলে ভালে বনিয়া ॥
গলে শুভ্র উপবীত, রূপ কোটি কাম জিত, চরণে নূপুর রণরণিয়া।
দুই ভাই নাচিয়া যায়, সহচরগণ গায়, গদাধর-অঙ্গে পড়ে ঢুলিয়া ॥
পুরুব রভস-লীলা, এবে পহু প্রকাশিলা, সেই বৃন্দাবন এই নদিয়া।
বিহরে গঙ্গার তীরে, সেই ধীর সমীরে, বৃন্দাবনদাস কহে জানিয়া ॥[২৯]

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীবাসুঘোষ গাহিয়াছেন—

বৃন্দাবন-লীলা গোরার মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাব সুরধুনীরে করিল ॥

২৯ শ্রীশ্রীপদকল্পতরু—১৫১৩।

ফুলবন দেখি বৃন্দাবনের সমান।
সহচরগণ গোপীগণ অনুমান ॥
খোল করতাল গোরা সুমেলি করিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া ॥
বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাস।
রাস-রস গোরাচাঁদ করিলা প্রকাশ ॥ ৩০

শ্রীগৌরদাস্যের ফল

শ্রীকৃষ্ণলীলার শ্রীতুঙ্গবিদ্যা সখী (শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ) বলিয়াছেন,—

যথা যথা গৌরপদারবিন্দে বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুণ্যরাশিঃ।
তথাতথোৎসর্পতি হৃত্যকস্মাৎ রাধাপদাম্ভোজসুধাম্বুরাশিঃ ॥৩১

শ্রীচৈতন্যচরণকমল এক অদ্ভুত চন্দ্রবিশেষ। পরমসুকৃতি-রাশিসম্পন্ন ব্যক্তির শ্রীচৈতন্যচন্দ্রচরণে যতটা ভক্তি লাভ হয়, তাঁহার হৃদয়ে ততটা শ্রীরাধাপাদপদ্মের প্রেমামৃত-সাগর-লহরী অকস্মাৎ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। অতএব শ্রীগৌরপাদপদ্মে ভক্তি বা অনুরাগের ফল হইতেছে—শ্রীরাধারস-সুধানিধিতে নিমজ্জন বা শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের কুঞ্জ-সেবায় মঞ্জরীত্ব-প্রাপ্তি।

পূর্ব্বলীলায় শ্রীরাধার প্রাণসখী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতে' শ্রীরাধার অসমোর্দ্ধ মহিমা উচ্চকণ্ঠে গান করিয়াছেন,—

রাধেতি মোহনং নাম ন জানে কুত আগতম্।
ষড়ৈশ্বর্য্যময়ং কৃষ্ণং শৃঙ্গারৈঃ ক্রীতবদ্ধনৈঃ ॥
হা হা নিষ্করুণা রাধা ক্ব গতা গুণবিগ্রহা।
গুণসখ্যো বহুস্থানে লব্ধা ভ্রমিতবান্ প্রভুঃ ॥৩২

জানি না, 'রাধা' এই চিত্তাকর্ষক নাম কোথা হইতে আসিয়াছে। সেই নাম সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দ্বারা পূর্ণরূপে শোভমান শ্রীকৃষ্ণকে

---

৩০ শ্রীশ্রীপদকল্পতরু—১২৫৩ ; ৩১ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত—৮৮ শ্লোক ;

৩২ শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত ২৭-২৮ শ্লোক।

মধুর প্রেমরূপ ধনের দ্বারা ক্রীতদাসের ন্যায় ক্রয় করিয়াছেন। হায়! হায়! অপ্রাকৃত গুণরাশির মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীরাধাকে প্রাপ্ত হইলেও শ্রীরাধা করুণাশূন্যা হইয়া কোথায় গেল ? এই বলিয়া শ্রীরাধাগুণময় বহুস্থানে প্রভু কৃষ্ণচন্দ্র ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামরায়ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট এই কথা বলিয়াছিলেন,—

'রায় কহে—তাহা শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে নাহি রাধাপ্রেমের উপমা॥
গোপীগণের রাস-নৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা-চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া॥'

(তথা হি শ্রীগীতগোবিন্দে ৩।১-২)

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥[৩৩]

এই প্রসঙ্গ হইতেই শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

'কৃষ্ণের বল্লভা—রাধা কৃষ্ণ-প্রাণধন।
তাঁহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ॥
সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
সেই ভাবে নিজ-বাঞ্ছা করিল পূরণ।'[৩৪] ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভাবকলাদি-দর্শনে বেদান্তিগণ ও বিষয়িগণ গোপীভাবযুক্ত হইয়া প্রকৃতিভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন, শ্রীসরকার ঠাকুরের এই উক্তির তাৎপর্য্য ইহা নহে যে, তাঁহারা পরকীয়া গৌরকান্তার ভাবে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ, যিনি পূর্ব্বে বৈদান্তিকগুরু প্রকাশানন্দ ছিলেন, তিনি শ্রীগৌরসুন্দরকে কি ভাবে দর্শন করিয়াছেন, তাহা তদ্‌রচিত শ্লোকাবলী হইতে পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি রাধাদাস্যকেই শ্রীগৌরভজনের পরম ফল বলিয়াছেন। সুতরাং 'শ্রীগোপীভাব' বলিতে শ্রীরাধার দাসীত্ব বা মঞ্জরীভাব। বেদান্তিগণের এবং বিষয়িগণেরও

---

৩৩ চৈ চ ২।৮। ১০৩-১০৫ ; ৩৪ ঐ ১।৪।২১৮-২২১।

শ্রীগৌরের ভাববিলাসদর্শনে তৎকৃপায় মঞ্জরী-ভাবের উদয়ে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলের কুঞ্জসেবায় অধিকার লাভ হয় ; তাঁহারাও ব্রজপ্রেমে সঙ্কীর্ত্তন-নৃত্য করেন।

শ্রীনবদ্বীপ-লীলায় শ্রীলক্ষ্মীর কাচ কাচিবার কালেও শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার পরিকরগণের কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমেরই স্মৃতি ও ভাব প্রকটিত হইয়াছিল। ('—অদ্বৈতাদি প্রভুরে দেখিয়া। কৃষ্ণ-প্রেমসিন্ধুমাঝে বুলেন ভাসিয়া।' 'চৌদিকে উঠিল বিষ্ণুভক্তির ক্রন্দন। প্রেমময় হৈল চন্দ্রশেখর-ভবন'।)[৩৫] এবং সকলে দাস্য-ভাবেই তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন।[৩৬]

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তত্ত্বতঃ যাহাই হউন, এই অবতারে শ্রীগৌরের পরিকরগণ প্রায় সকলেই সখী ও মঞ্জরীভাবাপন্ন বলিয়া উক্ত প্রভুদ্বয় কোন কোন সময় সেইভাবে আবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বলীলায় অনাস্বাদিত মাধুর্য্যরসবিশেষ আস্বাদনার্থ এবং জীবকে মঞ্জরীভাবের প্রেমদাস্যপরাকাষ্ঠাময় পরমাদর্শ শিক্ষাদানের জন্য গোপী-ভাবে নৃত্য করিয়াছেন।

'সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী,' 'সর্ব্বজগতের মাতা' শ্রীরাধার ভাব-সুবলিত হইয়া যে কৃষ্ণস্বরূপ অবতীর্ণ হইয়াছেন, 'রাধাঙ্গস্পর্শে' যে গোপেন্দ্রসুতের শ্যামাঙ্গ 'গৌরাঙ্গ' হইয়াছে, সেই স্বর্ণ গৌরাঙ্গের ভাব ও সৌন্দর্য্য শ্রীরাধার দাসীত্ব অর্থাৎ মঞ্জরীভাবেরই উদয় করাইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি ?

বিজাতীয় ভাবে নহে রস-আস্বাদন

ত্রেতাযুগে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ, যাঁহারা পূর্ব্বে মধুরভাবে রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন, তাঁহারা শ্রীরামচন্দ্রকে দণ্ডকারণ্যে দর্শন করিলে তাঁহাদের ইষ্টদেব নরাকৃতি-নবঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণের রূপের সহিত নরাকৃতি-নবদূর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরাম-চন্দ্রের রূপের সাদৃশ্যবশতঃ তাঁহাদের মধুর রসে শ্রীকৃষ্ণোপাসনার পূর্ব্ব সংস্কারের উদ্দীপন হয় এবং তাঁহারা নিজোপাস্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিবার জন্য ইচ্ছুক হ'ন। 'মহর্ষয়ঃ পূর্ব্বং তাদৃশভাবেন শ্রীকৃষ্ণোপাসকা ইত্যর্থঃ। অতো রামং দৃষ্ট্বা ইতি

---

৩৫ চৈ ভা ২।১৮।১৩৭ ১৯৮ ; ৩৬ ঐ ২।১৮।১৬৭-২০০।

সারূপ্যেণ জাতস্বোপাসনাসংস্কারা হরিং স্বোপাস্যং শ্রীকৃষ্ণমেবোপভোক্তুমৈচ্ছন্, লজ্জয়া তু সাক্ষান্ন বৃতবন্তঃ। ততশ্চ কল্পবৃক্ষস্যেবাবদতোঽপি শ্রীরামস্য প্রসাদাত্তেষামিষ্টসিদ্ধির্জাতা ইত্যাহ তে সর্ব্বে ইতি। গোকুলে গর্ভতঃ স্ত্রীত্বমাপন্না, গোকুল এব সমুদ্ভূতা।[৩৭]

শ্রীরামচন্দ্র শ্রীপুরুষোত্তমস্বরূপ, পরম সৌন্দর্য্যবান ও বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবৎস্বরূপ হইলেও শ্রীরামচন্দ্রাবতারের একপত্নীব্রতধরত্ব-লীলাবৈশিষ্ট্যের বিলোপ হইতে পারে না। তাই কল্পতরুর ন্যায় মুখে কিছু প্রকাশ না করিলেও সেই শ্রীরামচন্দ্রের প্রসাদেই ভবিষ্যৎকৃষ্ণলীলাকালে সেই মহর্ষিগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল। সেই মহর্ষিগণ সকলেই দ্বাপরে গোকুলে স্ত্রীমূর্ত্তিতে সমুদ্ভূত হইয়া তথায় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে যথাযোগ্যরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর পরতত্ত্বসীমা হইলেও তিনি **রাধাভাব-সুবলিত, কৃষ্ণভাব-সুবলিত নহেন**। শ্রীনবদ্বীপ-লীলায় স্বকীয় বা পরকীয় বহুবল্লভও নহেন—একমাত্র শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-বিষ্ণু প্রিয়া-ধর্ম্মপত্নীব্রতধর। অতএব একমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দনস্বরূপেরই অধিকারোচিত পরকীয়-নাগরীবল্লভ ভাবটি এই কৃষ্ণাবির্ভাববিশেষের পক্ষে **'বিজাতীয় ভাব'** (চৈ চ ১।৪।২৬৬)। তাঁহার লীলাপরিকরগণও প্রায় সকলেই রাধাভাবাচ্ছন্ন লীলা-পুরুষোত্তমের এই ছন্নলীলায় পুরুষরূপে প্রছন্ন ব্রজগোপিকা—ব্রজমঞ্জরী[৩৮] বলিয়া তাঁহাদের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানকারিণী সখী-মঞ্জরীর অভিমানই প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্রয়ের ভাবযুক্ত লীলাবৈশিষ্ট্যকে বিপর্য্যয় করিয়া অন্য ভাবের কোন ঔদ্ধত্য এই লীলায় প্রকাশিত হয় নাই। এমন কি, সেই নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ প্রায়শঃ সাধকোচিত আদর্শই তাঁহাদের চরিত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে একাধারে শ্রীগৌরের লীলার মাধুর্য্যৌদার্য্য-বৈশিষ্ট্যও সংরক্ষিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামিপাদ ব্রজলীলার শ্রীললিতা বা

---

৩৭ শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী ১০।২৯।৯ ;

৩৮ 'চতুঃষষ্টির্মহান্তো যে স্ত্রিয়ঃ কেচিচ্চ পুরুষাঃ। পুরা গোপাঙ্গনাঃ খ্যাতাঃ কলৌ তাঃ পুরুষা ভুবি। যতির্যস্মাৎ কলৌ চাহং তদর্থে পুরুষাঃ স্ত্রিয়ঃ'॥—অনন্তসংহিতা (৫৭ অঃ)।

শ্রীবিশাখা সখী হইয়াও বাহ্যে কোন প্রকার সখী-বেষাদি প্রদর্শন করেন নাই, বরং 'তত্তদ্ভাববিলাসবান্'[৩৯] অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের বা শ্রীরাধার যে বিপ্রলম্ভ ভাব সেই ভাবে, বিলাসবান হইয়া অর্থাৎ শ্রীগৌরের রাধাভাবের ছন্নতা বা উন্মত্ততারূপ সন্ন্যাসলীলা-দর্শনে পাগলপারা হইয়া যূথেশ্বরীর ভাবের প্রতি সমবেদনা প্রকাশার্থ বৈরাগ্য-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীস্বরূপরামরায়ের আদর্শেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর রাধাভাবের সেবানুকূল্য ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'নাগর'-বুদ্ধিতে স্ব-স্ব পূর্ব্বলীলার 'নাগরী' ভাবের কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। মহাপ্রভু 'উন্মাদ-প্রলাপ-চেষ্টা করে রাত্রি দিনে। রাধাভাবাবেশে বিরহ বাঢ়ে অনুক্ষণে॥ আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা-গমন। উদ্‌ঘূর্ণা দশা হৈল উন্মাদ লক্ষণ॥ রামানন্দের গলা ধরি করে প্রলপন। স্বরূপে পুছয়ে মানি নিজসখীজন॥ পূর্ব্বে যেন বিশাখাকে রাধিকা পুছিলা। সেই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিলা॥'[৪০] 'ভক্তপ্রেমের যত দশা, যে গতি প্রকার। যত দুঃখ, যত সুখ, যতেক বিকার॥ কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারে জানিতে। ভক্তভাব অঙ্গীকরে তাহা আস্বাদিতে॥'[৪১] * * * 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য যাহা করে আস্বাদন। সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদি গণ'॥[৪২] সেই শ্রীস্বরূপ গোস্বামীই বলিয়াছেন,—'চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্'॥ [৪৩]

শ্রীরামানন্দ রায়ের নিকটও শ্রীমন্মহাপ্রভু—'দেখাইল **স্বরূপ**। রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।'[৪৪] এই নিজরূপের বিশ্লেষণ করিয়া স্বয়ং মহাপ্রভুই বলিয়াছেন, '**গৌর-অঙ্গ নহে** মোর—**রাধাঙ্গস্পর্শন**। গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥ তাঁর ভাবে ভাবিত করি' আত্মমন। তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন॥'[৪৫]

শ্রীব্রজলীলার শ্রীরূপমঞ্জরী, যিনি শ্রীগৌরলীলায় শ্রীরূপগোস্বামিপাদ; শ্রীব্রজলীলার শ্রীবিলাসমঞ্জরী, যিনি শ্রীগৌরলীলায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ, সেই সকল

---

৩৯ গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ১৬০; ৪০ চৈ চ ৩।১৯।৩১-৩৪; ৪১ চৈ চ ৩।১৮।১৬-১৭; ৪২ ঐ ৩।১৮।২২; ৪৩ ঐ ১।১।৫; ৪৪ ঐ ২।৮।২৮১; ৪৫ ঐ ২।৮।২৮৬-২৮৭।

নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণও এই লীলায় সাধকোচিত আদর্শ প্রদর্শন করিয়া বাহ্যে কোন প্রকার সখী-মঞ্জরীর বেষ বা ব্রজনাগরীবৎ ভাব-বিলাসাদি প্রকাশ করেন নাই। কিংবদন্তী যে, প্রসিদ্ধ মীরা বাঈ নাকি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামী (?) বা শ্রীজীব গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে, তাঁহারা যে কেহ একজন ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। ইহাতে শ্রীমীরা বলেন,—'বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, আর সকলেই প্রকৃতি। সুতরাং প্রকৃতির সহিত প্রকৃতির সম্ভাষণ দোষাবহ নহে, বরং গোপীভাবব্যতীত বৃন্দাবনে অবস্থান করা অনুচিত।' যাঁহারা শ্রীরূপের রসবিজ্ঞান এবং তাঁহারই উপজীব্য শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, তাঁহারা শ্রীমীরার ঐ উক্তিকে বহুমানন করিতে পারেন, বস্তুতঃ 'সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি'[৪৬]—শ্রীরূপের এই উক্তিটির মধ্যেই ইহার প্রকৃষ্ট মীমাংসা রহিয়াছে। যথাবস্থিত সাধকদেহে অবস্থানকালে নিত্যসিদ্ধগণও সিদ্ধমঞ্জরী-দেহের কোন প্রকার কায়িকী চেষ্টা প্রকাশ করেন না। অধিক কি স্বয়ং শ্রীরাধাভাবাঢ্য শ্রীমন্মহাপ্রভু এই আদর্শ স্বচরিত্রে সর্ব্বক্ষেত্রে সংরক্ষণ করিয়াছেন। নিত্যসিদ্ধ স্বপার্ষদ ছোটহরিদাসের দণ্ডলীলার দ্বারা ভক্তি-পথের ব্যক্তিগণকে, বিশেষতঃ বিরক্ত ভক্তসম্প্রদায়কে জানাইয়াছেন, যথাবস্থিত সাধকদেহে অবস্থান কালে ভগবৎপরিকরস্থানীয় ব্যক্তিও, কোন বৈষ্ণবের আদেশেও, স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর বা ভগবানের সাক্ষাৎ সেবার জন্য হইলেও নিত্যসিদ্ধ শ্রীরাধাগণভুক্ত প্রকৃতির সহিত (বৃদ্ধা শ্রীমাধবীমাতার ন্যায় হইলেও) সম্ভাষণ করিবেন না। এমন কি, শ্রীগৌরেরই মূল ইচ্ছায় তাঁহার লীলাশক্তি এই লীলায় শ্রীদামোদর পণ্ডিতের দ্বারা স্বতন্ত্র-পরমেশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি শাসনলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুও এইরূপ নিরপেক্ষ 'অন্তরঙ্গ পার্ষদ'কে লোকশিক্ষাকল্পে নবদ্বীপে শচীমাতার (উপলক্ষণে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর) রক্ষণাবেক্ষণার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন।—'তোমার আগে নহিবে কারো স্বচ্ছন্দাচরণে'[৪৭] পণ্ডিতের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর-এই উক্তিটি বিশেষ তাৎপর্য্য-

---

৪৬ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।২।২৯৫ ; ৪৭ চৈ চ ৩।৩।২৫।

পূর্ণ। এই লীলায় রাধাভাবাচ্ছন্ন কৃষ্ণস্বরূপের যেরূপ ব্রজলীলার ন্যায় 'নাগর'-ভাবের অনুভাবাদির প্রকাশ দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ পরিকরগণেরও 'নাগরীর' ভাব-বিলাসাদির পরিচয় পাওয়া যায় না।

শ্রীরামানন্দরায় যে 'সেব্যবুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন। স্বাভাবিক-দাসীভাব করেন আরোপণ' ॥[৪৮] —'শ্রীরাধার নিত্যসিদ্ধা দাসীরূপে শ্রীজগন্নাথ-কৃষ্ণের সুখানুসন্ধানে দেবদাসীকে নৃত্যাদি শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে এক রামানন্দের হয় এই অধিকার। তাহা জানিবারে দ্বিতীয় নাহি পাত্র' ॥[৪৯]—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু সুস্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন এবং নিজ আচরণ, অন্যান্য পরিকরগণের আদর্শ ও প্রিয় পরিকর ছোট হরিদাসের দণ্ডলীলাদ্বারা সুদৃঢ় করিয়াছেন। শ্রীরাধাভাবাঢ্য শ্রীগৌরস্বরূপে কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা এবং সর্ব্বত্র স্থাবর জঙ্গমে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা নবদ্বীপলীলার পরিকর শ্রীসদাশিব কবিরাজ মহাশয়, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীকবিকর্ণপূর, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রমুখ লীলাব্যাসগণও জ্ঞাপন করিয়াছেন। সেই সকল গৌরলীলা-পরিকরগণের আনুগত্যকারী তটস্থাশক্তিস্থানীয় জীবগণেরও পরবর্ত্তিকালে সাধনের দ্বারা শ্রীরাধার দাসী বা মঞ্জরী অভিমানেরই বিকাশ হয়—ইহাই শ্রীরাধার ভাবকান্তিবিলসিত শ্রীগৌরাঙ্গের কামকোটিসৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের পরমৌদার্য্য। অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের নিন্দিতকোটিকোটি-মদনরূপের দর্শনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মঞ্জরীভাব-প্রাপ্তিরূপ সাধ্য-শিরোমণিলাভে কৃতার্থতাহেতু তাহা গৌরস্বরূপের পরম কারণ্য বা ঔদার্য্য-পরাকাষ্ঠা-রূপেই প্রকাশিত হইয়াছে।

সরকার ঠাকুরের পদে শ্রীগৌর-কৃষ্ণের মহাভাবস্বরূপ

মহাপ্রভু যে গোপীর ভাবে বা রাধার ভাবে বিভোর, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীনরহরি নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া একাধিক পদে প্রকাশ করিয়াছেন,—

---

৪৮ চৈ চ ৩।৫।২০ ; ৪৯ ঐ ৩।৫।৪২-৪৩।

'দেখি গোরা নীলাচল-নাথ।
নিজ পারিষদগণ-সাথ॥
বিভোর হইলা **গোপীভাবে**' ৫০।

গম্ভীরায় **শ্রী**গৌরাঙ্গের কথাও প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীনরহরি বলিতেছেন,—

'গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়। জাগিয়া রজনী পোহায়॥
খেণে খেণে করয়ে বিলাপ। খেণে রোয়ত খেণে কাঁপ॥
খেণে ভিতে মুখ শির ঘসে। কোই না রহু, পহু-পাশে॥
খেণে কান্দে তুলি তুই হাথ। কোথায় আমার প্রাণনাথ॥
নরহরি কহে মোর গোরা। **রাইপ্রেমে** হইলা **বিভোরা**'॥৫১

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গকে **রসরাজমহাভাব একীভূত-তনু** বা রাধাভাবত্যুতিসুবলিত-স্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন।—

'দ্বাপরযুগেতে শ্যাম, কলিতে চৈতন্য নাম, গর্গ-বাক্য ভাগবতে লিখি।
মনে করি অনুমান, শ্যাম হইল গৌরাঙ্গ, রাধাকৃষ্ণ-তনু তার সাখী॥
অন্তরেতে শ্যাম তনু, বাহিরে গৌরাঙ্গ **জনু,**
অদভুত চৈতন্যের লীলা।
রাই সঙ্গে খেলাইতে, **কুঞ্জ**-রস **বিলাইতে,**
অনুরাগে গৌর-তনু হৈলা' ৫২॥

নবদ্বীপলীলায় নাগরীভাব

শ্রীনরহরিসরকার-শ্রীবাসুঘোষ প্রমুখ লীলাসঙ্গী মহাজনগণের বা তৎপরবর্ত্তী শ্রীলোচনদাসাদি পদকর্ত্তার নামে প্রচারিত কোন কোন পদে নবদ্বীপ-নগরবাসিনীগণের প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের কান্তভাবোচিত ব্যবহারের উল্লেখের প্রমাণ দেখাইয়া গৌর-নাগরীবাদের প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা কেহ কেহ স্থাপন করিতে চাহেন। তাঁহাদের যুক্তি এই, 'শ্রীগৌরসুন্দরের ভগবত্তায় যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহাদের

---

৫০ পদকল্পতরু ৭৯৯; ৫১ ঐ ১৬৪৩; ৫২ ঐ ২২৫৯।

গৌরাঙ্গের পার্ষদগণের সিদ্ধান্তেও বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। পুরুষদেহের কান্তাভাব যে স্থায়িরূপে পরিণত হইতে পারে, তাহার প্রমাণ দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ।'

ইহার উত্তর পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে; উক্ত ঋষিগণের নিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে কান্তভাবে উপাসনার পূর্ব্বস্মৃতি শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনে উদ্দীপ্ত হইলেও **একপত্নীব্রতধর** শ্রীরামচন্দ্র হইতে সেই সকল **ঋষিদেহে** তাহা সফলীকৃত হয় নাই। দ্বাপরযুগে **শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের** আবির্ভাব-কালে সেই সকল ঋষি **গোপীগর্ভে স্ত্রীদেহ** প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেই তাঁহাদের অভিলাষ-পূর্ত্তির উপযোগিতা লাভ হইয়াছিল। সেইরূপ যে ভগবৎস্বরূপ একমাত্র শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-ধর্ম্মপত্নীব্রতধর 'কভু দ্বিজ, কভু ত সন্ন্যাসী' তিনিও কলিযুগে শ্রীনবদ্বীপ-লীলাকালে কোন পরকান্তার প্রতি কখনও কটাক্ষপাত বা কোনরূপ সম্ভোগময় ব্যবহার প্রকাশই করেন নাই। সুতরাং তাঁহাতেও নাগরভাব আরোপ করা ভাব-বিরুদ্ধ হইবে। যদি কোন কোন শ্রীগৌরপরিকরের দোহাই দিয়া সেইরূপ মতবাদ-স্থাপনের চেষ্টা হয়, তবে অন্যান্য শ্রীগৌরপরিকরগণের যথা শ্রীসদাশিব কবিরাজ, শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথাদি, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর-প্রমুখ পরিকরগণের সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ স্বয়ং ভগবানের সর্ব্বপরিকরের সিদ্ধান্তে যেরূপ সুসমন্বয় রহিয়াছে, সেইরূপ-ভাবেই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে হইবে।

দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ সাধন-সিদ্ধ ছিলেন, আর শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীসদাশিব কবিরাজ—ইঁহারা নিত্যসিদ্ধ ব্রজ ও নবদ্বীপ-লীলার পরিকর। ব্রজলীলার মধুমতী সখী শ্রীনরহরি 'অন্তরেতে শ্যামতনু ** অনুরাগে গৌরতনু হৈলা॥'—এই উক্তিতে সেই 'অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌরে' 'ইন্দ্রনীলমণি জিনিয়া দামিনী এমতি দেখিলাম তায়'[৫৩] কৃষ্ণদর্শন করিয়া ভাবরাজ্যে যাহা আস্বাদন করিতেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্ব লীলারই উদ্দীপন। আর 'নরহরি কহে মোর গোরা। রাই-প্রেমে হইলা বিভোরা'।[৫৪] এই যে শ্রীনরহরির প্রাণগৌর, যিনি রাইপ্রেমে

---

৫৩ শ্রীখণ্ডের প্রাচীনবৈষ্ণব ২য় সং ১৪৬ পৃষ্ঠা-ধৃত শ্রীনরহরি সরকারঠাকুর-কৃত পদ;
৫৪ পদকল্পতরু ১৬৪৩।

বিভোর—যাঁহার 'যাঁহা-যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফূরে'[৫৫] সেই গৌর কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি-হেতু যে সকল অনুভাবাদি প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকলকে ব্রজলীলার কোন কোন নিত্যসিদ্ধা কান্তাভাবাশ্রিতা নিজেদের ভাবানুসরণে রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের রসকৌতুক মনে করিয়া প্রেমবিভাবিতা হইয়াছেন ; এইরূপে তাঁহাদের রসপরিপুষ্টি হইয়াছে। কিন্তু তথায় শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের ন্যায় নিজ নাগরী বা কান্তাদর্শন নাই—তাঁহার সর্ব্বত্রই কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি। যখনই 'রাইপ্রেমেবিভোরা গোরা'র সেই সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শনকে কেহ ভঙ্গ করিয়া 'স্ত্রী' বা 'কান্তার' নামোল্লেখও করিয়াছেন, তখনই "প্রভু কহে—'গোবিন্দ ! আজি রাখিলা জীবন। স্ত্রী স্পর্শ হইলে আমার হইত মরণ'।"[৫৬] রাধাভাববিভাবিত শ্রীগৌরহরি সর্ব্বত্র কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিহেতু দেবদাসীর মুখে শ্রীগীতগোবিন্দের পদ শুনিয়া দেবদাসীকেও 'কৃষ্ণ'জ্ঞানেই আলিঙ্গন করিবার জন্য ধাবিত হইয়াছিলেন—কান্তা বা নাগরী-জ্ঞানে নহে। সর্ব্বত্রই মহাপ্রভুর এই ভাবটি স্মরণ রাখিতে হইবে। যদি কেহ বলেন, 'কেবল নীলাচল-লীলায় এই ভাব ছিল, নবদ্বীপ-লীলায় এই ভাব ছিল না'—তাহা হইলে নবদ্বীপলীলার পরিকর শ্রীসদাশিব কবিরাজ মহাশয়ের বা লীলাব্যাস শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উক্তিকে বর্জ্জন করিতে হয়। তাঁহারা শ্রীশচীনন্দনের শ্রীনবদ্বীপ-লীলার কথাই বলিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপ-লীলাকালেই শ্রীশচীনন্দন 'নয়ন-গোচরং ন কুরুতে স নারীজনং বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ'। নবদ্বীপলীলাতেই 'সবে পরস্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস। স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হয়েন একপাশ' ॥[৫৭]

কেহ কেহ বলিয়াছেন, শ্রীগৌরসুন্দরের নাগরীবিলাস কেবল আস্বাদন মাত্র। গৌরসুন্দর যখন পূর্ণ শক্তিমান এবং জীব শক্তিস্থানীয়, তখন শক্তিমান—ভোক্তা এবং শক্তিই ভোগ্যা। সুতরাং ভোক্তাই নাগর এবং ভোগ্যাই নাগরী।

এ স্থানে বক্তব্য এই, শ্রীগৌরকৃষ্ণ তত্ত্বতঃ ভোক্তা, ইহা জানাইবার জন্যই লীলাব্যাস 'কাম-লীলা করিতে যখন ইচ্ছা হয়। লক্ষার্ব্বুদ বনিতা সে করেন বিজয়' ॥ (চৈ ভা ১।১২।২৩৭) ইত্যাদি উক্তি করিয়াছেন। আবার তৎসঙ্গে

৫৫ চৈ চ ১।৪।৮৫ ; ৫৬ ঐ ৩।১৩।৮৫ ; ৫৭ চৈ ভা ১।১৫।১৭।

'শ্রী হেন **নাম** প্রভু এই অবতারে। **শ্রবণো না করিলা**—বিদিত সংসারে। অতএব যত মহামহিম-সকলে। **গৌরাঙ্গ-নাগর** হেন **স্তব নাহি বলে**॥' (ঐ ১।১৫।২৮-৩০) এইরূপ স্পষ্ট উক্তিও করিয়াছেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার। রসময়মূর্ত্তি কৃষ্ণ—সাক্ষাৎশৃঙ্গার॥ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য গোসাঞি রসের সদন। অশেষ-বিশেষে কৈল রস আস্বাদন'॥ (চৈ চ ১।৪।২২২,২২৫) ইত্যাদি উক্তি করিয়া পরেই বলিতেছেন **'বিজাতীয় ভাবে নহে** তাহা **আস্বাদন**॥ রাধাভাব অঙ্গিকরি—ধরি তার বর্ণ। তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥' (ঐ ১।৪।২৬৬-২৬৮) ইত্যাদি। শ্রীরামানন্দ-সংবাদেও বলিয়াছেন, 'তবে হাসি তাঁরে প্রভু দেখাইল **স্বরূপ**—। রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ'॥ (ঐ ২।৮।২৮১)। অতএব শ্রীগৌরস্বরূপ কেবল রসরাজ নহেন, মহাভাবের সহিত একীভূত রসরাজ —রাধাভাবকান্তি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণভাব-সুবলিত **স্বরূপ** নহেন।

শ্রীনবদ্বীপ-লীলার বৈশিষ্ট্য

শ্রীনবদ্বীপ-লীলায় 'ভোক্তা-কৃষ্ণ' হইয়াছেন গৌর-রূপে 'দাতা-কৃষ্ণ'। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের ভাষায় 'কুঞ্জ-রস' বিলাইবার জন্য 'নাগর' হইয়াছেন 'করুণাসাগর'। আর একটি কথা হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ তটস্থাশক্তিস্থানীয় জীবের সহিত কখনও বিহার করেন না, তিনি স্বরূপশক্তি-বিলাসী। 'অতস্তাসাং স্বরূপশক্তিত্বাদেব শ্রীভগব তস্তাভিঃ সহ রিরংসা জাতা। শ্রীযথাহ শ্রীশুকঃ 'ভগবানপি তা রাত্রীঃ' ইত্যাদি[৫৮] শ্রীরাধাপ্রমুখা ব্রজগোপীগণ স্বরূপশক্তি বলিয়াই তাঁহাদের সহিত শ্রীভগবানেরও বিহারেচ্ছা হইয়াছে। সেই স্বরূপশক্তিগণের আনুগত্যে তাদাত্ম্যভাবপ্রাপ্তিতে যেরূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা লাভ হয়, তাহাই শ্রীরামানন্দ-সংবাদে, শ্রীপদ্ম-পুরাণাদি আকর গ্রন্থে, শ্রীরূপের 'দশশ্লোকী'তে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত ঐরূপ নাগরীবিলাসের ধারাবাহিক প্রণালী শ্রীগৌর-পরিকরগণ প্রকাশ করেন নাই বা ভগবান শ্রীশ্যামসুন্দর কর্ত্তৃক যোগমায়া আশ্রয় করিয়া যে রাসলীলার

---

৫৮ শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা—৮২।

কথা শ্রীশুকদেব বর্ণন করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে লীলা-ব্যাস তাহাও বর্ণন করেন নাই, বরং সুস্পষ্ট-ভাষায় নিষেধ করিয়াছেন।

রসিক-চক্রবর্ত্তী শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টকালীয় 'শ্রীনবদ্বীপ-লীলা-স্মরণমঙ্গল'স্তোত্র রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তৃতীয় শ্লোকে শ্রীগৌরহরিকে নবদ্বীপ-লীলায় একমাত্র শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-ধর্ম্মপত্নী-ব্রতধররূপে বর্ণন করিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর কিঙ্করীস্বরূপা কোন প্রকৃতির নাম উল্লেখ করেন নাই—'নাগরী' ত' দূরের কথা। নবম শ্লোকে মহাপ্রভুকে শ্রীবাস-গৃহে 'সঙ্কীর্ত্তন-রসিক' এবং 'সঙ্কীর্ত্তনলম্পট' বলিয়াছেন—'নবদ্বীপ-নাগরীলম্পট' বলেন নাই। দশম শ্লোকে বলিয়াছেন,—

শ্রীবাসাদিভিরাবৃতো নিজগণৈঃ সার্দ্ধং প্রভুভ্যাং নট-
ন্নুচ্চৈস্তাল-মৃদঙ্গবাদনপরৈর্গায়দ্ভিরুল্লাসয়ন্।
শ্রীমান্ শ্রীলগদাধরেণ সহিতো নক্তং বিভাত্যদ্ভুতং
স্বং গৌরঃ শয়নালয়ে স্বপিতি যস্তং গৌরমধ্যেম্যহম্ ৫৯

যিনি রাত্রিকালে শ্রীবাসাদি নিজগণ এবং উচ্চ ও তালসমন্বিত মৃদঙ্গবাদন-নিরত গায়ক ভক্তমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়ের সহিত নৃত্য করিতে করিতে সকলকে উল্লসিত করেন, শ্রীগদাধরের সহিত যিনি অপূর্ব্বরূপে শোভাপ্রাপ্ত হন এবং যিনি নিজ শয়নমন্দিরে নিদ্রাগত হন, সেই গৌরসুন্দরকে আমি স্মরণ করিতেছি। শ্রীগৌরচন্দ্রের এইরূপ অষ্টকালীয় শ্রীনবদ্বীপ-লীলা সজ্জনগণ কর্ত্তৃক শ্রীগোকুলচন্দ্রের অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণের প্রথমেই চিন্তনীয়া। যেহেতু, তাহা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার উদ্দীপক—চক্রবর্ত্তিপাদ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

শ্রীগোবর্দ্ধননিবাসী সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের 'শ্রীভাবনাসারসংগ্রহে'ও এই রীতি অনুসৃত হইয়াছে ৬০।

---

৫৯ শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্র (শ্রী বিশ্বনাথ)—১০ ; ৬০ শ্রীশ্রীভাবনাসারসংগ্রহ—শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী-প্রকাশিত ১ম সংগ্রহ ৫ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

"গৌরনাগরবর"

ব্রজলীলার শ্রীতুঙ্গবিদ্যা সখী শ্রীমৎপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ **'ক্রীড়তি গৌরনাগরবরো নৃত্যন্নিজৈর্নামভিঃ'**[৬১] ॥—নিজ নামকীর্ত্তনের সহিত গৌরনাগরবর নৃত্য করিতেছেন, এই চরণে 'সঙ্কীর্ত্তন-রাসরসাভিনর্ত্তক' তাৎপর্য্যেই 'গৌরনাগরবর'শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। 'নাগর' শব্দের অর্থ রসিক। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ 'শ্রীচৈতন্যাষ্টকে' শ্রীচৈতন্যকে **'কৃষ্ণাবৃত্তি-প্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ,'**[৬২] বলিয়া স্তব করিয়াছেন—অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনামের আবৃত্তিহেতু যাঁহার রসনা নিয়ত চঞ্চল হইতেছে, এইরূপ ভক্তিরসিক। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদও 'নৃত্যন্নিজৈর্নামভিঃ' বাক্যে তাহাই বলিয়াছেন। ব্রজলীলায় শ্রীরাধাদি ব্রজগোপীগণই কৃষ্ণনামে নৃত্য করিয়াছেন।[৬৩] সেই শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদে 'কৃষ্ণনাম'-কীর্ত্তন-নর্ত্তনকারী ভক্তিরসিকবরকেই সরস্বতীপাদ 'গৌরনাগরবর' বলিয়াছেন। টীকাকার শ্রীআনন্দী 'নাগরবর' শব্দ ব্যবহারের আর একটি কারণ বলিয়াছেন। নটবরের বেশোচিত বসনভূষণে যিনি সুশোভিত। নর্ত্তকের ন্যায় কটিদেশে পট্টবস্ত্র, করে কঙ্কন, বক্ষঃস্থলে হার, কর্ণে কুণ্ডল, চরণে নূপুর, উর্দ্ধীকৃত নিবদ্ধকেশসমূহে মল্লিকামালাধারী অর্থাৎ 'নাগরবর' বলিতে নটবরের (নর্ত্তকশ্রেষ্ঠের) ন্যায় বেশধারী। 'নবদ্বীপ-নগর-ভব', 'পণ্ডিত' ও 'রসিক' এই অর্থেও 'নাগর'শব্দ শ্রীকবিকর্ণপূর ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন 'নাগরঃ পুরুষোত্তমঃ'[৬৪] —যিনি গৌড়দেশে পূর্ব্ব শৈলে উদিত নবদ্বীপচন্দ্র, তিনিই 'গৌরনাগরর'। সরস্বতীপাদ যে কখনও শ্রীগৌরকে পরকীয়া কান্তাগণের কান্তরূপ 'নাগর' বলেন নাই, তাহা তৎকৃত নিম্নোদ্ধৃত আর একটি শ্লোক হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং গৌরং কৃষ্ণমপি স্বয়ম্।
যো রাধাভাব-সংলুব্ধঃ **স্বং ভাবং নিতরাং জহৌ** ॥[৬৫]

---

৬১ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৩২ শ্লোক ; ৬২ প্রথম শ্রীচৈতন্যাষ্টক ৬ ; ৬৩ ভা ১০।৩০।৪৫, ঐ ১০।৩৩।৮ ;
৬৪ শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা ১৩১ সংখ্যা (বহরমপুর-সং) ;
৬৫ শ্রীদশশ্লোকীভাষ্য ৯মপৃষ্ঠা—শ্রীহরিদাস দাস।

সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরকে বন্দনা করি, যিনি স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও রাধাভাবে সম্যগ্ লুব্ধচিত্ত হইয়া নিজভাব (ব্রজনাগর-ভাব) সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীপাদকৃত এই শ্লোকটি শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিপাদের শিষ্য শ্রীমুকুন্দগোস্বামিপাদ তৎকৃত শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-টীকায় (১।১।২) এবং শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ-কথিত শ্রীগোবিন্দ-সেবাধ্যক্ষ শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামি-পাদের শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী 'শ্রীদশশ্লোকীভাষ্যে'র প্রথমে উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীশচীনন্দনকে যখনই 'নাগরী-নিকররাস-লাস্যোৎসুক' দেখিতে যাইব, তখনই তিনি ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে প্রকটিত। আর শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে যখনই 'কৃষ্ণবর্ণ-ত্বিষাকৃষ্ণ' বা 'সুবর্ণবর্ণ-হেমাঙ্গ-বরাঙ্গশ্চচন্দনাঙ্গদী' এবং 'সন্ন্যাসকৃৎ-শম-শান্ত-নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণ' এই স্বরূপে দেখিতে যাইব, তখনই তিনি শচীনন্দনরূপে প্রকটিত। সুতরাং তাঁহাতে শ্রীরামাদি স্বাংশ অবতারের ন্যায় সর্ব্বরসতার অভাবে পরতত্ত্ব-সীমাত্বের অভাব হইতেছে না। একই শ্রীলীলাপুরুষোত্তমের দুইটি আবির্ভাববিশেষ,—এই মাত্র।

কবিরাজগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—'**শ্যামসুন্দর শিখিপিচ্ছ**-গুঞ্জাবিভূষণ। **গোপবেশ** ত্রিভঙ্গিম **মুরলীবদন**॥ **ইহা ছাড়ি কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার। গোপিকার ভাব না যায় নিকট তাহার**॥'[৬৬] নবদ্বীপ-লীলায় শ্যামসুন্দর, বংশীমুখ ও গোপীবিলাসী স্বরূপটি নাই। 'ইহোঁ গৌর—কভু **দ্বিজ**—কভুত **সন্ন্যাসী**' রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ[৬৭]—ইহা এই লীলার নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ। সুতরাং কৃষ্ণের এই অন্যাকার বা আবির্ভাববিশেষ গৌররূপের প্রতি পরকীয়া-কান্তাভাব প্রকাশিত হয় না। শ্রীসনাতন গোস্বামী বলেন, 'পীতবর্ণ' বা 'গৌরাঙ্গ' কলিকালের কৃষ্ণাবতারের স্বরূপ-(আকৃতিপ্রকৃতিগত) লক্ষণ এবং 'প্রেমদান-সঙ্কীর্ত্তন' তটস্থ (কার্য্যগত) লক্ষণ। 'জয়তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা, হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ॥[৬৮] সুতরাং এই কৃষ্ণাবির্ভাববিশেষে (যিনি কখনও দ্বিজস্বরূপে একমাত্র শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-

৬৬ চৈ চ ১।১৭।২৭৯-২৮০ ; ৬৭ ঐ ১।১৭।৩০২ ও ২।৮।২৮১ ; ৬৮ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ১।১।৩।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-ধর্ম্মপত্নীব্রতধর, 'পরস্ত্রী না দেখে দৃষ্টিকোণে' এবং সন্ন্যাসিস্বরূপে 'গোবিন্দ আজি রাখিলা জীবন। স্ত্রী স্পর্শ হৈলে আমার হইত মরণ।') 'নাগরভাব' প্রযুক্ত হইতে পারে না, তদ্দ্বারা লীলাবৈশেষ্ট্যের বিপর্য্যয় হয়। বিপ্রলম্ভময় শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন-রাস ব্যতীত এই লীলায় সম্ভোগময় রাসাদি ক্রীড়াবিলাস নাই।

গৌরলীলায় কান্তাভাব

যদি শ্রীনবদ্বীপ-লীলায় গৌরকান্তা বা নাগরীভাবের প্রকাশ করাই শ্রীলীলা-পুরুষোত্তমের অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে ব্রজলীলার সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধা—যাঁহার সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত হইয়া সেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীশচীনন্দনরূপে আবির্ভূত, সেই শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপে অবস্থিত স্বয়ংরূপা শ্রীরাধার প্রকাশ শ্রীগদাধর পণ্ডিতের দ্বারা পরকীয়া-কান্তার ভাববিলাসাদি নিশ্চয়ই ব্যক্ত করিতেন। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর সুস্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, **'শ্রীরাধা শ্রীগদাধরপণ্ডিত এব,** সকল-চরিত্র-ভাবঞ্চ প্রশস্য স্বৈর্বিখ্যাতঃ। **তথাপি নাম তস্যাপি রূপঞ্চ নিগূঢ়ং কৃতম্।** ভাবৈস্তু রাধাকৃষ্ণমেব গীতবান্; রাধাকৃষ্ণং বিনা কিমন্যং ন বোধয়ামাস।'[৬৯] শ্রীগদাধর পণ্ডিতই শ্রীরাধা বলিয়া মহাপ্রভুর নিজগণ কর্ত্তৃক তাঁহার সকল চরিত্র ও ভাবের প্রশংসাপূর্ব্বক বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছেন। তথাপি তাঁহার (শ্রীগদাধরের 'রাধিকা') নাম ও রূপ বিশেষভাবে গোপন করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য কেবল প্রেমভরে রাধাকৃষ্ণকেই গান করিয়াছেন, রাধাকৃষ্ণব্যতীত অপর কাহাকেও বুঝান নাই। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর তৎকৃত শ্রীরাধাষ্টকে * বলিয়াছেন,—

ভক্তিং ন কৃষ্ণচরণে ন করোমি চার্ত্তিং রাধাপদাম্বুজ-রজঃকণ-সাহসেন।
তস্যা দৃগঞ্চল-নিপাত-বিশেষবেত্তা দৈবাদয়ং ময়ি করিষ্যতি **দাসবুদ্ধিম্**॥ [৭০]

---

৬৯ শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত ১১ অনু;

* ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর শ্রীশ্রীখণ্ডে শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুরের পুঁথিশালা এবং পূজ্যপাদ শ্রীগৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর-কৃত শ্রীশ্রীশচীনন্দনাষ্টকম্ ও শ্রীশ্রীরাধাষ্টকম্ প্রাপ্ত হই। ইহা মৎসম্পাদিত 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্রে (১৩৪৯,১৯ অগ্রহায়ণ; ১৯৪২ ৫ই ডিসেম্বর) 'শ্রীপাট শ্রীখণ্ড সম্বন্ধে কতিপয় তথ্য' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছিলাম—দীন গ্রন্থকার। ৭০ শ্রীরাধাষ্টকম্ ৬ষ্ঠ শ্লোক।

শ্রীরাধার চরণকমলের ধূলিকণার বলে আমি শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তি ও আর্ত্তির যত্ন করি না। কারণ সেই: শ্রীরাধার কৃপা-কটাক্ষ-বৈশিষ্ট্যবিষয়ে জ্ঞাতা এই শ্রীকৃষ্ণ অকস্মাৎ আমাকে কোন সময় দাসীবুদ্ধি করিবেন।

স্বকৃত শ্রীশচীনন্দনাষ্টকেও শ্রীল নরহরি ঠাকুর বলিয়াছেন—

যঃ পূর্ব্বং ব্রজসুন্দরীরতিরসৈরুত্থাপিতঃ প্রত্যহং
কালিন্দীপুলিনে ননর্ত্ত রভসাৎ শ্রীরাসগোষ্ঠ্যাং বিভুঃ।
সোঽয়ং সম্প্রতি সর্ব্বলোক-নিহিত-প্রেমানুরাগঃ কলৌ
প্রেম্ণা নৃত্যতি নর্ত্তয়ত্যপি **জগদ্ভূদেব-চূড়ামণিঃ** ॥[৭১]

যে বিভু শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বলীলায় প্রত্যহ যমুনাপুলিনে শ্রীরাসমণ্ডলীর মধ্যে ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমোল্লাসে উৎসাহিত হইয়া আনন্দ-সহকারে নৃত্য করিয়াছিলেন, ইনি সেই কৃষ্ণ; এখন কলিযুগে ব্রাহ্মণ-শিরোভূষণরূপে সমগ্র বিশ্বে প্রেমানুরাগ বিতরণপূর্ব্বক প্রেমে স্বয়ং নৃত্য করিতেছেন এবং বিশ্বকেও নৃত্য করাইতেছেন।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপ-লীলায় শ্রীশচীনন্দনের সঙ্কীর্ত্তন-রাসের কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ব্রজলীলার ন্যায় সম্ভোগময় রাসবিলাসের কথা বলেন নাই।

শ্রীশচীনন্দন হইতেছেন—সঙ্কীর্ত্তন-রাসাভিনর্ত্তক, বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ, 'করুণাসাগর-নাগর'; তিনি 'পরকীয়কান্তাভিলাষী-নাগর' নহেন—

প্রতপ্তকনকপ্রভং বিমলপূর্ণচন্দ্রাননং।
গলন্নয়নবারিভিঃ সপদি **সিক্ত-ভূমিতলম্**।
সগদ্গদগিরং মুদা সকলদেব-চূড়ামণিং
শচীসুতমহং ভজে **করুণ-সাগরং নাগরম্**॥ [৭২]

'নাগর' বলিতে যে সঙ্কীর্ত্তন-রাসে মল্লবেশধারী; তাহাও শ্রীনরহরি জানাইয়াছেন—

---

৭১ শ্রীশ্রীশচীনন্দনাষ্টকম্ ২য় শ্লোক; ৭২ ঐ ৬ষ্ঠ শ্লোক।

উচ্চৈর্ল্লোলভুজদ্বয়েন পরিতঃ স্বর্লোকমাহ্লাদয়ন্
প্রেম্ণা পূরিতকণ্ঠ-গদ্গদহরি-ধ্বানৈর্ভুবং মোহয়ন্।
চঞ্চৎপাদবিহারি-নূপুর-রবৈর্নাগান্মুদা মীলয়ন্
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভুর্বিজয়তে **শ্রীমল্লবেশোজ্জ্বলঃ** ॥[৭৩]

তিনি সর্ব্বদিকে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত বাহুদ্বয়-দ্বারা স্বর্গলোকের সুখ বিস্তার করিতেছেন, গাঢ়ানুরাগবশে পূর্ণকণ্ঠে গদ্গদস্বরে প্রতিধ্বনি-দ্বারা ভূলোক মুগ্ধ করিতেছেন এবং অনবরত সঞ্চরণশীল পাদদ্বয়ের গতিদ্বারা উত্থাপিত নূপুরের রবে (পাতালবাসী) নাগদিগকে হর্ষোৎফুল্ল করিতেছেন, এতাদৃশ মনোহর মল্লের বেশে শোভমান সর্ব্বদা আনন্দবিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু (শ্লেষে নিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গ) বিজয় লাভ করিতেছেন।

গৌরলীলায় সঙ্কীর্ত্তন-রাস

শ্রীব্রজলীলার সম্ভোগময় রাসে ও নবদ্বীপ-লীলার সঙ্কীর্ত্তন-রাসের বৈশিষ্ট্য আছে। ব্রজলীলায় শ্রীরাধিকাপ্রমুখা ব্রজনাগরীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যমুনাপুলিনে উপস্থিত হইয়া 'বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরু,-নীবীস্তনালভননর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ। ক্ষ্বেল্যাবলোক-হসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণা,-মুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার'।[৭৪]—ইত্যাদি বিবিধ আত্ম-সম্ভোগময় ক্রীড়া করিয়াছিলেন। তথায় যে নৃত্য, গীত, আলিঙ্গনাদি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ-সম্ভোগপর ছিল, কিন্তু শ্রীনবদ্বীপের সঙ্কীর্ত্তনরাসে সেই রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণই আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত হইয়া যে নৃত্য-গীতাদি করিয়াছেন, তাহা স্বরূপে কৃষ্ণসম্ভোগময় (কৃষ্ণসুখানুসন্ধানময়) হইলেও আশ্রয়স্বরূপে (শ্রীরাধার বা মঞ্জরীর) ভাবে রসাস্বাদন। এজন্যই এই সঙ্কীর্ত্তন-রাস ব্রজস্মৃতির উদ্দীপক ও ব্রজপ্রেম সঞ্চারক হইয়াছে। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, সুরধুনীতটে শ্রীবাস-অঙ্গনে যে সঙ্কীর্ত্তন-রাস হইয়াছিল, তাহাতে নারদাবতার শ্রীবাসেরও হৃদয়ে বৃন্দাবনলীলার স্মৃতির উদ্দীপন হইয়াছে।[৭৫]

---

৭৩ শ্রীশচীনন্দনাষ্টকম্ ৮ম শ্লোক; ৭৪ ভা ১০।২৯।৪৬; ৭৫ চৈ চ ১।১৭।২৩৩-২৪০।

ভক্তবিশেষদৃষ্টিতে শ্রীগৌরে শ্যামসুন্দর-দর্শন

রসরাজ মহাভাব-একীভূত-তনু শ্রীগৌরাঙ্গে রসরাজত্ব পরাভূত। মহাভাবস্বরূপতাই পরমা বলীয়সী। ভক্তভাবের নিকট ভগবদ্ভাব চিরদিনই পরাজিত—বিশেষতঃ যে স্থানে—সকল ভক্তভাবের অংশীস্বরূপ মহাভাব-সিন্ধুর মহা উদ্বেলন। তবে যে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরপ্রমুখ নিত্যসিদ্ধ গৌরপরিকরগণ বা তদনুগ শ্রীলোচন দাস ঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণের নামে প্রকাশিত পদাবলী প্রভৃতিতে গৌর-নাগরীভাবের পদাদি দৃষ্ট হয় তাহারও বিশেষ কারণ আছে। সর্ব্বরসকদম্ববিগ্রহ শ্রীগৌরকৃষ্ণের যাঁহারা সাক্ষাৎ পরিকর, সেই সকল নিত্যসিদ্ধ বা কৃপাসিদ্ধ লীলাসঙ্গিগণ 'অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর' শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বরূপও দর্শন করিতেন।

'সর্ব্বলোকদৃষ্টাবকৃষ্ণং গৌরমপি **ভক্তবিশেষদৃষ্টৌ** ত্বিষা প্রকাশবিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণম্; তাদৃশশ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ।'[৭৬] সর্ব্ব-সাধারণ যাঁহাকে স্বর্ণকান্তি গৌররূপে দর্শন করিতেন, ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে প্রকাশবিশেষে তিনি কৃষ্ণবর্ণ বা সেইরূপ শ্যামসুন্দররূপেই প্রতিভাত হইতেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক হইতে জানা যায়, শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীঅঙ্গ হইতে অপূর্ব্বকান্তি এক শ্যামবর্ণ-মূর্ত্তি বিনিঃসৃত হইয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর হৃদয়ে প্রবেশ করেন এবং অচিরেই পুনরায় শ্রীগৌরাঙ্গেই বিলীন হয়েন, ইহা শ্রীঅদ্বৈত প্রভু স্বীয় প্রত্যক্ষানুভব হইতে শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিতকে জ্ঞাপন করেন।[৭৭]

সুতরাং লীলাসঙ্গী ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতেই শ্রীগৌররূপে শ্রীশ্যামসুন্দরের রূপ ও ভাববিলাসাদির স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। ইহা লীলাসঙ্গী পরিকরবিশেষের স্বতঃ স্ফূর্ত্তি, তাহা কৃত্রিমভাবে সর্ব্বলোকের অনুকরণীয় আদর্শ নহে। সেই লীলাসঙ্গী ভক্ত-বিশেষের আদর্শেও শ্রীগৌরস্বরূপের সহিত নাম-সঙ্কীর্ত্তন-রাসাদি লীলা ব্যতীত ব্রজনাগরীগণের দৈহিক সম্ভোগক্রীড়াময় রাসাদি লীলার (ভা ১০।২৯।৪৬) ঔদ্ধত্য প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতে ভজনপক্ক যোগিগণের ভজনাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

---

৭৬ শ্রীক্রমসন্দর্ভ ১১।৫।৩২; ৭৭ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ২।৩২।

পক্কযোগিনশ্চরিত্রং শ্রূয়তাম্। কর্ম্মধর্ম্মাদিকং ন জানাতি, শ্রীকৃষ্ণরস-যশোরাশি-বিলাসবিনোদ-ভাবকলা-ভাবনাতিমগ্নহৃদয়ঃ কেবলং মধুপানমত্ত ইব বিস্মৃত ইব। কর্ম্মধর্ম্মাদিকং হৃদয়ে তস্য ন প্রবিশতি। নিরন্তরং কৃষ্ণচরিতং গায়তি, শৃণোতি, ধ্যায়তি, নৃত্যতি। আত্মভাবাৎ প্রেম-গাম্ভীর্য্যোন্মাদাশ্রুপুলক-কম্পমূর্চ্ছা-সিংহনাদ-হাস্যরোদন-চিত্তপ্রসাদ-শোকনির্ম্মল-সকলজনপ্রীতির্নিরন্তরং কৃষ্ণসংসারনির্ব্বাহাদি-ভিরানন্দময়বিগ্রহঃ কদাচিদাত্মানমপি ন জানাতি। কিমন্যদ্বা ক্রমঃ।[৭৮]

পক্কযোগীর চরিত্র শ্রবণ করুন। তাঁহার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের রস, যশোরাশি, বিলাস-বিনোদ, ভাব-কলা ইত্যাদি ভাবনায় অতিশয় মগ্ন বলিয়া মধুপান-মত্ত ব্যক্তির ন্যায় ও আত্মবিস্মৃতের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে কর্ম্ম-ধর্ম্মাদির কোন কথা প্রবেশ করে না। তিনি নিরন্তর কৃষ্ণচরিত গান করেন, শ্রবণ করেন, ধ্যান করেন, নৃত্য করেন। শ্রীকৃষ্ণে আত্মভাবহেতু সেই পক্কযোগীর প্রেমগাম্ভীর্য্য, উন্মাদ, অশ্রু-পুলক, কম্প, মূর্চ্ছা, সিংহনাদ, হাস্য, রোদন, চিত্তপ্রসাদ, কৃষ্ণবিরহজনিত দুঃখ ও নির্ম্মল সর্ব্বজনপ্রীতির আবির্ভাব হয়। সর্ব্বদা কৃষ্ণসংসার-নির্ব্বাহাদি দ্বারা আনন্দবিগ্রহ সেই পক্কযোগী নিজেকেও ভুলিয়া যান। অধিক আর কি বলিব?

'তথাচ, পক্কযোগিদৃষ্টান্তেন কেচিদ্বেশধারিণঃ কৃষ্ণভক্তিনিদর্শনমাত্রং, **হরিকীর্ত্তন-কপটেন নানাসুখবিলাসং, পক্কযোগিপ্রায়ং স্বেচ্ছাবিহারং প্রকটয়ন্তঃ সর্ব্বান্ প্রাকৃতজনান্ ভ্রাময়ন্তি**। কিন্তু, যেনৈব কপটসুখবিলাসবিনোদেন লোকান্ ভ্রাময়ন্তি তেনৈব বিলাসাদিবিশেষেণ তানেব বেশধারিণো গ্রসন্তি। নিরন্তরং তেনৈব বিষয়রসেন বিষয়িণামপি বিষয়িণো ভবন্তি।[৭৯]

আরও, পক্কযোগীর দৃষ্টান্তে (অনুকরণকারী) কতকগুলি বেষধারী ব্যক্তি কৃষ্ণভক্তির বাহ্যচিহ্নমাত্র, হরিকীর্ত্তনের ছলে নানাবিধ সুখসম্ভোগ, পক্কযোগীর ন্যায় স্বেচ্ছা-বিহার ইত্যাদি প্রকটিত করিয়া প্রাকৃত জনগণকে ভ্রান্ত করে। কিন্তু তাহারা যে সকল কপট সুখসম্ভোগ ও আমোদের দ্বারা লোকদিগকে ভুলায়, সেই সকল

---

৭৮ শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রকাশিত, ৪৫পৃষ্ঠা; ৭৯ ঐ ৪৮পৃষ্ঠা।

বিলাস-বিশেষই সেই বেষধারিগণকে গ্রাস করে। সর্ব্বদা সেই বিষয়রসের দ্বারাই তাহারা সাধারণ বিষয়ী অপেক্ষাও অধিকতর বিষয়ী হইয়া পড়ে।

অতএব পূর্ব্বলীলার শ্রীমধুমতী সখীর শ্রীগৌরে রসরাজ শ্রীশ্যামসুন্দররূপ প্রত্যক্ষ করিয়া ভাবাবেশে যে সকল উক্তি, তাহা সমস্তই নিত্যসিদ্ধ পরিকরবিশেষের ভাবরাজ্যের কথা। তাহা সাধারণের অনুকরণীয় নহে। এজন্য নাগরীভাবের সার্ব্বজনীন-প্রণালীসিদ্ধ ভজনের অবকাশ শ্রীগৌরলীলায় নাই। শ্রীগদাধরপণ্ডিত, শ্রীসদাশিব কবিরাজ, শ্রীসেন শিবানন্দাদি শ্রীনবদ্বীপলীলার পরিকরগণ— যাঁহারা ব্রজলীলায় নিত্যসিদ্ধা কৃষ্ণকান্তা, কিংবা শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন-রঘুনাথ-শ্রীজীবাদি-মহাজনগণ বা পরবর্ত্তিকালীয় শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু-প্রমুখ কেহই ঐরূপ ভজন-প্রণালী জগতে স্থাপন করেন নাই। শ্রীরায়-রামানন্দ-সংবাদে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবাকেই রাগানুগব্রজপ্রেমের সাধ্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীরূপগোস্বামিপাদই শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট-স্থাপক। মহাপ্রভু শ্রীরূপের দ্বারাই সেই সাধ্যসাধনতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীরূপ 'শ্রীস্মরণমঙ্গলস্তোত্রে', শ্রীকবি-কর্ণপূর 'শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদীতে', শ্রীকবিরাজগোস্বামী শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে, শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে', সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাসবাবাজী মহাশয় 'শ্রীভাবনাসার-সংগ্রহে' কোথায়ও সেইরূপ ভজনপ্রণালীর ইঙ্গিত প্রদান করেন নাই। শ্রীমধুমতী সখী—শ্রীরাধার প্রাণসখী; সুতরাং তিনি তাঁহার প্রাণপ্রেষ্ঠা শ্রীরাধারাণীকে উল্লঙ্ঘন করিয়া শ্রীগৌরকান্তাভিমানে কোনও স্বতন্ত্র শ্রীগৌরভজনামৃতও রচনা করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতে শ্রীরাধারই কৈঙ্কর্য্যের অসমোর্দ্ধতা উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীগৌরকে শ্রীকৃষ্ণরূপে স্থাপন করিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মাতাঠাকুরাণীকেও 'শ্রীরাধা' বলিয়া প্রতিপাদন করেন নাই।

"শ্রীরাধা শ্রীগদাধরপণ্ডিত এব, সকলচরিত্রভাবঞ্চ প্রশস্য স্বৈর্বিখ্যাতঃ। * * শ্রীগদাধরপণ্ডিতস্তু যথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ সর্ব্বাবতারপ্রকাশভূমিস্তথা সকলবৈভবময়শ্রী-সমূহপ্রধানভূতঃ। * * ততস্তত্রৈব পণ্ডিতদেহে রাধাভাবেন বিলাসং কুরুতে। অন্যত্র বৈভবপক্ষে লক্ষ্মী, রুক্মিণী, সীতা, কাত্যায়নী পরমপ্রেয়সী; সর্ব্বময়স্তু পণ্ডিত

এব। * * শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-গদাধরপণ্ডিত-মিলনম্ এব সত্যম্ ইতি। ভক্তানামিদমেব সত্যং জীবনঞ্চেতি।" (শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত ১২)।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-ঠাকুরাণী

শ্রীকবিকর্ণপূর বলেন, শ্রীস্বরূপগোস্বামিপাদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতগোস্বামীকে শ্রীব্রজলক্ষ্মীরূপে নির্ণয় করিয়াছেন, আবার শ্রীগদাধর পণ্ডিতে অনুরাধা বা শ্রীললিতার প্রবেশের কথাও শ্রীগৌরগণোদ্দেশে[৮০] ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে[৮১] দৃষ্ট হয়। শ্রীচৈতন্যভাগবতে উক্ত হইয়াছে—'সত্য সত্য গদাধর কৃষ্ণের প্রকৃতি। আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বার বার। গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার।' এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে, "গদাধর পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব। **রুক্মিণীদেবীর** যৈছে '**দক্ষিণ-স্বভাব**'।"[৮২] শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে শ্রীগৌরাঙ্গে অবস্থিত স্বয়ংরূপা শ্রীরাধার প্রকাশ বলা যাইতে পারে। স্বয়ংরূপা শ্রীরাধার প্রাভব-প্রকাশ বা কায়ব্যূহ গোপীগণ; বৈভবপ্রকাশ—দ্বারকার রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণ; বিলাস—বৈকুণ্ঠস্থিতা মহালক্ষ্মী, শ্রী, ভূ, লীলা প্রভৃতি। স্বাংশ—শ্রীসীতা প্রভৃতি।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরাণীকে শ্রীজানকী ও শ্রীরুক্মিণী এই দুই সংযুক্তস্বরূপ বলা হইয়াছে।[৮৩] শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীকে 'ভূশক্তিস্বরূপিণী' বলা হইয়াছে। তৎসহ সত্যভামার সংযোগের কথাও দৃষ্ট হয়। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতাঠাকুরাণীর পিতৃদেব শ্রীসনাতনমিশ্র পূর্ব্বলীলায় শ্রীসত্রাজিত রাজা ছিলেন, এইরূপ উক্তি আছে। 'শ্রীসনাতনমিশ্রোঽয়ং পুরা সত্রাজিতো নৃপঃ। বিষ্ণুপ্রিয়া জগন্মাতা যৎকন্যা ভূস্বরূপিণী'।[৮৪] শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—'প্রভু-পার্শ্বে লক্ষ্মীর হইল অবস্থান। এ কন্যায় **অধিষ্ঠান** আছে **কমলার**॥' শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়ার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যেন কৃষ্ণ-রুক্মিণীতে অন্যোন্য উচিত। সেইমত বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাঞি পণ্ডিত॥"[৮৫] শ্রীরুক্মিণী, শ্রীসত্যভামা প্রভৃতি সকলেই শ্রীরাধিকার বৈভব-

---

৮০ শ্রীগৌরগণোদ্দেশ ১৪৭—১৫০ (বহরমপুর সং); ৮১ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক ৩।৫১ (বহরমপুর সং); ৮২ চৈ ভা ২।১৮।১১৫—১১৬ এবং চৈ চ ৩।৭।১৪০; ৮৩ শ্রীগৌরগণোদ্দেশ—৪৫; ৮৪ ঐ—৪৭; ৮৫ চৈ ভা ১।১০।১২১, ১২৪—১২৫, ১।১৫/৫৯।

প্রকাশ। শ্রীগৌরপরিকর মহাজনের এই সব সিদ্ধান্তই সর্ব্বমান্য, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু কল্পনা করিলে অর্ব্বাচীনতা ও অপরাধের উদয় হইবে।

শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের সিদ্ধান্ত

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও পরতত্ত্বসীমার উভয় আবির্ভাব-বিশেষের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন,—

ঔদার্য্যবিগ্রহরূপে পরতত্ত্বসীমা—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, রতি মতি তারে সেব',
প্রেমকল্পতরু-বর-দাতা।

মাধুর্য্যবিগ্রহরূপে পরতত্ত্বসীমা—

ব্রজরাজনন্দন, রাধিকার প্রাণধন
অপরূপ এই সব কথা॥

আশ্রয়ালম্বনের ভাবগ্রহণকারী শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষ—

নবদ্বীপে অবতার, রাধাভাব অঙ্গীকার,
ভাবকান্তি অঙ্গের ভূষণ।
তিন বাঞ্ছা অভিলাষী, শচীগর্ভে পরকাশি,
সঙ্গে সব পারিষদগণ॥[৮৬]

কেহ কেহ ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনার—'**পতি** মোর গৌরচন্দ্র' এই চরণটীর দ্বারা ঠাকুর মহাশয় আপনাকে 'পরকীয়া গৌর-কান্তা' অভিমান করিয়াছেন, প্রতিপাদন করিতে চাহেন। 'পতি' শব্দ থাকিলেই 'কান্ত' বুঝিতে হইবে—ইহা কোষ-শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। অমরকোষে 'প্রভু' শব্দের পর্য্যায়-শব্দরূপেই 'পতি' শব্দ দৃষ্ট হয়।

শ্রীঠাকুর মহাশয়ের যে প্রার্থনাটীতে 'পতি মোর গৌরচন্দ্র' উক্তি আছে, তাহারই শেষ চরণে 'বৃন্দাবনে চবুতারা, তাহে মোর মন ভোরা' এই চরণ পাওয়া যায় এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রার্থনার পদে 'নরোত্তম দাসে ভণে, প্রাণ কাঁদে রাত্রিদিনে, পাছে ব্রজপ্রাপ্তি নাহি হয়॥' **রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর।** জীবনে মরণে

৮৬ শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

গতি আর নাহি মোর ॥ 'ললিতা-বিশাখাদি যত সখীবৃন্দ। আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ ॥ **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুর দাসের অনুদাস**। সেবা-অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস ॥' **'রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, প্রিয় নর্ম্ম সখীগণ। নরোত্তম মাগে এই দান ॥'** 'শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে, কেলি-কৌতুক-রঙ্গে, নরোত্তম করিবে শ্রবণে ॥' 'তার মধ্যে হেমপীঠ, অষ্টদলে বেষ্টিত, অষ্টদলে প্রধানা নায়িকা। তার মধ্যে রত্নাসনে, বসি আছেন দুইজনে, **শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা** ॥' নরোত্তম দাস কয়, **নিত্যলীলা সুখময়, সদাই স্ফুরুক মোর মনে** ॥'

এই নিত্যলীলা স্ফূর্ত্তি কিরূপে হয় তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছেন—'যে **গৌরাঙ্গের নাম লয়** তার হয় প্রেমোদয়।' **'গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে'।** শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিজ্ঞপ্তিকালেও বলিয়াছেন, **'মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি** তবে হও পূর্ণতৃষ্ণ। **হেথায় চৈতন্য মিলে, সেথায় রাধাকৃষ্ণ** ॥' 'প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে। **শ্রীরূপের পাদপদ্মে** মোরে সমর্পিবে ॥' 'শ্রীরূপ-রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি। কবে হাম বুঝব সে **যুগল-পিরিতি** ॥'—ইত্যাদি অগণিত পদে ঠাকুর মহাশয় যে আপনাকে শ্রীরূপমঞ্জরীর আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের কুঞ্জ-সেবাই প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহারই প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

নবদ্বীপ-লীলায় গৌরের কান্তভাবের যুক্তি

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের ভণিতায় প্রচারিত পদে দৃষ্ট হয়, সরকার ঠাকুর নাগরীর আবেশে যুক্তি প্রদান করিয়া বলিতেছেন—

যদি বল এই অবতারে ইহা সম্ভব কিরূপে হয়।
আছয়ে তাহার কারণ প্রসিদ্ধ সকল লোকেতে কয় ॥
যার যে স্বভাব থাকে তাহা কেহ কভু না ছাড়িতে পারে।
স্বভাবানুরূপ করে ক্রিয়া কারু নিষেধে কিছু না করে ॥[৮৭]

তাৎপর্য্য হইতেছে, সাক্ষাৎ ব্রজবিলাসিনী-নাগর শ্রীকৃষ্ণ, মহাভাবের আবরণে আবৃত হইলেও শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের সেই নাগর-স্বভাবটি পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

---

৮৭ শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী—তৃতীয় তরঙ্গ, ১৬৮ নং পদ ব সা প—২য় সং ১৩৪১ বঙ্গাব্দ।

রসিকশেখরত্ব ও ললিত-নায়কত্ব যাঁহার স্বরূপগত ধর্ম্ম, সেই যশোদা-নন্দনে সেই ধর্ম্মের অস্তিত্ব লোপ হয় না। কিন্তু 'রাধাভাব লঞা চৈতন্যাবতার'। '**বিজাতীয় ভাবে** নহে তাহা আস্বাদন', 'যশোদানন্দন হইল শচীর নন্দন। * * * স্বমাধুর্য্য রাধাপ্রেমরস আস্বাদিতে। **রাধাভাব** অঙ্গী করিয়াছে **ভালমতে**॥' ইত্যাদি শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর উক্তি এবং '**রাধিকার ভাব-রস** অন্তর করিয়া। **সেই ভাবে** কান্দে এই **রসিকশেখর**' ইত্যাদি শ্রীলোচনদাসের উক্তি, '**স্বভাবং নিতরাং জহৌ**' ইত্যাদি শ্রীপ্রবোধানন্দপাদের উক্তি, '**পুরাণপুরুষঃ** স্বয়ং **প্রকৃতিভাবমালম্বতে** * * বিলক্ষণবিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ'।[৮৮] ইত্যাদি শ্রীসদাশিব কবিরাজ মহাশয়ের উক্তি হইতে প্রমাণিত হয়—অঘটন-ঘটন-পটীয়সী স্বীয় লীলাশক্তির হাতে পড়িয়া ব্রজবিলাসিনী-নাগরকেও বৈলক্ষণ্য স্বীকার ও সম্পূর্ণ স্বভাব পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষটি হইতেছেন—ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যমূর্ত্তি। শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনে নরলীলোপযোগী মাধুর্য্যভাব পূর্ণতমরূপে প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা তাঁহার নিজ জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বসাধারণের জন্য গীতাদিশাস্ত্রে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে ব্রজপ্রেমের পরিচয় নাই, বরং 'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ'[৮৯] ইত্যাদি উক্তিতে তাঁহার ব্রজলীলার আচরণের প্রতি লোকের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। ইহা রাসলীলাপ্রসঙ্গে মহারাজ শ্রীপরীক্ষিতের প্রশ্নে প্রতিফলিত। শ্রীগৌরাবতারে উক্ত প্রশ্নের বা সংশয়ের পূর্ণ মীমাংসা পাওয়া যায়।

শ্রীগৌর-লীলার ঔদার্য্যসীমা

মহেশমৌলিবিহারিণী মন্দাকিনীর স্পর্শলাভ করা জীবের পক্ষে অসম্ভব। আবার সেই মন্দাকিনীও যখন ধূর্জ্জটীর জটাজুট হইতে বিন্দুসরোবরে অবতীর্ণ হয়েন, তখনও কেবল তত্তদ্দেশীয় অতি সৌভাগ্যবান সাধু-মহাত্মারই স্পর্শাধিকার হয়। তাহা সকলের পক্ষে সুলভ হয় না। কিন্তু সেই সুরধুনীই যখন বহু বাহু বিস্তার করিয়া

---

৮৮ শ্রীশচীনন্দন-বিলক্ষণ-স্তোত্র ১৩; ৮৯ গীতা ৩।২১।

গৌরাঙ্গের পার্ষদগণের সিদ্ধান্তেও বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। পুরুষদেহের কান্তাভাব যে স্থায়িরূপে পরিণত হইতে পারে, তাহার প্রমাণ দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ।'

ইহার উত্তর পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে; উক্ত ঋষিগণের নিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে কান্তভাবে উপাসনার পূর্ব্বস্মৃতি শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনে উদ্দীপ্ত হইলেও **একপত্নীব্রতধর** শ্রীরামচন্দ্র হইতে সেই সকল **ঋষিদেহে** তাহা সফলীকৃত হয় নাই। দ্বাপরযুগে **শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের** আবির্ভাব-কালে সেই সকল ঋষি **গোপীগর্ভে স্ত্রীদেহ** প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেই তাঁহাদের অভিলাষ-পূর্ত্তির উপযোগিতা লাভ হইয়াছিল। সেইরূপ যে ভগবৎস্বরূপ একমাত্র শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-ধর্ম্মপত্নীব্রতধর 'কভু দ্বিজ, কভু ত সন্ন্যাসী' তিনিও কলিযুগে শ্রীনবদ্বীপ-লীলাকালে কোন পরকান্তার প্রতি কখনও কটাক্ষপাত বা কোনরূপ সম্ভোগময় ব্যবহার প্রকাশই করেন নাই। সুতরাং তাঁহাতেও নাগরভাব আরোপ করা ভাব-বিরুদ্ধ হইবে। যদি কোন কোন শ্রীগৌরপরিকরের দোহাই দিয়া সেইরূপ মতবাদ-স্থাপনের চেষ্টা হয়, তবে অন্যান্য শ্রীগৌরপরিকরগণের যথা শ্রীসদাশিব কবিরাজ, শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথাদি, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর-প্রমুখ পরিকরগণের সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ স্বয়ং ভগবানের সর্ব্বপরিকরের সিদ্ধান্তে যেরূপ সুসমন্বয় রহিয়াছে, সেইরূপ-ভাবেই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে হইবে।

দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ সাধন-সিদ্ধ ছিলেন, আর শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীসদাশিব কবিরাজ—ইঁহারা নিত্যসিদ্ধ ব্রজ ও নবদ্বীপ-লীলার পরিকর। ব্রজলীলার মধুমতী সখী শ্রীনরহরি 'অন্তরেতে শ্যামতনু ** অনুরাগে গৌরতনু হৈলা॥'—এই উক্তিতে সেই 'অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌরে' 'ইন্দ্রনীলমণি জিনিয়া দামিনী এমতি দেখিলাম তায়'[৫৩] কৃষ্ণদর্শন করিয়া ভাবরাজ্যে যাহা আস্বাদন করিতেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্ব লীলারই উদ্দীপন। আর 'নরহরি কহে মোর গোরা। রাই-প্রেমে হইলা বিভোরা'।[৫৪] এই যে শ্রীনরহরির প্রাণগৌর, যিনি রাইপ্রেমে

৫৩ শ্রীখণ্ডের প্রাচীনবৈষ্ণব ২য় সং ১৪৬ পৃষ্ঠা-ধৃত শ্রীনরহরি সরকারঠাকুর-কৃত পদ;
৫৪ পদকল্পতরু ১৬৪৩।

বিভোর—যাঁহার 'যাঁহা-যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে'[৫৫] সেই গৌর কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি-হেতু যে সকল অনুভাবাদি প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকলকে ব্রজলীলার কোন কোন নিত্যসিদ্ধা কান্তাভাবাশ্রিতা নিজেদের ভাবানুসরণে রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের রসকৌতুক মনে করিয়া প্রেমবিভাবিতা হইয়াছেন ; এইরূপে তাঁহাদের রসপরিপুষ্টি হইয়াছে। কিন্তু তথায় শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের ন্যায় নিজ নাগরী বা কান্তাদর্শন নাই—তাঁহার সর্ব্বত্রই কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি। যখনই 'রাইপ্রেমেবিভোরা গোরা'র সেই সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শনকে কেহ ভঙ্গ করিয়া 'স্ত্রী' বা 'কান্তার' নামোল্লেখও করিয়াছেন, তখনই "প্রভু কহে—'গোবিন্দ ! আজি রাখিলা জীবন। স্ত্রী স্পর্শ হইলে আমার হইত মরণ'।"[৫৬] রাধাভাববিভাবিত শ্রীগৌরহরি সর্ব্বত্র কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিহেতু দেবদাসীর মুখে শ্রীগীতগোবিন্দের পদ শুনিয়া দেবদাসীকেও 'কৃষ্ণ'জ্ঞানেই আলিঙ্গন করিবার জন্য ধাবিত হইয়াছিলেন—কান্তা বা নাগরী-জ্ঞানে নহে। সর্ব্বত্রই মহাপ্রভুর এই ভাবটি স্মরণ রাখিতে হইবে। যদি কেহ বলেন, 'কেবল নীলাচল-লীলায় এই ভাব ছিল, নবদ্বীপ-লীলায় এই ভাব ছিল না'—তাহা হইলে নবদ্বীপলীলার পরিকর শ্রীসদাশিব কবিরাজ মহাশয়ের বা লীলাব্যাস শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উক্তিকে বর্জ্জন করিতে হয়। তাঁহারা শ্রীশচীনন্দনের শ্রীনবদ্বীপ-লীলার কথাই বলিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপ-লীলাকালেই শ্রীশচীনন্দন 'নয়ন-গোচরং ন কুরুতে স নারীজনং বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ'। নবদ্বীপলীলাতেই 'সবে পরস্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস। স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হয়েন একপাশ' ॥[৫৭]

কেহ কেহ বলিয়াছেন, শ্রীগৌরসুন্দরের নাগরীবিলাস কেবল আস্বাদন মাত্র। গৌরসুন্দর যখন পূর্ণ শক্তিমান এবং জীব শক্তিস্থানীয়, তখন শক্তিমান—ভোক্তা এবং শক্তিই ভোগ্যা। সুতরাং ভোক্তাই নাগর এবং ভোগ্যাই নাগরী।

এ স্থানে বক্তব্য এই, শ্রীগৌরকৃষ্ণ তত্ত্বতঃ ভোক্তা, ইহা জানাইবার জন্যই লীলাব্যাস 'কাম-লীলা করিতে যখন ইচ্ছা হয়। লক্ষার্ব্বুদ বনিতা সে করেন বিজয়' ॥ (চৈ ভা ১।১২।২৩৭) ইত্যাদি উক্তি করিয়াছেন। আবার তৎসঙ্গে

---

৫৫ চৈ চ ১।৪।৮৫ ; ৫৬ ঐ ৩।১৩।৮৫ ; ৫৭ চৈ ভা ১।১৫।১৭।

স্ত্রী হেন **নাম** প্রভু এই অবতারে। **শ্রবণো না করিলা**—বিদিত সংসারে। অতএব যত মহামহিম-সকলে। **গৌরাঙ্গ-নাগর** হেন **স্তব নাহি বলে**॥' (ঐ ১।১৫।২৮-৩০) এইরূপ স্পষ্ট উক্তিও করিয়াছেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার। রসময়মূর্ত্তি কৃষ্ণ—সাক্ষাৎশৃঙ্গার॥ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য গোসাঞি রসের সদন। অশেষ-বিশেষে কৈল রস আস্বাদন'॥ (চৈ চ ১।৪।২২২,২২৫) ইত্যাদি উক্তি করিয়া পরেই বলিতেছেন **'বিজাতীয় ভাবে নহে** তাহা **আস্বাদন**॥ রাধাভাব অঙ্গিকরি—ধরি তার বর্ণ। তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥' (ঐ ১।৪।২৬৬-২৬৮) ইত্যাদি। শ্রীরামানন্দ-সংবাদেও বলিয়াছেন, 'তবে হাসি তাঁরে প্রভু দেখাইল **স্বরূপ**—। রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ'॥ (ঐ ২।৮।২৮১)। অতএব শ্রীগৌরস্বরূপ কেবল রসরাজ নহেন, মহাভাবের সহিত একীভূত রসরাজ—রাধাভাবকান্তি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণভাব-সুবলিত **স্বরূপ** নহেন।

শ্রীনবদ্বীপ-লীলার বৈশিষ্ট্য

শ্রীনবদ্বীপ-লীলায় 'ভোক্তা-কৃষ্ণ' হইয়াছেন গৌর-রূপে 'দাতা-কৃষ্ণ'। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের ভাষায় 'কুঞ্জ-রস' বিলাইবার জন্য 'নাগর' হইয়াছেন 'করুণাসাগর'। আর একটি কথা হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ তটস্থাশক্তিস্থানীয় জীবের সহিত কখনও বিহার করেন না, তিনি স্বরূপশক্তি-বিলাসী। 'অতস্তাসাং স্বরূপশক্তিত্বাদেব শ্রীভগবতস্তাভিঃ সহ রিরংসা জাতা। শ্রীযথাহ শ্রীশুকঃ 'ভগবানপি তা রাত্রীঃ' ইত্যাদি[৫৮] শ্রীরাধাপ্রমুখা ব্রজগোপীগণ স্বরূপশক্তি বলিয়াই তাঁহাদের সহিত শ্রীভগবানেরও বিহারেচ্ছা হইয়াছে। সেই স্বরূপশক্তিগণের আনুগত্যে তাদাত্ম্যভাবপ্রাপ্তিতে যেরূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা লাভ হয়, তাহাই শ্রীরামানন্দ-সংবাদে, শ্রীপদ্ম-পুরাণাদি আকর গ্রন্থে, শ্রীরূপের 'দশশ্লোকী'তে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত ঐরূপ নাগরীবিলাসের ধারাবাহিক প্রণালী শ্রীগৌর-পরিকরগণ প্রকাশ করেন নাই বা ভগবান শ্রীশ্যামসুন্দর কর্তৃক যোগমায়া আশ্রয় করিয়া যে রাসলীলার

৫৮ শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা—৮২।

কথা শ্রীশুকদেব বর্ণন করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে লীলা-ব্যাস তাহাও বর্ণন করেন নাই, বরং সুস্পষ্ট-ভাষায় নিষেধ করিয়াছেন।

রসিক-চক্রবর্ত্তী শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টকালীয় 'শ্রীনবদ্বীপ-লীলা-স্মরণমঙ্গল'স্তোত্র রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তৃতীয় শ্লোকে শ্রীগৌরহরিকে নবদ্বীপ-লীলায় একমাত্র শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-ধর্ম্মপত্নী-ব্রতধররূপে বর্ণন করিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর কিঙ্করীস্বরূপা কোন প্রকৃতির নাম উল্লেখ করেন নাই—'নাগরী' ত' দূরের কথা। নবম শ্লোকে মহাপ্রভুকে শ্রীবাস-গৃহে 'সঙ্কীর্ত্তন-রসিক' এবং 'সঙ্কীর্ত্তনলম্পট' বলিয়াছেন—'নবদ্বীপ-নাগরীলম্পট' বলেন নাই। দশম শ্লোকে বলিয়াছেন,—

> শ্রীবাসাদিভিরাবৃতো নিজগণৈঃ সার্দ্ধং প্রভুভ্যাং নট-
> ন্নুচ্চৈস্তাল-মৃদঙ্গবাদনপরৈর্গায়দ্ভিরুল্লাসয়ন্।
> শ্রীমান্ শ্রীলগদাধরেণ সহিতো নক্তং বিভাত্যদ্ভুতং
> স্বং গৌরঃ শয়নালয়ে স্বপিতি যস্তং গৌরমধ্যেম্যহম্ [৫৯]

যিনি রাত্রিকালে শ্রীবাসাদি নিজগণ এবং উচ্চ ও তালসমন্বিত মৃদঙ্গবাদন-নিরত গায়ক ভক্তমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়ের সহিত নৃত্য করিতে করিতে সকলকে উল্লসিত করেন, শ্রীগদাধরের সহিত যিনি অপূর্ব্বরূপে শোভাপ্রাপ্ত হন এবং যিনি নিজ শয়নমন্দিরে নিদ্রাগত হন, সেই গৌরসুন্দরকে আমি স্মরণ করিতেছি। শ্রীগৌরচন্দ্রের এইরূপ অষ্টকালীয় শ্রীনবদ্বীপ-লীলা সজ্জনগণ কর্ত্তৃক শ্রীগোকুলচন্দ্রের অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণের প্রথমেই চিন্তনীয়া। যেহেতু, তাহা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার উদ্দীপক—চক্রবর্ত্তিপাদ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

শ্রীগোবর্দ্ধননিবাসী সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের 'শ্রীভাবনাসারসংগ্রহে'ও এই রীতি অনুসৃত হইয়াছে [৬০]।

---

৫৯ শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্র (শ্রীবিশ্বনাথ)—১০; ৬০ শ্রীশ্রীভাবনাসারসংগ্রহ—শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী-প্রকাশিত ১ম সংগ্রহ ৫ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

"গৌরনাগরবর"

ব্রজলীলার শ্রীতুঙ্গবিদ্যা সখী শ্রীমৎপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ **'ক্রীড়তি গৌরনাগরবরো নৃত্যন্নিজৈর্নামভিঃ'**[৬১] ॥—নিজ নামকীর্ত্তনের সহিত গৌরনাগরবর নৃত্য করিতেছেন, এই চরণে 'সঙ্কীর্ত্তন-রাসরসাভিনর্ত্তক' তাৎপর্য্যেই 'গৌরনাগরবর'শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। 'নাগর' শব্দের অর্থ রসিক। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ 'শ্রীচৈতন্যাষ্টকে' শ্রীচৈতন্যকে **'কৃষ্ণাবৃত্তি-প্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ,'**[৬২] বলিয়া স্তব করিয়াছেন—অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনামের আবৃত্তিহেতু যাঁহার রসনা নিয়ত চঞ্চল হইতেছে, এইরূপ ভক্তিরসিক। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদও 'নৃত্যন্নিজৈর্নামভিঃ' বাক্যে তাহাই বলিয়াছেন। ব্রজলীলায় শ্রীরাধাদি ব্রজগোপীগণই কৃষ্ণনামে নৃত্য করিয়াছেন।[৬৩] সেই শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদে 'কৃষ্ণনাম'-কীর্ত্তন-নর্ত্তনকারী ভক্তিরসিকবরকেই সরস্বতীপাদ 'গৌরনাগরবর' বলিয়াছেন। টীকাকার শ্রীআনন্দী 'নাগরবর' শব্দ ব্যবহারের আর একটি কারণ বলিয়াছেন। নটবরের বেশোচিত বসনভূষণে যিনি সুশোভিত। নর্ত্তকের ন্যায় কটিদেশে পট্টবস্ত্র, করে কঙ্কন, বক্ষঃস্থলে হার, কর্ণে কুণ্ডল, চরণে নূপুর, ঊর্দ্ধীকৃত নিবদ্ধকেশসমূহে মল্লিকামালাধারী অর্থাৎ 'নাগরবর' বলিতে নটবরের (নর্ত্তকশ্রেষ্ঠের) ন্যায় বেশধারী। 'নবদ্বীপ-নগর-ভব', 'পণ্ডিত' ও 'রসিক' এই অর্থেও 'নাগর'শব্দ শ্রীকবিকর্ণপূর ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন 'নাগরঃ পুরুষোত্তমঃ'[৬৪] —যিনি গৌড়দেশে পূর্ব্ব শৈলে উদিত নবদ্বীপচন্দ্র, তিনিই 'গৌরনাগরবর'। সরস্বতীপাদ যে কখনও শ্রীগৌরকে পরকীয়া কান্তাগণের কান্তরূপ 'নাগর' বলেন নাই, তাহা তৎকৃত নিম্নোদ্ধৃত আর একটি শ্লোক হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং গৌরং কৃষ্ণমপি স্বয়ম্।
যো রাধাভাব-সংলুব্ধঃ **স্বং ভাবং নিতরাং জহৌ** ॥[৬৫]

---

৬১ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৩২ শ্লোক ; ৬২ প্রথম শ্রীচৈতন্যাষ্টক ৬ ; ৬৩ ভা ১০।৩০।৪৫, ঐ ১০।৩৩।৮ ;
৬৪ শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা ১৩১ সংখ্যা (বহরমপুর-সং) ;
৬৫ শ্রীদশশ্লোকীভাষ্য ৯মপৃষ্ঠা—শ্রীহরিদাস দাস।

সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরকে বন্দনা করি, যিনি স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও রাধাভাবে সম্যগ্ লুব্ধচিত্ত হইয়া নিজভাব (ব্রজনাগর-ভাব) সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীপাদকৃত এই শ্লোকটি শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিপাদের শিষ্য শ্রীমুকুন্দগোস্বামিপাদ তৎকৃত শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-টীকায় (১।১।২) এবং শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ-কথিত শ্রীগোবিন্দ-সেবাধ্যক্ষ শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামি-পাদের শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী 'শ্রীদশশ্লোকীভাষ্যে'র প্রথমে উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীশচীনন্দনকে যখনই 'নাগরী-নিকররাস-লাস্যোৎসুক' দেখিতে যাইব, তখনই তিনি ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে প্রকটিত। আর শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে যখনই 'কৃষ্ণবর্ণ-ত্বিষাকৃষ্ণ' বা 'সুবর্ণবর্ণ-হেমাঙ্গ-বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী' এবং 'সন্ন্যাসকৃৎ-শম-শান্ত-নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণ' এই স্বরূপে দেখিতে যাইব, তখনই তিনি শচীনন্দনরূপে প্রকটিত। সুতরাং তাঁহাতে শ্রীরামাদি স্বাংশ অবতারের ন্যায় সর্ব্বরসতার অভাবে পরতত্ত্ব-সীমাত্বের অভাব হইতেছে না। একই শ্রীলীলাপুরুষোত্তমের দুইটি আবির্ভাববিশেষ, —এই মাত্র।

কবিরাজগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—'**শ্যামসুন্দর শিখিপিচ্ছ**-গুঞ্জাবিভূষণ। **গোপবেশ** ত্রিভঙ্গিম **মুরলীবদন**॥ **ইহা ছাড়ি কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার। গোপিকার ভাব না যায় নিকট তাহার**॥'[৬৬] নবদ্বীপ-লীলায় শ্যামসুন্দর, বংশীমুখ ও গোপীবিলাসী স্বরূপটি নাই। 'ইহোঁ গৌর—কভু **দ্বিজ**—কভুত **সন্ন্যাসী**' রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ[৬৭]—ইহা এই লীলার নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ। সুতরাং কৃষ্ণের এই অন্যাকার বা আবির্ভাববিশেষ গৌররূপের প্রতি পরকীয়া-কান্তাভাব প্রকাশিত হয় না। শ্রীসনাতন গোস্বামী বলেন, 'পীতবর্ণ' বা 'গৌরাঙ্গ' কলিকালের কৃষ্ণাবতারের স্বরূপ-(আকৃতিপ্রকৃতিগত) লক্ষণ এবং 'প্রেমদান-সঙ্কীর্ত্তন' তটস্থ (কার্য্যগত) লক্ষণ। 'জয়তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা, হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ॥'[৬৮] সুতরাং এই কৃষ্ণাবির্ভাববিশেষে (যিনি কখনও দ্বিজস্বরূপে একমাত্র শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-

---

৬৬ চৈ চ ১।১৭।২৭৯-২৮০ ; ৬৭ ঐ ১।১৭।৩০২ ও ২।৮।২৮১ ; ৬৮ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ১।১।৩।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-ধর্ম্মপত্নীব্রতধর, 'পরস্ত্রী না দেখে দৃষ্টিকোণে' এবং সন্ন্যাসিস্বরূপে 'গোবিন্দ আজি রাখিলা জীবন। স্ত্রী স্পর্শ হৈলে আমার হইত মরণ।') 'নাগরভাব' প্রযুক্ত হইতে পারে না, তদ্দ্বারা লীলাবৈশেষ্ট্যের বিপর্য্যয় হয়। বিপ্রলম্ভময় শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন-রাস ব্যতীত এই লীলায় সম্ভোগময় রাসাদি ক্রীড়াবিলাস নাই।

গৌরলীলায় কান্তাভাব

যদি শ্রীনবদ্বীপ-লীলায় গৌরকান্তা বা নাগরীভাবের প্রকাশ করাই শ্রীলীলা-পুরুষোত্তমের অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে ব্রজলীলার সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধা—যাঁহার সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত হইয়া সেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীশচীনন্দনরূপে আবির্ভূত, সেই শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপে অবস্থিত স্বয়ংরূপা শ্রীরাধার প্রকাশ শ্রীগদাধর পণ্ডিতের দ্বারা পরকীয়া-কান্তার ভাববিলাসাদি নিশ্চয়ই ব্যক্ত করিতেন। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর সুস্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, **'শ্রীরাধা শ্রীগদাধরপণ্ডিত এব**, সকল-চরিত্র-ভাবঞ্চ প্রশস্য স্বৈর্বিখ্যাতঃ। **তথাপি নাম তস্যাপি রূপঞ্চ নিগূঢ়ং কৃতম্।** ভাবৈস্তু রাধাকৃষ্ণমেব গীতবান্; রাধাকৃষ্ণং বিনা কিমন্যং ন বোধয়ামাস।'[৬৯] শ্রীগদাধর পণ্ডিতই শ্রীরাধা বলিয়া মহাপ্রভুর নিজগণ কর্ত্তৃক তাঁহার সকল চরিত্র ও ভাবের প্রশংসাপূর্ব্বক বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছেন। তথাপি তাঁহার (শ্রীগদাধরের 'রাধিকা') নাম ও রূপ বিশেষভাবে গোপন করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য কেবল প্রেমভরে রাধাকৃষ্ণকেই গান করিয়াছেন, রাধাকৃষ্ণব্যতীত অপর কাহাকেও বুঝান নাই। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর তৎকৃত শ্রীরাধাষ্টকে* বলিয়াছেন,—

ভক্তিং ন কৃষ্ণচরণে ন করোমি চার্ত্তিং রাধাপদাম্বুজ-রজঃকণ-সাহসেন।
তস্যা দৃগঞ্চল-নিপাত-বিশেষবেত্তা দৈবাদয়ং ময়ি করিষ্যতি **দাসবুদ্ধিম্**॥ [৭০]

---

৬৯ শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত ১১ অনু;

* ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর শ্রীশ্রীখণ্ডে শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুরের পুঁথিশালা এবং পূজ্যপাদ শ্রীগৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর-কৃত শ্রীশ্রীশচীনন্দনাষ্টকম্ ও শ্রীশ্রীরাধাষ্টকম্ প্রাপ্ত হই। ইহা মৎসম্পাদিত 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্রে (১৩৪৯, ১৯ অগ্রহায়ণ; ১৯৪২ ৫ই ডিসেম্বর) 'শ্রীপাট শ্রীখণ্ড সম্বন্ধে কতিপয় তথ্য' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছিলাম—দীন গ্রন্থকার। ৭০ শ্রীরাধাষ্টকম্ ৬ষ্ঠ শ্লোক।

শ্রীরাধার চরণকমলের ধূলিকণার বলে আমি শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তি ও আর্ত্তির যত্ন করি না। কারণ সেই শ্রীরাধার কৃপা-কটাক্ষ-বৈশিষ্ট্যবিষয়ে জ্ঞাতা এই শ্রীকৃষ্ণ অকস্মাৎ আমাকে কোন সময় দাসীবুদ্ধি করিবেন।

স্বকৃত শ্রীশচীনন্দনাষ্টকেও শ্রীল নরহরি ঠাকুর বলিয়াছেন—

যঃ পূর্ব্বং ব্রজসুন্দরীরতিরসৈরুত্থাপিতঃ প্রত্যহং
কালিন্দীপুলিনে ননর্ত্ত রভসাৎ শ্রীরাসগোষ্ঠ্যাং বিভুঃ।
সোঽয়ং সম্প্রতি সর্ব্বলোক-নিহিত-প্রেমানুরাগঃ কলৌ
প্রেম্ণা নৃত্যতি নর্ত্তয়ত্যপি **জগদ্ভূদেব-চূড়ামণিঃ** ॥[৭১]

যে বিভু শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বলীলায় প্রত্যহ যমুনাপুলিনে শ্রীরাসমণ্ডলীর মধ্যে ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমোল্লাসে উৎসাহিত হইয়া আনন্দ-সহকারে নৃত্য করিয়াছিলেন, ইনি সেই কৃষ্ণ; এখন কলিযুগে ব্রাহ্মণ-শিরোভূষণরূপে সমগ্র বিশ্বে প্রেমানুরাগ বিতরণপূর্ব্বক প্রেমে স্বয়ং নৃত্য করিতেছেন এবং বিশ্বকেও নৃত্য করাইতেছেন।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপ-লীলায় শ্রীশচীনন্দনের সঙ্কীর্ত্তন-রাসের কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ব্রজলীলার ন্যায় সম্ভোগময় রাসবিলাসের কথা বলেন নাই।

শ্রীশচীনন্দন হইতেছেন—সঙ্কীর্ত্তন-রাসাভিনর্ত্তক, বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ, 'করুণাসাগর-নাগর'; তিনি 'পরকীয়কান্তাভিলাষী-নাগর' নহেন—

প্রতপ্তকনকপ্রভং বিমলপূর্ণচন্দ্রাননং।
গলন্নয়নবারিভিঃ সপদি **সিক্ত-ভূমিতলম্**।
সগদ্গদগিরং মুদা সকলদেব-চূড়ামণিং
শচীসুতমহং ভজে **করুণ-সাগরং নাগরম্**॥ [৭২]

'নাগর' বলিতে যে সঙ্কীর্ত্তন-রাসে মল্লবেশধারী; তাহাও শ্রীনরহরি জানাইয়াছেন—

---

৭১ শ্রীশ্রীশচীনন্দনাষ্টকম্ ২য় শ্লোক; ৭২ ঐ ৬ষ্ঠ শ্লোক।

উচ্চৈরুল্লোলভুজদ্বয়েন পরিতঃ স্বর্লোকমাহ্লাদয়ন্
প্রেম্ণা পূরিতকণ্ঠ-গদ্গদহরি-ধ্বানৈর্ভুবং মোহয়ন্।
চঞ্চৎপাদবিহারি-নূপুর-রবৈর্নাগান্মুদা মীলয়ন্
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভুর্বিজয়তে **শ্রীমল্লবেশোজ্জ্বলঃ** ॥[৭৩]

তিনি সর্ব্বদিকে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত বাহুদ্বয়-দ্বারা স্বর্গলোকের সুখ বিস্তার করিতেছেন, গাঢ়ানুরাগবশে পূর্ণকণ্ঠে গদ্গদস্বরে প্রতিধ্বনি-দ্বারা ভূলোক মুগ্ধ করিতেছেন এবং অনবরত সঞ্চরণশীল পাদদ্বয়ের গতিদ্বারা উত্থাপিত নূপুরের রবে (পাতালবাসী) নাগদিগকে হর্ষোৎফুল্ল করিতেছেন, এতাদৃশ মনোহর মল্লের বেশে শোভমান সর্ব্বদা আনন্দবিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু (শ্লেষে নিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গ) বিজয় লাভ করিতেছেন।

গৌরলীলায় সঙ্কীর্ত্তন-রাস

শ্রীব্রজলীলার সম্ভোগময় রাসে ও নবদ্বীপ-লীলার সঙ্কীর্ত্তন-রাসের বৈশিষ্ট্য আছে। ব্রজলীলায় শ্রীরাধিকাপ্রমুখা ব্রজনাগরীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যমুনাপুলিনে উপস্থিত হইয়া 'বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরু,-নীবীস্তনালভননর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ। ক্ষ্বেল্যাবলোক-হসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণা,-মুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার'।[৭৪]—ইত্যাদি বিবিধ আত্ম-সম্ভোগময় ক্রীড়া করিয়াছিলেন। তথায় যে নৃত্য, গীত, আলিঙ্গনাদি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ-সম্ভোগপর ছিল, কিন্তু শ্রীনবদ্বীপের সঙ্কীর্ত্তনরাসে সেই রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণই আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত হইয়া যে নৃত্য-গীতাদি করিয়াছেন, তাহা স্বরূপে কৃষ্ণসম্ভোগময় (কৃষ্ণসুখানুসন্ধানময়) হইলেও আশ্রয়স্বরূপে (শ্রীরাধার বা মঞ্জরীর) ভাবে রসাস্বাদন। এজন্যই এই সঙ্কীর্ত্তন-রাস ব্রজস্মৃতির উদ্দীপক ও ব্রজপ্রেম সঞ্চারক হইয়াছে। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, সুরধুনীতটে শ্রীবাস-অঙ্গনে যে সঙ্কীর্ত্তন-রাস হইয়াছিল, তাহাতে নারদাবতার শ্রীবাসেরও হৃদয়ে বৃন্দাবনলীলার স্মৃতির উদ্দীপন হইয়াছে।[৭৫]

---

৭৩ শ্রীশচীনন্দনাষ্টকম্ ৮ম শ্লোক; ৭৪ ভা ১০।২৯।৪৬; ৭৫ চৈ চ ১।১৭।২৩৩-২৪০।

ভক্তবিশেষদৃষ্টিতে শ্রীগৌরে শ্যামসুন্দর-দর্শন

রসরাজ মহাভাব-একীভূত-তনু শ্রীগৌরাঙ্গে রসরাজত্ব পরাভূত। মহাভাবস্বরূপতাই পরমা বলীয়সী। ভক্তভাবের নিকট ভগবদ্ভাব চিরদিনই পরাজিত—বিশেষতঃ যে স্থানে—সকল ভক্তভাবের অংশীস্বরূপ মহাভাব-সিন্ধুর মহা উদ্বেলন। তবে যে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরপ্রমুখ নিত্যসিদ্ধ গৌরপরিকরগণ বা তদনুগ শ্রীলোচন দাস ঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণের নামে প্রকাশিত পদাবলী প্রভৃতিতে গৌর-নাগরীভাবের পদাদি দৃষ্ট হয় তাহারও বিশেষ কারণ আছে। সর্ব্বরসকদম্ববিগ্রহ শ্রীগৌরকৃষ্ণের যাঁহারা সাক্ষাৎ পরিকর, সেই সকল নিত্যসিদ্ধ বা কৃপাসিদ্ধ লীলাসঙ্গিগণ 'অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর' শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বরূপও দর্শন করিতেন।

'সর্ব্বলোকদৃষ্টাবকৃষ্ণং গৌরমপি **ভক্তবিশেষদৃষ্টৌ** ত্বিষা প্রকাশবিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণম্; তাদৃশশ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ।'[৭৬] সর্ব্ব-সাধারণ যাঁহাকে স্বর্ণকান্তি গৌররূপে দর্শন করিতেন, ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে প্রকাশবিশেষে তিনি কৃষ্ণবর্ণ বা সেইরূপ শ্যামসুন্দররূপেই প্রতিভাত হইতেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক হইতে জানা যায়, শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীঅঙ্গ হইতে অপূর্ব্বকান্তি এক শ্যামবর্ণ-মূর্ত্তি বিনিঃসৃত হইয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর হৃদয়ে প্রবেশ করেন এবং অচিরেই পুনরায় শ্রীগৌরাঙ্গেই বিলীন হয়েন, ইহা শ্রীঅদ্বৈত প্রভু স্বীয় প্রত্যক্ষানুভব হইতে শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিতকে জ্ঞাপন করেন।[৭৭]

সুতরাং লীলাসঙ্গী ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতেই শ্রীগৌররূপে শ্রীশ্যামসুন্দরের রূপ ও ভাববিলাসাদির স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। ইহা লীলাসঙ্গী পরিকরবিশেষের স্বতঃ স্ফূর্ত্তি, তাহা কৃত্রিমভাবে সর্ব্বলোকের অনুকরণীয় আদর্শ নহে। সেই লীলাসঙ্গী ভক্ত-বিশেষের আদর্শেও শ্রীগৌরস্বরূপের সহিত নাম-সঙ্কীর্ত্তন-রাসাদি লীলা ব্যতীত ব্রজনাগরীগণের দৈহিক সম্ভোগক্রীড়াময় রাসাদি লীলার (ভা ১০।২৯।৪৬) ঔদ্ধত্য প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতে ভজনপক্ক যোগিগণের ভজনাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

---

৭৬ শ্রীক্রমসন্দর্ভ ১১।৫।৩২ ; ৭৭ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ২।৩২।

পক্কযোগিনশ্চরিত্রং শ্রূয়তাম্। কর্ম্মধর্ম্মাদিকং ন জানাতি, শ্রীকৃষ্ণরস-যশোরাশি-বিলাসবিনোদ-ভাবকলা-ভাবনাতিমগ্নহৃদয়ঃ কেবলং মধুপানমত্ত ইব বিস্মৃত ইব। কর্ম্মধর্ম্মাদিকং হৃদয়ে তস্য ন প্রবিশতি। নিরন্তরং কৃষ্ণচরিতং গায়তি, শৃণোতি, ধ্যায়তি, নৃত্যতি। আত্মভাবাৎ প্রেম-গাম্ভীর্য্যোন্মাদাশ্রুপুলক-কম্পমূর্চ্ছা-সিংহনাদ-হাস্যরোদন-চিত্তপ্রসাদ-শোকনির্ম্মল-সকলজনপ্রীতির্নিরন্তরং কৃষ্ণসংসারনির্ব্বাহাদি-ভিরানন্দময়বিগ্রহঃ কদাচিদাত্মানমপি ন জানাতি। কিমন্যদ্বা ব্রুমঃ।[৭৮]

পক্কযোগীর চরিত্র শ্রবণ করুন। তাঁহার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের রস, যশোরাশি, বিলাস-বিনোদ, ভাব-কলা ইত্যাদি ভাবনায় অতিশয় মগ্ন বলিয়া মধুপান-মত্ত ব্যক্তির ন্যায় ও আত্মবিস্মৃতের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে কর্ম্ম-ধর্ম্মাদির কোন কথা প্রবেশ করে না। তিনি নিরন্তর কৃষ্ণচরিত গান করেন, শ্রবণ করেন, ধ্যান করেন, নৃত্য করেন। শ্রীকৃষ্ণে আত্মভাবহেতু সেই পক্কযোগীর প্রেমগাম্ভীর্য্য, উন্মাদ, অশ্রু-পুলক, কম্প, মূর্চ্ছা, সিংহনাদ, হাস্য, রোদন, চিত্তপ্রসাদ, কৃষ্ণবিরহজনিত দুঃখ ও নির্ম্মল সর্ব্বজনপ্রীতির আবির্ভাব হয়। সর্ব্বদা কৃষ্ণসংসার-নির্ব্বাহাদি দ্বারা আনন্দবিগ্রহ সেই পক্কযোগী নিজেকেও ভুলিয়া যান। অধিক আর কি বলিব?

'তথাচ, পক্কযোগিদৃষ্টান্তেন কেচিদ্বেশধারিণঃ কৃষ্ণভক্তিনিদর্শনমাত্রং, **হরিকীর্ত্তন-কপটেন নানাসুখবিলাসং, পক্কযোগিপ্রায়ং স্বেচ্ছাবিহারং প্রকটয়ন্তঃ সর্ব্বান্ প্রাকৃতজনান্ ভ্রাময়ন্তি**। কিন্তু, যেনৈব কপটসুখবিলাসবিনোদেন লোকান্ ভ্রাময়ন্তি তেনৈব বিলাসাদিবিশেষেণ তানেব বেশধারিণো গ্রসন্তি। নিরন্তরং তেনৈব বিষয়রসেন বিষয়িণামপি বিষয়িণো ভবন্তি।[৭৯]

আরও, পক্কযোগীর দৃষ্টান্তে (অনুকরণকারী) কতকগুলি বেষধারী ব্যক্তি কৃষ্ণভক্তির বাহ্যচিহ্নমাত্র, হরিকীর্ত্তনের ছলে নানাবিধ সুখসম্ভোগ, পক্কযোগীর ন্যায় স্বেচ্ছা-বিহার ইত্যাদি প্রকটিত করিয়া প্রাকৃত জনগণকে ভ্রান্ত করে। কিন্তু তাহারা যে সকল কপট সুখসম্ভোগ ও আমোদের দ্বারা লোকদিগকে ভুলায়, সেই সকল

৭৮ শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রকাশিত, ৪৫পৃষ্ঠা; ৭৯ ঐ ৪৮পৃষ্ঠা।

বিলাস-বিশেষই সেই বেষধারিগণকে গ্রাস করে। সর্ব্বদা সেই বিষয়রসের দ্বারাই তাহারা সাধারণ বিষয়ী অপেক্ষাও অধিকতর বিষয়ী হইয়া পড়ে।

অতএব পূর্ব্বলীলার শ্রীমধুমতী সখীর শ্রীগৌরে রসরাজ শ্রীশ্যামসুন্দররূপ প্রত্যক্ষ করিয়া ভাবাবেশে যে সকল উক্তি, তাহা সমস্তই নিত্যসিদ্ধ পরিকরবিশেষের ভাবরাজ্যের কথা। তাহা সাধারণের অনুকরণীয় নহে। এজন্য নাগরীভাবের সার্ব্বজনীন-প্রণালীসিদ্ধ ভজনের অবকাশ শ্রীগৌরলীলায় নাই। শ্রীগদাধরপণ্ডিত, শ্রীসদাশিব কবিরাজ, শ্রীসেন শিবানন্দাদি শ্রীনবদ্বীপলীলার পরিকরগণ— যাঁহারা ব্রজলীলায় নিত্যসিদ্ধা কৃষ্ণকান্তা, কিংবা শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন-রঘুনাথ-শ্রীজীবাদি-মহাজনগণ বা পরবর্ত্তিকালীয় শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু-প্রমুখ কেহই ঐরূপ ভজন-প্রণালী জগতে স্থাপন করেন নাই। শ্রীরায়-রামানন্দ-সংবাদে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবাকেই রাগানুগব্রজপ্রেমের সাধ্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীরূপগোস্বামিপাদই শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট-স্থাপক। মহাপ্রভু শ্রীরূপের দ্বারাই সেই সাধ্যসাধনতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীরূপ 'শ্রীস্মরণমঙ্গলস্তোত্রে', শ্রীকবি-কর্ণপূর 'শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদীতে', শ্রীকবিরাজগোস্বামী শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে, শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে', সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাসবাবাজী মহাশয় 'শ্রীভাবনাসার-সংগ্রহে' কোথায়ও সেইরূপ ভজনপ্রণালীর ইঙ্গিত প্রদান করেন নাই। শ্রীমধুমতী সখী—শ্রীরাধার প্রাণসখী; সুতরাং তিনি তাঁহার প্রাণপ্রেষ্ঠা শ্রীরাধারাণীকে উল্লঙ্ঘন করিয়া শ্রীগৌরকান্তাভিমানে কোনও স্বতন্ত্র শ্রীগৌরভজনামৃতও রচনা করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতে শ্রীরাধারই কৈঙ্কর্য্যের অসমোর্দ্ধতা উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীগৌরকে শ্রীকৃষ্ণরূপে স্থাপন করিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মাতাঠাকুরাণীকেও 'শ্রীরাধা' বলিয়া প্রতিপাদন করেন নাই।

"শ্রীরাধা শ্রীগদাধরপণ্ডিত এব, সকলচরিত্রভাবঞ্চ প্রশস্য স্বৈর্বিখ্যাতঃ। * * শ্রীগদাধরপণ্ডিতস্ত যথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ সর্ব্বাবতারপ্রকাশভূমিস্তথা সকলবৈভবময়শ্রী-সমূহপ্রধানভূতঃ। * * ততস্তত্রৈব পণ্ডিতদেহে রাধাভাবেন বিলাসং কুরুতে। অন্যত্র বৈভবপক্ষে লক্ষ্মী, রুক্মিণী, সীতা, কাত্যায়নী পরমপ্রেয়সী; সর্ব্বময়স্তু পণ্ডিত

এব। * * শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-গদাধরপণ্ডিত-মিলনম্ এব সত্যম্ ইতি। ভক্তানামিদমেব সত্যং জীবনঞ্চেতি।" (শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত ১২)।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-ঠাকুরাণী

শ্রীকবিকর্ণপূর বলেন, শ্রীস্বরূপগোস্বামিপাদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতগোস্বামীকে শ্রীব্রজলক্ষ্মীরূপে নির্ণয় করিয়াছেন, আবার শ্রীগদাধর পণ্ডিতে অনুরাধা বা শ্রীললিতার প্রবেশের কথাও শ্রীগৌরগণোদ্দেশে[৮০] ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে[৮১] দৃষ্ট হয়। শ্রীচৈতন্যভাগবতে উক্ত হইয়াছে—'সত্য সত্য গদাধর কৃষ্ণের প্রকৃতি। আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বার বার। গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার।' এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে, "গদাধর পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব। **রুক্মিণীদেবীর** যৈছে '**দক্ষিণ-স্বভাব**'।"[৮২] শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে শ্রীগৌরাঙ্গে অবস্থিত স্বয়ংরূপা শ্রীরাধার প্রকাশ বলা যাইতে পারে। স্বয়ংরূপা শ্রীরাধার প্রাভব-প্রকাশ বা কায়ব্যূহ গোপীগণ; বৈভবপ্রকাশ—দ্বারকার রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণ; বিলাস—বৈকুণ্ঠস্থিতা মহালক্ষ্মী, শ্রী, ভূ, লীলা প্রভৃতি। স্বাংশ—শ্রীসীতা প্রভৃতি।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরাণীকে শ্রীজানকী ও শ্রীরুক্মিণী এই দুই সংযুক্তস্বরূপ বলা হইয়াছে।[৮৩] শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীকে 'ভূশক্তিস্বরূপিণী' বলা হইয়াছে। তৎসহ সত্যভামার সংযোগের কথাও দৃষ্ট হয়। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতাঠাকুরাণীর পিতৃদেব শ্রীসনাতনমিশ্র পূর্ব্বলীলায় শ্রীসত্রাজিত রাজা ছিলেন, এইরূপ উক্তি আছে। 'শ্রীসনাতনমিশ্রোঽয়ং পুরা সত্রাজিতো নৃপঃ। বিষ্ণুপ্রিয়া জগন্মাতা যৎকন্যা ভূস্বরূপিণী'।[৮৪] শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—'প্রভু-পার্শ্বে লক্ষ্মীর হইল অবস্থান। এ কন্যায় **অধিষ্ঠান** আছে **কমলার**॥' শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়ার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যেন কৃষ্ণ-রুক্মিণীতে অন্যোন্য উচিত। সেইমত বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাঞি পণ্ডিত॥"[৮৫] শ্রীরুক্মিণী, শ্রীসত্যভামা প্রভৃতি সকলেই শ্রীরাধিকার বৈভব-

৮০ শ্রীগৌরগণোদ্দেশ ১৪৭—১৫০ (বহরমপুর সং); ৮১ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক ৩।৫১ (বহরমপুর সং); ৮২ চৈ ভা ২।১৮।১১৫—১১৬ এবং চৈ চ ৩।৭।১৪০; ৮৩ শ্রীগৌরগণোদ্দেশ—৪৫; ৮৪ ঐ—৪৭; ৮৫ চৈ ভা ১।১০।১২১, ১২৪—১২৫, ১।১৫।৫৯।

প্রকাশ। শ্রীগৌরপরিকর মহাজনের এই সব সিদ্ধান্তই সর্ব্বমান্য, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু কল্পনা করিলে অর্ব্বাচীনতা ও অপরাধের উদয় হইবে।

শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের সিদ্ধান্ত

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও পরতত্ত্বসীমার উভয় আবির্ভাব-বিশেষের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন,—

ঔদার্য্যবিগ্রহরূপে পরতত্ত্বসীমা—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, রতি মতি তারে সেব',
প্রেমকল্পতরু-বর-দাতা।

মাধুর্য্যবিগ্রহরূপে পরতত্ত্বসীমা—

ব্রজরাজনন্দন, রাধিকার প্রাণধন
অপরূপ এই সব কথা॥

আশ্রয়ালম্বনের ভাবগ্রহণকারী শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষ—

নবদ্বীপে অবতার, রাধাভাব অঙ্গীকার,
ভাবকান্তি অঙ্গের ভূষণ।
তিন বাঞ্ছা অভিলাষী, শচীগর্ভে পরকাশি,
সঙ্গে সব পারিষদগণ॥[৮৬]

কেহ কেহ ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনার—'**পতি** মোর গৌরচন্দ্র' এই চরণটীর দ্বারা ঠাকুর মহাশয় আপনাকে 'পরকীয়া গৌর-কান্তা' অভিমান করিয়াছেন, প্রতিপাদন করিতে চাহেন। 'পতি' শব্দ থাকিলেই 'কান্ত' বুঝিতে হইবে—ইহা কোষ-শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। অমরকোষে 'প্রভু' শব্দের পর্য্যায়-শব্দরূপেই 'পতি' শব্দ দৃষ্ট হয়।

শ্রীঠাকুর মহাশয়ের যে প্রার্থনাটীতে 'পতি মোর গৌরচন্দ্র' উক্তি আছে, তাহারই শেষ চরণে 'বৃন্দাবনে চবুতারা, তাহে মোর মন ভোরা' এই চরণ পাওয়া যায় এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রার্থনার পদে 'নরোত্তম দাসে ভণে, প্রাণ কাঁদে রাত্রিদিনে, পাছে ব্রজপ্রাপ্তি নাহি হয়॥' **রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর**। জীবনে মরণে

---

৮৬ শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

গতি আর নাহি মোর ॥ 'ললিতা-বিশাখাদি যত সখীবৃন্দ। আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ ॥ **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুর দাসের অনুদাস**। সেবা-অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস ॥' **'রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, প্রিয় নর্ম্ম সখীগণ। নরোত্তম মাগে এই দান ॥'** 'শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে, কেলি-কৌতুক-রঙ্গে, নরোত্তম করিবে শ্রবণে ॥' 'তার মধ্যে হেমপীঠ, অষ্টদলে বেষ্টিত, অষ্টদলে প্রধানা নায়িকা। তার মধ্যে রত্নাসনে, বসি আছেন দুইজনে, **শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা** ॥' নরোত্তম দাস কয়, **নিত্যলীলা সুখময়, সদাই স্ফুরুক মোর মনে** ॥'

এই নিত্যলীলা স্ফূর্ত্তি কিরূপে হয় তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছেন—'যে **গৌরাঙ্গের নাম লয়** তার হয় প্রেমোদয়।' **'গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে'।** শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিজ্ঞপ্তিকালেও বলিয়াছেন, **'মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি** তবে হও পূর্ণতৃষ্ণ। **হেথায় চৈতন্য মিলে, সেথায় রাধাকৃষ্ণ** ॥' 'প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে। **শ্রীরূপের পাদপদ্মে** মোরে সমর্পিবে ॥' 'শ্রীরূপ-রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি। কবে হাম বুঝব সে **যুগল-পিরিতি** ॥'—ইত্যাদি অগণিত পদে ঠাকুর মহাশয় যে আপনাকে শ্রীরূপমঞ্জরীর আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের কুঞ্জ-সেবাই প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহারই প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

নবদ্বীপ-লীলায় গৌরের কান্তভাবের যুক্তি

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের ভণিতায় প্রচারিত পদে দৃষ্ট হয়, সরকার ঠাকুর নাগরীর আবেশে যুক্তি প্রদান করিয়া বলিতেছেন—

যদি বল এই অবতারে ইহা সম্ভব কিরূপে হয়।
আছয়ে তাহার কারণ প্রসিদ্ধ সকল লোকেতে কয় ॥
যার যে স্বভাব থাকে তাহা কেহ কভু না ছাড়িতে পারে।
স্বভাবানুরূপ করে ক্রিয়া কারু নিষেধে কিছু না করে ॥[৮৭]

তাৎপর্য্য হইতেছে, সাক্ষাৎ ব্রজবিলাসিনী-নাগর শ্রীকৃষ্ণ, মহাভাবের আবরণে আবৃত হইলেও শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের সেই নাগর-স্বভাবটি পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

---

৮৭ শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী—তৃতীয় তরঙ্গ, ১৬৮ নং পদ ব সা প—২য় সং ১৩৪১ বঙ্গাব্দ।

রসিকশেখরত্ব ও ললিত-নায়কত্ব যাঁহার **স্বরূপগত** ধর্ম্ম, সেই যশোদা-নন্দনে সেই ধর্ম্মের অস্তিত্ব লোপ হয় না। কিন্তু 'রাধাভাব লঞা চৈতন্যাবতার'। **'বিজাতীয় ভাবে** নহে তাহা আস্বাদন', 'যশোদানন্দন হইল শচীর নন্দন।* * * স্বমাধুর্য্য রাধাপ্রেমরস আস্বাদিতে। **রাধাভাব** অঙ্গী করিয়াছে **ভালমতে**॥' ইত্যাদি শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর উক্তি এবং **'রাধিকার ভাব-রস** অন্তর করিয়া। **সেই ভাবে** কান্দে এই **রসিকশেখর**' ইত্যাদি শ্রীলোচনদাসের উক্তি, **'স্বভাবং নিতরাং জহৌ**' ইত্যাদি শ্রীপ্রবোধানন্দপাদের উক্তি, **'পুরাণপুরুষঃ** স্বয়ং **প্রকৃতিভাবমালম্বতে** * * বিলক্ষণবিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ'।[৮৮] ইত্যাদি শ্রীসদাশিব কবিরাজ মহাশয়ের উক্তি হইতে প্রমাণিত হয়—অঘটন-ঘটন-পটীয়সী স্বীয় লীলাশক্তির হাতে পড়িয়া ব্রজবিলাসিনী-নাগরকেও বৈলক্ষণ্য স্বীকার ও সম্পূর্ণ স্বভাব পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষটি হইতেছেন—ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যমূর্ত্তি। শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনে নরলীলোপযোগী মাধুর্য্যভাব পূর্ণতমরূপে প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা তাঁহার নিজ জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বসাধারণের জন্য গীতাদিশাস্ত্রে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে ব্রজপ্রেমের পরিচয় নাই, বরং 'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ' [৮৯] ইত্যাদি উক্তিতে তাঁহার ব্রজলীলার আচরণের প্রতি লোকের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। ইহা রাসলীলাপ্রসঙ্গে মহারাজ শ্রীপরীক্ষিতের প্রশ্নে প্রতিফলিত। শ্রীগৌরাবতারে উক্ত প্রশ্নের বা সংশয়ের পূর্ণ মীমাংসা পাওয়া যায়।

শ্রীগৌর-লীলার ঔদার্য্যসীমা

মহেশমৌলিবিহারিণী মন্দাকিনীর স্পর্শলাভ করা জীবের পক্ষে অসম্ভব। আবার সেই মন্দাকিনীও যখন ধূর্জ্জটীর জটাজুট হইতে বিন্দুসরোবরে অবতীর্ণ হয়েন, তখনও কেবল তত্তদ্দেশীয় অতি সৌভাগ্যবান সাধু-মহাত্মারই স্পর্শাধিকার হয়। তাহা সকলের পক্ষে সুলভ হয় না। কিন্তু সেই সুরধুনীই যখন বহু বাহু বিস্তার করিয়া

---

৮৮ শ্রীশচীনন্দন-বিলক্ষণ-স্তোত্র ১৩; ৮৯ গীতা ৩।২১।

মর্ত্ত্যে সর্ব্বত্র প্লাবিত হয়েন, তখন আপামর সকলে তাঁহার কৃপালিঙ্গন এবং অবগাহন-স্নান, সুমধুর জল-পান ও সর্ব্বক্ষণ তাঁহাতে ক্রীড়া করিয়া পরম পাবনতা ও পরমানন্দ-লাভে কৃতার্থ হইতে পারে। তদ্রূপ গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণের দেবলীলা যখন বৃন্দাবনীয় নরলীলায় প্রকাশিত হয়েন, তখন তাহাতে অধিকতর মাধুর্য্যচমৎকারিতা প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেই লীলা-মাধুর্য্য-মন্দাকিনী তাঁহার নিজ-জনগণেরই সেবাযোগ্য হয়। আবার সেই লীলা-সুরধুনীই যখন শ্রীগৌরলীলারূপে পরমকরুণার মহাপ্লাবন আবিষ্কার করিয়া অযাচকেও স্পর্শদান করেন, তখন সেই লীলারস-মাধুর্য্য-মর্য্যাদা সর্ব্বসুলভ হয়। 'উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়। স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক-যুবা সকলি ডুবায়[৭০] ॥'

শ্রীযশোদানন্দন এই তর্কবহুল কলিযুগে পরমকরুণসীমা শ্রীশচীনন্দনরূপে অবতীর্ণ হইয়া বৃন্দাবনীয় গোপীপ্রেম সকলের হৃদয়ে সঞ্চার করিবার জন্য স্বীয় লীলাশক্তিকে বলিলেন,—"এই লীলায় আমার ব্রজনাগরস্বরূপ আমি দুইটি কারণে ছন্ন রাখিব। (১) প্রথমতঃ আমাকে আশ্রয়ের ভাবে শ্রীরাধার প্রেমরসাস্বাদন করিতে হইবে ('বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন')। (২) দ্বিতীয়তঃ সেই আস্বাদন-দ্বারে জগৎকে সেই পুরুষার্থ-সীমা বিতরণ করিতে হইবে—তটস্থাশক্তিস্থানীয় জীবগণের প্রতিও করুণা করিতে হইবে ('সেই দ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগধর্ম্ম')। কেবল ভজন-কারিগণেই প্রেমসম্পত্তি বিতরিত হইবে না ; ভজনহীন ও ভজনবিমুখগণকেও এই প্রেম দিতে হইবে। কলিযুগের জীব যদি আমাকে ব্রজনাগরের ন্যায় বিলাসপরায়ণরূপে দর্শন করে, তবে তাহাদের শ্রদ্ধা থাকিবে না। আমি যদি 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' বলিয়া নাগরীর পদ ধারণ করি, বা 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' বলিয়া উপদেশ করি, তবে আমাকে 'কামুক' বা 'অহঙ্কারী' মনে করিয়া তাহারা অপরাধী হইবে এবং আমার প্রদেয় প্রেম হইতে চিরবঞ্চিত হইবে।" এইজন্য পূর্ব্ব লীলার 'গোপীবধূটিবিট্' এই লীলায় 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ', 'সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু পরমব্রহ্ম' এই লীলায় 'পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে

৭০ চৈ চ ১।৭।২৫।

ভবিষ্যতি,' 'যথা যথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ,' এইভাবে তাঁহার অবতারের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ উদ্দেশ্য সাধন করিলেন। এজন্যই ব্রজনাগরী-লম্পট হইয়াছেন—কলিযুগে নামসঙ্কীর্ত্তন-লম্পট, সঙ্কীর্ত্তন-রাস-লীলাই এই লীলার মহারাস।

তাই পূর্ব্বলীলায় যিনি পরকীয়-নাগরী-বল্লভ, তিনি এই নবদ্বীপ-লীলায় তাঁহার লীলাশক্তির দ্বারা চালিত হইয়া "সবে পরস্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস। 'স্ত্রী' দেখি দূরে প্রভু হয়েন এক পাশ॥ 'স্ত্রী' হেন নাম প্রভু এই অবতারে। শ্রবণো না করিলা,—বিদিত সংসারে॥"[৯১]

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন পরতত্ত্বসীমা তখন তাহাতে সকলই সম্ভব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তথাপি এই লীলার যে নিত্যসিদ্ধ **স্ব**ভাব বা বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ এই লীলায় পরতত্ত্বসীমা যে 'রাধাভাবকান্তিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ'—তাঁহাকেই বুধগণ তদুচিত ভাবে কীর্ত্তন করেন, ইহাই লীলাব্যাস বলিয়াছেন,—

যদ্যপি সকল স্তব **সম্ভবে** তাহানে।
তথাপিহ স্বভাব সে গায় বুধজনে॥[৯২]

'মহাভাবানুসারিণী'র সিদ্ধান্ত

শ্রীপদামৃতসমুদ্রকার শ্রীরাধামোহন ঠাকুর 'শচীর কোঙর গৌরাঙ্গসুন্দর দেখিলুঁ আঁখির কোণে'—(শ্রীগোবিন্দদাসকৃত এই পদের ২৭ অনুচ্ছেদে) মহাভাবানুসারিণী টীকায় এইরূপ সমাধান করিয়াছেন—'ননু কলিযুগপাবনাবতারস্য তদ্ধর্ম্মক্লিষ্টনিখিলনর-নারীণাং সংসারহেতুশৃঙ্গারাদ্যনর্থনিবৃত্তিপূর্ব্বক-কেবল-প্রেমবিতরণকার্য্যত্বান্নানাপ্রকারেণ **তৎকালীনং তদ্ধামগতানাং সিদ্ধানাং কৃষ্ণপ্রেমবতীনাং** নায়িকানাঞ্চ পরনারী-পরপুরুষবিষয়কশৃঙ্গারসূচক-কটাক্ষাদিধার্ষ্ট্যং কথং সম্ভবতি? অত্রোচ্যতে—পূর্ব্বাবতারেঽয়মেব বিষয়ালম্বনমিতি জানতী তদাশ্রয়ালম্বনভাববতী কাচিন্নবদ্বীপনাগরী শ্রীমদ্-গৌরচন্দ্রকৃতকটাক্ষাদ্যান্ স্বস্মিন্নভিযোগান্মন্যমানা নিজসখীং প্রতি লালসামেবাবেদয়তি।

৯১ চৈ ভা ১১।১৫।১৭, ২৯; ৯২ ঐ ১।১৫।৩১।

বস্তুতঃ **শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রস্য সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্ত্যা তৎপ্রেমত এব তে জ্ঞেয়াঃ। অস্যাবতারস্য মুখ্যরূপেণাশ্রয়ালম্বনভাবনিদানত্বাৎ**; অতো ন দূষণম্। তাসাং তু তস্যাশ্রয়ালম্বনভাবাজ্ঞানমপি ন দোষঃ; কিন্তু স্বভাব-ব্যত্যয়াভাবাৎ গুণ এবেতি সর্ব্বসামঞ্জস্যং বৃত্তং। এবং সর্ব্বত্রাপি জ্ঞেয়ম্।'[৯৩]

পূর্ব্বপক্ষঃ—কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরহরির কার্য্য হইতেছে—অধর্ম্মক্লিষ্ট নিখিলনরনারীর সংসারের হেতু যে স্ত্রী-পুরুষ-ঘটিত কামাদি অনর্থ, তাহা নিবৃত্তি করিয়া বিশুদ্ধ প্রেম বিতরণ; কিন্তু, তাঁহার প্রকটলীলায় (কৈশোরকালে) বিভিন্ন-প্রকারে গৌরধামে আগত সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমবতী নায়িকাগণের প্রতি পরনারী-পরপুরুষ-বিষয়ক শৃঙ্গার-রসসূচক কটাক্ষাদি ধৃষ্টতা শ্রীগৌরহরির পক্ষে কিরূপে সম্ভব হয়?

ইহার **উত্তর** বলিতেছি—"পূর্ব্বাবতারে 'ইনিই বিষয়ালম্বন (ব্রজনাগর) ছিলেন'—ইহা জানিয়া এই লীলায় (নবদ্বীপলীলায়) আশ্রয়ালম্বন-ভাববতী কোন কোন নবদ্বীপনাগরী শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রকৃত (রাধাভাবে) কটাক্ষাদি নিজের (নবদ্বীপ-নাগরীর) প্রতি নিক্ষিপ্ত মনে করিয়া নিজ সখীর প্রতি কেবল স্বীয় লালসাই আবেদন করিতেছেন। বস্তুতঃ শ্রীমদ্**গৌরচন্দ্রের সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিবশতঃ সেই প্রেমজাতই ঐ সকল কটাক্ষাদি জানিবে**; কারণ, **এই অবতারের মুখ্যরূপে আশ্রয়ালম্বনভাবই মূল কারণ**। সুতরাং ইহাতে কোন দোষাবকাশ নাই। **নাগরীগণেরও শ্রীগৌরের আশ্রয়ালম্বনভাব-বিষয়ে অজ্ঞতাও দোষ নয়**। বরং তাঁহাদের নিজভাবের পরিবর্ত্তন না হওয়া গুণই। এই প্রকারে সর্ব্ব সামঞ্জস্য সাধিত হইল। এইরূপ সর্ব্বত্রই জানিবে।"

---

৯৩ শ্রীপদামৃতসমুদ্র—শ্রীরাধামোহন ঠাকুর-সঙ্কলিত এবং মহাভাবানুসারিণী টীকাসমেত—ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথিশালা (বৈষ্ণব-বাঙ্গালা Vol I, Page 11 No. 6) ধৃত-পুঁথির অনুযায়ী পাঠ।

একাদশ প্রকাশ

পরিকর-বৈশিষ্ট্য-মাধুর্য্যে পরতত্ত্বসীমা

'ভগবৎ-পরিকর-বৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে' *

পূর্ণ ভগবানের অবতার-কালে অংশসমূহের তদন্তর্ভুক্তির শাস্ত্র-প্রমাণ

পূর্ণতমস্বরূপ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন শ্রীনারায়ণ, চতুর্ব্যূহ, শ্রীমৎস্যাদি লীলাবতার, শ্রীহংসাদি যুগাবতার, শ্রীযজ্ঞবিভু-প্রমুখ মন্বন্তরাবতারগণের সহিত মিলিত হইয়া অবতীর্ণ হয়েন। অংশীর মধ্যে অংশের সংযোগ নিত্যসিদ্ধ। 'পূর্ণ ভগবান অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাঁতে আসি মিলে'[১]—এই নিত্য সত্যটি শাস্ত্রপ্রমাণ ও ব্রজভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন অবতারের শ্রীমূর্ত্তি হইতে জানা যায়। শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

যো বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্বাহুর্ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
য এব শ্বেতদ্বীপেশো নরো নারায়ণশ্চ যঃ।
স এব বৃন্দাবনভূবিহারী **নন্দনন্দনঃ**॥
এতস্যৈবাপরেঽনন্তা অবতারা মনোহরাঃ।
মহাগ্নেরিহ যদ্বৎ স্যুরুল্কাঃ শতসহস্রশঃ।
তত্রৈব লীনা **একত্বং ব্রজেয়ুস্তে** হরৌ তথা॥[২]

যিনি বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্বাহু, যিনি শ্বেতদ্বীপ-পতি, যিনি নরসখ নারায়ণ, তিনিই ভগবান লীলাপুরুষোত্তম শ্রীবৃন্দাবন-ভূমি-বিহারী শ্রীনন্দনন্দন। যেমন এই পৃথিবীতে মহাগ্নি হইতে নিঃসৃত শতসহস্র বিস্ফুলিঙ্গ মহাগ্নিতেই লীন থাকে, সেইরূপ এই শ্রীকৃষ্ণেরই অন্যান্য অনন্ত মনোহর অবতারগণ তাঁহাতেই মিলিত থাকেন।

---

* শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৬১ অনুচ্ছেদে ও শ্রীক্রমসন্দর্ভ ৭।৫।২৪ টীকায় শ্রীজীবপাদ; ১ চৈ চ ১।৪।১০

২ শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃত ১।৬৫৮-৬৫৮ ধৃত শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বাক্য (শ্রীমৎপুরীদাস-সং)।

শ্রীমদ্ভাগবত ও ঐতিহ্য-প্রমাণ

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীউদ্ধবও বলিয়াছেন, স্বীয় শান্তরূপ অর্থাৎ ভক্ত শ্রীবসুদেবাদি কংসাদি-দৈত্যগণকর্তৃক পীড়িত হইতে থাকিলে অগ্নিমন্থন কাষ্ঠ হইতে যেমন অগ্নি প্রকাশিত হয়, সেইরূপ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত লোকের অধীশ্বর পরমকরুণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অজ হইয়াও বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণাদি রূপান্তরের সহিত যুক্ত হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।[৩] সেজন্য শ্রীবৃন্দাবনে সেই সেই তদেকাত্মরূপাদিরও (শ্রীনারায়ণ, চতুর্ব্যূহ, পুরুষাবতার, লীলাবতারাদির) লীলা প্রকট দেখা যায়।

বৃন্দাবনে ভগবান ব্রহ্মাকে যে ব্রহ্মাণ্ডনাথের সহিত অদ্ভুত ব্রহ্মাণ্ডকোটি দর্শন করাইয়াছিলেন, তাহাই বৈকুণ্ঠনাথের লীলা। শেষশায়িরূপ মূর্ত্তিসমূহ দ্বারা মাথুরমণ্ডলে পুরুষাবতারের লীলাসমূহও যথাযথ আবিষ্কার করেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় লীলায় যে সকল শ্রীরামাদি রূপের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই সকল শ্রীমূর্ত্তি অদ্যাপি অধিষ্ঠানরূপে মাথুরমণ্ডলে বিরাজমান আছেন। এই জন্য পুরাণাদিতে শ্রীকৃষ্ণকে কেহ নরভ্রাতা নারায়ণ, কেহ উপেন্দ্র, কেহ ক্ষীরোদশায়ী, কেহ সহস্রশীর্ষা পুরুষ, আর কেহ বা বৈকুণ্ঠনাথ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণে অবস্থিত নারায়ণাদিরূপ অংশ হইতে আবিষ্কৃত তত্তল্লীলামাত্রদর্শনে সেই সেই মুনিগণ তত্তৎচরিতের অনুগামী হইয়া তত্তৎ শ্রীনারায়ণাদিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন।[৪]

শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে লীলাবতার, পুরুষাবতার ও গুণাবতার-সমূহের মূলকর্তৃত্ব শ্রীকৃষ্ণেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীশিব-ব্রহ্মাদি দেবতাগণ দেবকীর গর্ভস্তুতিকালে শ্রীমৎস্য-হয়গ্রীব-কচ্ছপ-নৃসিংহ-শ্রীরামচন্দ্র ইত্যাদি যাবতীয় অবতারের মূলকর্ত্তা যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন।[৫] ব্রহ্মমোহনের পর শ্রীব্রহ্মাও শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীমৎস্যাদি-অবতারের অবতারী তাহা শ্রীকৃষ্ণস্তবে বলিয়াছিলেন।[৬] শ্রীপাদ গর্গাচার্য্যও শ্রীকৃষ্ণের নানারূপে ও নানা নামে অবতারের কথা বলিয়াছেন।[৭] নলকুবর-মণিগ্রীবও শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত অবতারের মূলকর্ত্তা বলিয়াছেন।[৮] মহারাজ

---

৩ ভা ৩।২।১৫ ; ৪ সং ভা ১৬৪৫-৬৬০ এবং চৈ চ ১।২।১১১-১১৫ ;

৫ ভা ১০।২।৪০ ; ৬ ঐ ১০।১৪।২০ ; ৭ ঐ ১০।৮।১৫ ; ৮ ঐ ১০।১০।৩৪।

নগ্নজিৎও সমস্ত লীলাবতার যে শ্রীকৃষ্ণ হইতে আবির্ভূত হন, ইহা শ্রীকৃষ্ণের স্তবে জানাইয়াছেন।[৯] শ্রীনারদ বলিয়াছেন,—

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়ামলকীর্ত্তয়ে।

যো ধত্তে সর্ব্বভূতানামভবা**য়োশতীঃ কলাঃ**॥[১০]

শ্রীশ্রীধর স্বামিপাদের টীকা—নম ইতি, **শ্রীকৃষ্ণাবতারতয়া নারায়ণং নমস্যতি**। উক্তং হি—'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' ইতি॥

সেই অমলকীর্ত্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। যিনি সর্ব্বভূতের সংসার মোচনের জন্য জগন্মঙ্গল কলা-(অংশাদি অবতার) সমূহকে ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হন। এই স্থানে শ্রীস্বামিপাদ বলিতেছেন, এই শ্লোকে শ্রীনারদ শ্রীনারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণেরই অবতাররূপে স্তব করিয়াছেন। কারণ, নিখিল অবতার পুরুষের অংশ ও কলা; শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ং ভগবান। শ্রীনারদ শ্রীনারায়ণের নিকট শ্রুতিস্তব শ্রবণ করিয়া শ্রীনারায়ণেরই সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করায় শ্রুতিগণ এবং শ্রীনারদ 'শ্রীকৃষ্ণই যে মূল নারায়ণ—বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ অংশস্বরূপ' তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীগীতার (১৬।২০) শ্রীকৃষ্ণবাক্য হইতেও জানা যায়, যে কাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণস্বরূপকে তদ্‌বিদ্বেষী অসুরগণ প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহারা মুক্ত হইতে পারে না।

যখন স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হয়েন, তখন তন্মধ্যে অবস্থিত পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর দ্বারা যে কৃষ্ণ-ভক্তবিদ্বেষী অসুরের সংহার হয়, তাহাদের গতিরও বৈশিষ্ট্য দেখা যায়; অর্থাৎ তাহারা মুক্তি-ভক্তি পর্য্যন্ত গতি লাভ করে। কিন্তু আংশিক ভগবৎস্বরূপের দ্বারা নিহত অরিগণের সেরূপ গতি হয় না। ইহাও পূর্ণ ভগবত্তার একটি বিশেষ লক্ষণ।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৯।৭ শ্লোকে) শ্রীকৃষ্ণ যে গুণাবতারত্রয়ের মূলকর্ত্তা এবং (১১।৯।৩২,১১।২৯।৪৯ ইত্যাদি শ্লোকে) পুরুষাবতারসমূহেরও মূলকর্ত্তা তাহা জানা যায়। মহারাজ শ্রীপরীক্ষিত বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের মৎস্যাদি-লীলাবতারের কথাবলী কর্ণসুখাবহ ও মনোজ্ঞ হইলেও স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা-শ্রবণেই মানবমাত্রের হরিকথা শ্রবণের অপ্রবৃত্তি এবং বিবিধ বিষয়-

৯ ভা ১০।৫৮।৩৭; ১০ ঐ ১০।৮৭।৪৬।

ভোগতৃষ্ণা অবিলম্বে দূরীভূত হয়, চিত্তে বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হয়, শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেম ও শ্রীকৃষ্ণভক্তের সহিত সখ্য-সম্বন্ধ জন্মে। তাহা সর্ব্বতোভাবেই চমৎকারী।[১১] এই সকল প্রমাণ হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ ভগবান বা আদ্য হরি [১২] এবং শ্রীনারায়ণ, চতুর্ব্যূহ, শ্রীমৎস্যাদি-অবতার সেই পূর্ণ ভগবানের সহিতই মিলিত থাকেন। অংশীর মধ্যে অংশের অন্তর্ভুক্তি নিত্য সত্য। যেমন কোটির মধ্যে লক্ষ, সহস্র, শত নিত্যই অন্তর্ভুক্ত আছে—ইহাই শ্রীকবিরাজগোস্বামিপাদ শ্রীচরিতামৃতে ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—'পূর্ণ ভগবান অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাঁতে আসি মিলে॥'[১৩] 'সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার। আপনি চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥ অতএব চৈতন্য গোসাঞি পরতত্ত্বসীমা। তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি, কি তাঁর মহিমা॥ সেই ত' ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী। সকল সম্ভবে তাঁতে, যাঁতে অবতারী॥ অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি। কেহো কোনমত কহে, যেমন যার মতি॥'[১৪]

অধিকারানুযায়ী দৃষ্টিতে পরতত্ত্বসীমা

যেরূপ শ্রীকৃষ্ণকে কেহ ক্ষীরোদকশায়ী, কেহ নরনারায়ণ, কেহ ঐতিহাসিক মহাপুরুষ ইত্যাদি স্ব স্ব অধিকারোচিত দৃষ্টির দ্বারা বর্ণন করেন, সেইরূপ পরতত্ত্বসীমা শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ (বিশেষতঃ ছন্নাবতারী) শ্রীগৌরহরিকেও স্ব-স্ব অধিকারানুযায়ী ভাবেই বর্ণন করেন। এইরূপে শ্রীগৌরহরিকে কেহ ক্ষীরোদকশায়ী, কেহ শ্রীরামচন্দ্র ইত্যাদিরূপে বর্ণন করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যে শ্রীরামোপাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচরণ-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে 'রামরাঘব, রামরাঘব' নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা পূর্ণ-ভগবৎ-স্বরূপ স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তিতে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষ মহাপ্রভুকে দশরথ নন্দন রামচন্দ্রও বলা যাইতে পারে। অবতারীতে সমস্ত অবতার অন্তর্ভুক্ত আছেন বলিয়া তাঁহাতে কিছুই অসামঞ্জস্যকর হয় না। ছন্নাবতারী মহাপ্রভুকে কেহ মহাভাগবতোত্তমরূপে, কেহ বা ঐতিহাসিক মহামানব বা লোকোত্তর আচার্য্যরূপে, কেহ বা ধর্ম্মসংস্কারক ও সমাজ-সংস্কারকরূপে

---

১১ ভা ১০।৭।১,২ ; ১২ ঐ ১৩।৭২।৩৫ ; ১৩ চৈ চ ১।৪।১০ ; ১৪ ঐ ১।২।১০৯-১১২।

বর্ণন করিয়া স্ব-স্ব অধিকারের পরিচয় দিয়াছেন মাত্র—কোটিপতিকে 'দশপতি', 'শত-পতি' বা 'সহস্র-পতি' বা 'লক্ষপতি' বলার ন্যায়। ইহাও তাঁহার পূর্ণতার অর্থাৎ পরতত্ত্ব-সীমারই একটি নিদর্শন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পরতত্ত্বসীমা বলিয়াই যেমন তাঁহার লীলার মধ্যে তদেকাত্ম ও আবেশাদি লীলাও প্রকাশিত হইয়াছে, সেইরূপ তত্তৎস্বরূপের পরিকর-গণেরও আবির্ভাব, আবেশ ও প্রবেশের প্রত্যক্ষ নিদর্শন তাঁহার লীলার মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ এই পরতত্ত্বসীমায় সর্ব্বত্র অযাচকে অবিচারে পুরুষার্থসীমা বিতরণরূপ ঔদার্য্য-পরাকাষ্ঠা আবিষ্কৃত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণাবতারেও যাঁহারা ব্রজপ্রেম লাভে বঞ্চিত ছিলেন, তাঁহারাও সেই মাধুর্য্য আস্বাদনার্থ লুব্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরাবতারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই জন্যই শ্রীকরভাজনপাদ সুমেধোগণকর্ত্তৃক 'সপার্ষদ কলিযুগাবতারী'র উপাসনার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন।[১৫] শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর বলিয়াছেন,—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ সর্ব্বাবতারসারভূতঃ সর্ব্বাবতারব্যক্তয়ে দাসদাসী-সঙ্গবান্'[১৬]—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সর্ব্বাবতারসারস্বরূপ ইহা ব্যক্ত করিবার জন্যই সর্ব্বাবতারের দাস-দাসীকে (পরিকরগণকে) সঙ্গে করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। সন্ন্যাসলীলার প্রাক্কালে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণকে প্রবোধ দিয়া বলিয়াছিলেন,—
'যুগে যুগে অনেক আমার অবতার। যে সকলে সঙ্গী সবে হয়েছ আমার ॥'*

সর্ব্বাবতার-সারভূত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীশচীনন্দন যে 'নিখিলাবতারিসমষ্টি' অবতারস্বরূপ, তাহা কৃপা করিয়া তিনি তাঁহার বিশেষ ভক্তবৃন্দের নিকট বহুস্থানে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপলীলায় শ্রীনিত্যানন্দের নিকট ষড়্ভুজরূপ এবং শ্রীঅদ্বৈতের নিকট শ্রীবিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন।[১৭] সন্ন্যাস-লীলার পর সার্ব্বভৌমের নিকটও ষড়্ভুজমূর্ত্তি প্রদর্শন করেন।[১৮] বাল্যলীলাকালে তৈর্থিক বিপ্রকে অষ্টভুজরূপ প্রদর্শন করেন।[১৯] শচীমাতাও নিজ পুত্রের নানা প্রকার অলৌকিক রূপ দর্শন করিয়াছিলেন; নিমাই পরিত্যক্ত পাকপাত্রের উপর

---

১৫ ভা ১১।৫।৩; ১৬ শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত ১১ অনু, ৩৭পৃষ্ঠা; * চৈ ভা ২।২৭।১২;
১৭ চৈ ভা ১।১।১২২; ১৮ ঐ ১।১।১৫৯; ১৯ ঐ ১।৫।১২৭-১৩২।

বসিয়া দত্তাত্রেয়ভাবেও মাতাকে উপদেশ করিয়াছিলেন।[২০] নবদ্বীপনগরভ্রমণকালে এক জ্যোতির্ব্বিদের গৃহে উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু 'তিনি পূর্ব্ব জন্মে কি ছিলেন' জিজ্ঞাসা করায় সেই সর্ব্বজ্ঞ 'গোপালমন্ত্র' জপ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের পুরলীলা ও ব্রজলীলা দর্শন করেন এবং ত্রেতাযুগের শ্রীরাঘবরূপ ও বিভিন্নযুগের শ্রীবরাহরূপ, শ্রীনৃসিংহ, শ্রীবামন, শ্রীমৎস্যাদিরূপ এবং শ্রীবলভদ্র-সুভদ্রাবেষ্টিত শ্রীজগন্নাথমূর্ত্তি মহাপ্রভুর মধ্যে দর্শন করেন।[২১] শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও নৃসিংহের আবেশ,[২২] কখনও মহেশ-আবেশ;[২৩] কখনও শ্রীবলদেব-আবেশ,[২৪] কখনও লক্ষ্মীরুক্মিণী-ভগবতী-শক্তিগণের আবেশ[২৫] ইত্যাদি প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনবদ্বীপে শ্রীমুরারিগুপ্তের গৃহে বরাহ মূর্ত্তি প্রকট করেন,[২৬] মুরারিকে মহাপ্রভু শ্রীরামচন্দ্ররূপেও দর্শনদান করিয়াছিলেন।[২৭] শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীঅঙ্গ হইতে শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকটিত হইয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর হৃদয়ে প্রবেশ করেন এবং পরক্ষণেই শ্রীমন্মহাপ্রভুতে বিলীন হন—ইহা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য স্বচক্ষে দর্শন ও প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন।[২৮] শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দ রায়কে রসরাজ-মহাভাব-একীভূত স্ব-স্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন।[২৯] মহাপ্রভু স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ ও স্বরূপশক্তি শ্রীরাধারাণী—এই দুয়ের একীভূত-তত্ত্ব বলিয়াই কোন কোন সময় তাঁহার প্রাভব-বৈভব-বিলাসাদি শ্রীরাম-নৃসিংহাদি রূপ তাহাতে প্রদর্শন করিয়াছেন এবং শ্রীরাধারাণীর প্রাভব-বৈভব-বিলাসাদি আদ্যাশক্তি লক্ষ্মী-দুর্গা-প্রভৃতি রূপেও নৃত্য করিয়াছেন। এই সকল লীলায় তিনিই যে পরতত্ত্বসীমা তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় অবিরোধে পাওয়া যায়।

শ্রীগৌরকৃপায় তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তার উপলব্ধি

কেবল নিজভক্ত নহে, অভক্ত, নাস্তিক, বিধর্ম্মী, বিদ্বেষী, অপরাধীর হৃদয়কেও শোধন করিয়া মহাপ্রভু তাঁহার স্বয়ংভগবত্তার উপলব্ধি করাইয়াছেন। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, নবদ্বীপের মদ্যপ যবনদর্জ্জী, কাজী, গৌড়ের বাদশাহ হোসেন সাহ

২০ চৈ ভা ১।১০।১২২-১২৪, ১।৭।১৭১ ; ২১ ঐ ১।১২।১৫৩-১৭১ ; ২২ চৈ চ ১।১৭।৯২ ;
২৩ ঐ ১।১৭।১০০ ; ২৪ ঐ ১।১৭।১১৬ ; ২৫ চৈ ভা ১।১।১৩৫ ; ২৬ চৈ ভা ২।৩।২৪ ;
২৭ ঐ ২।১০।৭ ; ২৮ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ২।৩২ ; ২৯ চৈ চ ২।৮।২৮১ ।

মৌলানা প্রভৃতি বিধর্ম্মিগণ, বৌদ্ধাচার্য্য প্রভৃতি বেদবিরোধিগণ, কাশীরমায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রভৃতি অপরাধিগণ মহাপ্রভুর দর্শন ও কৃপাপ্রভাবে শোধিত হইলে তাঁহারাও মহাপ্রভুকে 'পরমেশ্বর' বলিয়া অনুভব ও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

হুসেন সাহ বাদশাহের নিকট কেশবছত্রী গৌড়-রাজধানীতে আগত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবকে একজন সামান্য বৃক্ষতলবাসী ভিক্ষুক সন্ন্যাসী বলিয়া উড়াইয়া দিয়া মহাপ্রভুরমহিমা গোপন করিয়াছিলেন। তখন বাদশাহই বলিলেন,—"আপনাররাজ্যে সে আমার আজ্ঞা রহে। তাঁর আজ্ঞা শিরে করি' সর্ব্বদেশে বহে॥ তাঁহারে সকল দেশে **কায়-বাক্য-মনে।** 'ঈশ্বর' নহিলে ভজে কেনে? * * 'আপনার খাই' লোক তাহানে সেবিতে। চাহে তাহা কেহ নাহি পায় ভাল মতে॥"[৩০] 'বিনা দানে এত লোক যাঁর কাছে ধায়। সেই-ত' গোসাঞা, ইহা জানিহ নিশ্চয়॥"[৩১] এই জন্য লীলাব্যাস বলিয়াছেন—'যে হুসেন সাহ সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে। দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে। হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র'।[৩২]

সর্ব্ব লোক উদ্ধার করিবার জন্য—শ্রীগৌরাবতার। সর্ব্ব লোক উদ্ধারের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু তিন প্রকার উপায় প্রকাশ করিয়াছেন—(১) সাক্ষাৎ দর্শন, (২) যোগ্য ভক্তে আবেশ ও (৩) আবির্ভাব। "সাক্ষাৎ দর্শনে সব জগৎ তারিলা। একবার যে দেখিলা, সে কৃতার্থ হইলা॥ গৌড়দেশের ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া। পুনঃ গৌড়দেশে যায় প্রভুরে মিলিয়া॥ আর নানা-দেশের লোক দেখি জগন্নাথ। চৈতন্য-চরণ দেখি' হইল কৃতার্থ॥ সপ্তদ্বীপের লোক আর নবখণ্ডবাসী। দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর মনুষ্যবেশে আসি'॥ প্রভুরে দেখিয়া যায় 'বৈষ্ণব' হঞা। কৃষ্ণ বলি' নাচে সব প্রেমাবিষ্ট হঞা॥"[৩৩]

যে সকল সংসারী ব্যক্তি নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিতে পারিতেছিলেন না, সেই সকল গৃহব্রত ব্যাক্তিগণকেও কৃপা করিবার জন্য মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তবিশেষের হৃদয়ে আবিষ্ট হইতেন। অম্বিকা-কালনার প্যারিগঞ্জ নামক পল্লীতে নকুল-ব্রহ্মচারী নামক এক পরিকর বাস করিতেন। গৌড়দেশের গৃহী

৩০ চৈ ভা ৩।৪।৫৬-৬০ ; ৩১ চৈ চ ২।১।১৬৯ ; ৩২ চৈ ভা ৩।৪।৬৭-৬৮ ; ৩৩ চৈ চ ৩।২।৭-১১

ব্যক্তিগণকে নিস্তার করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু নকুল-হৃদয়ে আবিষ্ট হইলেন। "গ্রহগ্রস্তপ্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হঞা। হাসে, কান্দে, নাচে, গায় উন্মত্ত হঞা॥ অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, স্বেদ, সাত্ত্বিক বিকার। নিরন্তর প্রেমে নৃত্য, সঘন হুঙ্কার॥ তৈছে গৌরকান্তি, তৈছে সদা প্রেমাবেশ। তাহাতে দেখিতে আইসে সর্ব্ব গৌড়দেশ॥ **যারে দেখে, তারে কহে,—'কহ কৃষ্ণনাম।'** তাঁহার দর্শনে লোক হয় প্রেমোদ্দাম॥"[৩৪] এতদ্ব্যতীত মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তগণের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া চারি স্থানে নিত্য স্বীয় 'আবির্ভাব' আবিষ্কার করিতেন—(১) শচীর মন্দিরে, (২) নিত্যানন্দের নর্ত্তনে, (৩) শ্রীবাসের কীর্ত্তনে ও (৪) রাঘবের ভবনে। আবার সময় সময় সাময়িক ভাবেও কোথাও কোথাও 'আবির্ভাব' প্রকাশ করিতেন ; যেমন সেন শিবানন্দের গৃহে। অন্যত্র সশরীরে অবস্থান করিয়াও বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ভক্তের নিকট যুগপৎ বিভিন্ন লীলা প্রকট করিয়া অকস্মাৎ দর্শন-দানকে 'আবির্ভাব' বলে। স্বয়ং বিভু ভগবান ব্যতীত অপরের দ্বারা এইরূপ লীলাবৈচিত্রী-চমৎকারিতা-ময় আবির্ভাব অপর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে ভক্তগণের সহিত রথযাত্রাকালে নৃত্য-কীর্ত্তন বা স্বরূপ-রামরায়ের সহিত গম্ভীরায় রসাস্বাদন করিতেছেন, অথচ নবদ্বীপে শ্রীশচী-গৃহে আবির্ভূত হইয়া প্রত্যহ ভোজন, শ্রীবাসের গৃহে প্রত্যহ সঙ্কীর্ত্তন-রাসে যোগদান, নিত্যানন্দের নৃত্যকালে তথায় আবির্ভূত হইয়া তাহা পুনঃ পুনঃ দর্শন এবং পাণিহাটীতে রাঘবের গৃহে সর্ব্বক্ষণ অবস্থিতি—এইরূপ পরম চমৎকারিতাময় বিচিত্র আবির্ভাবের দ্বারা শ্রীগৌরহরি সর্ব্ব-লোকনিস্তার ও ভক্তগণের সহিত লীলা করিয়াছেন। ইহাও শ্রীগৌরহরি যে পরতত্ত্বসীমা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শ্রীগৌরপরিকরে বিভিন্ন স্বরূপ ও পরিকরের প্রবেশ

শ্রীগৌরকৃষ্ণে যেরূপ সর্ব্বভগবৎস্বরূপের প্রবেশের পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্রূপ তাঁহার লীলাসঙ্গী পরিকরগণের মধ্যেও অন্যান্য ভগবৎস্বরূপ ও পরিকরগণের

৩৪ চৈ চ ৩।২।১৮-২১।

প্রবেশ ও আবেশের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রজের ও পুরের একাধিক পরিকরের ভাব একই গৌর পরিকরে আবার ব্রজের ও পুরের একই পরিকরের ভাবও শ্রীগৌরের একাধিক পরিকরে দৃষ্ট হয়। যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নর্ম্মসখা অর্জ্জুন-গোপাল এবং পাণ্ডব-অর্জ্জুন উভয় মিলিত হইয়া রামানন্দ রায় হইয়াছেন, আবার শ্রীরামানন্দ পূর্ব্বলীলায় ললিতা ছিলেন—এরূপও জানা যায়। পুনরায় শ্রীললিতা ও অর্জ্জুনীয়া-গোপী ও পাণ্ডব-অর্জ্জুন এই তিন জনের সমাবেশও রামানন্দ রায়ে উক্ত হইয়াছে।[৩৫] অন্যান্য ভগবৎস্বরূপের অর্থাৎ তদেকাত্মরূপাদির পরিকরগণেরও ভাব গৌর-পরিকরে দৃষ্ট হয়। যেমন বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়-বিজয় 'জগাই-মাধাই'এর মধ্যে,[৩৬] গরুড় 'গরুড়-পণ্ডিতে'[৩৭] শ্রীরামচন্দ্রের পার্ষদ হনুমান 'মুরারিগুপ্তে'[৩৮] সুগ্রীব 'গোবিন্দানন্দে'[৩৯] রামচন্দ্র-প্রিয় বিভীষণ 'রামচন্দ্র পুরী'তে,[৪০] প্রহ্লাদের সহিত যুক্ত ব্রহ্মা নামাচার্য্য 'হরিদাসঠাকুরে' প্রবিষ্ট হইয়া[৪১] শ্রীগৌর-লীলায় অবতীর্ণ হয়েন। আবার জগৎপতি ব্রহ্মা 'গোপীনাথ' আচার্য্যে,[৪২] দেবগুরু বৃহস্পতি 'সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যে,'[৪৩] শ্রীসদাশিব শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুতে[৪৪] এবং যোগমায়া ভগবতী শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী 'সীতাঠাকুরাণী'তে প্রবিষ্ট হইয়া[৪৫] অবতীর্ণ হয়েন।

শ্রীগৌরপরিকরগণের এই বৈশিষ্ট্য শ্রীগৌর যে পরতত্ত্বসীমা,—'নিখিলাবতার-সমষ্টি'রূপ, যুগপৎ অবতারী ও অবতার তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রমাণ করিতেছে। কারণ শ্রীরাম-নৃসিংহাদি অবতারগণের লীলাকালে তাঁহাদের নিজ নিজ পরিকরমাত্রই অবতীর্ণ হয়েন। অন্য ভগবৎস্বরূপের পরিকর সেই সময়ে অবতীর্ণ হয়েন না। বৈকুণ্ঠাধিপতি অবতারী শ্রীনারায়ণের পার্ষদবর্গেরও অন্যান্য ভগবৎস্বরূপের অবতার-কালে আবির্ভাবের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু শ্রীগৌরলীলাকালে সমস্ত তদেকাত্ম-স্বরূপ এবং নারায়ণের পার্ষদবর্গেরও আবির্ভাব হইয়াছে।

---

৩৫ শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা—১২০-১২৪ বহরমপুর-সং; ৩৬ ঐ ১১৫; ৩৭ ঐ ১১৭; ৩৮ ঐ ৯১; ৩৯ ঐ ৯১; ৪০ ঐ ৯২; ৪১ ঐ ৯৩; ৪২ ঐ ৭৫; ৪৩ ঐ ১১৯; ৪৪ ঐ ৭৬; ৪৫ ঐ ৮৬।

যে বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়-বিজয় 'শিশুপাল-দন্তবক্র' নামে তৃতীয় বার অসুররূপে **জন্মগ্রহণ** করিয়া **শ্রী**কৃষ্ণহস্তে নিহত হওয়ায় মৃত্যুর পরে পুনরায় ভগবৎ-পার্ষদত্ব লাভ **করিয়া** বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল হইয়াছিলেন, শ্রীনারায়ণের পার্ষদরূপে জয়-বিজয়ের যে **প্রেম** লাভ হয় নাই, শ্রীব্রহ্মা-চতুঃসন-নারদ-প্রহ্লাদ-ব্যাস-শুকাদি পরম মুক্তকুলেরও যে ব্রজপ্রেম-রস আস্বাদন হয় নাই, সেই প্রেমাস্বাদনার্থ লুব্ধ হইয়া তাঁহারাও শ্রীচৈতন্যাবতারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাই শ্রীকবিরাজগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,— 'চৈতন্যাবতারে **কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ** হঞা। **ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি** পৃথিবীতে জন্মিয়া॥ কৃষ্ণনাম লয় নাচে প্রেমবন্যায় ভাসে। **নারদপ্রহ্লাদ** আসি মনুষ্যে প্রকাশে॥ **লক্ষ্মী**-আদি সভে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা। নাম-প্রেম আস্বাদয়ে মনুষ্যে জন্মিয়া॥'[৪৬] কেহ কেহ পূর্ব্বস্বরূপে ব্রজপ্রেমলাভের বাসনা করিলেও শ্রীগৌর-লীলার প্রকটকালের অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং সেই শ্রীগৌর-লীলা প্রকটিত হইলে সেই 'শ্রীগৌর-লীলা-রসার্ণবে' ডুব দিয়া তবে ব্রজে শ্রীশ্রীরাধামাধব-অন্তরঙ্গ অর্থাৎ মঞ্জরী-ভাবে কুঞ্জসেবা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে শ্রীসনকাদি শ্রীভগবচ্চরণে প্রণত হইলে তাঁহার শ্রীচরণ-সংলগ্ন তুলসীর গন্ধে তাঁহাদের মন হরণের মুক্তপ্রগ্রহ অর্থ হইতেছে, ব্রজপ্রেম-প্রাপ্তির বাসনা। ইহা এক অচিন্ত্য পরমচমৎকারিতা। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ-লীলা-কালে চারিভাব ভক্তি দিয়া পরিকরগণকে নৃত্য করাইয়াছিলেন, শ্রীগৌর-লীলায়ও চারিভাবে ত্রিভুবনকে নাচাইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরমকারুণ্যসীমা অসীমা হইয়া সকলকেই অনর্পিতচর উন্নতোজ্জলরসের মহাপ্লাবনে প্লাবিত করিয়াছেন।

শ্রীগৌরহরি যেরূপ শ্রীলীলাপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান অর্থাৎ পরতত্ত্বসীমা, তদ্রূপ তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণও পরতত্ত্বসীমার পরিকর হওয়ায় তাঁহারা আংশিক বা তদেকাত্মরূপ ভগবৎস্বরূপের পরিকর মাত্র নহেন। সুতরাং হরিদাস ঠাকুরকে 'ব্রহ্মা ও প্রহ্লাদ', মুরারিগুপ্তকে 'হনুমান', কাশীনাথ-লোকনাথ-শ্রীনাথ-রামনাথ এই চারিজনকে 'চতুঃসন', শ্রীগরুড় পণ্ডিতকে 'গরুড়', সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে 'বৃহস্পতি' ইত্যাদি মাত্ররূপে দর্শন বা বিচার করিলে পূর্ণতম ভগবৎস্বরূপের পরিকরগণের

---

৪৬ চৈ চ ৩।৩।২৬০—২৬২।

মুক্তপ্রগ্রহস্বরূপ দর্শন হইবে না। তাৎপর্য্য হইতেছে, :যে সকল বিভিন্ন স্বাংশ-স্বরূপাদির পরিকরবর্গের ব্রজপ্রেম আস্বাদনের লোভ ছিল, তাঁহারাই পূর্ণভগবৎস্বরূপ মহাবদান্য শ্রীগৌর-কৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের মধ্যে (যাঁহারা ব্রজজন) প্রবিষ্ট হইয়া ব্রজপ্রেমরস আস্বাদন করিয়াছেন।

শ্রীগৌরপরিকর-বৈশিষ্ট্যের অসাধারণত্ব

শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—'রাসাদি-বিলাসী ব্রজ-ললনা-নাগর। আর যত সব দেখ—তার পরিকর॥ সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সেই পরিকরগণ-সঙ্গে সব ধন্য॥[৪৭]

এই কলিযুগে পূর্ব্বে যে সকল শক্ত্যাবিষ্ট পরম ভাগবতগণ ও সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা কেহ বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণের বিভিন্ন ভূষণ অস্ত্রশস্ত্রাদির, কেহ বা কোনও পার্ষদের, বাহন বা শক্তিবিশেষের অবতার, কেহ বা শ্রীঅনন্তদেবের, সুদর্শনের, বায়ুর, অগ্নি ইত্যাদির অবতার বলিয়া তৎসম্প্রদায়ে পূজিত। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবান সপরিকরে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত মহাজন ও তাঁহাদের সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তগণ সপরিকর গোপেন্দ্র-নন্দনের আসনের মর্য্যাদা সর্ব্বতোভাবেই সংরক্ষণ করিয়াছেন—কেহই শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন বা কোনও ব্রজপরিকরের আসন গ্রহণ করেন নাই।[৪৮]

শ্রীরঘুনাথ ও শ্রীযদুনাথের পরিকর-বৈশিষ্ট্য হইতেও শ্রীগৌরকৃষ্ণের পরিকর-বৈশিষ্ট্যের অসাধারণত্বের কথা মহাজনগণ প্রদর্শন করিয়াছেন—

---

৪৭ চৈ চ ১।৭।৮-৯ ;

৪৮ 'শ্রীহরিগুরুস্তবমালা' নামক শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা-নির্দ্দেশক এক পুঁথির মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর অবতার শ্রীহংসকে উক্তসম্প্রদায়ের আদিগুরু এবং শ্রীহংস হইতে চতুঃসন, তাহা হইতে শ্রীনারদ ত্রেতাযুগে ভক্তিপ্রচারক, শ্রীনারদ-শিষ্য শ্রীসুদর্শনাবতার শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণোপাসনার প্রবর্ত্তক এবং তাঁহার শিষ্যাদিপরম্পরাক্রমে শ্রীহরিব্যাসাদির শিষ্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। এই তালিকার সর্ব্বাদিগুরু শ্রীহংসকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিতস্বরূপ বলা হইয়াছে। ইহা যে অতি আধুনিক ও আনুকরণিক পরিকল্পনা তাহা শাস্ত্র, ইতিহাস ও যুক্তি সকলই একবাক্যে

'কৃষ্ণ-সাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্যাস্বাদন। ভক্তভাবে করে তাঁর মাধুর্য্য-চর্ব্বণ॥ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞের অনুভব। মূঢ়-লোক নাহি জানে ভাবের বৈভব॥ ভক্ত-ভাব অঙ্গীকরি বলরাম, লক্ষ্মণ। অদ্বৈত নিত্যানন্দ শেষ সঙ্কর্ষণ॥ কৃষ্ণের মাধুর্য্যরসামৃত করে পান। সেই-সুখে মত্ত, কিছু নাহি জানে আন॥ অন্যের আছুক কার্য্য, আপনে শ্রীকৃষ্ণ। আপন-মাধুর্য্য-পানে হইয়া সতৃষ্ণ॥ ভক্তভাব অঙ্গীকরি হৈলা অবতীর্ণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ॥[৪৯]

শ্রীকৃষ্ণ-সাম্যে—ভক্তির বিষয়বিগ্রহরূপে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিরসাস্বাদন বা স্বমাধুর্য্য-রসাস্বাদন হয় না। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্তের ন্যায় নিজেই নিজেকে ভক্তি করিয়া ভক্তের আস্বাদ্য সেই ভক্তিরস আস্বাদন করিতে পারেন না। অথচ শ্রীগীতা-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি' [৫০], 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' [৫১] ইত্যাদি উক্তিতে ভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবানের সম্যক্ উপলব্ধির কথা জানা যায় এবং বিদ্বদনুভবও তাহাই প্রমাণ করে। শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যের এমনই অপূর্ব্ব আকর্ষক ধর্ম্ম আছে যে তাহা আস্বাদন করিবার জন্য দর্শন ও শ্রবণকারী নিখিল ভক্তগণের ত' সুতীব্র আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়ই, এমন কি স্বয়ং মাধুর্য্যমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের পর্য্যন্ত দর্পণাদিতে নিজ-মাধুরী দর্শন করিয়া তাহা আস্বাদনের জন্য উন্মাদনা উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ

প্রমাণ করে। শ্রীমদ্ভাগবত (২।৭।১৯) ও শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের মতে বিষ্ণুর লীলাবতার শ্রীহংস শ্রীনারদকে ভক্তিযোগ উপদেশ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৩।১৫) শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবের নিকট যে শ্রীচতুঃসনের উপদেষ্টা ক্ষীর-নীর-বিভাগকারী আত্মানাত্ম-বিবেকজ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগের কীর্ত্তন কারী (১১।১৩।৩৮) শ্রীহংসের কথা বলিয়াছিলেন, তিনি অন্য হংস। এই উভয় হংসই শ্রীমদ্ভাগ-বতেরই সিদ্ধান্তানুসারে স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণ নহেন—স্বাংশাদি বিষ্ণুস্বরূপ (১১।১৩।২৮)। শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের শ্রীসিদ্ধান্তপ্রদীপ-টীকাচার্য্যও উক্ত যজ্ঞস্বরূপ হংসকে বিষ্ণুই বলিয়াছেন—শ্রীরাধানাথ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রতিপাদন করেন নাই। সাঙ্খ্য ও যোগের উপদেষ্টা এই বিষ্ণুস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধানাথস্বরূপের লীলা বা শ্রীরাধামিলিত শ্রীকৃষ্ণভাবের কোনই লক্ষণ নাই। অংশীতেই অংশাবতারগণ প্রবিষ্ট থাকেন, কিন্তু অংশাবতারে অংশীত্বের প্রকাশ নাই। অতএব শাস্ত্র, তত্ত্ব, ইতিহাস ও মহদনুভব কোনও-প্রমাণেই ঐরূপ অর্ব্বাচীন কল্পনার সার্থকতা নাই;

৪৯ চৈ চ ১।৬।১০১—১০৪, ১০৬, ১০৭, ৫০ গীতা ১৮।৫৫; ৫১ ১১।১৪।২১।

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি বটেন ; কিন্তু ভাব ব্যতীত রসের আস্বাদন হয় না এবং ভক্তরূপ আধারেই ভাব অবস্থান করে। এজন্য ভক্তভাব ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ স্বমাধুর্য্যও স্বয়ং আস্বাদন করিতে পারেন না। ভক্তভাব ব্যতীত স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভক্তকোটির শিরোমণি শ্রীরাধার ভাব—যাহা সর্ব্বভক্তভাবের পরাকাষ্ঠা, সেই মাদনাখ্য-মহাভাবটি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন এবং শ্রীবলদেব, শ্রীলক্ষ্মণ, শ্রীঅনন্তদেব, শ্রীসঙ্কর্ষণ, মহাবিষ্ণু-প্রমুখ ভগবৎ-স্বরূপগণও শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাদিরূপে ভক্তভাবস্বীকার করিয়া স্বয়ংরূপ ভগবানের ভক্তভাবের লীলার সেবা করিবার জন্য অবতীর্ণ হইলেন। নিত্যসিদ্ধ বিভিন্ন পরিকরগণ বা স্বরূপশক্তিবর্গ নামপ্রেমসেবামাধুর্য্য আস্বাদন এবং অণুচৈতন্য-জীবমাত্রকে সেই মাধুর্য্য আস্বাদন করাইবার জন্য তৎসাধন শিক্ষাদান-কল্পে নিত্যসিদ্ধ হইয়াও ভক্ত-সাধকের আচরণ করিলেন। সপরিকর স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হওয়ায় অংশীর মধ্যে যাবতীয় অংশতত্ত্বের ন্যায়, সেই অংশিস্বরূপের পরিকরগণের মধ্যেও লীলাশক্তির প্রয়োজনানুরূপ যাবতীয় স্বাংশ ভগবৎস্বরূপের পরিকরগণেরও প্রবেশ হওয়ায় অসমোর্দ্ধ লীলাচমৎকারিতার আবিষ্কার হয়। তাই দেখিতে পাওয়া যায়—শ্রীব্রজলীলার শ্রীযশোমতী, শ্রীবলদেব, শ্রীদাম, শ্রীস্তোককৃষ্ণাদি, শ্রীরাধা-চন্দ্রাবলী, শ্রীললিতা-বিশাখা, শ্রীরূপমঞ্জরী-রতিমঞ্জরী প্রভৃতি শ্রীগৌরলীলায় যথাক্রমে শ্রীশচীমাতা, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅভিরাম, শ্রীপুরুষোত্তমদাস, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীসদাশিব কবিরাজ, শ্রীস্বরূপ-রামরায়, শ্রীরূপ-রঘুনাথাদিরূপে অবতীর্ণ এবং নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকর হইয়াও সাধকের লীলা প্রকট করিয়াছেন।

শ্রীগৌরলীলায় রসবৈশিষ্ট্যে পরিকরবৈশিষ্ট্য

প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন,—'প্রাপুঃ পূর্ব্বাধিকতর-মহাপ্রেমপীযূষলক্ষ্মীম্'[৫২]—শ্রীকৃষ্ণলীলা হইতেও তাঁহার শ্রীগৌর-লীলায় তত্তদ্ভগবৎ-পরিকরগণ অধিকতর মহাপ্রেমামৃত সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীদুর্গমসঙ্গমনীতে

---

৫২ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১১৯।

(১।১।১) শ্রীজীবপাদ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোৎকর্ষহেতু স্বরূপলক্ষণ বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন— অথ তত্তদুৎকর্ষহেতুং স্বরূপলক্ষণমাহ অখিলরসা দ্বাদশ যস্মিন্ তাদৃশমমৃতং পরমানন্দ এব মূর্ত্তির্যস্য সঃ ; * * * তত্রাপি রসবিশেষ-বিশিষ্ট-পরিকরবৈশিষ্ট্যেনাবির্ভাববৈশিষ্ট্যং দৃশ্যতে, **অতএবাদিরসবিশেষ-বিশিষ্ট-সম্বন্ধেন নিতরাম্** যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৪।১৪, ১০।৩২।১৪, ১০।৩৩।৬) ইত্যাদি।

তাৎপর্য্য এই—শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতপরমানন্দমূর্ত্তি, তন্মধ্যে আবার আদিরস-(শৃঙ্গার-রস)-বিশেষ-বৈশিষ্ট্যযুক্ত পরিকর-বৈশিষ্ট্যদ্বারা তাঁহার অনন্যসাধারণ আবির্ভাবের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ শ্রীগৌরের পরিকরবৈশিষ্ট্যের অধিকতর বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রীগৌরপরিকরগণের মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই উন্নতোজ্জ্বলরস-বিশেষের সঞ্চার হওয়ায় তত্তৎপরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণলীলা হইতেও অধিকতর মহাপ্রেমামৃতসম্পত্তি লাভ করেন ও তটস্থাশক্তিস্থানীয় জীবেও মঞ্জরীস্বরূপে সেবাপ্রণালী বিতরণ করেন। শ্রীঅনন্তসংহিতার (৫৭ অধ্যায়ে) প্রমাণে জানা যায়, ছন্নাবতারী শ্রীগৌরের ছন্নলীলার পরিকরগণও পুরুষরূপে প্রচ্ছন্ন ব্রজগোপিকা—ব্রজমঞ্জরী।

ব্রজমঞ্জরীর ভাবটি হইতেছে—সর্ব্ব-স্বসুখবাসনাগন্ধলেশ-রহিত শ্রীকৃষ্ণৈকসুখানু-সন্ধান-তাৎপর্য্যপরতা। তাহাতে নায়িকাত্বাদিলাভের কষায় পর্য্যন্ত নাই। নিত্য-সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ-কান্তাগণের মধ্যেও স্বসুখবাসনা উদিত হইলে তাহা মন্মথমন্মথ শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে পারে না। সমঞ্জসা-রতিমতী ষোড়শসহস্র পুরমহিষীগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম যখন স্বসুখবাসনা দ্বারা ভেদপ্রাপ্ত হইত, তখন তাঁহাদের সমবেত সুরত-সম্বন্ধীয় হাবভাব শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারিত না। ইহা শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতে জ্ঞাপন করিয়াছেন।[৫৩] একমাত্র সমর্থারতিমতী শ্রীব্রজদেবী-গণের স্বসুখবাসনাগন্ধহীন পরম শুদ্ধ উন্নতোজ্জ্বল প্রেমই কৃষ্ণকে বশীভূত করিতে সমর্থ। 'এবং শ্রীব্রজদেবীনাং তত্র তত্র **পরমশুদ্ধোৎকৃষ্টং** প্রেমপ্রশংসনাদাভ্যঃ সর্ব্বাভ্যোঽপ্যাধিক্যং সূচিতম্'[৫৪]॥ শ্রীরাধাদাসীস্বরূপ মঞ্জরীভাবে এই স্বসুখ-

৫৩ ভা ১০।৬১।৪ ; ৫৪ সংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী ১০।৬১।৪।

বাসনাগন্ধহীনতার পরাকাষ্ঠা সূচিত হইয়াছে। এই মঞ্জরীর ভাবযুক্তা তৃণাদপি সুনীচতার আদর্শ প্রেমের পরম পরিপাকস্বরূপ।

গৌর-পরিকর-মণ্ডলীর অসমোর্দ্ধ কৃষ্ণবশকারী সদ্‌গুণরাশি

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পরিকরবৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

তৃণাদপি চ নীচতা সহজসৌম্যমুগ্ধাকৃতিঃ
সুধামধুরভাষিতা বিষয়গন্ধথূথূংকৃতিঃ।
হরিপ্রণয়বিহ্বলা কিমপি ধীরনালম্বিতা
ভবন্তি কিল সদ্‌গুণা জগতি গৌরভাজামমী [৫৫]॥
আস্তাং বৈরাগ্যকোটির্ভবতু শমদমক্ষান্তিমৈত্র্যাদিকোট-
স্তত্ত্বানুধ্যানকোটির্ভবতু ভবতু বা বৈষ্ণবী-ভক্তিকোটিঃ।
কোট্যংশোঽপ্যস্য ন স্যাত্তদপি গুণগণো যঃ স্বতঃসিদ্ধ আস্তে
শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্র-প্রিয়চরণনখ-জ্যোতিরামোদভাজাম্ [৫৬]॥

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—শ্রীভগবানে যাঁহার নিষ্কামা ভক্তি বিদ্যমান, তাঁহাতে দেবতাগণ সর্ব্বগুণের সহিত সর্ব্বদা বাস করেন [৫৭]। 'সর্ব্ব মহাগুণ বৈষ্ণব-শরীরে। কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ, সকলি সঞ্চারে'[৫৮]॥ সাধনসিদ্ধ বৈষ্ণবগণের মধ্যেও এইরূপ সদ্‌গুণ দৃষ্ট হয়; কিন্তু শ্রীগৌরপরিকরগণের মধ্যে সেই সকল গুণ পূর্ণতম-স্বরূপে এবং আরও অধিক বিশিষ্ট গুণসমূহ যেরূপ স্বতঃসিদ্ধভাবে সর্ব্বদা প্রকাশিত, তাহা অন্যত্র কোথাও দৃষ্ট হয় না। এরূপ 'প্রেমপরিপাকোত্থ তৃণাদপি সুনীচতা, এরূপ সর্ব্বচিত্তশোধক স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, এরূপ অকপট ও স্বাভাবিক সুধামধুর-ভাষিতা, এরূপ স্বতঃসিদ্ধ কৃষ্ণেতর বিষয়-বৈরাগ্য আর কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহাদের সুনীচতা হইতেছে, ব্রজপ্রেমের পরিপাক হইতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত। তৃণগুচ্ছ পদাঘাতে সাময়িকভাবে নত হইলেও জীবিত থাকিলে পুনরায়

---

৫৫ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ২৪; ৫৬ ঐ ২৬; ৫৭ ভা ৫।১৮।১২; ৫৮ চৈ চ ২।২২।৭২।

মস্তক উত্তোলন করে, কিন্তু শ্রীগৌরপরিকরগণ দ্রোহকারিগণকে 'অপরাধী' বিচার না করিয়া নিজদিগকেই শ্রীভগবচ্চরণে অপরাধী ও দ্রোহকারীর প্রতি উদ্বেগদানকারী বিচার করিয়া অত্যন্ত দৈন্যগ্রস্ত হয়েন এবং স্বদুঃখে দুঃখিত না হইয়া দ্রোহকারীর দুঃখের ভাবনায় অস্থির হইয়া পড়েন। পীড়নকারীর প্রতিশোধ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিয়া শ্রীভগবানের নিকট পীড়নকারী অপরাধীর জন্য ভগবৎপ্রীতি পর্য্যন্ত প্রার্থনা করেন। অদ্ভুত ক্ষমাগুণ, পরদুঃখদুঃখিতা, সহিষ্ণুতা ও শ্রীভগবন্নামপ্রেম বিতরণে পরমপরোপকার-চিকীর্ষার আদর্শের দ্বারা অপরাধীর হৃদয় শোধন করিয়া, তাহাদের হৃদয়েও স্বাভাবিক দৈন্যের আবির্ভাব করান।

শ্রীগৌরপরিকরগণ আপনাদিগের প্রেম গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহাদের স্বভাবসুন্দর-স্নিগ্ধ দর্শন হৃদয়স্থ গুপ্তপ্রেমভাণ্ডার প্রকাশ করিয়া দেয়। তাঁহাদের অন্তরের নিগূঢ় প্রেমের অমৃতময় প্রভাব তাঁহাদের দৈন্যময়ী সুধা-মধুর-ভাষিতায় প্রকাশিত হয়।

কৃষ্ণপ্রেমে পরিপূর্ণভাবে নিমজ্জিত থাকিয়াও তৎপ্রাপ্তির জন্য সুতীব্র উৎকণ্ঠা বা বিপ্রলম্ভই হইতেছে—তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ বৈরাগ্য। যদি কেহ সর্ব্বপ্রকার বৈরাগ্য এবং বৈরাগ্যের চরম সীমা লাভ করিতে সমর্থও হয়েন, তথাপি তাহা শ্রীগৌরপরিকরগণের বৈরাগ্য-লেশের সহিত তুলনীয় হয় না। কেহ শম, দম, ক্ষান্তি, মৈত্রী প্রভৃতি গুণের চরমসীমা প্রাপ্ত হইলেও অথবা শাস্ত্রোপদিষ্ট বিষ্ণুভক্তি-কোটি লাভ করিলেও বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপের নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানে, কিংবা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনে রত থাকিলেও সর্ব্বশক্তি-সারস্বরূপা হ্লাদিনী-শক্তির সহিত মিলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় পরিকরগণের পদনখের কিরণপ্রমোদ-ভজনাকারী অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যপরিকরগণের শ্রীচরণকমলসেবী ভক্তবৃন্দে যে স্বভাবসিদ্ধ সদ্‌গুণরাশি প্রকাশিত হয়, তাহার কোটি অংশের এক অংশও অন্যত্র দেখা যায় না। শ্রীচৈতন্য-পরিকরগণের শ্রীচরণ-ভজনাকারী ভক্তগণেই যখন এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ সদ্‌গুণরাশি প্রকাশিত হয়, তখন সাক্ষাৎপরিকরগণের মহিমা যে অনির্ব্বচনীয়, তাহা বলাই বাহুল্য। সেইরূপ নিত্যসিদ্ধ মহৎকোটির সদোপাস্য যিনি, তিনি যে পরতত্ত্বসীমা

তাহা তাঁহার পরিকরবৈশিষ্ট্যের দ্বারাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। অন্য প্রমাণের আবশ্যকতা রাখে না।

শ্রীহরিদাসঠাকুর

শ্রীগৌরপরিকর শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে যখন বিধর্ম্মিগণ বাইশ বাজারে প্রাণঘাতক প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়াছিল, তখন 'সবে যে সকল পাপিগণ তাঁরে মারে। তার লাগি দুঃখমাত্র ভাবেন অন্তরে॥ এসব জীবেরে কৃষ্ণ! করহ **প্রসাদ**। মোর দ্রোহে নহু এ সভার অপরাধ'॥[৫৯] মনে হইতে পারে, মহাত্মা যীশু তাঁহার সহিত আরও দুই ব্যক্তির ক্রুশারোপ-কালেও দ্রোহকারিগণের জন্য প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন—'Father, forgive them ; for they know not what they do.'[৬০]—হে পিতঃ পরমেশ্বর! ইহাদিগকে ক্ষমা করুন, কারণ তাহারা কি করিতেছে, তাহা তাহারা জানে না।

এই স্থানে পূর্ব্বাপর ঘটনা ও চিত্তবৃত্তির বিচার করিলে, শ্রীগৌরপরিকর শ্রীহরিদাসের পরম বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি হয়। যীশু প্রাণভয়ে জেরুসালেম হইতে ইফ্রাইম গ্রামে পলায়ন এবং স্বীয় প্রাণ-রক্ষার জন্য নানাস্থানে গুপ্তভাবে ভ্রমণ ও অজ্ঞাতবাসাদি করেন ; কিন্তু ঠাকুর শ্রীহরিদাস (শ্রীপ্রহ্লাদেরই ন্যায়) বিন্দুমাত্রও প্রাণের ভয় বা তজ্জনিত কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই, তিনি প্রহৃত হইবার কালেও সর্ব্বক্ষণ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরণ এবং শ্রীকৃষ্ণনামানন্দেই বিভোর ছিলেন। নিজের পীড়ার কথা বিন্দুমাত্রও মনে না করিয়া দ্রোহিগণের দুঃখেই ব্যথিত হইয়াছিলেন এবং কৃষ্ণের নিকট তাহাদের **পাপের ক্ষমা নহে, শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদ**(প্রসন্নতা), যৎফলে অপরাধ-বিমুক্তিরূপ চিত্তশোধন ও ভক্তির উদয় হয়, তাহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভগবানের নিকট যীশু নির্য্যাতনকারিগণের নরহত্যাজনিত পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য 'ভগবৎ-প্রসাদ' প্রার্থনা করেন নাই। যীশুকে ক্রুশারোপে বাধ্য করা হইয়াছিল, তিনি স্বেচ্ছায় ক্রুশারূঢ় হ'ন নাই। কিন্তু 'দৃঢ় করি মারে তারা প্রাণ

---

৫৯ চৈ ভা ১।১১।১২১, ১২২ পৃঃ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সং ; ৬০ St. Luke 23/34 ;

লইবারে। মনস্পথো নাহি হরিদাসের প্রহারে ॥'৬১—বিধর্ম্মিগণ যে শ্রীহরিদাসকে এত প্রহার করিতেছে, তাহা তাঁহার মানসপথেও একবার উদিত হইতেছে না। 'হাসিয়া বলেন হরিদাস মহাশয়। **আমি জীলে যদি তোমা সভার মন্দ হয় ॥ তবে আমি মরি** এই দেখ বিদ্যমান' ॥৬২ শ্রীহরিদাস শ্রীকৃষ্ণস্মরণে সমাধিস্থ হইয়া নির্য্যাতন কালে মৃতবৎ অবস্থান করেন। শতশত দ্রোহকারীর নির্য্যাতনের দ্বারা কোন ভগবৎপরিকরের দেহত্যাগ হইতে পারে না। শ্রীহরিদাস ছিলেন মহাযোগেশ্বর-শিরোমণি স্বেচ্ছানির্য্যাণ—যাঁহার নিজেচ্ছায় পরিরক্ষিত শ্রীঅঙ্গ ক্রোড়ে লইয়া স্বয়ং ভগবান ভাবিকালে নৃত্যসঙ্কীর্ত্তন করিবেন। শ্রীহরিদাসকে যখন মৃতজ্ঞানে দ্রোহকারিগণ গঙ্গায় ভাসাইয়া দিল, তখনও শ্রীনামরসে সমাধিস্থ শ্রীহরিদাসের তাহাদের প্রতি করুণার বিরাম নাই। তিনি দ্রোহকারিগণের সদ্য সদ্য পরম মঙ্গল বিধান করিলেন। "সেই মতে আইলেন ফুলিয়া নগরে। **কৃষ্ণনাম** বলিতে বলিতে **উচ্চৈঃস্বরে** ॥ দেখিয়া অদ্ভুতশক্তি সকল যবন। সভার খণ্ডিল হিংসা ভাল হৈল মন ॥ পীর জ্ঞান করি সভে কৈল নমস্কার। সকল যবনগণ পাইল নিস্তার ॥ কতক্ষণে বাহ্য পাইলেন হরিদাস। **মুলুকপতিরে চাহি হৈল কৃপা-হাস ॥** সম্ভ্রমে মুলুকপতি জুড়ি দুই কর। বলিতে লাগিল কিছু বিনয় উত্তর ॥ 'যোগী জ্ঞানী সব যত মুখে মাত্র বোলে। তুমি সে পাইলা সিদ্ধি মহাকুতূহলে ॥ তোমারে দেখিতে মুঞি আইলুঁ এথারে। সব দোষ মহাশয় ক্ষমিবে আমারে ॥ সকল তোমার সম, শত্রু মিত্র নাঞি। তোমা চিনে হেন জন ত্রিভুবনে নাঞি ॥''৬৩

মহাত্মা যীশুর আদর্শে দৃষ্ট হয় যে, তাঁহার ক্রুশারোপের পরেও সমবেত জনতা, শাসনকর্ত্তা, সৈন্যগণ যীশুকে অবজ্ঞাসূচক উপহাস করে। 'And the people stood beholding. And the rulers also with them **derided** him saying. He saved others ; let him save himself, if he be Christ, the chosen of God. And the soldiers also mocked him, coming to him and offering him vinegar. And saying, 'If thou be the king of the Jews, save thyself.৬৪

---

৬১ চৈ ভা ঐ ১২২ পৃষ্ঠা ; ৬২ ঐ ১২২ পৃষ্ঠা ; ৬৩ ঐ ১২৩ পৃষ্ঠা ; ৬৪ St. Luke 23/35—37.

সাধারণ দর্শকগণের কেহ কেহ মহাত্মা যীশুর অত্যাশ্চর্য্য উদারতা ও গাম্ভীর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ ও অনুতপ্ত হইয়াছিল বটে ; কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তিত ভগবন্নামের শ্রবণ এবং শতনির্য্যাতনের পরও শ্রীনামাচার্য্যকে অক্ষুণ্ণ দেহে দর্শন করিয়া তাঁহার দ্রোহ-কারিগণ ও তাহাদের নায়ক মুলুকপতির যেরূপ চিত্তশুদ্ধি ও হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল এবং শ্রীহরিদাস ঠাকুরও মুকুলপতির প্রতি কৃপা ওপ্রসন্নতা প্রকাশ করিয়া যোগী-জ্ঞানী বাশক্ত্যাবিষ্ট অতিমানব প্রভৃতি হইতে শ্রীগৌরপরিকরের পরম মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য বিধর্ম্মী মুলুকপতির ও নিগ্রহকারিগণের হৃদয়ে যেরূপ প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করাইয়াছিলেন, তাহা অপর আদর্শে নাই। নাস্তিকের হৃদয়েও তপ্তলৌহে জলবিন্দুস্পর্শের ন্যায় সাময়িকভাবে অনুতাপস্পর্শ বা চক্ষে জলবিন্দু উপস্থিত হয়, কিন্তু হৃদয় শোধন এবং ভগবৎপরিকরের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি ও দৈন্যময়ী ভক্তির উদয় সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ও তদ্ভক্তের প্রসন্নতা ব্যতীত হইতে পারে না। নিগ্রহকারী হইবার পরিবর্ত্তে মুলুকপতি ঠাকুর হরিদাসের ভজনে আনুকূল্যকারী হইয়াছিলেন। যে হরিনামের উচ্চকীর্ত্তনে বাধা প্রদানার্থ সপরিকর বিধর্ম্মী মুলুকপতি এইরূপ নির্য্যাতন আরম্ভ করেন, নামাচার্য্যের শ্রীমুখে সেই শ্রীহরিনামের উচ্চকীর্ত্তন-শ্রবণেই তাহাদের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হয়। 'এত ক্রোধে আনিলেক মারিবার তরে। পীরজ্ঞান করি, আরও পায়ে পাছে ধরে॥ যবনেরে কৃপাদৃষ্টি করিয়া প্রকাশ। ফুলিয়ায় আইলেন ঠাকুর হরিদাস॥ উচ্চ করি হরিনাম লইতে লইতে। আইলেন হরিদাস ব্রাহ্মণ-সভাতে॥ হরিধ্বনি বিপ্রগণ লাগিলা করিতে। হরিদাস লাগিলেন আনন্দে নাচিতে॥ * * * হরিদাস বলেন শুনহ বিপ্রগণ। দুঃখ না ভাবিহ কিছু আমার কারণ॥ **প্রভু নিন্দা আমি শুনিলাও যে অপার। তার শাস্তি করিলেন ঈশ্বর আমার**'॥[৬৫] এই স্থানে শ্রীগৌরপরিকর তাঁহার বাইশ বাজারের প্রহারকে নিজের (শ্রীহরিনামের নিন্দা-শ্রবণরূপ) অপরাধেরই ভগবদ্‌বিহিত দণ্ড বলিয়া বরণ করিয়াছেন, কিন্তু অপর আদর্শে তাহা নাই। মহাত্মা যীশু তাঁহার নির্য্যাতনকে অপরের কৃত পাপরূপে (দ্রোহকারিগণের অজ্ঞতামূলক নরহত্যা-প্রতিপাদক

৬৫ চৈ ভা ১২৩—১২৪ পৃষ্ঠা।

পাপরূপে) গণ্য করিয়া তাহাদের পাপের ক্ষমার্থ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পাপ হইতেও যাহা অতুলনীয়ভাবে গুরুতর, সেই অপরাধকে নিজকৃত বলিয়া বরণ করিয়া এবং দ্রোহকারিগণ কর্তৃক তৎপ্রতি নির্য্যাতন উপযুক্তই হইয়াছে বিচার করিয়া শ্রীহরিদাস সেই ভগবদ্‌বিহিত দণ্ডবিধানের প্রযোজ্যকর্ত্তা বিধর্ম্মিগণেও কোনরূপ অপরাধ স্পর্শ না করে, এজন্য ভগবানের প্রসন্নতা প্রার্থনা করেন। তৎফলে সদ্য সদ্য সপরিকর দ্রোহকারী বিধর্ম্মীরও চিত্তশোধন ও ভগবৎ-পরিকরের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। বৈষ্ণবশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের দিক হইতে বিচার করিলে ইহার মধ্যে আরও গভীর রহস্য ও অদ্ভুত মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সমস্ত অপরাধের মধ্যে নামাপরাধের গুরুত্ব, তন্মধ্যে আবার নামপ্রবর্ত্তক মহতের নিন্দা সর্ব্বাগ্রণী ও পরম গুরুতর। শ্রীহরিদাস নামপরায়ণ সাধুগণেরও পরমারাধ্য এবং সাক্ষাৎনামী মহাপ্রভুর লীলাসঙ্গী শ্রীনামাচার্য্য। সুতরাং তাঁহার নিন্দা, দ্রোহ এবং তৎসহ শ্রীনামেরও নিন্দা-দ্রোহ শ্রীনামী মহাপ্রভু কিছুতেই সহ্য করিবেন না এবং স্বয়ং ভগবানও মহতের, বিশেষতঃ তৎপরিকরের চরণে অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন না। এজন্য যাঁহার চরণে অপরাধ, তিনিই প্রথমে উপযাচক হইয়া সেই দ্রোহকারিগণের অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা এবং নামীকে প্রসন্ন হইবার জন্য আবেদন করিলেন। ইহা আরও চমৎকার! তাহা একমাত্র শ্রীগৌরপরিকরের চরিতেই পাওয়া যায়। কোথায় মহদপরাধী মহতের চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া শুদ্ধ হইবেন, ভগবৎ-প্রসন্নতা অর্জ্জন করিবেন, আর এই স্থানে মহচ্ছিরোমণি শ্রীনামাচার্য্যই সেই নামাপরাধীর জন্য নামীর নিকট ক্ষমা ও তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার লীলাপরিকরের এই অত্যদ্ভুত আদর্শে স্বয়ং শ্রীনামীই মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং সপরিকর মুলুকপতির হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাদের দ্বারা শ্রীহরিদাসের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা এবং তাঁহার নামসঙ্কীর্ত্তনের আনুকূল্য বিধান করাইলেন। ইহা দ্বারা শ্রীগৌরচরণানুচরগণের অসমোর্দ্ধ করুণা-বৈশিষ্ট্য বিঘোষিত হইতেছে।

শ্রীগৌরপরিকরের কৃষ্ণেতরবিষয়বৈরাগ্য

নিত্যসিদ্ধ শ্রীগৌরপরিকরগণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধরহিত বিষয়গন্ধের প্রতি

স্বাভাবিক থূথূৎকারের আদর্শও ত্রিজগতে আর কোথাও নাই। 'ললিতবিস্তর' ও 'বুদ্ধচরিত' কাব্যাদিতে সিদ্ধার্থের যে বিষয়-বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তাহা জাগতিক হেতু হইতে উদ্ভূত এবং ঐ বৈরাগ্যের শেষ ফল হইতেছে দুঃখ হইতে নিস্তার বা নির্ব্বাণ-লাভ। উহাতে ভগবৎপ্রীতির গন্ধও নাই। সিদ্ধার্থ আত্মসুখ বা ত্রিতাপ-শান্তি কামনায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া বোধিতরুমূলে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে সসৈন্য মার (কামদেব) তথায় উপস্থিত হইয়া সিদ্ধার্থকে নানাভাবে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করে। সিদ্ধার্থ তাহাদিগকে উপেক্ষা বা পরাভূত করিয়া আত্মদুঃখ নিবৃত্তি বা নিজ বুদ্ধত্ব লাভের জন্য ব্যস্ত হয়েন, যীশুরও বনমধ্যে ঈশ্বরোপাসনাকালে পাপশক্তিগণের (Powers of Evil) সহিত দ্বন্দ্ব করিতে হয়। তিনি মায়ার চরগণকে উপেক্ষা করিয়া বিজয়ী হয়েন এবং জর্দ্দননদীর তীরে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু ঠাকুর হরিদাসকে স্বয়ং মূল মায়াদেবী (যাঁহার একটি প্রতিভূমাত্র কামাদি রিপুবর্গ এবং মায়ার অসংখ্য যাবতীয় চর) মুগ্ধ করিতে আসিয়া হরিদাসকে মোহিত বা তাঁহার দ্বারা উপেক্ষিত হইবার পরিবর্ত্তে স্বয়ংই শ্রীহরিদাসের শ্রীমুখ-বিনির্গত শ্রীকৃষ্ণনামে আকৃষ্ট ও দীক্ষিত হইয়া ব্রজপ্রেমে অভিষিক্ত হ'ন। সিদ্ধার্থের সমীপে রতি, তৃষ্ণা ও আরতি গমন করিয়া 'প্রব্রজ্যাং দেহি ভগবন্ ভবচ্ছরণমাগতাঃ।' 'হে ভগবন্! আমাদিগকে প্রব্রজ্যাধর্ম্ম প্রদান করুন। আমরা কন্দর্পের কন্যা, আমাদের পাঁচশত ভ্রাতা তাঁহারাও আপনার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে,' ইত্যাদি বলিয়া বঞ্চনা করিতে উদ্যত হইলে, সিদ্ধার্থ মার-সৈন্যগণকে পরাভূত করিয়া সমাধিস্থ হইয়া থাকিলেন। আর হরিদাস রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত বেশ্যাকে, এমন কি, স্বয়ং মায়াদেবীকে উপেক্ষা না করিয়া কৃষ্ণনাম শ্রবণ করাইয়া মহাভাগবতী ও কৃষ্ণনাম-প্রেমে দীক্ষিত করিলেন। এখানেও ব্রজপ্রেমদাতা পরতত্ত্বসীমা শ্রীগৌরকৃষ্ণের পরিকরবরের অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণনামপ্রেমে বিশ্বজয়ই প্রকৃত দিগ্‌বিজয়

শ্রীশঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীলক্ষ্মণাবতার শ্রীরামানুজাচার্য্য, বায়ুর অবতার শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীসুদর্শনচক্রাবতার শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য, শ্রীরামানন্দস্বামী, শ্রীবল্লভাচার্য্য-

প্রমুখ সম্প্রদায়াচার্য্যগণ বৈরাগ্যবিত্তার বহু বরণীয় আদর্শসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ঐ সকল আদর্শের দ্বিতীয় তুলনা পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যপরিকরগণের স্বতঃসিদ্ধ বৈরাগ্যবিদ্যা সর্ব্বতোভাবে তুলনারহিত। তাহাই বিশ্লেষণ করা হইতেছে।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য সুধন্বা রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় ও সাহচর্য্যে সুরেশ্বর, পদ্মপাদ, হস্তামলক, বুদ্ধিবিরিঞ্চি, আনন্দগিরিপ্রমুখ শত শত শিষ্যসহ দিগ্‌বিজয়াকাঙ্ক্ষী সম্রাটের ন্যায় দিগ্‌বিজয়-বাহিনী গঠন করিয়া নানাদেশে ভ্রমণ এবং বিচারসভা আহ্বান করিয়া স্বপাণ্ডিত্যপ্রখ্যাপন ও অপর সম্প্রদায়ের পণ্ডিতাচার্য্যগণকে পরাস্ত করিয়া প্রভূত প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্কর বিভিন্নস্থানে মঠস্থাপন ও মঠাম্নায়াদি রচনা, বহুশিষ্যকরণ এবং বেদান্ত-ভাষ্যাদি প্রণয়ন করিয়া আচার্য্য-গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদও মঠ-স্থাপন, বহুশিষ্যকরণ ও ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি 'শ্রীভাষ্য' রচনা সমাপ্ত করিলে, ব্রহ্মরথ ও শতকলসাভিষেক দ্বারা সম্মানিত হয়েন এবং আচার্য্যকে রথের উপরে স্থাপন করিয়া শিষ্য-সম্প্রদায় ও জনতা শ্রীরঙ্গমের রাজপথে বিরাট শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান করেন। তৎপরে শ্রীরামানুজাচার্য্য বহু শিষ্যের সহিত দিগ্‌বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়া বহুস্থানের পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজিত করেন। কাশ্মীর প্রভৃতি দেশের ধনকুবের রাজন্যবৃন্দ আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কথিত হয়, শ্রীরামানুজের অনুগত মহারাজা বিষ্ণু-বর্দ্ধন জৈন মন্দিরসমূহের ধ্বংসসাধন এবং স্বমতবিরোধী জৈনগণকে বিনাশ করেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্যও সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াই বাসুদেব প্রভৃতি দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিয়া জয়পত্র সংগ্রহ করেন এবং আচার্য্যাভিষেক-ক্রিয়া অনুষ্ঠানের পর শিষ্যবাহিনীসহ দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে অভিযান করিয়া প্রবলতর-ভাবে দিগ্‌বিজয়কার্য্য আরম্ভ করেন। আচার্য্য লোকসংগ্রহের জন্য নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্যও প্রকাশ করেন। যেমন বিনা জলযানে শিষ্যগণসহ নদী-উত্তরণ, বিধর্ম্মী তুরস্করাজ হইতে অর্দ্ধরাজ্য গ্রহণ, স্বহস্তে ব্যাঘ্রাকৃতি দৈত্য-বিনাশ, নদীর জল স্তম্ভন-পূর্ব্বক অনার্দ্র বসনে নদী-উত্তরণ, 'শঙ্কর'নামক ব্যক্তির প্রদত্ত চারিসহস্র কদলী-

ফল-ভক্ষণ ও ত্রিশ কলসীপূর্ণ দুগ্ধপান, সহস্র লোকেরও উত্তোলনের সামর্থ্যাতীত শিলাখণ্ড একহস্তে একাকী উত্তোলন ইত্যাদি। বহু ধনশালী রাজন্যবর্গ শ্রীমধ্বাচার্য্যের ঐশ্বর্য্য-দর্শনে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীমধ্বাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যাদি রচনা, মঠস্থাপনাদি সাম্প্রদায়িক আচার্য্যোচিত ঐশ্বর্য্যও যথেষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের বৈভব-সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ প্রকাশিত না থাকিলেও তিনি যোগৈশ্বর্য্যাদি প্রকাশ এবং ব্রহ্মসূত্রাদির ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন জানা যায়। তৎ-সম্প্রদায়ের অধস্তন শ্রীকেশবকাশ্মিরীভট্টজী তৎ-সমসাময়িক বিখ্যাত পণ্ডিতগণকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করিয়া 'দিগ্‌বিজয়ী' উপাধি সংগ্রহ করেন এবং কাশ্মীর-দেশীয় শৈবাচার্য্যগণকে তর্কে পরাস্ত করিয়া 'কেশব-কাশ্মিরী' নামে খ্যাত হন। তিনি ব্রহ্মসূত্র ও গীতাভাষ্যাদি রচনা করেন এবং সমস্ত দেশ তর্কযুদ্ধে বিজয় করিয়া তদানীন্তন তর্কবিদ্যার মহাপীঠ নবদ্বীপে বিপুলদিগ্‌বিজয়বাহিনী-সহ বিজয়পত্র সংগ্রহার্থ শ্রীনিমাইপণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হন। পরে শ্রীনিমাই পণ্ডিতকে সাক্ষাৎ শ্রীসরস্বতীপতিরূপে অনুভব করিয়া তাঁহার উপদেশে দিগ্‌বিজয়াদির চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক অকিঞ্চনবেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। 'কোথা গেল ব্রাহ্মণের দিগ্বিজয়ী-দম্ভ। তৃণ হৈতে অধিক হইলা বিপ্র নম্র॥ হস্তী, ঘোড়া, দোলা, ধন, যতেক সম্ভার। পাত্রসাৎ করিয়া সর্ব্বস্ব আপনার॥ চলিলেন দিগ্বিজয়ী হইয়া অসঙ্গ। হেনমত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের রঙ্গ॥'[৬৬]

শ্রীরামানন্দ স্বামীর সম্বন্ধেও জানা যায়, তিনি যোগসাধনার দ্বারা বহু প্রকার সিদ্ধি লাভ করিয়া গঙ্গারোণগড়ের রাজা পিপাজী প্রভৃতি ধনকুবের শিষ্যের সহিত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন এবং বহু শিষ্য-সংগ্রহ ও ব্রহ্মসূত্রের 'আনন্দভাষ্য' রচনা করেন।

শ্রীবল্লভাচার্য্যও বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেবের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বনামপ্রসিদ্ধ তত্ত্ববাদাচার্য্য শ্রীব্যাস তীর্থের সভাপতিত্বে কনকাভিষেকে অভিষিক্ত হয়েন ও 'আচার্য্য'-পদবী লাভ করেন। তিনি দিগ্‌বিজয় করিবার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষ

৬৬ চৈ ভা ১।১৩।১৮৮—১৯০।

তিন বার পর্য্যটন করেন। শ্রীচৈতন্য ও তৎপ্রেরিত পরিকরগণের দিগ্‌বিজয় কিন্তু সর্ব্বজীবের হৃদয় জয় করিয়া তথায় কৃষ্ণপ্রেমভক্তিসাম্রাজ্য সংস্থাপন— 'এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। কৃষ্ণনামপ্রেম দিয়া বিশ্ব কৈলা ধন্য॥ মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন। দুই সেনাপতি কৈলা ভক্তিপ্রচারণ॥ নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠাইল গৌড়দেশে। তেঁহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষে॥ আপনে দক্ষিণ দেশে করিলা গমন। গ্রামে গ্রামে কৈলা কৃষ্ণনাম প্রচারণ॥ সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার। কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈলা সভার নিস্তার॥" সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণশক্তি ব্যতীত এইরূপ বিশ্বের সর্ব্বজীবের হৃদয় জয় করিয়া কৃষ্ণনাম-প্রেম সঞ্চার অপর কাহারও দ্বারা সাধিত হইতে পারে না—ইহা দিগ্‌বিজয়ি-প্রবর শ্রীপাদবল্লভাচার্য্যও স্বীকার করিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক ঐশ্বর্য্য ও অকিঞ্চনতার মাধুর্য্যৌদার্য্য

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শ্রীচরণানুচর পরিকরগণের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস বলিয়াছেন,—'তাহান কৃপার এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম॥ রাজ্যপদ ছাড়ি' করে ভিক্ষুকের কর্ম্ম॥ কলিযুগে তার সাক্ষী শ্রীদবিরখাস। রাজ্যপদ ছাড়ি যাঁর অরণ্যে বিলাস॥' [৬৭] 'মহাপ্রভুর ভক্তগণের **বৈরাগ্য প্রধান**। যাহা দেখি' **প্রীত হ'ন গৌর ভগবান**॥ [৬৮]

শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্যের বৈশিষ্ট্য-বর্ণনে জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের বৈরাগ্য স্বয়ং ভগবানের প্রীতিজনক। স্বয়ং ভগবান হইতেছেন—রসময়। কিন্তু সর্ব্বনিরপেক্ষতারূপ বৈরাগ্যে ভক্তিরস শুষ্ক হয়, তাহা ভক্তি-বিষয়ক রাগ পর্য্যন্ত শোষণ করে ও চিত্তকে কঠিন করিয়া দেয়।[৬৯] ভক্তিরস ব্যতীত অন্য কিছুই ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রীতিজনক হইতে পারে না। শুষ্ক বৈরাগ্যের প্রদর্শনী

---

৬৭ চৈ ভা ১।১৩।১৯১-১৯২ ; ৬৮ চৈ চ ৩।৬।২২০ ; ৬৯ বৈরাগ্যঞ্চ সর্ব্বনিরপেক্ষত্বং তস্যা রসস্য তদ্বিষয়ক-রাগস্য শোষকম্' (শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত-টীকা-২।২০৫)।

জাগতিক লোকের বিস্ময়োৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু পরতত্ত্বসীমা শ্রীলীলাপুরুষোত্তমের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে না। তাই মহাপ্রভুর ভক্তগণের যে বৈরাগ্য, তাহা শ্রীবুদ্ধদেব-শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ-প্রমুখ লোকোত্তর মহাপুরুষগণের বৈরাগ্যের ন্যায় ব্যাপার নহে অর্থাৎ তাহা সংসারমুক্তি, নির্ব্বাণ বা সাযুজ্যাদি স্বসুখসাধনরূপ ফললাভের অভিসন্ধিযুক্ত নহে। মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য হইতেছে—বিপ্রলম্ভরস, যাহা মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধাতে পরিপূর্ণতম-মাত্রায় বিরাজমান। সুতরাং শ্রীরাধারাণীর দাস্যৈকপ্রাণ শ্রীরূপ-রঘুনাথাদির যে বৈরাগ্য, তাহা সেই বিপ্রলম্ভরস-বিগ্রহা শ্রীরাধার মহাভাবেরই অনুসরণ। এজন্য তাহা পরম রসময় এবং কৃষ্ণাকর্ষক।

'ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরাসম ভার্য্যা' পরিত্যাগী শ্রীরঘুনাথ দাস নীলাচলে পসারির পরিত্যক্ত ও পর্য্যুষিত কর্দ্দমাক্ত মহাপ্রসাদান্ন, যাহা তৈলঙ্গা-গাভীগণেরও অখাদ্য, তাহার ভিতর হইতে কঠিন অংশ সংগ্রহ করিয়া উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় গ্রহণ করিতেন। ইহা জানিতে পারিয়া স্বয়ং লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণেরও অংশী শ্রীগৌরহরির তাহা কাড়িয়া খাইবার লোভ হয়। শ্রীরঘুনাথ কৃচ্ছ্রতা সাধন বা প্রদর্শন করিবার জন্য ঐরূপ আচরণ করেন নাই। রঘুনাথের বৈরাগ্য 'সাধন' নহে, 'তাহা 'সাধ্য প্রেমরস'। পরবর্ত্তিকালে ব্রজে অবস্থানকালে শ্রীরঘুনাথ এক দোনাপরিমাণ মাঠা পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেন, তাহাও সাধারণ বৈরাগ্য নহে। গোয়ালিনী-শিরোমণি শ্রীরাধা যে 'মাঠা' প্রস্তুত করিয়া প্রাণেশ্বরকে নিত্য ভোজন করান এবং প্রাণেশ্বরী তাঁহার দাসীগণের জন্য কৃপা করিয়া যে উচ্ছিষ্ট রাখিয়া দেন, শ্রীরাধার দাসী-অভিমানী শ্রীরঘুনাথ সেই নন্দগোপসুতের ও ভানুনন্দিনীর উচ্ছিষ্ট রসরূপে সেই মাঠা ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করেন নাই। শ্রীরঘুনাথের এই বিপ্রলম্ভরসকে বহিরঙ্গ লোক বৈরাগ্য-মাত্ররূপে দর্শন করিয়াছেন। শ্রীরঘুনাথের বৈরাগ্যটি কি, তাহা তাঁহার 'শ্রীপ্রার্থনাশ্রয়চতুর্দ্দশ'কে কিছু আভাস পাওয়া যায়। তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে—শ্রীরঘুনাথ বলিতেছেন যে, তিনি বিরহানলে জর্জ্জরিত, তাঁহার দেহ বিধাতা বজ্রসারের দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন বলিয়াই ভৃগুপাতের দ্বারাও সেই দেহের পতন হইবে না। এখন তিনি প্রার্থনা জানাইতেছেন,—

বসতো গিরিবরকুঞ্জে, লপতঃ শ্রীরাধিকেঽনু কৃষ্ণেতি।
ধয়তো ব্রজ-দধিতক্রং, নাথ সদা মে দিনানি গচ্ছন্তু ॥ [৭০]

হে নাথ! গোবর্দ্ধনকুঞ্জে বাস করিতে করিতে এবং অগ্রে 'হে শ্রীরাধিকে'! এবং পশ্চাৎ 'হে কৃষ্ণ'! এই নাম সর্ব্বদা উচ্চারণ করিতে করিতে এবং ব্রজের দধি ও মাঠা পান করিতে করিতে আমার বাকী দিনগুলি অতিবাহিত হউক।

শ্রীগৌরকৃষ্ণ তাঁহার মনোভীষ্ট পূরণার্থই তৎপরিকরগণকে লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে বলিয়াছিলেন—"**তোমার দেহ মোর নিজ ধন**। তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ॥ তোমার শরীর—মোর প্রধান 'সাধন'। এ শরীরে সাধিমু আমি বহু প্রয়োজন॥" [৭১] গৌরপরিকরগণ সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের সেবাসুখানুসন্ধান পূর্ণমাত্রায় করিয়াও 'কিছুই সেবা করিতে পারিলাম না, সুতরাং দেহ-ধারণ বৃথা'—এইরূপ গাঢ়ানুরাগের স্বভাব-বশতঃ বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হইয়া কখনও কখনও দেহত্যাগের ইচ্ছা করেন। শ্রীরুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে অনশনব্রতে দেহত্যাগ করিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; ব্রজগোপীগণও শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে দেহত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন।[৭২] গাঢ়ানুরাগী ক্ষণকালও শ্রীকৃষ্ণবিরহ সহ্য করিতে পারেন না। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি ব্যতীত স্বসুখবাসনার লেশও নাই। এজন্য সেই অকৈতব প্রেমের বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অচিরেই প্রেমিক ভক্তকে দর্শন দান করেন। 'প্রেমীভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে। প্রেমে কৃষ্ণ মিলে সেহ না পায় মরিতে॥'[৭৩] তাই শ্রীগৌরপরিকর শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীরঘুনাথাদি শ্রীগৌরের 'নিজ ধনস্বরূপ' তাঁহাদের দেহের রক্ষার্থও কাহাকে পীড়ন না করিয়া ব্রজের মাধুকরী-গ্রাস শ্রীরাধারাণীর প্রদত্ত উচ্ছিষ্টরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং 'তাহা খাঞা আপনাকে কহে নির্ব্বেদ-বচন।[৭৪] এই নিষ্কিঞ্চন শ্রীগৌরপরিকরগণ ব্যক্তিগত স্বার্থ দূরে থাকুক, দেব-সেবা-মঠ-মন্দিরাদি-প্রতিষ্ঠান-স্থাপনব্যপদেশে বা ভক্তিপ্রচারের সাহায্য-ভিক্ষার

---

৭০ শ্রীস্তবাবলী শ্রীপ্রার্থনাশ্রয়চতুর্দ্দশকম্ ১৪; ৭১ চৈ চ ৩।৪।৭৬,৭৮;
৭২ ভা ১০।৫২।৪৩ ও ঐ ১০।২৯।৩৫; ৭৩ চৈ চ ৩।৪।৬১; ৭৪ ঐ ৩।৬।৩১৩।

জন্যও কখনও বিষয়ীর দ্বারস্থ হয়েন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকমলাকান্ত বিশ্বাসের দ্বারা গৃহস্থ ও বৈরাগী উভয় প্রকার ভক্তের পক্ষেই বিষয়ীর দ্বারস্থ হওয়া কৃষ্ণভক্তির ব্যাঘাতক বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। এক সময় শ্রীঅদ্বৈত-পরিকর শ্রীকমলাকান্ত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অজ্ঞাতসারে মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের নিকট এক পত্র লিখিয়া জানান যে, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন, মহারাজ তিনশত মুদ্রার দ্বারা সাহায্য করিলে আচার্য্য ঋণমুক্ত হইতে পারেন। ঐ পত্রটি কোনক্রমে মহাপ্রভুর হস্তগত হইলে প্রভু সেইদিন হইতে তৎসমীপে কমলাকান্তকে আসিতে নিষেধ করেন। এতৎপ্রসঙ্গে মহাপ্রভু কমলাকান্তকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করেন, —'**প্রতিগ্রহ কভু না করিবে রাজধন। বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥ মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ**। কৃষ্ণস্মৃতি বিনা হয় নিষ্ফল জীবন॥ **এই শিক্ষা সবাকারে**, সবে মনে কৈল। আচার্য্য-গোসাঞি মনে আনন্দ পাইল'॥ [৭৫]

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও স্ব-মনঃশিক্ষাচ্ছলে ভক্তি-সাধকজগৎকে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন—'হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ, তোমার স্মরণ গেল দূরে। অর্থ লাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণব বেশে, ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে'॥

কেহ কেহ মনে করেন, ব্যক্তিগত অভাব বিদূরণ বা প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য ধনী বা বিষয়ীর দ্বারস্থ হওয়া অভক্তিপর হইলেও এবং প্রাচীনকালে সেইরূপ বিধান থাকিলেও বর্ত্তমানযুগোপযোগী সমষ্টি জীবের কল্যাণের জন্য ভক্তি-প্রতিষ্ঠানাদি স্থাপন, রক্ষণ ও ভক্তিপ্রচারাদির আনুকূল্যরূপে ধনী-বিষয়ী বা রাজন্যবর্গের দ্বারস্থ হওয়া দোষাবহ নহে, ধনীর সাহায্য ব্যতীত সমষ্টিগত কল্যাণ ও প্রচার-কার্য্যের বিস্তার হইতে পারে না। ধনী ও বিষয়ীকে ঘৃণা না করিয়া তাঁহাদিগকে মহাপ্রভুর সেবক করাই মহত্ত্বের পরিচায়ক।

এ স্থানে বক্তব্য এই, শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র ও কলি-পাবনাবতারী সপার্ষদ শ্রীগৌরহরির আদর্শ, আচরণ ও শিক্ষা কলিযুগের জীবের জন্যই প্রকাশিত হইয়াছে

---

৭৫ চৈ চ ৩।১২।৫০-৫১, ৫৩।

এবং তাহাতে সার্ব্বকালিক উপযোগিতা ও নিত্য সত্য নিহিত রহিয়াছে। সেই সকল উপদেশ, আদর্শ ও আচরণ ত্রিকালসত্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপ্রতাপরুদ্রের ন্যায় পরমভাগবত লীলাপরিকর ও স্বয়ং শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর দৃষ্টান্তের দ্বারা এই শিক্ষা দিয়াছেন, যে-কোন ছলেই হউক, বিষয়ীর কৃপাভিক্ষা দ্বারা কাহারও ভক্তিলাভ হইতে পারে না। মুমুক্ষু-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের মধ্যে ঐরূপ আদর্শ থাকিলেও শ্রীগৌরকৃষ্ণপ্রীতিমাত্রৈককাম নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের আদর্শ ও আচার তাহা নহে। শ্রীগৌর-পরিকরগণ সমষ্টিগত কল্যাণ সাধন করিবার ছলে প্রতাপরুদ্রের ন্যায় মহাভাগবত মহারাজের নিকটও কোন প্রকার অনুগ্রহ ভিক্ষা করেন নাই। ইহা দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পরিকরগণ শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে বা বিষয়ীকে ঘৃণা করিয়াছেন, তাহা নহে—এই আদর্শদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু একাধারে লোকশিক্ষা ও শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে প্রচুর কৃপাই করিয়াছেন।

শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদ শ্রীপরীক্ষিত মহারাজের সভায় শ্রীমদ্ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করিয়া সমষ্টিগত মহাকল্যাণ ও মহারাজকেও ভূরি দান করিয়াছেন, কিন্তু মহারাজের নিকট কোনরূপ অনুগ্রহ ভিক্ষা করেন নাই। শ্রীশুকদেবের ন্যায় সমষ্টিগত অকৈতব ভুবনমঙ্গল কয় জন করিতে পারিয়াছেন? মহাপ্রভুর পরিকরবর্গ কোন প্রকার বিষয়ীর সাহায্য গ্রহণ না করিয়াও যে সমষ্টিগত পরম কল্যাণ এবং পাপীতাপী বিষয়ী সর্ব্ব জীবের নিত্যমঙ্গল বিধান করিয়া গিয়াছেন, তাহারই সামান্য একটু সূত্রলেশ লইয়া জগতে পরম সত্যের প্রচার হইতেছে। শ্রীগৌরপরিকরের এক এক জনের আদর্শ চরিত্রই সমষ্টিবিশ্বের পরম কল্যাণনিকেতন এক একটি মহাপ্রতিষ্ঠান। আর সমষ্টিগত কল্যাণের নামে বিষময় উপাদানে যে সকল তথাকথিত ভক্তি ও অভক্তি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে, তাহা অনন্ত অনর্থরাশির আকররূপেই পরিণত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বেও পাশ্চাত্য শিক্ষিত-সমাজে মহাপ্রভুর বাণীপ্রচারক শ্রীমদ্‌ভক্তি বিনোদ ঠাকুর 'প্রেমবিবর্ত্তে' বলিয়াছেন—"দেব-সেবার ছল করি বিষয় নাহি কর। বিষয়েতে রাগদ্বেষ সদা পরিহর॥ মঠ-মন্দির দালান-বাড়ীর

না কর প্রয়াস ॥”[৭৬] শ্রীমন্মহাপ্রভু বা তৎপরিকরগণ বিষয়কে নিন্দা বা ঘৃণা করেন নাই; বহির্ম্মুখবিষয়াসক্তি হইতেই ভক্তিসাধককে সতর্ক করিয়াছেন। কারণ ‘বিষয়াবিষ্টচিত্তস্য কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ’—বিষয়াবিষ্ট চিত্তের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আবেশ সুদূরপরাহত। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বিষয়ালম্বন হইলে প্রীতির উদয় হইতে পারে—কৃষ্ণপ্রীতির আনুকূল্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই অন্য বিষয়গন্ধ হইতে সতর্ক থাকিতে বলিয়াছেন। ইহা পরমকরুণা ও পরমকৃষ্ণপ্রীতির নিদর্শন।

শ্রীদেবকীনন্দন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন, ‘ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে’ শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে ‘স্ব-সম্প্রদায়-সহস্রাধিদেবরূপে বর্ণন’ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য হইতেছে শ্রীশ্রীগৌর-লীলাপরিকরগণের প্রত্যেকেই ভগবৎপদ-কমলাবলম্বিদুর্লভ-প্রেম-পীযূষময়-গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় বিশ্বপাবন জীবন্ত সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠানস্বরূপ। ইঁহাদের একএক জনের আদর্শ-চরিতামৃতের এক বিন্দুই অনন্তকাল অনন্ত বিশ্বের জীব-জগৎকে পরম পুরুষার্থ-সীমার মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত করিতে পারে। এইরূপ সহস্র সহস্র সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠানের (Institution বা Missionএর) অধিদেবতা হইতেছেন—পরতত্ত্বসীমা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। যদি বিষয়ী বা রাজার সাহায্যে ভক্তিপ্রচারের প্রকৃত আনুকূল্য হইত, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনকে বিধর্ম্মী রাজার সম্বন্ধ হইতে, শ্রীরঘুনাথকে স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণসেবী বিষয়ী পিতার সম্বন্ধ হইতে বা শ্রীরামানন্দ রায়কে বৈষ্ণবরাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের বিষয়কার্য্য হইতে বিচ্যুত করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিতেন না। শ্রীসনাতনও বলিতেন না, ‘রাজা মোরে প্রীতি করে, সে—মোর বন্ধন।’ [৭৭] শ্রীরঘুনাথের পিতা-জ্যেঠা ব্রাহ্মণগণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং শ্রীরঘুনাথকেও নীলাচলে অর্থাদি প্রেরণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মাচরণে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথের দ্বারা তাঁহার পৈতৃক জমিদারী হইতে বহু অর্থ আনাইয়া ভক্তিপ্রচারের আনুকূল্য করাইতে পারিতেন। কিন্তু শ্রীরঘুনাথের সম্মুখেই জীব-জগতের শিক্ষার্থ মহাপ্রভু জানাইলেন,—“তোমার বাপ-জ্যেঠা—বিষয়বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া। ‘সুখ’ করি মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া ॥

---

৭৬ প্রেমবিবর্ত্ত, ৩০-৩১ পৃষ্ঠা, ৪র্থ সং ১৩৩৭; ৭৭ চৈ চ ২।১৯।১৩।

যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়। **শুদ্ধবৈষ্ণব নহে,** হয়ে বৈষ্ণবের প্রায়। তথাপি **বিষয়ের স্বভাব—করে মহা-অন্ধ**। সেই কর্ম্ম করায়, যাতে হয় **ভব-বন্ধ**॥ হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলেন তোমা। কহনে না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা॥"৭৮

শ্রীরঘুনাথ তাঁহার পিতৃদেব-কর্ত্তৃক স্বেচ্ছায় প্রেরিত অর্থ হইতে প্রতিমাসে মহাপ্রভুকে দুইবার ভিক্ষা দিতেন। রঘুনাথের সঙ্কোচে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মহাপ্রভু নিমন্ত্রণ স্বীকার করিতেছেন, অন্তরঙ্গ শ্রীরঘুনাথ ইহা বুঝিতে পারিলেন। "বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ। **প্রসন্ন না হয়** ইহায়, জানি **প্রভুর মন**॥ **মোর চিত্ত** দ্রব্য লইতে **না হয় নির্ম্মল**। এই নিমন্ত্রণে দেখি,—**প্রতিষ্ঠা মাত্র ফল**॥" ৭৯ সুতরাং শ্রীরঘুনাথ পিতৃদত্ত অর্থে মহাপ্রভুর সেবা পরিত্যাগ করিলেন এবং তাহাতে মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইয়া স্বপার্ষদ শ্রীরঘুনাথের উপলক্ষ্যে জগৎজীবকে শিক্ষা দিলেন,—'বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। **মলিন মন হৈলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ**॥' ৮০

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষা লঙ্ঘন করিয়া ব্যক্তিগত সাধক-জীবনেই হউক, আর সমষ্টিগতভাবে ভক্তিপ্রচারাদি উদ্দেশ্যেই হউক, যে সকল প্রতিষ্ঠানাদি গড়িয়া উঠিবে তাহাতে বহির্ম্মুখ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি ফলই পাওয়া যাইতে পারে। উহা দ্বারা ভক্তিলাভ সুদূরপরাহত হইবে। কারণ, বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই চিত্ত মলিন হইতে থাকিবে। ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু স্থিরচিত্তে নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করিলেই ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারেন। স্বয়ং ভগবানের ত্রিকালসত্য ভুবনমঙ্গল উপদেশ কখনও মিথ্যা হইতে পারে না।

শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামী যে 'নিজশিষ্যে কহি গোবিন্দ মন্দির করাইল। বংশী-মকর-কুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল'৮১॥—ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে, সজ্জন ধনী গৃহস্থের ও বৈষ্ণব-দীক্ষায় দীক্ষিত সম্পত্তিমান গৃহস্থ বৈষ্ণবের অর্চ্চনমার্গই মুখ্য এবং ভগবদর্চ্চনব্যাপারে স্বদেহ-সম্পত্তি প্রভৃতি নিয়োগ না করিয়া নিষ্কিঞ্চনগণের ন্যায়

৭৮ চৈ চ ৩।৬।১৯৭-২০০ ; ৭৯ ঐ ৩।৬।২৭৪,২৭৫ ; ৮০ ঐ ৩।৬।২৭৮ ; ৮১ ঐ ৩।১৩।১৩১।

কেবল স্মরণাদি-নিষ্ঠ হইলে বিত্তশাঠ্য-প্রতিপত্তি হইবে—এই শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে—'যে তু সম্পত্তিমন্তো গৃহস্থাস্তেষাং ত্বর্চ্চনমার্গ এব মুখ্যঃ ; তদকৃত্বা হি নিষ্কিঞ্চনবৎ কেবল-স্মরণাদি-নিষ্ঠত্বে বিত্তশাঠ্য-প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ'[৮২]। যিনি সর্ব্ব বিষয়ের একমাত্র বিষয়, সেই শ্রীগোবিন্দের বিষয়ের সংস্পর্শে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু ভক্তিসাধক জীবের জড় বিষয়ের দ্বারা চিত্ত দূষিত হয়। মহাভাগবতবর শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ সাক্ষাৎ গোপালের আজ্ঞায় গোবর্দ্ধনে গোপাল প্রকট করিয়াছিলেন এবং গোপালেরই প্রেরণায় মহাধনী কোন ক্ষত্রিয় গোপালের মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন ; সেই বিষয়ের গ্রাহক স্বয়ং গোপাল। কিন্তু শ্রীপুরীগোস্বামী 'প্রেমে মত্ত,—নাহি তাঁর রাত্রিদিন-জ্ঞান। ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে, নাহি স্থানাস্থান ॥'—(চৈ চ ২।৪।২২), 'অযাচিত-বৃত্তি পুরী—বিরক্ত, উদাস। অযাচিত পাইলে খা'ন, নহে উপবাস' ॥ (ঐ ২।৪।১২৩), 'পুরীর প্রেম-পরাকাষ্ঠা করহ বিচার। অলৌকিক প্রেমে চিত্তে লাগে চমৎকার ॥' (ঐ ২।৪।১৭৮), শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামিপাদ সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে—'রূপ-গোসাঞির সভাতে করে ভাগবত-পঠন। ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁর মন ॥ অশ্রু কম্প গদগদ প্রভুর কৃপাতে। নেত্রকণ্ঠ রোধে বাষ্প, না পারে পড়িতে ॥ পিকস্বর-কণ্ঠ, তাতে রাগের বিভাগ। এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন-চারি রাগ ॥ কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যবে পড়ে-শুনে। প্রেমে বিহ্বল হয় তবে, কিছুই না জানে ॥ গোবিন্দ-চরণে কৈল আত্মসমর্পণ। গোবিন্দ-চরণারবিন্দ—যাঁর প্রাণধন ॥ গ্রাম্যবার্ত্তা নাহি শুনে—না কহে জিহ্বায়। কৃষ্ণকথা-পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায় ॥ বৈষ্ণবের নিন্দ্য-কর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে। সবে কৃষ্ণভজন করে,—এই মাত্র জানে ॥' (ঐ ৩।১৩।১২৬-১৩০, ১৩২-১৩৩)।

লীলাশক্তি আবার ইহাও দেখাইলেন যে, শ্রীগোবিন্দ তাঁহার প্রেমিক ভক্তের নিকট সাক্ষাৎ সেবা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু এই কলিকালে অর্চ্চনমার্গ বিঘ্নসঙ্কুল ; নামসঙ্কীর্ত্তনই পরম প্রশস্ত সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম। তাই দেখা যায়, শ্রীগোবিন্দের মন্দির এবং গিরিরাজের উপরে অবস্থিত শ্রীগোপালের মন্দির বিধর্ম্মী নরপতির

---

৮২ শ্রীক্রমসন্দর্ভ ৭।৫।২৫।

মাৎসর্য্যের উদয় করাইয়াছিল এবং লীলাশক্তিরই ইচ্ছায় শ্রীগোপালের সেবায় নিযুক্ত গৌড়ীয় সেবকগণও স্বধর্ম্মী বিষয়ীর কূটনীতির দ্বারা বিতাড়িত হইয়াছিলেন এবং তথায় পরবর্ত্তিকালে বিষয়েরই প্রাধান্য হইয়াছে। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে।

বিষয়ীর তোষামোদ করিয়া বা ছলে-বলে-কৌশলে যে সকল আকাশচুম্বী মঠ-মন্দির-প্রতিষ্ঠানাদি গড়িয়া উঠে, তাহার ঐশ্বর্য্যে বহির্ম্মুখ বিশ্বের বিস্ময়োৎপাদন হইতে পারে বটে এবং তদ্দ্বারা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি জাগতিক ফলও লাভ হয় বটে, কিন্তু তাহা 'ভক্তি' বা 'ভক্তি-প্রচার' নহে। উহাতে ভক্তির ন্যায় আকার বা সৌসাদৃশ্য থাকিলেও—উপশাখাবিশেষ। সেক-জল পাইয়া সেই উপশাখা আরও বাড়িয়া যায়। সেই উপশাখা সর্ব্বাগ্রে ছেদন না করিলে কিছুতেই মূলশাখার সমৃদ্ধি হইতে পারে না।[৮৩] আমরা সেই লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-ফলকে বা বহির্ম্মুখ জনমনোরঞ্জনকে 'ভক্তিপ্রচারের স্বরূপ' মনে করিলে আত্মবঞ্চিতই হইব। তদ্দ্বারা লোকোপকার দূরে থাকুক, তাহাতে লোকবঞ্চনাই হইবে।

শ্রীগৌরপরিকরগণের আদর্শ আচারই এক একটি ভক্তি-প্রচার-প্রতিষ্ঠান। শ্রীসনাতন শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে বলিয়াছেন,—"আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার। প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥ 'আচার', 'প্রচার',—নামের কর তুই কার্য্য। তুমি—সর্ব্ব-গুরু, সর্ব্ব জগতের আর্য্য[৮৪]॥" শ্রীনামাচার্য্য হইতেছেন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্টপ্রচারক একটি আকরপ্রতিষ্ঠান। অথচ তিনি মঠমন্দিরে বাস করিয়া আচার্য্যের কার্য্য করেন নাই, কাহাকেও মন্ত্র-দীক্ষাও দেন নাই, বা ডঙ্কা বাজাইয়া দিগ্‌বিজয়ও করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীবাদি দ্বারা তাঁহার মনোভীষ্ট-পরিপূরক অপ্রতিদ্বন্দ্বী লক্ষ লক্ষ ভক্তিরস-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীসনাতনের শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত, শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণব-তোষণী, শ্রীহরিভক্তিবিলাস, শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব; শ্রীরূপের শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃত, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি ইত্যাদি এক একটি ভক্তিরসপ্রতিষ্ঠান সমগ্র বিশ্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত ভক্তি ও প্রেমের বার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন, করিতেছেন

৮৩ চৈ চ ২।১৯।১৫৬-১৬৪ ; ৮৪ ঐ ৩।৪।১০২, ১০৩।

ও অনন্ত কাল করিবেন। শ্রীরূপের অনুগ শ্রীজীব চারিলক্ষ বা ততোধিক ভাগবত-রসপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা বিষয়ীর দ্বারস্থ হয়েন নাই। রাত্রিকালে গলিত শুষ্ক পত্র জ্বালাইয়া তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

শ্রীগৌরপরিকরগণ রসরাজ-মহাভাবের উপাসক, এজন্য তাঁহাদের প্রকটিত প্রতিষ্ঠানসমূহ সকলই রসময় প্রতিষ্ঠান। 'ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত'॥ যাঁহারা মাধুর্য্যের উপাসক তাঁহাদের সমস্ত ব্যাপারই—রসময়। গৌরপরিকরগণ শ্রীমদ্ভাগবতরূপ আকর রসসিন্ধু হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের রসপ্রস্থান বা রসপ্রতিষ্ঠান প্রকাশ করিয়াছেন। 'তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ'॥ (ভা ১২।১৩।১৫)। সর্ব্ববেদান্তের যাহা সারভূত, সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের যাহা সারস্বরূপ, যাহা নিগমকল্পতরুর প্রপক্ব ফল, যাহাতে কোন পরিত্যাজ্য অংশ নাই, যাহা সমস্তই রসময়, সেই ভাগবত-রসই শ্রীগৌরপরিকরগণের রস-সাহিত্যের উপাদান। ভরতমুনি রসকে সাহিত্যের বা কাব্যের বীজ বলিয়াছেন। আবার রসই কাব্যের ফল। লৌকিক রসজ্ঞগণও 'সহিতের ভাব' বা 'সাহিত্যে' 'সাধারণী কৃতিঃ' বা 'সাধারণী-করণের' পরমোপযোগিতায় বিস্মিত হইয়াছেন, আর সমস্ত রসসাহিত্যের আকর যে ভাগবতরস-সাহিত্য এবং সাক্ষাদ্ রসরাজমহাভাব-একীভূত-তনুর লীলারসে যে সাহিত্য-সম্পদ্রূপ রসপ্রতিষ্ঠান আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র বিশ্বে সাধারণীকরণের সার্ব্বভৌম ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়। গৌরপরিকরগণ সেইরূপ সার্ব্বভৌম ভক্তিরস-প্রতিষ্ঠানেরই প্রবর্ত্তক। তাঁহাদের উপাস্য—রসস্বরূপ, উপাসনা—ভক্তিরস, প্রয়োজন—রসসীমা ব্রজপ্রেম, শাস্ত্র—রসসিন্ধু শ্রীমদ্ ভাগবত, সাহিত্য—রসপ্রস্থান, সম্প্রদায়—রসিকসম্প্রদায়।

নির্ম্মৎসর ভাগবত-রসিক শ্রীগৌর-পরিকরবৃন্দ

ত্যাগ-বৈরাগ্যাদি অসাধারণ ও অদ্ভুত ব্যাপার নহে; কিন্তু মাৎসর্য্য ও প্রতিষ্ঠা পরিত্যাগ করা অসাধারণ কার্য্য [৮৫] বলিয়াই শ্রীমদ্ভাগবত ভাগবতধর্ম্মযাজী সদ্গণকে

---

৮৫ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ১।৪৯ দ্রষ্টব্য (শ্রীমৎপুরীদাস সং)।

"নির্ম্মৎসর' শব্দে বিশেষিত করিয়াছেন। শ্রীরূপের স্বতঃসিদ্ধ পাণ্ডিত্যপ্রতিভা ও যশোরাশির কথা শ্রবণ করিয়া কোন মৎসর দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত যখন শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপের সহিত বিচার প্রার্থনা করেন, তখন তিনি বিনা বিচারেই পরাজয়-পত্র লিখিয়া দেন। সুযোগ্যতম শিষ্যবর শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ইহাতে ব্যথিত হইয়া উক্ত পণ্ডিতকে শাস্ত্রীয় বিচারে আহ্বান করেন। ইহা শুনিয়া শ্রীরূপ নিজ-শিষ্য শ্রীজীবকে যে কিরূপ কঠোরভাবে শাসনের আদর্শ প্রদর্শন করেন, তাহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা 'ঝিকে মারিয়া বৌকে শিক্ষা দান' ন্যায়ে নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যবর্য্য শ্রীজীবপ্রভুর প্রতি শাসনছলে জীব-জগতের মৎসর-দাম্ভিক সম্প্রদায়ের প্রতি শিক্ষাদান।

সেই নিত্যসিদ্ধ নির্ম্মৎসর মহাভাগবতকোটির পরমোপাস্য শ্রীচৈতন্যচন্দ্র কাশী, প্রয়াগ, শৃঙ্গেরী, শ্রীরঙ্গম, তিরুপতি, উড়ুপী প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণের পীঠস্থানসমূহে যে বিচরণ করিয়াছেন, তাহা দিগ্‌বিজয়ের জন্য নহে বা আচার্য্যদিগকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে নহে; একমাত্র নিজ প্রেমসম্পত্তি সর্ব্বত্র বিতরণ করিবার জন্যই তাঁহার ঐরূপ ভুবনমঙ্গল পরিব্রজনলীলা। মহাপ্রভু প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি কৃষ্ণপ্রেম-বন্যায় বিশ্ব প্লাবিত করিবেন। "প্রভু কহে—আমি 'বিশ্বম্ভর' নাম ধরি। নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি' [৮৬] কিন্তু যখন দেখিলেন, 'সবে এড়াইল মাত্র কাশীর মায়াবাদী"[৮৭], তখন মায়াবাদী সন্ন্যাসীর বেষে সাজিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে গিয়া প্রথমে অদ্বৈতবাদী অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে উদ্ধার করেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস রক্ষার জন্য সার্ব্বভৌম চিন্তিত হইয়া তাঁহাকে বেদান্ত শ্রবণ করাইতে উদ্যত হইলেন। বেদান্তোপাস্য ছন্নাবতারী স্বয়ং ভগবান্ তাহাতেই দৈন্যভরে স্বীকৃত হইলেন এবং নীরবে বেদান্ত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে থাকিলেন—**'মূর্খ আমি, নাহি অধ্যয়ন**। তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ॥ [৮৮] সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্য-কৃপায়ই সেই বেদান্তবেদ্য পুরাণপুরুষকে চিনিতে পারিলেন। তার পর

৮৬ চৈ চ ১।৯।৭; ৮৭ ঐ ১।৭।৩৯; ৮৮ ঐ ২।৬।১২৬।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের গুরু প্রকাশানন্দকে ব্রজপ্রেমে অভিষিক্ত করিবেন সঙ্কল্প করিয়া কাশীতে উপস্থিত হইলে তথায় সশিষ্য প্রকাশানন্দের দাম্ভিকতা-ব্যঞ্জক নানা-প্রকার কটাক্ষপূর্ণ উক্তির কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া আপনাকে অত্যন্ত 'হীন-দীন-মূর্খ' বলিয়াই জানাইলেন। '**সবা নমস্করি** গেলা পাদ-প্রক্ষালনে। পাদ প্রক্ষালিয়া বসিল সেই স্থানে॥ প্রভু কহে, **আমি হই হীন-সম্প্রদায়।** তোমা-সবার সম্প্রদায়ে বসিতে না জুয়ায়॥ **গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন**॥ মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার'[৮৯]॥ ইত্যাদি। যিনি প্রকৃতপক্ষে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বা 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' বলিবার একমাত্র অধিকারী, তিনি আপনাকে তৃণ অপেক্ষাও হীনরূপে প্রকাশ করিলেন।

স্বয়ং শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রবল তার্কিক শিষ্যবর্গের সহিত ডঙ্কা বাজাইয়া, বিজয় পতাকা উড়াইয়া, মোহমুদ্গরের স্তোত্রাদি উচ্চারণকারী শিষ্যসৈন্যের সহিত দিগ্-বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়া প্রতিপক্ষীয় আচার্য্যগণকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করেন। আর শ্রীসদাশিবাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের প্রভু সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নিঃসঙ্গ হইয়া দীনবেশে প্রেমোন্মাদে কেবলমাত্র কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে চতুর্দ্দিকের আব্রহ্ম-স্তম্ব জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণনাম গ্রহণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সঞ্চার ও ধান্যরাশির ন্যায় চতুর্দ্দিকে মুক্তহস্তে নাম-প্রেম বিতরণ করিতে করিতে সর্ব্বত্র বিজয় করেন।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য যখন কর্ণাট-উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হন, তখন অসংখ্য কাপালিকের গুরু রাজা ক্রকচকে দমন করিবার জন্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সম্মুখেই আচার্য্য-শিষ্য সুধন্বা রাজা সসৈন্যে কাপালিকগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্বীয় নেত্রোত্থিত ক্রোধাগ্নিতে কাপালিকগণকে ভস্মীভূত করেন। কথিত হয়, শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য কৃমিকণ্ঠকে নিহত করিবার জন্য শ্রীনৃসিংহদেবের সমক্ষে অভিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে সশিষ্য বৌদ্ধাচার্য্য বিষমিশ্রিত ও অমেধ্যসংযুক্ত অন্ন প্রদান করিলেও তিনি স্বয়ং

---

৮৯ চৈ চ ১।৭।৫৯; ৬৪,৭১-৭৩।

তাহাদের প্রতি বিন্দুমাত্র প্রতিপক্ষতা প্রদর্শন করেন নাই, লীলাশক্তির ইচ্ছায়ই মহাকায় এক পক্ষী আসিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করে। মহাপ্রভু মূর্চ্ছিত বৌদ্ধাচার্য্যকে তাঁহার শিষ্যগণের দ্বারা কৃষ্ণনাম শ্রবণ করাইয়া কৃপা করেন—বেদ-বিরোধী নাস্তিককে কৃষ্ণপ্রেমিক করেন।[৯০] শৃঙ্গেরী মঠে শ্রীশঙ্করাচার্য্য-স্থানে, উড়ুপীতে শ্রীমধ্বাচার্য্য-স্থানে দৈন্যভরে শিক্ষার্থীর ন্যায় শাস্ত্রসিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগকে কৃপা করেন। 'তত্ত্ববাদী আচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্রেতে প্রবীণ। তারে প্রশ্ন কৈল প্রভু, হঞা যেন **দীন** ॥ সাধ্য-সাধন আমি **না জানি** ভাল মতে। সাধ্য-সাধন-শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে ॥'[৯১] শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যের সহিতও সখ্যভাবে হাস্য-পরিহাসের মধ্যেই ব্রজরসের উৎকর্ষের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। প্রেমের ধর্ম্মে মাৎসর্য্য বা জিগীষামূলক প্রয়াস থাকিতে পারে না। তাই "দক্ষিণদেশের লোক অনেক প্রকার। কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্ম্মী, পাষণ্ডী অপার ॥ সেই সব লোক **প্রভুর দর্শন প্রভাবে। নিজ নিজ মত ছাড়ি হইল বৈষ্ণবে** ॥ বৈষ্ণবের মধ্যে রাম-উপাসক সব। কেহ হয় 'তত্ত্ববাদী, কেহ হয় "শ্রীবৈষ্ণব' ॥ সেই সব বৈষ্ণব **মহাপ্রভুর দর্শনে। কৃষ্ণ-উপাসক হৈল,** লয় কৃষ্ণনামে" ॥[৯২]

'যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান ॥'[৯৩] মহাপ্রভুর এই স্বমুখের বাক্য হইতে জানা যায় বৈষ্ণবোত্তমের সম্মুখদর্শনে আস্তিক মনুষ্যের মুখে কৃষ্ণনাম প্রকাশিত হয়, কিন্তু মহাপ্রভুর দূর-দর্শন হইতেও ম্লেচ্ছ, যবন, বৌদ্ধ, মায়াবাদী, পাষণ্ডী, মদ্যপ, দুরাচারী মনুষ্য এবং বনের হিংস্র হস্তি-ব্যাঘ্র-পশু-পক্ষীর হৃদয়ে কৃষ্ণনাম গ্রহণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও দেহে কৃষ্ণ প্রেমের বিকার সদ্য সদ্য প্রকাশিত হইত। ইহা হইতেই জানা যায়, শ্রীছন্নাবতারী শ্রীগৌরহরি মহাভাগবতোত্তম কোটির আরাধ্য পরতত্ত্বেরও পরমসীমা সাক্ষাৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি (১।২।২১, ১১।২০।৩০) শাস্ত্রে পরতত্ত্বমাত্রের দর্শনে জীবের

---

৯০ চৈ চ ২।৯।৫৪-৬২ ; ৯১ ঐ ২।৯।২৫৪-৫৫ ;
৯২ ঐ ২।৯।৯-১২ ; ৯৩ ঐ ২।১৬।৭৪।

পাপক্ষয় ও কর্ম্মক্ষয় পর্য্যন্ত ফলের কথা জানা যায়, কিন্তু একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর দূরদর্শনেও সর্ব্বজীবজাতির প্রেমধন প্রাপ্তি হইয়াছে (চৈ চ ২।১৬।১২০-১২২)।

'নির্ম্মৎসর' 'অমানী' 'মানদ' শ্রীগৌরপরিকরবৃন্দ

শ্রীমধ্ববিজয়াদিগ্রন্থে প্রতিপক্ষীয় আচার্য্যগণ প্রায়শঃই ব্যক্তিগতভাবে নিন্দিত হইয়াছেন। 'শ্রীমধ্ববিজয়'-রচয়িতার 'মণিমঞ্জরী'-পুস্তকে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যকে 'আচার্য্য' শব্দে অভিহিত না করিয়া 'শঙ্করের' 'শ' স্থানে 'স' দিয়া বানান এবং 'মণিমান' দৈত্য নামে অভিহিত করা হইয়াছে।[৯৪] কিন্তু প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ও 'অমানী-মানদ' তচ্চরণানুচরগণের আদর্শ সম্পূর্ণ অন্যরূপ। তাঁহারা জীবের পরম কল্যাণের জন্য শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত মায়াবাদ বা শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের মুক্তির আগ্রহ খণ্ডন করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোনও আচার্য্যের প্রতি বিন্দুমাত্রও অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই—যথাযোগ্য মানদানই করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কেবলাদ্বৈতবাদ-গুরু শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

'তাঁহার নাহিক দোষ, ঈশ্বর-আজ্ঞা পাঞা। গৌণার্থ করিল, মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া॥ **তাঁর দোষ নাহি,** তেহোঁ আজ্ঞাকারী দাস। আর যেই শুনে, তার হয় সর্ব্বনাশ॥[৯৫] শ্রীসনাতন-শ্রীরূপাদি গোস্বামিবর্গ শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যে 'ভগবৎ-পাদ' শব্দ ও গৌরবে বহুবচন প্রয়োগ করিয়াছেন।[৯৬] স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমধ্বাচার্য্যসম্প্রদায়ের আচার্য্যের নিকট উড়ুপীতে দৈন্য-কৌশলে বলিয়াছেন,—"মুক্তি, কর্ম্ম—দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ। সেই দুই স্থাপ' তুমি 'সাধ্য' 'সাধন'॥ সন্ন্যাসী দেখিয়া মোরে করহ বঞ্চন"।[৯৭]—আমাকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী দেখিয়াই অসম্ভাষ্য-জ্ঞানে (ঐ ২।৯।২৫০) আমার নিকট প্রকৃত সিদ্ধান্ত গোপন করিতেছেন।

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদও শ্রীপাদ রামানুজের প্রতি 'ভগবৎপাদ,' 'চরণ' ও গৌরবে বহুবচন, শ্রীমধ্বাচার্য্যের প্রতিও 'চরণ' ও বহুবচন, শ্রীশঙ্করসম্প্রদায়ের শ্রীপাদ শ্রীধর

৯৪ মণিমঞ্জরী ৬ষ্ঠ সর্গ ৬-৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য; ৯৫ চৈ চ ১।৭।১১০, ১১৪; ৯৬ 'শ্রীশঙ্করাচার্য্য-ভগবৎপাদানাংবচনম্' (শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ২।২।১৮৬ টীকা); ৯৭ চৈ চ ২।৯।২৭১-২৭২।

স্বামীর প্রতি 'পরমবৈষ্ণব', 'জগদ্‌গুরু', 'ভক্ত্যেকরক্ষক' প্রভৃতি শব্দ ও গৌরবে বহুবচনের প্রয়োগ এবং উক্ত তিন আচার্য্যকে 'বৃদ্ধবৈষ্ণব' শব্দে অভিহিত করিয়া যথাযোগ্য মানদানে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।[৯৮]

শ্রীজীবপাদ শ্রীক্রমসন্দর্ভে (৪।২২।২৪,৩০) বলেন,—শাস্ত্রীয়-মার্গান্তরস্থা**কুৎসনয়া** * * নির্গুণে ব্রহ্মণি চ রতিঃ স্যাৎ—শাস্ত্রীয় অন্য ধর্ম্ম-পথের প্রতি কুৎসা-রহিত হইলে নির্গুণ ব্রহ্মে রতি হয়। অতএব শাস্ত্রীয় কোন ধর্ম্ম-পথেরই কোনপ্রকার কুৎসা-প্রচার গৌরপার্ষদগণ কেন, ভাগবতধর্ম্মাবলম্বিমাত্রেরই অভিপ্রেত নহে।

প্রকাশানন্দের প্রতি ক্রোধ-লীলার তাৎপর্য্য

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কাশীতে শ্রীপ্রকাশানন্দের স্থানে শ্রীচৈতন্যদেব নিজেকে 'মূর্খ,' 'বেদান্তশাস্ত্রে অনধিকারী' ইত্যাদি বলিয়া মুখে দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু নবদ্বীপে অবস্থানকালে শ্রীমুরারিগুপ্তের নিকট প্রকাশানন্দকে গালাগালি করিয়া বলিয়াছেন,—"কাশীতে পড়ায় **বেটা** প্রকাশানন্দ। সেই **বেটা** করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥ বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে। সর্ব্ব অঙ্গে হইল কুষ্ঠ তবু নাহি জানে"॥[৯৯] 'প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির সম্মুখে দৈন্য-প্রকাশ ও অগোচরে তাঁহার নিন্দা কপটের লক্ষণ।

ছন্নাবতারীর এই ভাবদ্বয়ের মধ্যে গভীর রহস্য নিহিত আছে, তাহা হইতেছে এই—শ্রীগৌরহরি তাঁহার নবদ্বীপ-লীলায় সময় সময় ভগবৎস্বরূপের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত প্রকাশানন্দের প্রসঙ্গে 'ত্রয়ীময়ং রূপমিদঞ্চ শৌকরম্' [১০০]—যাঁহার শৌকরবপু বেদময়—সেই ভগবান্ শ্রীবরাহদেবের ভাবে শ্রীশচীনন্দন স্বীয়

---

৯৮ 'সাক্ষাচ্ছ্রীপ্রভৃতিতঃ প্রবৃত্তসম্প্রদায়ানাং শ্রীবৈষ্ণবাভিধানাং শ্রীরামানুজ-ভগবৎপাদ-বিরচিত—শ্রীভাষ্যাদি-দৃষ্টমত-প্রামাণ্যেন' ইত্যাদি—শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ ১১ পৃষ্ঠা শ্রীপুরীদাস সং; শ্রীরামানুজচরণাশ্চৈবমাহুঃ—শ্রীসর্ব্বসম্বাদিনী ৭৪ পৃষ্ঠা (ঐ); শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণৈর্বৈষ্ণবমতে প্রবিশ্য ইত্যাদি শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ ৯ পৃষ্ঠা; বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ—শ্রীরামানুজ-মধ্বাচার্য্য-শ্রীধরস্বাম্যাদিভির্যল্লিখিতম্ (শ্রীসর্ব্বসম্বাদিনী ৩ পৃষ্ঠা ঐ); ৯৯ চৈ ভা ২।৩।৩৭-৩৮; ১০০ ভা ৩।১৩।৪১।

ভগবৎ-স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তথায় তাঁহার ভক্তভাবে ছন্নতা নাই। যেমন পরতত্ত্বসীমা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে তিনি গীতায় শ্রীঅর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ * * * রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ'[১০১] ইত্যাদি।—মূঢ়গণ রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি আশ্রয়পূর্ব্বক বেদ-প্রতিপাদ্য আমার সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ মনুষ্যলিঙ্গকে অবজ্ঞা করে। শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে,—'যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। স সর্ব্বস্মাদ্বহিষ্কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ। মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলং স্নানমাচরেৎ॥'[১০২]—পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের দেহকে যে ব্যক্তি 'ভৌতিক দেহ' বলিয়া মনে করে, সেই ব্যক্তিকে শ্রুতি ও স্মৃতির বিধানানুসারে সকল পারমার্থিক ব্যাপার হইতে বাহিরে রাখিতে হইবে। দৈবাৎ তাহার মুখদর্শন হইলেও বস্ত্রের সহিত স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। যেরূপ কুষ্ঠরোগীর ভগবদ্‌বিগ্রহের পূজায় অধিকার নাই, সেইরূপ ভগবানের সচ্চিদানন্দঘন শ্রীবিগ্রহকে 'সত্ত্বগুণের বিকার'রূপে প্রতি-পাদনকারী মায়াবাদীপ্রকাশানন্দও কুষ্ঠরোগীর তুল্য, ইহাই স্বয়ং ভগবান তাঁহার তদেকাত্মরূপ শ্রীবরাহদেবের ভাবে কৃপাপূর্ব্বক অমায়ায় জ্ঞাপন করিয়াছেন।* ভগবান তাঁহার নিজের স্বরূপতত্ত্ব নিজে না জানাইলে, পুত্রকে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পিতা কৃপাশাসন না করিলে তাহাদের মঙ্গল হয় না, এই আদর্শ স্থাপনকল্পেই শ্রীগৌরহরির ঐরূপ উক্তি; তাহা পরমকরুণামণ্ডিত—মাৎসর্য্যপ্রণোদিত নহে। কিন্তু পরতত্ত্বসীমা

---

১০১ গীতা ৯।১১-১২ ; ১০২ শ্রীবলদেবভাষ্যধৃত বৃহদ্‌বৈষ্ণবশাস্ত্র-বাক্য।* শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসার্ব্ব-ভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন,—'ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার। সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥ শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত পাষণ্ড। অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ড্য॥' (চৈ চ ২।৬।১৬৬।১৬৭) 'সর্ব্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে।' (চৈ ভা ২।৩।৩৮)—এই স্থানে মায়াবাদী প্রকাশানন্দের সর্ব্বাঙ্গ কুষ্ঠরোগীর তুল্য অস্পৃশ্য ইহাই তাৎপর্য্য। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রকাশানন্দের কুষ্ঠ রোগের কোন উল্লেখ করেন নাই। যাহার সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠব্যাধি হয়, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাহা জানিতে পারে ; কিন্তু এস্থানে 'তবু নাহি জানে' বাক্যে প্রকাশানন্দ মায়াবাদাশ্রয়ে ভগবদ্‌বিগ্রহের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করায় যে শাস্ত্রমতে 'অস্পৃশ্য' 'অদৃশ্য' সেই হয় 'যমদণ্ড্য', (চৈ চ ২।৬।১৬৭) ইহাই বুঝিতে পরিতেছেন না, এই তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে।